Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/156

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

(প্রায় ষাঠখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ্
মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি
সহ বিশদ ব্যাখ্যা।)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়
(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।
(Ex-Professor, Selection Grade, Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।
বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী—১
১৯৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Third Five Year Plan—Development of Modern Indian Languages. The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government.

(Grant has been kindly made by Government of West Bengal)

LIBRARY
No. 2/156
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

(প্রায় ষাঠখানা গীতার টীকা ইত্যাদি হইতে ও উপনিষদ্
মহাভারত ও বহু গ্রন্থাদি হইতে লওয়া উদ্ধৃতি
সহ বিশদ ব্যখ্যা।)

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

(এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক)।

(Ex-Professor, Selection Grade Provincial Educational Service)

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী—১

১৯৬৬

মূল্য 10/=

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় খণ্ড (তৃতীয় অধ্যায়) "নিবেদন" ও তৃতীয়, একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের "মুখবন্ধ" ও কভার, টাইটেল, ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড, বারাণসী শাখা, বারাণসী হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 2/156
No. 8786
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

নিবেদন

প্রপন্ন পারিজাতায় তোৎত্রবেত্রৈক পাণয়ে,
জ্ঞান মুদ্রায়, কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।
বসুদেব সুতং, দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরুম্।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীত—
মেকো দেবো, দেবকীপুত্র এব,
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি,
কর্ম্মণ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা।
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ,
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্‌বিনিঃসৃতা

যাঁহার মহান্ শক্তি ও মহতী কৃপা, এই শোক ফাতর জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে প্রেরণা দিয়া, ৩৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী শ্রীগীতার ব্যাখ্যা রচনা করাইয়াছে, প্রাণের সকল ভক্তি তাঁহার চরণে উজাড় করিয়া দিয়া বার বার তাঁহাকে প্রণাম করি। আর, গীতা মায়ের কথা আর কি বলিব? যাহা কিছু এই ৭৭ বৎসরের বৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, মা-ই তাহা করাইয়া দিতেছেন, এ সবে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছু মাত্র নাই।

আমি ঋণী অনেকের নিকট, সেই সব আমার উপকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাজনদিগের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। কয়েকজনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অযাচক আশ্রমের অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর পরমহংস পূজ্যপাদ স্বামী স্বরূপানন্দজী, আমার দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন, প্রথম খণ্ডের ন্যায়, এবারও শুল্ক না লইয়া, তাঁহার "প্রতিধ্বনি" পত্রিকায় দিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র ভাবে ঐ পত্রিকাতে সুন্দর আলোচনাও দিয়াছেন, যাহা অভিমত পুস্তিকাতে দৃষ্ট হইবে, এবং যাহার ফলে তাঁহার অনেক শিষ্য এই বই ক্রয় করিয়াছেন। শুধু তাই নয়, আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার দয়া পাইতেছি। আমি, আমার দ্বারা প্রফেসর অবস্থায় ক্রীত বিজ্ঞানের দামী দামী বইগুলি, গীতার মুদ্রণ খরচ চালাইবার জন্য বিক্রয় করিতেছি। এইরূপ কয়েকখানা বই এখানকার একটি নামী প্রকাশন সংস্থার বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদকের, নিকট লইয়া গিয়াছিলাম তিনি কিনিতে গা করিলেন না দেখিয়া, বইগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম; পথে, স্বামীজীর আশ্রম পড়ায়, ভাবিলাম তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাই। হাতে বই দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গিয়াছিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, তিনিই বইগুলি কিনিয়া লইবেন। আমি তাঁহাকে বলা সত্ত্বেও যে ঐ বইগুলি তাঁহাদের কোনও কাজে আসিবে না, তিনি শুনিলেন না, এবং আমার তো কিছু সাহায্য হইবে, এই বলিয়া বইগুলি কিনিয়া লইলেন। নিঃস্বার্থভাবে টাকা দিয়া আজকাল কয়জন এইরূপ সাহায্য করিতে পারেন ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী (now President Rama Krishna Math and Mission Organisation) যখন Genrel Secretary ছিলেন তখন বই কিনিয়া, পড়িয়া, সুন্দর অভিমত দিয়াছেন, যাহা অভিমত পুস্তিকাতে দৃষ্ট হইবে তিনি General Secretary হইতে President হইবা মাত্র, আমার অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া আবার আর এক set ঐ (দুই খানি) বই বেলুড় মঠের জন্য ক্রয় করাইলেন, এবং পাণ্ডিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ শ্রীমৎ স্বামী তেজসানন্দজীকে দিয়া আবার নূতন করিয়া আর একটি অভিমত পাঠাইলেন। অভিমত পুস্তিকা দেখুন)।

গুণ-গ্রাহী, পরম বিচক্ষণ, শ্রীফনিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহোদয় (Ex Governor West Bengal, Ex-Chief Justice Calcutta High Court and present Chairman Law Commission and Legal Terms Commission) বই দুইখানি কিনিয়া, পড়িয়া, প্রত্যেকটির উপর যে সুন্দর সমালোচনা পাঠাইয়াছেন, তাহা অভিমত পুস্তিকাতে পড়িলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইবে, যে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বই দুইখানি পাঠ করিয়াছেন। আমি তো এইরূপ পাঠই চাই। অতীব কৃপা তাঁহার যে তাঁহার শত কার্য্যের ভিতর তিান এইরূপ ভাবে বই দুইখানি পড়িয়াছেন। কিন্তু ঐখানেই সম্বন্ধ শেষ করেন নাই, মাঝে মাঝে তাঁহার উৎসাহ বাক্য সমন্বিত পত্র আমি পাই। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের Law এর Head Select করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাস কয়েক পূর্ব্বে, তাঁহাকে এখানে আসিতে হইয়াছিল। ফিরিয়া গিয়া, তিনি আমাকে লেখেন, তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, আমার সহিত দেখা করিয়া আলাপ করিয়া আসেন, কিন্তু তাঁহার সভার পর সভা হইতে থাকায়, তিনি কোনও ক্রমে উহা ঘটাইতে পারিলেন না। একজন সাধারণ লোককে, তঁহার মত বিদ্বান উচ্চপদস্থ পুরুষ, কে এরূপ লেখেন?

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পদ্মভূষণ এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আমায় জানান, যে তাঁহার নিজস্ব গবেষণায় প্রাপ্ত একটি তত্ত্বের প্রতিধ্বনি তিনি আমার দার্শনিক আলোচনায় পাইয়াছেন। এ সংবাদ আমায় বড়ই তৃপ্তি দিয়াছে।

শ্রী শ্রীপ্রকাশজীর, ও শ্রীসম্পূর্ণানন্দজীর কথা আমি দ্বিতীয় খণ্ডে বলিয়াছি; তাঁহারা বহু মানাস্পদ পুরুষ, কিন্তু আমার প্রতি সমান স্নেহ বরাবরই রাখিয়া চলিয়াছেন। যখন যে বিষয়ে আমি পরামর্শ চাহিয়াছি, বিনা বিরক্তিতে তাঁহারা দিয়াছেন।

আমার গীতার দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণে খরচ পড়িয়াছে, প্রায় ১৩০০৲ টাকা। ঐরূপ খরচ পড়িবে জানিয়া আমি ঐ খণ্ডের মুদ্রণে নামিতাম না, যদি না দানবীর শ্রী কে, কে বিড়লাজী আমাকে ১০০০৲ টাকা দান করিতেন। যাঁহার ঐ দান আমার দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণে সাহায্য করিয়াছে, সেই দানবীর শ্রীকে, কে, বিড়লাজীকে, ভগবান দীর্ঘজীবী, ও চিরসুখী করুন। সাহায্য তিনি আরও করিয়াছেন। "আমি প্রথম খণ্ডের ছয়খানি ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় খণ্ডের ১০০ খানি বই তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি, বাজারে বিক্রয় করিতে বা কাহাকেও দিতে পারিব না” ইহা তাঁহাকে জানাইয়া এবং “আমি বিদেশী হওয়ায়, কলিকাতা বা বঙ্গদেশে যে সব গ্রন্থাগার, কলেজ ও ধর্ম্মসংস্থাদি আছে, এবং যেসব গীতাপ্রেমী মহাশয় লোকেরা আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা শত চেষ্টাতেও আমি জানিতে পারিব না এবং ঐ একশত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি পত্র লেখা, আমার এ দুর্ব্বল হাতে সম্ভব নহে, তিনি যদি ঐ উৎসর্গীকৃত বইগুলি ঐ সব গ্রন্থাগার, সংস্থা ও লোকদের ভিতর বিতরণ করাইবার ব্যবস্থা করেন, এ বৃদ্ধের বড়ই সাহায্য করা হইবে”—কাকুতি মিনতির সহিত বারবার তাঁহাকে লিখিয়া, এই সাহায্যদানে আমি অতি কষ্টে তাঁহাকে রাজী করাইয়া ঐ বইগুলি তাঁহাকে দিয়া বিতরণ করাইতেছি। তিনি ক্রোড়পতি, এই গরিবের কথা রাখিলেন বলিয়া, ভগবান তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করুন। যাঁহারা আমার প্রথম খণ্ড, (দাম ছয় টাকা ; এখন দাম ছয় টাকা বার আনা) লইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই দ্বিতীয় খণ্ড আমি প্রায়, অর্দ্ধ মূল্যে, (তিন টাকা বার আনাতে) দিতেছি এই সঙ্কল্প করিয়া, (এবং লোকদের বলিয়াও) যে এই দাম, কম করার পুণ্য যেন দানবীর শ্রীবিড়লাজীর হয়।

যে সব স্বনামখ্যাত মনীষিগণ আমার দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা, পাঠাইয়াছেন, (সুন্দর সেইসব সমালোচনা যাহা অভিমত পুস্তিকায় দৃষ্ট হইবে), তাঁহাদের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ঋণী রহিলাম। ইঁহাদের অনেকের সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই ; তবুও যে তাঁহারা অজানা একজন গ্রন্থকারকে সাহায্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয়। আরও অনেক প্রশংসা পত্র আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে আগত পত্রগুলিতেই ৫০ পাতা ভরিয়া গেল দেখিয়া, খরচ আর বাড়াইতে পারিলাম না। বইগুলি বাঁধাইয়া ফেলিলাম। পরে আসায়, অনেকগুলি বিখ্যাত মনীষির পত্র বাদ পড়িয়া গিয়াছে ; এ গরীবকে তাঁহারা যেন ক্ষমা করেন। ঐ পত্রগুলি পরে মুদ্রিত করাইব।

যে পুস্তকগুলি হইতে উদ্ধৃতি লইয়াছি সেইপুস্তকগুলির গ্রন্থকারদিগের, প্রকাশকদিগের ও মালিকানা সত্ত্ব যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য। মূল গ্রন্থগুলির প্রকাশকদিগকে, আমাদের বইখানা এইভাবে সেবা দিবে যে তাঁহাদের গ্রন্থগুলির বিক্রয় বাড়িবে।

মাননীয় শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ মহাশয়ের মহৎবংশে জন্ম। তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ও মহাপ্রাণ। তিনি বই দুইখানিতো কিনিয়াইছেন ; তাঁহার Personal Assistant মহাশয়কে বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমার কামনা জানাইয়া অনুরোধ লিপি পাঠাইবামাত্র, তিনি বিনা শুল্কে আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন তাঁহার বাংলা কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের বই সম্বন্ধে দুই এক কথা পাঠকদের কৃপা দৃষ্টি পাইতেএখানেউপস্থিত করিলাম, নিজে নিজের গুণগান করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ঘৃণা বোধ করি। বিদ্বান মনীষি সমালোচকেরা আমাদের লেখা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই জানান হইল। তবুও সঙ্কোচ বোধ করিতেছি বলিয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমরা ভাষায় ও ভাবে কোথাও জটিলতা ও অবোধগম্যতা রাখি নাই, শাব্দিক-অনুবাদ দিয়া কঠিন স্থান গুলিতে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করি নাই, গোঁজামিল ও কষ্ট কল্পনা চালাই নাই, অনুবাদ গুলিতে যাহা শ্লোকে নাই এরূপ মনগড়াকথা প্রবিষ্ট করাই নাই, বা উচ্ছ্বাসের আবরণ দিয়া রচনাটাকে তথা-কথিত সুন্দর করিতে ও স্ফীত করিতে চেষ্টা করি নাই। আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা সমূহ সহজ বুদ্ধি সঙ্গত, ও সঙ্কীর্ণতাহীন ভাবে ও সরল ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। কোথাও, পূর্ব্বে কোন্ শব্দের কি অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া হয় নাই, সুবিধা মত অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই। অনেক স্থলে আমরা নিজেরা কূট প্রশ্ন তুলিয়াছি, এবং যুক্তির দ্বারা (অনেক স্থলে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা) তাহার সমাধানও করিয়াছি, ইহারও মনীষীবৃন্দেরা উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার অনেক স্থলে মনে হইবে, যেন সঙ্গতি নাই বা যেন বোধগম্য কোনই অর্থ দিতেছে না। অনেক টীকাকার এসবের কোনই সমাধান করেন নাই, মাত্র শাব্দিক অনুবাদ দিয়াই ছড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু গীতা-মার অসীম কৃপায়, এরূপ প্রত্যেক স্থল, আমরা যত্ন পূর্ব্বক পরিষ্কার করিরা দিয়াছি। আমাদের এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে (এবং তাহা সকল স্থলে দেখানও হইয়াছে) যে গীতায় যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাপছাড়া অর্থ লক্ষিত হইবে, সেখানে একাধিক অর্থ মিশ্রিত রহিয়াছে জানিতে হইবে, এবং তাহারা কি কি তাহা বুদ্ধি লাগাইয়া বাহির করিতে হইবে। আর, আর একটি কথা, ইহা আমরা বারবার বলিয়াছি, যে প্রায় সকল স্থলে গীতা-মা নিজেই অর্থ বলিয়া দিয়াছেন, সেই শ্লোকের সামান্য কিছু পূর্ব্বে, বা সামান্য কিছু পরে। আর একটা কথা, গীতা অসাম্প্রদায়িক, ও ইহা সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বকালিক। বুদ্ধি লাগাইয়া পড়িলে, উহা তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইবে।

আমি যখনি কোন নূতন পুস্তক পাই ও পড়িতে ভাল লাগে, তখনই তাহার বিশেষ বিশেষ শব্দগুলি ও ভাবগুলি analysis (বিশ্লেষণ) করিতে আরম্ভ করি ও তাহা লিখিয়া লই, এই দেখিতে যে বইখানাতে সঙ্গতি আছে কি না। গীতার বেলাতেও উহা ভাল লাগিবা মাত্র, উঁহার শব্দগুলি (যথা ব্রহ্ম, প্রকৃতি, অক্ষর, প্রবৃত্তি, যজ্ঞ, অব্যক্ত, আত্মা, মায়া, সন্ন্যাস, যোগ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি ত্রিংশাধিক শব্দ) ইহাদের এক একটি লইয়া, অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে যে যে শ্লোক গুলিতে ঐ শব্দগুলি রহিয়াছে উহা লিখিয়া ফেলিতে আরম্ভ করি। দেখিলাম সুন্দর এ বইটি. কোথাও অসঙ্গতি নাই, প্রতিটি তত্ত্ব ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, "অরুন্ধতী দেখানর" মত। বইখানির উপর আমার অনুরাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ঐ তালিকাটি করিতে বেশ খাটিতে হইয়াছে। ঐ তালিকাটি যদি মুদ্রিত করা হয় তো একখানি ছোট reference পুস্তক হয়। বড়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্তি পাইলাম দেখিয়া যে, পণ্ডিত প্রবর ডাঃ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সুন্দর সামলোচনায় এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন "গ্রন্থকার আরও এক কাজ করিয়া পাঠকদের উপকার করিয়াছেন। তিনি বহু বিশিষ্ট শব্দ (যথা পুরুষ ইত্যাদি) কতবার কোথায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সূচী দিয়াছেন, এই সবের দ্বারা ব্যাখ্যার উপাদেয়তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

আরও একটি কথা জানাইতে চাই, কোথাও আমাদের লেখার প্রাধান্য দিই নাই, যেখানে যেখানে, আমাদের মোটা বুদ্ধি প্রসূত অর্থ বা ব্যাখ্যা দিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে অন্য টীকাকার দিগের অর্থ ও ব্যাখ্যান সমূহও দিয়াছি। বিশেষ করিয়া, ভাল যেখানে যেখানে পাইয়াছি, সেই ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার উদ্ধৃতিতে দিয়াছি, চুরি করিয়া নিজের ব্যাখ্যায় চালাই নাই। একটু দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে দুই চার জনের নহে, অনেকের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, নিম্বার্ক, যোগ, বৈষ্ণব, ইত্যাদি, যিনি যে সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা চাহিবেন তিনি তাহা পাইবেন। আমাদের এ পুস্তক সকল সম্প্রদায়ের সেবায় আসিবে। আমাদের এই গীতার একটি উদ্দেশ্য, ঋষিপ্রতিম, ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যা সমূহ এক জায়গায়, উপস্থিত করা। ইহার জন্য গীতা সম্বন্ধীয় ৬০ খানার উপর বই পড়িতে হইয়াছে। অনেক বই আর পাওয়া যায় না অনেক দাম দিয়া সেগুলি জোগাড় করিতে হইয়াছে। এতগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকার ও কথামৃত, Bible, Imitation of Christ বশিষ্ঠ গীতা ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পুস্তকের ও প্রাচীন উপনিষদ সমূহের ও মহাভারতের reference দেওয়া এরূপ কোন পুস্তক আমাদের যতদূর জানা ভারতবর্ষে বা বাহিরে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তবুও দুঃখ রহিয়া গেল যে উপনিষদ ও মহাভারতের উক্তি সমূহ, পুস্তকে অনেকটা স্থান লইবে ও বইয়ের ছাপানোর খরচ অনেকখানি বাড়িয়া যাইবে, এবং সেই জন্য দাম ও বাড়াইতে হইবে বলিয়া পূর্ণ ভাবে মুদ্রিত করা হইল না; reference মাত্রই দেওয়া হইল।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইয়াছে, এবং এখানে আরও একবার বলিয়া লওয়া যাউক. আমাদের গীতা একাধিক শ্রেণীর পাঠকদিগের উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে। যাঁহাদের গীতা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িবার সময় বা শিক্ষা নাই, মাত্র প্রতি অধ্যায়ে কি বলা হইয়াছে, জানিতে চাহেন, প্রতি অধ্যায়ের "বিবৃতি" পাঠে ইহা তাঁহাদের জানা হইবে, আর পরিপ্রশ্নমালা ও অধ্যায়ের কোন্ কোন্ শ্লোকগুলি কর্ম্মমূলক, কোন্ শ্লোক ভক্তি মূলক ও কোন্ শ্লোক জ্ঞান মূলক ও কোন্ শ্লোকগুলি মুখস্থ করিয়া রাখা উচিত, এই সবের নির্দ্দেশ, তাহাদের জন্য অধ্যায় গুলির শেষে দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা আরও একটু ভিতরে যাইতে সক্ষম, তাঁহারা অধ্যায়ের ভূমিকা, শ্লোকগুলির ভূমিকা, কঠিন শব্দগুলির অর্থ, এবং ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সমূহ অনুবাদ পড়িবেন; বহু নূতন কথা পাইবেন। যাঁহারা আরও ব্যাপক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রকৃষ্ট আলোচনা ও গবেষণা চাহেন, তাঁহারা আমাদের মৌলিক ও নূতনতর ব্যাখ্যা সমূহ ও গীতার উপর লেখা ষাটখানা টীকাও পুস্তকাদি হইতে ও কথামৃত ইত্যাদি হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি সমূহ ও উপনিষদ, মহাভারত ইত্যাদির reference সমূহ দেখিবেন। গবেষকেরা এতগুলি টীকা একত্রে পাইয়া বাছাই ও যাচাই করিবার সুবিধা পাইবেন, ও মূল টীকাগুলি পড়িবার প্রেরণাও পাইবেন।

অধ্যায়গুলি কেন ধারাবাহিক ভাবে লওয়া হইতেছে না; তাহার কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। খাপছাড়া ভাবে অধ্যায়গুলি পড়িবার যে বিশেষ অন্তরায়, অর্থাৎ তাহাদের ভিতর যে ক্রমিক ভাব ও পারস্পরিক যোগ রহিয়াছে, তাহা ফুঠিবে না সেই অন্তরায়, অপসারণ করা হইয়াছে, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে 'অধ্যায় সংযোগ" নামক একটি বৃহৎ ও বিশেষ প্রবন্ধ দিয়া; যাহাতে মৌলিক ভাবে, এবং নানা টীকা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া, অধ্যায়গুলির সংযোগ বিশেষ ভাবে ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অধ্যায় গোড়াতে পড়িতেই হইবে, এবং তখন এ প্রবন্ধ পড়িতেই হইবে; উহা পড়া হইয়া যাইলে, খাপছাড়া ভাবে অধ্যায়গুলি পঠিত হইতে থাকিলেও পাঠকের কোনও অসুবিধা থাকিবে না।

মাত্র শাব্দিক অনুবাদ পড়িলে, (যাহা আজকাল চারি আনাতে পাওয়া যায়) বা কেবল একখানি বই পড়িলে (যাহা প্রায়ই সাম্প্রদায়িক হয় ও যাহাতে উদার বা ব্যাপক দৃষ্টি থাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব হয় না, এরূপ বই পড়িলে) গীতা পড়া হয় না, সেইজন্য অধিকারী ভেদে স্তর বিভাগ, মৌলিক আলোচনা, ও মহাজন-দিগের প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়া, আমরা সকল রকম চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বিনীত অনুরোধ, পাঠক প্রথমে শ্লোকের অর্থ নিজে বাহির করিতে যেন চেষ্টা করেন, তাহার পর টীকাদি দেখেন তাহার পর আমাদের ব্যাখ্যা দেখেন, তাহা হইলে আমাদের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন। আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, উপর উপর ভাবে না পড়িয়া, পাঠকেরা যেন তন্ন তন্ন ও পক্ষপাত শূন্য ভাবে আমাদের বইগুলিকে পরীক্ষা করেন—সেই সব স্থানগুলিকে বিশেষ করিয়া, যেখানে আমরা অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছি।

এইবার আমাদের সিদ্ধান্তগুলির কথা বলিয়া ফেলিতে চাহি, কারণ জীবন তো শেষ হইয়া গেল, বলিবার আর অবকাশ পাইব না। আমরা মূর্খ, মূর্খের সিদ্ধান্তগুলিকে, পণ্ডিতেরা যেন কৃপার চক্ষে দেখেন ও মূর্খকে ক্ষমা করেন।

(১) আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বার বার বলিয়াছি এবং এখানে আবার বলিয়া লই, গীতার লক্ষ্য মানুষকে, গুণাতীতত্বে লইয়া যাওয়া, ইহা গীতা প্রতিষট্‌কে বহুবার ঘোষিত করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় গীতার লক্ষ্য এবং গীতার মৌলিকত্ব, এই গুণাতীতত্ব। (এই বাক্যটিকে সাধারণ অর্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন না লওয়া হয়।) কি চমৎকার ভাবে, আর মাত্র, চারটি কথায় (নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম, আত্মবান ১২।৪৫) গীতা গোড়াতেই এই গুণাতীতত্ব কী তাহাও বলিয়াছে। নির্দ্বন্দ্ব কথায় সমদর্শিতা ও মনে সাম্য ভাব রাখা আসে। সাম্যভাব রাখা গীতার একটি মূল নির্দ্দেশ ইহাই "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ২।৩৮); সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে (২।১৫) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগত স্পৃহঃ (২'৫৬) এবং আরও বহু বহু শ্লোকে। নিত্য-সত্ত্বস্থ কথার ভিতর, ঈশ্বরে স্থিতি পাওয়া ও শরণাগতিতে থাকা আসে, যাহা ২।৫৯, ও ৬১, ও পরের অধ্যায়গুলির বহু শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ; (আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে, এই ২।৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় নিত্যসৎত্বস্থর ব্যাখ্যা দিয়াছি)। নির্যোগক্ষেম শব্দের ভিতর সর্ব্বসঙ্কল্প সন্ন্যাস, যাহা ২।৫৭, ৩।১৭, ১৮, ষষ্ঠ অধ্যায়, ও আরও বহুস্থলে। আর আত্মবান শব্দের ভিতর, নিজের ভিতর ঠিক থাকা, অর্থাৎ দেহ মন বুদ্ধির সম্যক সংযম আসা, যাহার উপর স্থিতপ্রজ্ঞার শ্লোকগুলিতে ও গীতার প্রায় সকল অধ্যায়ে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ২।৪৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা এই শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছি। ইন্দ্রিয় সংযমের উপর এত জোর দেওয়া, আমাদের দেখা কোনও পুস্তকে নাই। স্থিতপ্রজ্ঞার ১৮ শ্লোক উপরিউক্ত চারিটি কথার ব্যাখ্যা।

(২) কর্ম্ম সন্ন্যাস গীতার মান্য নহে। গীতা গৃহীর দ্বারা, গৃহীকে কথিত হইয়াছে। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে,-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষি নর ও নারায়ণের, নারায়ণ কথিত "প্রবৃত্তি ধর্ম্ম", (প্রবৃত্তি এখানে পারিভাষিক শব্দ) উহাই গীতার ধর্ম্ম, ঋষি নর, নারায়ণ ভগবানের অবতার, ভগবানের যোগ মূর্ত্তি। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ঋষি নর ঋষি নারায়ণ বলিয়া বহু শাস্ত্রে স্বীকৃত। খুবই সম্ভব ভগবৎ মূর্ত্তি ঋষি নারায়ণ কথিত, গৃহীর সেই "প্রবৃত্তি" ধর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে দেখাইতে ঐ ঋষিদ্বয় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে আসিয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই আরও অনেক কাজের ভার লইয়া আসিয়াছিলেন (৪।৭ শ্লোকের আমাদের টিপ্পনী দেখুন)। এই প্রবৃত্তি ধর্ম্মের মূল কথা, সংসারে থাকিয়া রাগ দ্বেষ রহিত নিষ্কাম ভাবে সহজাত ধর্ম্মপালন করা ; (সে সহজাত ধর্ম্ম যেরূপই হউক না কেন) (২।৩৩, ৩ ৩৫, ১৮।৪৬, ৪৭) ও নির্লিপ্তভাবে কর্ত্তব্য সমূহ করিতে থাকা এবং যখন পথ খুঁজিয়া পাওয়া, নিজ পুরুষকারে, নিজ বুদ্ধি বা সামর্থে কুলাইবে না তখন অকপট ভাবে "মামেকং শরণং ব্রজ" হওয়া। এই নারায়ণীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলন।

(৩) গীতার দৈনন্দিন কর্ম্ম, সহজাত ধর্ম্ম পালন। কেন,—তাহার ব্যাখ্যা আমরা বহু স্থলে দিয়াছি। স্বধর্ম্মের অর্থ সহজাত ধর্ম্ম, ইহা রাগ দ্বেষ বিহীন ভাবে পালনীয়। ইহা সহজ পাল্য।

(৪) কর্ম্মের অর্থ, কর্ম্মযোগে কৃত কর্ম্ম লইলে "জ্ঞান-কর্ম্ম, সমুচ্চয় হয় না ইহা গীতা কোথাও বলে নাই। বরং সমুচ্চয় হওয়াই উচিত, ইহারই নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, যথা চতুর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায়ের শেষের শ্লোকগুলিতে, পঞ্চম অধ্যায়ের গোড়ার শ্লোক-গুলিতে এবং অন্যান্য বহু স্থলে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনই মহান দৃষ্টান্ত। তিনি একাধারে মহান কর্ম্মী ও মহাজ্ঞানী ছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আচার্য্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ, ইঁহাদের জীবনও, মহান দৃষ্টান্ত। তাঁহাদের ছোট্ট জীবনে কত কাজই না তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। গীতা বলিতেছে, জ্ঞান, কর্ম্মও ভক্তির সমন্বয় হওয়া উচিত (৪।৪২)। অদ্বৈতবাদী প্রসিদ্ধ টীকাকার রামকণ্ঠও এইরূপ নিজের অভিমত দিয়াছেন। আত্মারামেরা সাধারণতঃ কর্ম্মে নামেন না, ইহা ঠিক; কিন্তু সেখানে কর্ম্মের অর্থ বৈদিক কর্ম্ম, যোগের কর্ম্ম নহে। তাঁহারা ঐরূপ ; কারণ তাঁহারা নির্যোগক্ষেম, তবুও অনেকেই, লোক সংগ্রহার্থ, অর্থাৎ যাগযজ্ঞ পূজাদির দৃষ্টান্ত স্থাপনার্থ, কর্ম্মে নামিতেন, শ্রীকৃষ্ণের মত।

(৫) গীতার চিত্তশুদ্ধি "আমি ও আমার ত্যাগ", এই ত্যাগই ত্যাগ। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "তাগী তাগী" (অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী) বলিলে, গীতা গীতা বলা হয়। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ঊর্দ্ধ মূলং শ্লোকের অর্থ আমরা এইরূপ লইয়াছি যে অভদাত্মকত্ব অস্ত্রের দ্বারা কর্ম্মফল বৃক্ষের গোড়া কাটিয়া দিতে হইবে।

(৬) গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়ার কথা। বিনশ্বর "কাঁচা" আমি ও অবিনশ্বর আত্মার ভেদ নির্দ্দেশ করা। উদ্দেশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা আজ আছে, কাল নাই এরকম "কাঁচা আমির" প্রতি আত্মার যেন টান না হয়, যেন তদাত্মকত্ব না আসে। ইহাই আত্মানাত্ম বিবেক।

(৭) গীতার ব্রাহ্মী স্থিতি—বিহায় কামান্ যং সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ, নির্ম্মমো, নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।

(৮) কুস্তিগিরকে মাংসপেশীগুলিকে পরিপুষ্ট রাখিতে, তাহার প্রতিদিনই একটু কুস্তি করা প্রয়োজন, গীতারও নির্দ্দেশ—চিত্তস্থৈর্য্যকে পরিপুষ্ট রাখিতে, প্রতিদিন একটু ধ্যানে বসা সেইরূপই প্রয়োজন জানিবে। (ষষ্ঠ অধ্যায়)।

(৯) ভগবান কর্ম্মকে, নিঃস্বার্থ ও ভগবৎ স্মরণে করা কর্ম্মযোগে, ভক্তিকে অনন্যশরণ নিষ্কাম ভক্তিযোগে, এবং জ্ঞানকে মতবাদ-নিরপেক্ষ জ্ঞানযোগে (যথা বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানে, যেখানে "বাসুদেব" পারিভাষিক শব্দ) উন্নীত করিয়াছেন। চিত্তস্থৈর্য্যকেও কর্ম্মযোগে রাখিয়াছেন। জ্ঞানের practical side কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগও তদাত্মকত্ব পরিহারই ব্রাহ্মীস্থিতিতে থাকা।

(১০) নিরীশ্বর ও প্রকৃতি-পুরুষবাদী সাংখ্যদর্শনের দোষ ত্রুটি—(যথা, ঈশ্বরহীনতা আনা, প্রকৃতি পুরুষ নিজেরাই মিলিত হয় বলা, ও বহু পুরুষের জন্য তদ্রূপ বহু নহে, মাত্র একটি প্রকৃতি রাখা) এই সব দোষ ত্রুটি বাদ দিয়া, পরিমার্জিত রূপে ভগবান উহাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১১) মীমাংসকদিগের মতে যজ্ঞার্থে কৃত কর্ম্মে, কর্ম্ম-বন্ধন হয় না। ভগবান তাহাকে মার্জ্জিত করিয়া বলিলেন, সর্ব্ব কর্ম্ম, এমন কি যজ্ঞ "মুক্তঃ সঙ্গঃ সমাচর।"

(১২) অনেকে বলেন শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল, তিনিই বলিয়াছেন, তিনি যজ্ঞেশ্বর "অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ ; অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাম্ ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"। যজ্ঞ চিত্ত-শুদ্ধিকর, বার বার তিনি ইহা বলিয়াছেন, তিনি ইহাকে "ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং" ইত্যাদি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে সমাধি আসে না।

(১৩) শাস্ত্রাজ্ঞা পালন, করিতেই হইবে, কিন্তু শাস্ত্র কি ? ইহা কঠিন প্রশ্ন। গীতা তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, "ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্ত ময়ানঘ (১৫ ২০)। শঙ্করও উহা খোলা মনে মানিয়া লইয়াছেন। আর উহা সেই অধ্যায়ের শেষ কথা, যেখানে সেই অতীত হইতে বিবর্দ্ধমান কর্ম্মফল বৃক্ষকে অতদাত্মকত্ব অস্ত্রে কাটিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

(১৪) ব্রহ্ম, ঈশ্বরঃ (অর্থাৎ ভগবান) ও পরমাত্মা সব একই। তবুও, বোধহয়, বুঝিবার সুবিধার জন্য, গীতা ঈশ্বরকে (পুরু-ষোত্তমকে) (১৫।১৬—২০) (১৪।২৭), নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের উপর রাখিয়াছে।

(১৫) পথ হিসাবে, অব্যক্তের পরিচিন্তন, খুব বড় জিনিষ হইলেও "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" বলিয়া, গীতা সগুণ ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসনায় যেন বেশী মূল্য দিয়াছে, এবং তাঁহার উপাসনা, কিরূপে করিতে হয়, তাহাও কয়েক স্থানে বলিয়াছে।

(১৬) গীতা কিরূপ practical তাহা গোড়াতেই এবং বহু-স্থলে দেখা যায়। জ্ঞানে, কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ, অর্জ্জুনের নিকট উপনিষদের এই বড় কথা না আওড়াইয়া, ভগবান সোজা বলিয়া দিলেন শোকাদি এ সব সহ্য করিতেই হইবে। (২।১৪) জ্ঞানী বশিষ্ঠ, জ্ঞানী ব্যাস, এমন কি স্বয়ং মহাযোগী মহাদেব, তাঁহারাও শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই শোক, মোহ, যেখান হইতে আসে সেই তদাত্মকত্ব, পরে তিনি ধীরে ধীরে, অর্জ্জুনকে দেখাইয়া দিলেন, সেই অরুন্ধতী দেখানর মত। আরও দৃষ্টান্ত "অভ্যাস করিতে থাক" এইরূপ বহু practical নির্দ্দেশ গীতায় ভগবান দিয়াছেন।

(১৭) ভগবানের, সকল মতবাদ-নিরপেক্ষ, বিশ্বরূপ, আমরা গীতাতেই, তাহা পাইলাম; তাহা "কাল", তাহা মৃত্যু। আমরা একাদশ অধ্যায়ে তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

গীতা সগুণ ঈশ্বরকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দেয় নাই। সগুণ ভাবে, এবং অনেকের তাহাতেও হয় না, তাঁহাকে মূর্ত্ত ভাবে, না ভাবিয়া মানুষ যে থাকিতে পারে না। ভগবানের পুরুষোত্তম বিভাবের বিশেষ মান্য আমরা গীতাতে পাই।

(১৮) দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এবং বিশেষ করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে, ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে প্রকৃতির ত্রিগুণ দুইরকম ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের নিকট তাহাদের সত্তা জানায় :—(১) কোন কোন গুণ আসিয়া পড়ে "আগন্তুক" ভাবে,—যথা উহা ছিল না হঠাৎ উদ্ভুত হইল। কাল যাহাতে রাগ করি নাই, আজ তাহাতে রাগান্বিত হইলাম। ইহা আহার, সঙ্গ ইত্যাদির প্রভাবে হয়। আর (২), পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে প্রারব্ধে প্রাপ্ত, কাম, ক্রোধ ; ইহারা সহজাত ভাবে থাকে, আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে। প্রথমটীর দমন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহ ইন্দ্রিয়-সংযম এবং রাগদ্বেষকে দূরে পরিহার করিলে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টীকে দূর করা কঠিন ; তাহার উপায়, মাত্র ভগবানের শরণগতি। ইহা আমরা যথাস্থান সমূহে আলোচনা করিয়াছি। "প্রকৃতি করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার ?" "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে," এসব বাহানা যেন না তোলা হয় তাই গীতা পরিষ্কার ভাবে চক্ষু খুলিয়া দেওয়ার উপায় বলিয়া দিয়াছে।

(১৯) বহু বহু কাল হইতে যথা বেদের সময় হইতে, কোন্ সময়ে মরিলে দেবযান প্রাপ্তি ও কোন্ সময়ে মরিলে পিতৃযান প্রাপ্তি ঘটে, তাহার বর্ণনা চলিয়া আসিতেছে। ভীষ্মের ইহার উপর খুবই বিশ্বাস ছিল। কৃষ্ণ, বোধহয় সেইজন্য, ঐরূপ বিশ্বাস মূল্যহীন বলিয়া ভাঙ্গিয়া দিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার এই বিষয়ে একটি ছোট্ট উক্তিতে তাঁহার মনের কথা বেশ টের পাওয়া যায়। সেই উক্তিটি "নৈতে-সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন, তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন (৮।২৭)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২০) গীতার শেষের শ্লোক কয়টি চমৎকার। ইহারা ১৮।৪৫ হইতে ৫৮ এবং ৬০,৬১,৬৫,৬৬ শ্লোক। ইহারা গীতার নির্য্যাস, গীতার নিজের দেওয়া recapitulation। গীতার সব শ্লোক যেন এই গুলিতে আসিয়া গিয়াছে। সংন্যাস অর্থে কাম্য কর্ম্ম ফল ত্যাগ তো বটেই গীতার Schemeএ ইহা কর্ম্ম ভগবানে নিবেদন করা, ইহা কর্ম্মফল ত্যাগ, ইহা সর্ব্ব সঙ্কল্প সংন্ন্যাস, ইহা কর্ম্মত্যাগ নহে। ব্রহ্ম অর্থে ব্রাহ্মী স্থিতি। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি পরমা অর্থাৎ সাধারণ ভাবের নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি নহে। ইহা "অকর্ম্ম ভাবে" আত্মসমর্পণ ভাবে, কর্ম্ম করায় দক্ষ হওয়া। (আমাদের ঐ অধ্যায় দেখুন) ৬১,৬২,৬৫, ও ৬৬ শ্লোকের তো তুলনা নাই!

(২১) আমাদের মনে হয় (ইহা হয়তো মূর্খের মনে হওয়া) প্রাচীন উপনিষদে পরমাত্মা শব্দ নাই। পরমাত্মা অর্থে, এবং আরও অনেক অর্থে, জীবাত্মা অর্থে তো বটেই, আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; একটু বুঝিয়া পড়িলে, কোন গোল বাধে না। কিন্তু ক্রমে ইহা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সাধারণের দ্বারা আত্মা শব্দ জীবাত্মা অর্থে গৃহীত হইতে থাকায়, শাস্ত্রে যেখানে আত্মা, পরমাত্মা ভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে, সাধারণে সেখানেও আত্মা অর্থে জীবাত্মা লাগ'ইতেছেন, যথা "অহম্ আত্মা গুড়াকেশ"। যাহাকে সাধারণতঃ "জীবাত্মা" বলা হয়, বোধ হয়, তাহারই জন্য গীতায় দেহী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে গোল না বাধে। বুদ্ধি, মন, নিজ (যথা আত্মনা = নিজের দ্বারা) এইরূপ নানা অর্থে গীতায় আত্মা শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং পরমাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। পরমাত্মা শব্দও গীতাতে দুই এক স্থলে আছে। অহমাত্মা গুড়াকেশ, গীতার এই বাক্য লইয়া, জ্ঞানবাদীরা বিঘোষিত করেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে জীবাত্মা বলিয়াছেন। তাহাই কি ? উহা দশম অধ্যায়, বিভূতি যোগ। এই অধ্যায়ে যে শ্রেণীর যাহা শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে "তিনি তাহাই" বলিয়াছেন, যথা হস্তীদিগের ভিতর তিনি ঐরাবত, বা, যথা, দ্যুতম্ ছলয়তামস্মি। সেইরূপ এই দেহ মন বুদ্ধি ও জীবাত্মার জীবন্ত সংঘাতের উপাদান সমূহের ভিতর তিনি জীবাত্মা, এই বলাতে এমন কি বিশেষ কথা বলা হইল, যাহাতে জ্ঞানবাদীরা এত আনন্দ পাইয়াছেন। তিনি নিজেকে ঠগ্-বিদ্যা পাশা খেলাও তো বলিয়াছেন।

(২২) আর এক কথা (হয়তো ইহাও মূর্খের ধারণা) গীতা জীবাত্মাকে ও পরমাত্মাকে এক করে নাই। কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরাবৃত জীবাত্মা, উহা সসীম-কিছু, নানা যোনিতে প্রবেশ করিতে, নানা জীব দেহে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে, গীতা পরিষ্কার ভাবে ইহা বহুস্থানে বলিয়াছে, যথা ২।২২;৬ ৪২;৯।৭; ২০,২১ ; ত্রয়োদশ অধ্যায় ; ১৪।৩;৪;১৫.৭— ১১, ইত্যাদি পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী তাঁহার নড়িবার চড়িবার স্থান কোথায় ? জীবাত্মা সম্বন্ধে নানা দার্শনিক theories আছে। আমরা নিজেদের গীতার ভিতর রাখিলাম।

(২৩) গীতা জগৎকে উড়াইয়া দেয় নাই, সপ্তম অধ্যায় এবং বহু অধ্যায় তাহার প্রমাণ। কঠোর বৈদান্তিকদের কথা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বর illusory, উহা সাত্ত্বিকা বা বিশুদ্ধা মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিফলন, এবং মায়াও illusory ; এবং মিশ্রিতা মায়ায় ব্রহ্মের প্রতিফলন বলিয়া, জীব বা জীবাত্মাও illusory,—এরূপ কথা সমূহ গীতায় দেখা যায় না।

(২৪) আত্মমায়া ও যোগমায়া, এই দুইটি কথা ছাড়িয়া দিলে গীতায় মায়া শব্দ মাত্র তিনবার আসিয়াছে—৭।১৪, ৭।১৫ ১৮।৬১ ; মহাভারতেও কয়েক স্থলে আছে, সাধারণ অর্থে। মনে হয় গীতার সময় ইহার তভটা প্রচলন ছিল না, যতটা ইহার এখন হইয়াছে। এখন তো অতি সাধারণ পুস্তকে প্রতি পাতায় ইহাকে পাওয়া যায়। মায়ার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মাপা। ভগবান নিজেকে বহু মাপাভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন, অসীম সসীম হইয়াছেন। আত্মমায়া শব্দে, মায়ার পুরাতন অর্থ "শক্তি", (নিজ বিশেষ শক্তি), রহিয়াছে, যে শক্তি কোনও বিশেষ কারণে বাহির করা হয়, সব সময় নহে। ইহা সে শক্তি নহে, যে শক্তি জগতের সাধারণ ব্যবহারে কাজ করিয়া চলিয়াছে। আর যোগমায়া শব্দ এইভাবে বুঝিতে পারা যাইবে, যে ইহা যেন ভগবানের পরিচারিকা। ভগবানকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হয় না, ভগবানের যাহা দরকার এই পরিচারিকাটি আগে হইতে তাহা জোগাড় করিয়া রাখে। রাস করিতে হইবে,—উহার পূর্ণাঙ্গভাবে যোগমায়া সব কিছুর যোগাড় দিল। প্রলয়ে স্থষ্টি ও পালনের সকল শক্তি (অর্থাৎ যাহাকে প্রকৃতি বলা যায় যাহা বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি,) ভগবানে লীন হইয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগমায়া নিজের সত্তায় তখনও থাকে ; যোগনিদ্রা ভাবে ভগবানকে ঘুম পাড়াইয়া রাখে ; ঘুমের ব্যাঘাত না হয় এই জন্য সে সর্ব্বদা সতর্ক থাকে। যোগমায়াই স্থির করে, ভগবানকে কতটা কাহার কাছে প্রকাশিত করাইবে। ভগবানের নিকট এই শক্তি সর্ব্বদা মোতায়েন থাকে। উপরিউক্ত কাজের জন্য, এবং প্রলয়ে সে লীন হয় না, সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে সেইজন্য এবং উহা যেন যোগে অর্থাৎ ভগবানের ধ্যানের ভিতর বর্ত্তমান থাকে, ভগবানে যুক্ত থাকে সেইজন্য, মনে হয়, ইহাকে যোগমায়া বলা হইয়াছে। অন্য তিন স্থলে (৭।১৪, ১৫ ও ১৮।৬১) মায়ার যাহা অর্থ আমরা বুঝি তাহা ভগবানের উদ্বুদ্ধ শক্তি নহে, তাহা প্রকৃতির ত্রিগুণের সেই বৃত্তি, যে বৃত্তি আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে পাই, যে বৃত্তি (রাজসিক ও তামসিক গুণ), আমাদের মোহে, ভ্রম-প্রমাদে, চিত্তের অস্থিরতায় ও বিষয়াভিমুখে রাখে, ঈশ্বরাভিমুখী হইতে দেয় না। ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে শ্বেতাশ্বতরে (মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যান্ শ্লোকে), মায়ার অর্থ প্রকৃতিই ছিল, (আজকালকার মিশ্রিত-একটা অর্থ নহে)। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে গীতা—মা কঠিন শব্দের নিজেই অর্থ বলিয়া দেন, কাছাকাছি শ্লোকে। (৭।১৪,১৫) শ্লোকের ঠিক পূর্ব্বেকার দুইটী শ্লোকে (৭।১২,১৩) প্রকৃতির ত্রিগুণের কথা আসিয়াছে, কাজেই ৭।১৪ ও ১৫ শ্লোকে, মায়ার অর্থ গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ; এবং ঐ প্রকৃতি "মম" ইহা স্পষ্ট। কারণ একটু পূর্ব্বেই (৭।৪, ৫) ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইয়াছেন পরা প্রকৃতির মত অপরা প্রকৃতিও তাঁহার। এই অপরাতেই পড়ে ত্রিগুণযুক্ত উপাদানগুলি। মায়া আমাদেরই বৃত্তি, আমাদের কর্ম্মফলে উৎপন্ন। তবে ঈশ্বর প্রকৃতির স্বামী, মায়াধীশ প্রকৃতি তাঁহারই ইচ্ছা, তাঁহারই নিয়ম পালন করে, তাই তিনি বলিয়াছেন, মামেব যে প্রপদ্যন্তে," যে ঈশ্বরাভিমুখী হয় মায়ার দড়ির বাঁধন হইতে সে খালাস পায়। ১৮।৬১ শ্লোকেও মায়ার অর্থ এই ত্রিগুণ, যাহা তিন গাছা দড়ি বাঁধা ভাবে, (গুণের এক অর্থ দড়িও) আমাদের ভ্রামিত করাইতে থাকে। ঈশ্বর আমাদের হয়রান করাইবার জন্য, মায়া নামক একটা-কিছুকে পাঠান, তাহা নহে। ঈশ্বর এমন নিষ্করুণ নহেন। মায়া ঈশ্বরের দ্বারা পাতা ভ্রম জন্মাইবার ফাঁদ নহে, আর, কিছু-নয় এ জগৎ তাহাও নহে, যাহার অণু পরমাণুতে ঈশ্বর রহিয়াছেন (সপ্তম অধ্যায়)। ভেলকীর ভিতর ভেল্‌কীওয়ালা কি থাকে?

এইখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, মায়া শব্দের অর্থে বহু বহু পরিবর্ত্তন হইতে থাকিয়াছে। ঋগ্‌বেদে ইহার অর্থ ছিল Supernatural power ও অথর্ব্ব বেদে Inherent Mystery, (Das Gupta)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ও প্রশ্ন উপনিষদে এই শব্দটী মাত্র একবার আসিয়াছে। শ্বেতা-শ্বতরে, পরিষ্কার ভাবে দুইবার মাত্র ইহা আসিয়াছে, (১।১০ বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ ও ৫।১০ মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যান্। বেদ হইতে উপনিষদে অর্থের পরিবর্ত্তন লক্ষিতব্য। পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে deceitful conduct; নাগার্জ্জুন ও লঙ্কাবতারে Sense of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

illusion, মায়ার এইরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়। গৌড়পাদই প্রথম "Worked out a system with the help of Maya doctrine. In Samkara, the word Maya is used in the sense of illusion, both as principle of creation as sakti (power) or accessory cause, and as phenomenal creation itself, as the illusion of world appearance (Dr. S. N. Das Gupta) History of Indian Philosophy Vol II)। শঙ্করের পর, অনুবর্ত্তীরা মায়ার অর্থ আরও ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া দিয়াছেন, এবং ঈশ্বর বেচারীকে দোষী করিয়াছেন, যেন তিনিই মায়ার ভেল্কী দেখাইতেছেন ও মানুষকে ফাঁদে ফেলিতেছেন।

(২৫) জ্ঞান-বিজ্ঞান কথাটির আমরা নিজেদের এক ব্যাখ্যা দিয়াছি যাহা আমাদের সপ্তম অধ্যায়ে পাইবেন।

আমরা আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্ত গুলিতে আসিয়াছি, দয়ালু পাঠকদিগের নিকট বারবার ক্ষমা চাহিতে চাহিতে তাহার কয়েকটা লিখিয়া ফেলিলাম। আমাকে ইহা লিখিয়া ফেলিতে অনবরতঃ উৎসাহ দিয়াছেন, এখানকার উদারচেতা কয়েকজন বিখ্যাত প্রোফেসার, যাঁহারা গীতায়, শাস্ত্র সমূহে ও দর্শনাদি শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত। তাঁহারা অনবরতঃ বলিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করিতে কেহই থতমত খান না, আপনি কেন খাইবেন? কিন্তু আমি যে মূর্খ।

আমার বইয়ের অনন্যশরণতা ভাব, যদি চ তাহা আমি বিশেষ জোর দিয়া কোথাও প্রকাশ করি নাই, তবুও যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানবাদী, তাঁহাদের কয়েক জনের নিকট উহা বিরক্তিকর হইয়াছে। আমার কপালটা নিতান্তই মন্দ। জানিনা সকল জ্ঞানবাদী সাধু মহাজনেরা বইখানিকে কি চক্ষে দেখিবেন; তবে ভক্তিবাদী অনেক সাধু মহাত্মা, ও বিশেষ করিয়া অনেক ভক্ত গৃহস্থ, আমাদের ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে আনন্দ পাইতেছেন, বেশ জোর দিয়াই তাহা জানাইতেছেন। অনুদার, পর-মত অসহিষ্ণু এবং আলোচনায় ক্রোধ প্রকাশ করা. অনেকেরই স্বভাব হয়, তবে দুঃখ পাই ইহাতে যে, বইগুলি প্রশংসা পাইতেছে ও কিছু কিছু বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া সূক্ষ্মভাবে অনেকেই নিন্দা করিতে ও গরীবের হানি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

গীতার ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। বই কয়খানি কিনিবার বিনীত অনুরোধ জানাইয়া Reply Card সহ, বহু বহুবার পত্র লিখিয়াছি, অনেক গণ্যমান্য লোকেদের ও অনেক নামী ধর্ম্ম-সংস্থা ও গ্রন্থাগারাদির সম্পাদকদিগের নিকট, কিন্তু Reply Card গুলি ফিরিয়া আসে নাই।

মুদ্রণের দামে Indian Press কিছু কম লইয়াছেন, ধন্যবাদের সহিত এইখানে তাহার উল্লেখ করিলাম, কারণ উহা উল্লেখ করিতে আমি বাধ্য। উল্লেখের সহিত, এই Press এর Managing Director মহোদয়কে ও এখানকার Manager মহাশয়কে আমার আশীর্ব্বাদ দিলাম।

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজ (অধ্যক্ষ, Ramkrishna Mission, Lucknow) গুণগ্রাহী মহৎ লোক। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার আশ্রমের জন্য দুইসেট বই তো কিনিয়াইছেন, বই বিক্রয় করাইয়াও দিতেছেন। তাঁহার নিকট আমি অপরিচিত ছিলাম, তবুও তিনি যখন জানিতে পারিলেন, বাধ্য হইয়া বহু ভুল থাকা সত্ত্বেও আমি ছাপিতে order দি যাহাতে আর দেরী না হয়, তখন মহাপ্রাণ তিনি, নিজেই লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যদি কাশীতে থাকিতেন, আমার proof correction করিয়া দিতেন। তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, যে, মুদ্রিত ফর্মা হইতে কিছু ফর্মা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে, তিনি ভুল সমূহ 'চিহ্নিত' করিয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহার নিজের অনেক কাজ থাকে, আর থাকে বৃহৎ ঐ লক্ষ্ণৌ সংস্থার নানা রকমের শত শত কাজ ; কিন্তু তবুও আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া খুব খাটিয়া ভুল সব ঠিক করিয়া দিয়া সেইফর্মাগুলি পাঠাইয়া দিলেন। আমি বিশেষ ভাবে তাঁহার নিকট ঋণী হইয়াছি।

Bibliography আর ছাপাইলাম না, অনেক পাতা খরচ হইবে বলিয়া। পাঠকেরা দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন। আরও অনেকগুলি, ছোট, বড়, বই পড়া ও তাহাদের হইতে note লওয়া হইয়াছে ; উল্লেখকরা যাইতে পারে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি ভারতী ভাগীরথী মহাশয়ের গীতা মাধুরিমা, ও স্বামী চিদ্‌ভবানন্দের বৃহৎ ইংরাজী পুস্তক, **Bhagavad gita.**

ডাঃ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য M. A. Ph. D. ব্যাকারণাচার্য্য, কাশীরাজ ন্যাস সংস্থার প্রাক্তন পুরাণ-গবেষক ও Research

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Assistant, Varanasi Sanskrit University এবং ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য M.A. (Hon) Ph. D. (Lond) D. Litt. (Lin), Bar at Law, কাব্যতীর্থ, ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্য (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) ময়ুরভঞ্জ প্রফেসর, ও অধ্যক্ষ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়,—পরোপকারী এই দুইজন, এবারেও আমাকে ঋণী করিয়াছেন। বইখানি যখন মুদ্রিত হইতেছিল, ইহারা উহা যত্ন সহকারে পড়িয়া note লইয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ডের জন্য, তৃতীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই তিনটি অধ্যায় এক সঙ্গে বাঁধাইলে বইখানা বড়ই মোটা হইয়া যায় বলিয়া, মাত্র তৃতীয় অধ্যায়কে তৃতীয় খণ্ড করা হইল, ও মিলিত একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়কে চতুর্থ খণ্ড করা হইল। সকলেই সহজে কিনিতেও পারিবেন। যে দামে বইগুলি দেওয়া হইতেছে, তাহাতে সব বইগুলি বিক্রয় হইয়া যাইলেও ঘরের টাকা ঘরে আসিবে না। Cover, Binding ইত্যাদির খরচ ও কমিশন না ধরিয়াই, প্রতিখণ্ডে কত পৃষ্ঠা আছে, তাহা দেখিয়া, ক্রেতারা নিজ নিজ স্থানের প্রেসের নিকট হইতে, Composing, Printing, ও কাগজের দাম জানিয়া লইয়া, নিজেরাই হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন, কত খরচ পড়ে। কেহ হয়তো বলিবেন, প্রতি পুস্তক হাজার খানা করিয়া কেন না ছাপান হয়? কিন্তু ঐ সংখ্যা কখনও কি বিক্রয় হইতে পারে? ইহাতো উপন্যাস নহে।

কিন্তু তবুও ইচ্ছা, যাঁহারা দ্বিতীয়, (দ্বিতীয় অধ্যায়), তৃতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও চতুর্থখণ্ড একসঙ্গে কিনিবেন, একুনে তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু কম দাম লওয়া হইবে। প্রথম খণ্ড. (প্রথম, পঞ্চদশ দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়) দান ও বিক্রয়ের পর খুব সামান্যই আছে।

যদি কোনও ধর্ম্ম প্রাণ পুরুষ, আমার দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫।৩০ খানা আমার নিকট হইতে সস্তায় কিনিয়া, তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভক্তগণকে ও যাঁহারা ইহা পাইবার যোগ্য তাঁহাদিগকে ও ধর্ম্ম সংস্থা ও গ্রন্থাগারাদিতে বিতরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন আমার সহিত পত্র ব্যবহার করেন। আমি তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ড খুব সস্তায় দিব। আমি চাই ইহার প্রচার।

আমাদের নূতন ভাবে দেওয়া ব্যাখ্যাগুলি ও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি কোন্ কোন্ পাতায় আছে, তাহা জানাইতে হিতৈষীগণের পীড়াপীড়িতে প্রথম খণ্ডের জন্য একখানি পাতা, ও দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য একখানি পাতা, বই ছাপানোর ও সেগুলি বাঁধানোর পর মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল, এবং যে বইগুলো, তখনও বিক্রয় হয় নাই, তাহাতে রাখিতে হইয়াছিল। ইহা করা আমি ভালবাসি নাই, কারণ আমি নিজেকে মোটেই প্রাধান্য দিতে চাহি নাই। এবারও বন্ধুগণের অনুরোধে ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। দয়ালু পাঠকগণ বই পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহা যেন দেখেন। পাঠকেরা পুস্তকের প্রতি অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা, নূতনভাব পাইবেন। তবে মূর্খের কাজের দোষ সমূহ, সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Assistant, Varanasi Sanskrit University এবং ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য M.A. (Hon) Ph. D. (Lond) D. Litt. (Lin), Bar at Law, কাব্যতীর্থ, ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্য (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) ময়ূরভঞ্জ প্রফেসর, ও অধ্যক্ষ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়,—পরোপকারী এই দুইজন, এবারেও আমাকে ঋণী করিয়াছেন। বইখানি যখন মুদ্রিত হইতেছিল, ইঁহারা উহা যত্ন সহকারে পড়িয়া note লইয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ডের জন্য, তৃতীয় একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায় মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই তিনটি অধ্যায় এক সঙ্গে বাঁধাইলে বইখানা বড়ই মোটা হইয়া যায় বলিয়া, মাত্র তৃতীয় অধ্যায়কে তৃতীয় খণ্ড করা হইল, ও মিলিত একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়কে চতুর্থ খণ্ড করা হইল। সকলেই সহজে কিনিতেও পারিবেন। যে দামে বইগুলি দেওয়া হইতেছে, তাহাতে সব বইগুলি বিক্রয় হইয়া যাইলেও ঘরের টাকা ঘরে আসিবে না। Cover, Binding ইত্যাদির খরচ ও কমিশন না ধরিয়াই, প্রতিখণ্ডে কত পৃষ্ঠা আছে, তাহা দেখিয়া, ক্রেতারা নিজ নিজ স্থানের প্রেসের নিকট হইতে, Composing, Printing, ও কাগজের দাম জানিয়া লইয়া, নিজেরাই হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন, কত খরচ পড়ে। কেহ হয়তো বলিবেন, প্রতি পুস্তক হাজার খানা করিয়া কেন না ছাপান হয়? কিন্তু ঐ সংখ্যা কখনও কি বিক্রয় হইতে পারে? ইহাতো উপন্যাস নহে।

কিন্তু তবুও ইচ্ছা, যাঁহারা দ্বিতীয়, (দ্বিতীয় অধ্যায়), তৃতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও চতুর্থখণ্ড একসঙ্গে কিনিবেন, একুনে তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু কম দাম লওয়া হইবে। প্রথম খণ্ড. (প্রথম, পঞ্চদশ দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়) দান ও বিক্রয়ের পর খুব সামান্যই আছে।

যদি কোনও ধর্ম্ম প্রাণ পুরুষ, আমার দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫।৩০ খানা আমার নিকট হইতে সস্তায় কিনিয়া, তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভক্তগণকে ও যাঁহারা ইহা পাইবার যোগ্য তাঁহাদিগকে ও ধর্ম্ম সংস্থা ও গ্রন্থাগারাদিতে বিতরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন আমার সহিত পত্র ব্যবহার করেন। আমি তাঁহাকে দ্বিতীয় খণ্ড খুব সস্তায় দিব। আমি চাই ইহার প্রচার।

আমাদের নূতন ভাবে দেওয়া ব্যাখ্যাগুলি ও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি কোন্ কোন্ পাতায় আছে, তাহা জানাইতে হিতৈষীগণের পীড়াপীড়িতে প্রথম খণ্ডের জন্য একখানি পাতা; ও দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য একখানি পাতা, বই ছাপানোর ও সেগুলি বাঁধানোর পর মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল, এবং যে বইগুলো, তখনও বিক্রয় হয় নাই, তাহাতে রাখিতে হইয়াছিল। ইহা করা আমি ভালবাসি নাই, কারণ আমি নিজেকে মোটেই প্রাধান্য দিতে চাহি নাই। এবারও বন্ধুগণের অনুরোধে ঐরূপ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। দয়ালু পাঠকগণ বই পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উহা যেন দেখেন। পাঠকেরা পুস্তকের প্রতি অধ্যায়ে অনেক নূতন কথা, নূতনভাব পাইবেন। তবে মূর্খের কাজের দোষ সমূহ, সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি জরাজীর্ণ, বয়স ৭৭, হাত কাঁপে বলিয়া অন্যকে দিয়া লেখার কাজ করাই। এক চক্ষে তো দেখিতেই পাই না, অন্যটিও যাইতে বসিয়াছে, পেটের wind colic এ মাঝে মাঝে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি—তবুও খাটিয়া চলিয়াছি, এই তীব্র ইচ্ছা লইয়া যে গীতার বাকী কয় খণ্ড যেন মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারি। যাবার সময় বহুদিন হইল হইয়াছে, বাঁচিয়া আছি বোধ হয় ঐ তীব্র ইচ্ছার জন্য, এবং "গীতা শেষ করিতে পারিবেন" আদর্শ-জীবন একটী মহাপুরুষের এই আশীর্ব্বাদের প্রভাবে।

আর একবার আমার বিনীত অনুরোধ জানাই। বই কেনা নহে, যাঁহারা আমার বই কিনিবেন বা কিনিয়াছেন, তাঁহারা যেন বইখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়েন, এবং টীকাগুলির সহিত আমার ব্যাখ্যাগুলি মিলাইয়া মিলাইয়া পড়েন। বিরাট খাটুনীর দিকটাও যেন দেখেন, এবং চিন্তাশীলতার দিকটাও যেন দেখেন। সবটা সকলে যেন পড়েন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

কৃপাপ্রার্থী—

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়।

B6/15 Pitambarpura, Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—তৃতীয় অধ্যায়—

১। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

২। না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং

৩। কর্ম্মময় জগৎ করি রাখা,
যো যস্ করে, সো তস্ ফল চাখা।

৪। কর্ম্মজন্মান্তরীয়ং যৎ প্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্
তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুং সো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ

৫। কর্ম্মত্যাগ নির্লিপ্ততা ভাবিও না মনে।
ভগবান কর্ম্মরত। বিপুল সংসার
কর্ম্মক্ষেত্র ; নাহি কারো তিলার্দ্ধ বিশ্রাম।

—নবীন সেন

দৃষ্টিক্ষীণতা ইত্যাদি কারণে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে, যথা ১৫৮ পৃষ্ঠার দ্বাদশ লাইনে অনাসক্ত স্থলে আসক্ত হইবে। সুধীজনেরা যেন এ বৃদ্ধকে ক্ষমা করেন।

এ অধ্যায়ে আমাদের যৎ সামান্য যাহা আছে, নিম্নে তাহা দেওয়া হইল। এ অধ্যায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি যেন সুধী পাঠক ভাল করিয়া পড়েন, আমাদের ইহা বিনীত অনুরোধ। এই খণ্ডের গোড়ায় দেওয়া নিবেদনে, এ সম্বন্ধে কিছু বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, তাহাও যেন প্রথমে পড়িয়া লন। এ অধ্যায়ে আমাদের কাজের সংক্ষিপ্ত তালিকা এইরূপ—

ভূমিকা ও বিবৃতি ; এ গুলিতে অনেক নূতন কথা আছে, স্পষ্টীকরণ আছে ও মৌলিকত্বও আছে (যথা পৃষ্ঠা ১১ ও ১২)। তাহারপর দেখুন, পৃষ্ঠা ১২ নীচের দিক ১৩,১৪,১৫, ১৬ গোড়ার দিক। ১৯ শেষের দিক ও ২২ শেষের দিক, ও ২৩ হইতে ২৮।৩৬ শেষের দিক ও ৩৭ হইতে ৩৯ ও ৪৫ হইতে ৫০ (উপর দিক) ও ৫৩ ও ৫৪ উপর দিক। ৫৭ উপর ও ৫৯ নীচের দিক। ৬০ ৬১ ৬৫ হইতে ৭২, ৭৬ নীচের, ৭৭ উপরের দিক ও ৭৮। ৮৪ নীচের দিক, ৮৯ উপর, ৯২ নীচের দিক ও ৯৬ হইতে ১০২।১১৫ নীচের দিক, ১১৭, ১২২ হইতে ১২৬, ১২৯, ১৩৩ হইতে ১৩৮।১৪০ উপরের দিক, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৮ নীচের দিক, ১৬২ নীচের দিক, ১৬৫, ১৬৬ নীচের দিক হইতে ১৭০।১৭৫ হইতে ১৮০ উপরের দিক, ১৮৯, ১৯০ নীচের দিক ও ১৯১। ২০১ হইতে ২০৩, ২০৮ হইতে ২১১, ২১৫ হইতে ২১৮।২৩৪ নীচের দিক, ২৩৮ হইতে ২৪০ উপর। ২৪৮ নীচের দিক, ২৫২, ২৫৪ উপর, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৮ উপর, ২৭৩ হইতে শেষ পাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ

ভূমিকা

তৃতীয় অধ্যায়ের মুখবন্ধে আচার্য্য শঙ্কর সাম্প্রদায়িক ভাবে যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা এইরূপ :—(১) সাংখ্যবুদ্ধির আশ্রয় পাইবার জন্য "প্রজহাতি" হইতে "এষা ব্রাহ্মী স্থিতি" পর্য্যন্ত সব, কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞান নিষ্ঠায় কৃতার্থ হইবার জন্য বলা হইয়াছে। (২) "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" এই শ্লোকের উল্লেখে আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে ইহাতে আর যাহা কিছু বলা হইয়া থাকুক না কেন, তাহার দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে বলা হয় নাই। (৩) জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয় হয় না, এবং সন্ন্যাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিস্থিতি, ইহা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরেই লইতে পারা যায়। তিনি কিন্তু নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বে কয়েকজন টীকাকার "জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় হয়" বলিয়াছেন; অবশ্যই তিনি তাহাদের কথা খণ্ডন করিতে শাস্ত্রাদি প্রমাণ দিয়াছেন। (৪) কার্য্যাভাবে ভাব রূপ প্রত্যবায় সন্ন্যাসীর হয় না। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই (৫) মোক্ষ যখন অকার্য্য, কার্য্য দ্বারা তাহা পাওয়া যায় না; গীতা ও উপনিষদের ইহা নিশ্চিত অভিপ্রায় যে কেবল জ্ঞানেই মোক্ষ হয়। আচার্য্য শঙ্কর সকল স্থলেই নিজ সম্প্রদায় অনুযায়ী ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাইয়াছেন: "কর্ম্ম অজ্ঞানীর, জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় না, জ্ঞানের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ আবশ্যক; অর্থবাদ ভাবে বা রোচনার্থে কর্ম্মের প্রশংসা করা হইয়াছে" তাঁহার ব্যাখ্যায় এই রূপ অনেক কথা আসিয়াছে। আচার্য্য রামানুজও মুখবন্ধে আত্ম–

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের উপর অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, এই অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত ৪ অধ্যায়ে, মুমুক্ষু জীবাত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের সাধন সহিত, অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে অর্জ্জুন যেন বলিলেন, যদি আত্মসাক্ষাৎকারের সাধন জ্ঞান-নিষ্ঠা হয়, আর কর্ম্ম-নিষ্ঠা এই জ্ঞান-নিষ্ঠার উৎপাদনের জন্য হয়, আর আত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয় ব্যাপারে উপরতিতে সিদ্ধ হয়, আর আত্ম-জ্ঞান পাওয়াই যদি অভীষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আত্মাকে জ্ঞান-নিষ্ঠায় নিযুক্ত করা উচিৎ। অর্জ্জুন তাই বলিয়াছেন আত্ম-সাক্ষাৎকারের বিরোধী, এই ঘোর কর্ম্মে আমাকে (অর্জ্জুনকে) কেন নিযুক্ত করিতেছেন?

শ্রীধরের মতে এই অধ্যায়ে ভগবান প্রধানতঃ মুক্তির সাধনা-রূপে কর্ম্মনিষ্ঠার উপসংহার করিতেছেন ও গৌণ ভাবে জ্ঞান যোগ কীর্ত্তন করিতেছেন।

Gandhi—This discourse may be said to be the Key to the essence of the Gita.

মধুসূদন। প্রথম অধ্যায়ে যে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়ের আরম্ভ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা সূত্রিত বা সূচিত হইয়াছে। তাহা এই :—প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম-নিষ্ঠা, তদনন্তর অন্তঃকরণ শুদ্ধি তাহার পর শম দম প্রভৃতি সাধন সম্পাদন পূর্ব্বক সর্ব্ব-কর্ম্ম সন্ন্যাস। তাহার পরে বেদান্তের তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ বিচার করিবার সহিত ভগবদ্ ভক্তি-নিষ্ঠা উদিত হয়। তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠা ও তাহার ফলে ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি। যতদিন না প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ হয় ততদিন জীবন্মুক্তি অবস্থা থাকে, তৎপরে বিদেহ মুক্তি। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা দৈবী সম্পত্তির ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধা আসুরিক সম্পদের অসাধারণ কারণ। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" (২।৪৯) ইত্যাদি শ্লোকে সত্ত্বশুদ্ধির সাধন স্বরূপ যে নিষ্কাম কর্ম্ম-নিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে সামান্য ভাবে এবং বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। তদনন্তর "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্" (২।৭১) ইত্যাদি সন্দর্ভে শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে আচরণীয়, শম, দম, প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তি সাধনে যে সর্ব্ব-সন্ন্যাস নিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চম ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে সংক্ষেপে এবং বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের এই পর্য্যন্ত অংশে ত্বং পদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তাহার পর যুক্ত আসীত মৎপরঃ (২।৬১) ইত্যাদি সন্দর্ভে বেদান্ত বিচার সহকৃত যে অনেক প্রকার ভগবৎ-নিষ্ঠা সূত্রিত করা হইয়াছে, তাহাই ৭ হইতে ১২ অধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের তাবৎ পরিমাণ অংশে তৎ পদের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। তদনন্তর "বেদাবিনাশিনং নিত্যং (২।২১) সম্বন্ধে ত্বং ও তৎ পদের যে একত্ব-বোধ রূপ তত্ত্ব-জ্ঞান-নিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য দেখাইয়া বিবৃত করা হইয়াছে। আর "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা" (২।৪৫) ইত্যাদি সন্দর্ভে ত্রৈগুণ্য নিবৃত্তি রূপ যে জ্ঞান-নিষ্ঠার ফলে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় নিবৃত্তি যে কি রূপে হয়, তাহা এবং সেই ত্রৈগুণ্য নিবৃত্তিই যে জীবন্মুক্তি তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নিরূপিত হইয়াছে। "তদা গন্তাসি নির্বেদং" (২।৫২) ইত্যাদি সন্দর্ভে যে পর বৈরাগ্য নিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসার বৃক্ষ ছেদন নির্দেশ পূর্ব্বক বিবৃত হইয়াছে। "দুঃখেষনুদ্বিগ্ন মনা" (২.৫৬) ইত্যাদি সন্দর্ভে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা বলা হইয়াছে যে তদ্‌বিরোধিনী আসুরী সম্পৎ হেয়া, এই প্রকারে উক্ত দুই স্থলে যে উক্ত দুইটী বিষয় সূত্রিত হইয়াছে, ষোড়শ অধ্যায়ে তাহারই বিস্তৃত ভাবে নিরূপণ করা হইষাছে। আর "নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থঃ" (২।৪৪) ইত্যাদি সন্দর্ভে দৈব সম্পদের অসাধারণ কারণ যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সূত্রিত হইয়াছে, তাহাই সপ্তদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং তথায় তদ্বিষয়ক বিরোধ সকলেরও পরিহার করা হইয়াছে। এই প্রকারে ত্রয়োদশাদি ৫টি অধ্যায়ে জ্ঞান-নিষ্ঠা এবং তাহার ফল (যে ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি ও জীবন্মুক্তি প্রবৃত্তি তাহা) বিস্তৃত ভাবে নিরূপিত হইয়াছে। আর, অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্বকথিত সকল বিষয়গুলিরই উপসংহার করা হইয়াছে। ইহাই সমগ্র গীতা শাস্ত্রের অর্থের, অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংগতি। মধুসূদন এ অধ্যায়ের নাম জ্ঞাননিষ্ঠা বর্ণন যোগ দিয়াছেন।

ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিপূরক এবং কর্ম্মযোগের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি কথা ইহাতে যুক্তির সহিত আনা হইয়াছে। কর্ম্মযোগ শব্দের প্রথম উল্লেখ এই অধ্যায়ে পাই; তাই এ অধ্যায় কর্ম্মযোগ নাম পাইয়াছে। স্বধর্ম্ম পালনের কথা, এ অধ্যায়ে জোরের সহিত আনা হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞের কথাও এ অধ্যায়ে আনা হইয়াছে এবং শ্রদ্ধার সহিতই আনা হইয়াছে। কর্ম্মযোগের কর্ম্ম ও সকাম বৈদিক কর্ম্ম, কি বিষয়ে ভিন্ন, তাহারও প্রথম সূচনা, ইহাতে আনা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ, বহু বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভায় সংস্কার করিয়াছেন; "কর্ম্মকে" কর্ম্মযোগে উন্নীত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মযোগ নামক গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের বিবৃতি ও সূচী।

অর্জ্জুন বলিলেন, 'জনার্দ্দন, যদি (বেদ বিহিত, এমন কি সমত্বযোগে কৃত) কর্ম্ম করা অপেক্ষা সাংখ্যবাদীদের বুদ্ধিতে থাকা (বা তুমি যে স্থিত প্রজ্ঞার কথা বলিলে, ২।৫২, ৫৩, ৫৫-৭২ শ্লোকে, তাহাতে থাকা), উচ্চ স্থিতি হয়, তাহা হইলে আমাকে এই বিকট কর্ম্মে (যাহা বিহিত কর্ম্ম তো নহেই, বরং অতি হিংসাত্মক কর্ম্ম, তাহাতে কেন আমাকে নিযুক্ত করিতেছ? তোমার কথায় একবার জ্ঞানবুদ্ধির ও একবার কর্ম্মের প্রশংসা পাই ; এই গোলমেলে কথা, আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করিতেছে। (হয়তো, আমার লঘুবুদ্ধির জন্য মোহগ্রস্ত হইতেছি)। তুমি আমাকে তাহা ঠিক করিয়া বল, যাহাতে আমি কল্যাণ লাভ করিতে পারি। শ্রীভগবান বলিলেন, লোক সকলের জন্য বহু পূর্ব্বে, (নারায়ণ ঋষি ভাবে) আমার দ্বারা দুইটি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তি মার্গ, শ্রদ্ধার সহিত ধরিয়া থাকিবার জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে ; প্রথমটি, যাহাদের সাংখ্যবাদী বলা হয়, তাহাদের জন্য, ও দ্বিতীয়টি যোগী অর্থাৎ সমত্ব ও নিষ্কাম মনোভাবে নিজ নিজ বিহিত কর্ম্মে যাঁহারা যুক্ত থাকিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য। এই দুই মার্গ ছাড়া তৃতীয় মার্গ হয়ই না। (জ্ঞানে, অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গেও থাকিব না, কর্ম্মযোগেও অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গেও থাকিব না, এরূপ কোনও স্থিতি নাই)। (যোগস্থ ভাবে, অর্থাৎ সমত্ব বুদ্ধিতে) কর্ম্ম করা আরম্ভ না করিয়াই, কোনও লোক নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। কেবলমাত্র (ইচ্ছাকৃত ভাবে) কর্ম্মত্যাগে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিরূপ, কর্ম্মে-নির্ব্বেদ প্রসূত জ্ঞানে অবস্থিতি, বা আত্মস্বরূপে অবস্থিতি আসে না ; মোক্ষও আসে না ; "অকর্ম্ম"—বিজ্ঞানে কর্ম্ম করাও আসে না। কেহ কখনও ক্ষণকালের জন্য কর্ম্মবিহীন অবস্থাতে থাকিতেই পারে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেহেতু, দেহ মন ও বুদ্ধিতে অবস্থিত, প্রকৃতি-জাত গুণ সমূহের দ্বারা বাধ্যভাবে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হয়। যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল গুটাইয়া রাখিয়া, (অর্থাৎ বাহিরে কর্ম্মত্যাগের ভাব দেখাইয়া), মনের দ্বারা, রূপ, রস, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিতে থাকিয়া অবস্থান করে, সেই মূঢ়, মিথ্যাচার বা ভণ্ড বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া, অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মযোগ আরম্ভ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়ত (নিয়ন্ত্রিত) কর্ম্মসকল করিতে থাক, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা প্রশস্ততর। কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহ যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। (তৃতীয় শ্লোকের আরও এক অর্থ হইতে পারে। তাহা লোকেঽস্মিন্ কথা লইয়া, এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কথা না আনিয়া। ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে) (১-৮)। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ছাড়া, অন্য সময়ে বা অন্য কোন কারণে, কর্ম্ম যদি করা হয়, (এবং তাহা যদি মুক্তসঙ্গভাবে না করা হয়) তাহা হইলে এই পুরুষ অর্থাৎ লোকেরা, কর্ম্মবন্ধন জড়িত হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম করিলেই মানুষ কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য (অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন যাহাতে না হয় সেইজন্য) মুক্তসঙ্গভাবে, অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও রাগদ্বেষহীন ভাবে, ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া, কর্ম্মসকল করিতে থাক। (যজ্ঞ কর্ম্ম বন্ধন আনে না, ইহা সকলের স্বীকার্য্য নহে; বন্ধন হয় স্বর্ণ শৃঙ্খলের। যজ্ঞ-অর্থে বিষ্ণুর উপাসনায় কর্ম্মবন্ধন হয় না)। সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে, প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞ যেন তোমাদের ইষ্ট-ফল-দাতা হয়। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট কর; সেই দেবগণ তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। এইরূপ পরস্পর বিবেচনা রাখিলে তোমরা পরম মঙ্গল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিবে। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বস্তু সকল তোমাদিগকে দিবেন ; তবে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত বস্তু সকল তাঁহাদিগকে নিবেদন না করিয়া যে নিজে সমস্ত ভোগ করে, সে চোর, নিশ্চয়ই। যজ্ঞাবশেষভোজী সজ্জনগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যে, কেবল নিজের জন্যই পাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপ ভোজন করে। (শুধু আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই যজ্ঞ নহে, পঞ্চযজ্ঞ, বৈশ্যদেবাদি যজ্ঞ ও যজ্ঞের মত নানা ক্রিয়া, তাহারাও যজ্ঞ নাম পাইয়াছে)। অন্ন হইতে প্রাণী বা প্রজাসকল উৎপন্ন হয়, মেঘ বা বৃষ্টি হইতে শস্যাদি অন্ন উৎপন্ন হয়, প্রজা বৃদ্ধিতে যাজ্ঞিক-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টির উদ্ভব হয়, যজ্ঞ, কর্ম্ম হইতে উদ্ভব হয়, আর 'ব্রহ্ম' হইতে, অর্থাৎ ভগবৎ সাহায্য কারিণী প্রকৃতি বা সগুণ ব্রহ্ম হইতে কর্ম্মের, আর 'অক্ষর' হইতে 'ব্রহ্মের' উদ্ভব হয়। সেইজন্য সর্বগত 'ব্রহ্ম' যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (যজ্ঞ, অক্ষর (ব্রহ্ম) ও মানুষের মাঝের সেতু, ইহা সৃষ্টি চালিত রাখে)। যে, এইভাবে চালিত সৃষ্টি-চক্রের অনুযায়ী চলে না, ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত সেই পাপী বৃথাই জীবন ধারণ করে। কিন্তু যে মানব আত্মাতে আসক্ত (বিষয়ে নহে) যিনি পরমুখাপেক্ষী নহেন, যিনি আত্মতৃপ্ত, নিজের ভিতরেই তুষ্টি পান, মাত্র সেই পুরুষেরই করিবার কোন কার্য্য থাকে না। (কার্য্য অর্থে কর্ম্মকাণ্ডের কার্য্য)। এই লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানে, তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই; কর্ম্ম না করাতেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় নাই ; প্রাণী সমূহে তাঁহার কোনও প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই, (অর্থাৎ কোনও প্রাণীর নিকট প্রয়োজনের জন্য আশ্রয় চাহিবার তাঁহার দরকার নাই ; তাঁহার ভগবানেই ভরসা, তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না ; ভগবানই তাঁহার যোগক্ষেম বহন করেন ; তিনি দেবতা বা কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করেন না)। (৯-১৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইজন্য অর্থাৎ তুমি যখন আত্মারাম নহ, তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, যেহেতু মানুষ নিষ্কাম অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। (জ্ঞানী হইতে হইলেই কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়, তাহা নহে)। জনকাদি ঋষিগণ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাই অভীষ্ট ফল (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যে "পরম" কে পাওয়া যায় তাহা, ও নিষ্কাম কর্ম্মে কৃতকার্য্যতায় মনে যে শান্তি ফুটিয়া উঠে তাহাও, ও লোকসংগ্রহের যোগ্যতা তাহাও) লাভ করিয়াছিলেন। লোক-সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ আদর্শ স্থাপনের দিকে, দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করে, সাধারণ লোক তাহাই করে। ভগবান বলিলেন, "তিন লোকে আমার কিঞ্চিন্মাত্র করণীয় নাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি (যথা লোক-সংগ্রহের কর্ম্মে, লোকের সম্মুখে সৎদৃষ্টান্ত স্থাপনের কর্ম্মে)। যদি আমি (শ্রীকৃষ্ণ) কখনও অনলস ভাবে, করার কর্ম্মে, বর্ত্তমান না থাকি, তাহা হইলে লোকেরা আমার পথই সকল রকমে অনুসরণ করিবে, অর্থাৎ তাহারাও কর্ম্মে নিজেদের যুক্ত রাখিবে না। যদি আমি কর্ম্ম না করি এই লোক সকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে, আমি বর্ণ-সঙ্করের, অর্থাৎ শৃঙ্খলা ধ্বংসের কারণ হইব, এবং এই প্রজাগণ বিনষ্ট হইবে। কর্ম্মে আসক্ত হইয়া অজ্ঞানী পুরুষ যেরূপ যত্নের সহিত কর্ম্ম করে, জ্ঞানিগণ, মনে কিন্তু আনাসক্ত থাকিয়া, লোক কল্যাণ করিবার ইচ্ছায় সেইরূপ যত্নের সহিত কর্ম্ম করিবেন। লোক-সংগ্রহে নিযুক্ত (বা তত্ত্বজ্ঞানে যুক্ত) জ্ঞানিগণ, কর্ম্মকাণ্ডের সকাম কর্ম্মাদি লইয়া যাহারা থাকে অর্থাৎ কর্ম্মের সঙ্গ যাহারা চাহে ও জ্ঞানে যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের, যে বুদ্ধিতে তাহারা আছে সেই বুদ্ধিতে যেন গোলমাল বাধাইয়া না দেন। নিজে কর্ম্ম সম্যকরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে থাকিয়া, কর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্ত করিবেন। (১১-২৬) এইবার প্রকৃতির ত্রিগুণের কথা যাহা পূর্ব্বে হইতেছিল তাহা লইয়া ভগবান বলিলেন, প্রকৃতির যে গুণ সকল আমাদের দেহ মনাদিতে রহিয়াছে, সেই গুণ সকলের দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কারে, কর্ত্তৃত্বাভিমানে, যাহার বুদ্ধি বিবেচনা-কার্য্যে অক্ষম হইয়াছে, সে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিজকে "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করিতে থাকে। কিন্তু গুণ বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের, (অথবা, গুণ, কর্ম্ম ও ইহাদের হইতে পৃথক যে আত্মা, তাহার) যিনি তত্ত্বজ্ঞ, "ত্রিগুণ প্রভাবে ইন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ রূপ রসাদি বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইবেই, অর্থাৎ তাহাদের ভিতর বিচরণ করিবেই" ইহা জানিয়া ঐ সকলে তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হন না ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের এক সঙ্গে আসাতে তাঁহার মনে কোন রেখাপাত করে না, দর্শনে কি আসিল, শ্রবণে কি আসিল, রসনায় কি আসিল, এসবে তাঁহার মনই থাকে না (২ ৬৪-৭০)। প্রকৃতির পূর্ব্বোক্ত গুণাদির দ্বারা যাহারা মোহগ্রস্ত, তাহারাই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ গুণ সকলের কর্ম্মে আসক্ত অর্থাৎ তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা সব বোঝেন, তাঁহারা সেই সকল ক্ষীণ বুদ্ধি লোকদিগকে বিচালিত করিবেন না, অর্থাৎ তাহাদের অনুপযোগী পথে চালিত করিবেন না। (২৪-২৯)।

(প্রকৃতির গুণের (৩।৫) উপরে যদি উঠিতে চাও, কর্ম্মবন্ধনে যদি না পড়িতে চাও, তাহা হইলে) সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যিনি তাঁহাতে অর্থাৎ আমাতে, চিত্ত স্থাপিতকরিয়া কামনা ও "আমি ও আমার" দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া শোক, মোহ ও পাপ ভয়ে ক্লিষ্ট না হইয়া, গ্লানি শূন্য মনে, যুদ্ধরূপী তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক। যে মনুষ্যেরা শ্রদ্ধার সহিত অসূয়া শূন্য হইয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার এই মত সর্ব্বদা অনুসরণ করে, তাহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা দোষান্বেষণ-দৃষ্টি যুক্ত হইয়া আমার এই মতের অনুসরণ না করে, সেই বুদ্ধিশূন্য, মনস্ক্রিয়া-রহিত সর্ব্বজ্ঞান-হীনতায় আবিষ্ট লোকদিগকে, সর্ব্বপ্রকার পুরুষত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, জানিবে। জ্ঞানীরাও স্বীয় প্রকৃতি বা (পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে উৎপন্ন) স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। প্রাণীসকল নিজ নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে, বল পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-নিরোধ, কি করিবে? (অর্থাৎ বল পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিরোধ স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না)। (তবে দুই একটি উপায় আছে) বিষয়, দোষের নহে; সকল অনর্থের মূল তৎ-প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ)। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ে, অনুরাগ ও বিদ্বেষ ব্যবস্থিত রহিয়াছে, অর্থাৎ সেই সেই বিষয়ে হয় অনুরাগ বা বিদ্বেষ হইবেই। এই দুইটির বশে পড়িবে না, কারণ তাহারা জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের চির শত্রু। [(অভ্যাস সামর্থ্যে) অনুরাগ ও বিদ্বেষ পরিহার করিলে, আগন্তুক ক্রোধাদির আগমন নিবারিত হয়]। (তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মত্যাগ নহে, আর, কর্ম্মত্যাগ করাও যায় না, তোমার কর্ত্তব্য রাগ দ্বেষ বিহীন ভাবে স্বধর্ম্ম পালন)। উত্তম রূপে ও সকল অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে, নিজ সহজাত ধর্ম্ম, গুণে তেমন চমৎকার না হইলেও প্রশস্ততর। সহজাত ধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল (অথবা সমস্ত জীবন ক্ষয় করা তাহাও ভাল), কারণ পরধর্ম্ম ভয়-সঙ্কুল অর্থাৎ তাহা তোমার সহিবে না। (৩০-৩৫)। অর্জ্জুন বলিলেন রাগ দ্বেষ পরিহারে এবং স্বধর্ম্ম পালন করিতে চেষ্টা করিতে থাকিলেও কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইচ্ছা না করিয়াও যেন বলপূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিযুক্ত হইয়া, লোকে পাপাচরণ করে? (তাহা হইলে, বোঝা গেল, প্রকৃতির ত্রিগুণ দুইভাবে কাজ করে, একটি আসিতেছে যাইতেছে, আগন্তুক ভাবে, আর অন্যটি সহজাত সংস্কার ভাবে। এ ব্যাখ্যা আমাদের, সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন)।

ভগবান বলিলেন, প্রকৃতির রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, অতি বুভুক্ষু এবং অতিউগ্র এই কাম বা তৃষ্ণা, এবং এই ক্রোধ, (উহা কামনারই অন্য দিক কারণ কামই প্রতিহত হইলে, ক্রোধ হয়, ২।৬২, ৬৩) (এই সংসারে ক্রোধকেও কাম বা কামনা বলিয়া জানিবে)। যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত হয়, ময়লা দ্বারা দর্পণ আবৃত হয়, যেমন জরায়ুর দ্বারা গর্ভ, অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশু, আবৃত হয়, সেইরূপ কামনা বাসনার দ্বারা, নানা ভাবে জ্ঞানাশ্রয় বুদ্ধি আবৃত হয়। জ্ঞানীর চির শত্রু, এবং যাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারা যায় না,, অনল সদৃশ এই বিষয় বাসনা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে আবৃত রাখে। ইহা সংস্কার ভাবে পাওয়া হয়, ইহা থাকে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিতে, বলা হয়; ইহাদেরই দ্বারা এই কাম, জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখে। আগন্তুক অর্থাৎ প্রাকৃতির বিধানে প্রারব্ধভাবে যাহা প্রাপ্ত নহে (যথা যাহা কুসঙ্গে, কুখাদ্য ভোজনে ইত্যাদিতে উৎপন্ন হয়); এরূপ তৃষ্ণা সংযমে যায় (২।৫৮—৬৩) তাই ইন্দ্রিয় দিগকে প্রথমে বশে আনিয়া, ঐ পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ জ্ঞান নাশক পাপী কামকে, নিশ্চয় পূর্বক তাড়াইয়া দেও (বা মারিয়া ফেল)। পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয় সকলকে (দেহ হইতে) শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলবান বলেন, মনকে ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিকে মন হইতে শ্রেষ্ঠ বলেন; আর বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাকে "সেই" বলেন। এই সব (তথ্য) পরিজ্ঞাত হইয়া "আত্মার" দ্বারা "আত্মাকে" বশীভূত করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কামনাকে বিনাশ কর। ("সেই" অর্থে আত্মবল, অথবা পরমাত্মার কৃপা; 'আত্মাকে" অর্থাৎ বুদ্ধিকে "আত্মার" দ্বারা অর্থাৎ আত্মবল বা পুরুষকারের দ্বারা বা তাহাতে যদি না হয় তাহা হইলে পরমাত্মার শরণাগতির দ্বারা, অর্থাৎ পরমাত্মার কৃপার দ্বারা)। (বুদ্ধিতে অবস্থিত প্রারব্ধে প্রাপ্ত সহজাত তৃষ্ণা, সে বাগ্‌ মানে না; সে তৃষ্ণার, সে কাম ক্রোধের বধের উপায়, সেই "তাঁহার" সাহায্য)। (৩৯-৫৩)। (বিশদ ব্যাখ্যা প্রতি শ্লোকের টীকায় দেওয়া হইয়াছে)।

এইবার ব্যাখ্যা শ্লোকানুক্রমে লওয়া যাউক।

তৃতীয় অধ্যায় কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিপূরক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে, শোক মোহ পরিহারের জন্য সাংখ্য বা অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপদেশ দিলেন, এবং পাপবন্ধন যাহাতে না হয়, অথচ সুচারুরূপে যাহাতে স্বধর্ম্ম পালনাদিরূপ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারা যায়, সেইজন্য, কর্ম্ম ঐ ভাবে সম্পাদন করিতে যে বুদ্ধি বিচারের প্রয়োজন হয় সেই বুদ্ধি-যোগের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। এই বুদ্ধি যোগেই স্থিতপ্রজ্ঞা, এবং ক্রমে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয় তাহা জানাইয়া দিলেন।

কিন্তু সব কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের খট্‌কা লাগিল। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিলেন, বৈদিক ক্রিয়াদিতে না মজিয়া থাকা নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া, বুদ্ধিযোগের আশ্রয় লওয়া, সাম্যে, শান্তিতে, আত্মানন্দে ও ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকা, ইত্যাদি বহু বহু কথা যাহা শুনিলাম, সে সব তো কর্ম্মত্যাগ না করিলে হইতে পারে না। মনের কর্ম্মচঞ্চল অবস্থায় সাম্যভাব ও সমাধি কি করিয়া লাভ হইতে পারে? "পক্ষান্তরে, তুমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধে, আহুত হইলে, অথবা ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য, যুদ্ধ করাই তোমার ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়ঃ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর কিছুই নাই, সেইজন্য তুমি যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ কর" ইত্যাদি কথা বারবার আমাকে বলা হইতেছে। তাহা ছাড়া, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" "মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" "যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি" ইত্যাদি নানা কথায়, যুদ্ধ করিতে, বারবার ভগবান আমাকে আদেশ করিতেছেন। এইরূপ দুইরকমের কথা—আমিতো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার কি করা উচিৎ। অর্জ্জুন বিভ্রান্ত বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা তথা-কথিত জ্ঞান ভাল, এরূপ কোনও কথা ভগবান কোথাও বলেন নাই। অর্জ্জুনের মনে সাংখ্যের গৌণ অর্থ জাগিতেছিল। আমরা ইহার পূর্ব্বেও, আর একবার বলিয়াছি, সাংখ্যের মূল অর্থ জ্ঞান, অধ্যাত্ম জ্ঞান, যাহাতে শুধু সদসৎ বিবেক নহে স্বকর্ম্ম পালনও বিবক্ষিত। ইহার গৌণ অর্থ, জ্ঞান চর্চ্চায় থাকিবার জন্য এবং কর্ম্মে বন্ধন আনে এই ভয়ে, কর্ম্মসন্ন্যাস বা সকল রকম কর্ম্ম ত্যাগ করা; আরও গৌণ অর্থ জ্ঞান বিরহিত কর্ম্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাস, এবং আরও গৌণ অর্থ সন্ন্যাসী হওয়া, ভিক্ষা মাগিয়া খাওয়া। গোড়া হইতে আমরা যদি এই অর্থগুলি মনে রাখি। তাহা হইলে অর্জ্জুনের এখনকার বিভ্রান্ত ভাবে করা প্রশ্নের উত্তর আপনিই আসিয়া যাইবে। অর্জ্জুনের কয়েকটি ভুল হইয়াছিল ; প্রথমতঃ কর্ম্ম (অর্থাৎ বিহিত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম) ও শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে কর্ম্মযোগ বলিয়াছেন সেই কর্ম্মযোগে কৃতকর্ম্ম, ইহাদের পার্থক্য কি, তাহা পরিষ্কার ভাবে না বোঝা ; দ্বিতীয়তঃ সাংখ্য বা অধ্যাত্ম জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাব যথা সাম্য মন, বুদ্ধিযোগ, স্থিত-প্রজ্ঞ, ব্রহ্মীস্থিতি, ইহারা কর্ম্মের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধিত হওয়া সত্ত্বেও (সাংখ্যজ্ঞানের অতি গৌণ অর্থ সন্ন্যাস, সেই সন্ন্যা-সের দিকে অর্জ্জুনের মন থাকায়) ঐ স্থিতপ্রজ্ঞাদির ভাব ভাল করিয়া ধরিতে না পারা ; তৃতীয়তঃ অধ্যাত্ম জ্ঞানের একটি বিশেষ অংশ, নিষ্কামভাবে অর্থাৎ যাহাতে কর্ম্মবন্ধন না হয় সেই ভাবে ধর্ম্ম, বিশেষ যথা স্বধর্ম্ম, প্রতিপালন করা (সে স্বধর্ম্ম যত ক্রুরই হউক না কেন), চতুর্থতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে যতক্ষণ না নির্ব্বেদ হয়, ততক্ষণ জ্ঞানে প্রবেশের অধিকার বা ক্ষমতা আসে না (৩।৪) ইহার বোধ না থাকা ; আর পঞ্চমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে পাইয়াও, তিনি কে, ইহা ঠিকভাবে আবিষ্কার করিতে না পারায়, তাঁহাকে মনের সারথি ও জীবনের পথ নির্দ্দেশক না করা—এইসব ভুল তাহার মনকে কোনওরূপ স্থিতিতে বসিতে দিতেছিল না। অর্জ্জুন সব গুলাইয়া, বিভ্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, (অর্জ্জুন উবাচ)—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতাবুদ্ধি র্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

পদচ্ছেদ। জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণঃ তে মতা বুদ্ধিঃ জনার্দ্দন, তৎ কিম্ কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। জনার্দ্দন, চেৎ কর্ম্মনঃ বুদ্ধিঃ জ্যায়সী তে মতাঃ তৎ কেশব মাং ঘোরে কর্ম্মণি কিম্ নিয়োজয়সি ?

কঠিন শব্দ। চেৎ=যদি। কর্ম্মনঃ=সকল রকম কর্ম্ম হইতে (বুদ্ধি যোগ প্রকরণে যে প্রকারের কর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব বোধ হয় অর্জ্জুনের মাথায় প্রবেশ করে নাই)। বুদ্ধি=সাংখ্য জ্ঞান বা তাহার দ্বারা নির্দ্দেশিত স্থিতি; (অর্জ্জুন নিজের মনে সাংখ্য জ্ঞানে স্থিতির অর্থ কর্ম্ম-সন্ন্যাস রাখিয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানে স্থিতির অর্থ কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইয়াছিল। জনার্দ্দন=শ্রেয়োপ্রার্থীদের দ্বারা বা সর্ব্বজন দ্বারা যিনি যাচিত (বলদেব মধুসূদন)।

(জ্যায়সী=শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ততর। ঘোর=হিংসাত্মক, বিকট, যথা লোক হননকারী যুদ্ধ। নিয়োজয়সি=নিযুক্ত করিতেছ (মধুসূদন, "বুদ্ধি"=আত্ম বিষয়া বুদ্ধি লইয়াছেন)।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, জনার্দ্দন যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি, অর্থাৎ আধ্যাত্ম জ্ঞানে স্থিত থাকা প্রশস্তর, এই তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে, কেশব আমাকে কেন (শুধু কর্ম্ম নয়) এই বিকট হিংসাত্মক কর্ম্মে (এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছ ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(জ্ঞানোৎপন্ন আত্মস্থ থাকার শান্তি (২।৭০,৭১) ত্যাগ করাইয়া ক্রুর যুদ্ধে কেন আমায় নিযুক্ত করিতেছ? অথবা জ্ঞানীরা সাধারণতঃ যাহা করে সেই কর্ম্ম-সন্ন্যাসে যাইতে না দিয়া ক্রুর যুদ্ধে কেন আমায় নিযুক্ত করিতেছ?)

ভগবান কোথায়ও বলেন নাই, সাম্য বুদ্ধিতে কর্ম্ম করা অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যাহা ভগবান বলিবেন, তাহাতে, এসব পরিস্কার হইয়া যাইবে।

শঙ্কর। আলোচনায় বলিয়াছেন, যে যদি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় সম্ভাব্য হইত, তাহা হইলে গীতাকার এ তর্ক তুলিতেন না। শঙ্করের মতে বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান, এবং জ্ঞান মার্গ অর্থে সাংখ্য মার্গ বা সন্ন্যাস মার্গ, যে জ্ঞান মার্গে কর্ম্ম ত্যাগই বিধি।

রামানুজ। আত্ম সাক্ষাৎকারের বিরোধী ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার রূপ ঘোর কর্ম্মে ইত্যাদি। [জনার্দ্দন = জনগণের দ্বারা অর্জ্জিত অর্থাৎ প্রার্থিত যিনি।]

মধুসূদন। প্রথম শ্লোকের ভূমিকাতে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষেপে এইরূপঃ—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না; তবে ভগবান একই লোককে অর্থাৎ আমাকে, দুইয়েরই কথা শুনাইয়াছেন কেন? তবে কি ইহা বিকল্প? তাহাও হইতে পারে না, জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ।

তিলক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব ও অশোচত্ব বুঝাইয়া দিলেন, আর কর্ম্ম করিতে যে পাপ পূণ্য হয়, কর্ম্ম যদি সাম্য বুদ্ধিতে করা হয়, তাহা হইলে সে পাপ পুণ্য হইবে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাও বুঝাইয়া দিলেন ; আর যাঁহার বুদ্ধি এই প্রকার "সম" হইয়া গিয়াছে, সেই কর্ম্মযোগীর স্থিত প্রজ্ঞার বর্ণনা দিলেন। কিন্তু যখন কর্ম্ম অপেক্ষা সম বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা নির্ব্বিবাদ রূপে সিদ্ধ হইতেছে (২।৪৯) তখন বুদ্ধিকেই সব করিয়া লইলেই তো হয়, কর্ম্ম করিবার দরকার কি ?

গিরীন্দ্রশেখর। শঙ্কর মতে "জ্ঞানশ্রেষ্ঠ," গীতায় এই কৃষ্ণ বলিয়াছেন। অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন, কারণ অর্জ্জুনের জ্ঞাননিষ্ঠাতে অধিকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, শঙ্কর পূর্ব্বাচার্য্য দিগের জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয় বাদ খণ্ডনে ব্যস্ত। গিরীন্দ্রশেখরের মতে বুদ্ধি অর্থে বুদ্ধি, এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন "নিষ্ঠুর কর্ম্ম কেন পরিত্যাগ করিব না ? ও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন সকল কর্ম্ম কেন পরিত্যাগ করিব না, এ দুই প্রশ্নে কোন পুনরুক্তি হয় নাই।

শ্রীধর। "অশোচ্য" শ্লোকে দেহাত্ম-বিবেক বুদ্ধিকে মোক্ষের সাধক বলা হইয়াছে আবার "এষাতেহ ভিহিতা" শ্লোকে কর্ম্মের সাধনাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে ; কোন্‌টি প্রধান কোন্‌টি অপ্রধান তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখানো হয় নাই। তাই অর্জ্জুন বলিলেন যদি তোমার মতে মোক্ষের অন্তরঙ্গতা হেতু কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয় ইত্যাদি,

কৃষ্ণানন্দ। জনার্দ্দন=জন্ম ও জন্মের কারণ যে অজ্ঞান, তাহাকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ করেন, অথবা নিজ

2

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা নিজ বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে।

ভুপেন্দ্রনাথ। ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভই সাধনার উদ্দেশ্য, ...তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া কুটস্থে দৃষ্টি স্থির করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি না কেন ? তবে এ সবের প্রয়োজন কি ? ইন্দ্রিয় সংযম কর...বার বার মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রে পর্য্যন্ত প্রাণকে উঠাও, নামাও...উহাতে বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য আরও তো বাড়িবে।

Gandhi--Since realisation thus changes the whole man and makes him like unto God Himself resting in God, why not cling on to realisation ? **Madhwa** (Rau's translation) জনার্দ্দন = Acording to নিরুক্তি, it means one who has no birth and puts on end to the birth of other beings.

(২) ধাঁধাঁয় পথনির্দ্দেশ চাহিয়া অর্জ্জুন বলিলেন—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্। ২

পদচ্ছেদ। ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সি ইব মে, তৎ একং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়ঃ অহং অপ্নুয়াম্।

অন্বয়। ব্যামিশ্রেণ ইব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব, তৎ একং নিশ্চিত্য বদ যেন অহং শ্রেয়ঃ অপ্নুয়াম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। ব্যামিশ্র = গোলমেলে, মিশ্র স্বরূপ ambiguous। ইব = যেন। মোহয়সি ইব = যেন মোহগ্রস্ত করিতেছ (অর্থাৎ তুমি মোহগ্রস্ত করারূপ কিছু করিতেছ না। কিন্তু অল্পবুদ্ধি আমি, আমি মোহগ্রস্ত হইতেছি। নিশ্চিত্য = ঠিক করিয়া অর্থাৎ যাহা আমার করা উচিৎ, সেই উচিৎ অনুচিতের দিক্ হইতে ঠিক করিয়া। শ্রেয় = মঙ্গল কর (মধুসূদন :— মোক্ষ)। (ব্যামিশ্রেণৈব পাঠান্তর)।

অনুবাদ। (তোমার কথা যেন গোলমেলে) এই গোলমেলের মত কথার দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন মোহগ্রস্ত করিতেছ, (তুমি করিতেছ না, আমার লঘু বুদ্ধির জন্য মোহগ্রস্ত হইতেছি)। সেইজন্য (উচিৎ অনুচিতের দিক দিয়া) ঠিক করিয়া বল, যাহা দ্বারা আমি কল্যাণ লাভ করিতে পারি।

(অর্জ্জুন যাহাকে ব্যামিশ্র বলিয়াছেন তাহা এমন কিছু ব্যামিশ্র নহে, কিন্তু সত্য সত্যই গীতাতে বহু বহু স্থান রহিয়াছে, যাহাতে একাধিক অর্থ প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে সেইজন্যই টীকাকারদের টীকা সমূহের ভিতর এত পার্থক্য। যিনি যে সম্প্রদায়ের, তিনি সেই সম্প্রদায় অনুযায়ী অর্থ করিয়াছেন। সেইজন্য ইহা বলা চলিত হইয়াছে, "ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা" (ব্যাসদেবও শ্রীকৃষ্ণের কথা সমূহের সঠিক অর্থ করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না; যদিও কাব্যাকারে তিনি তাহা আমাদের নিকট রাখিয়াছেন।) বহু বহু পংক্তিতে, এমন কি বহু বহু কথায়, অর্থের বহু বহু স্তর আছে। বোধহয় গীতা যাহাতে সকল রকম লোকদের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রামাণিক গ্রন্থ হয় তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। ফল ভাল হইয়াছে কি না কে জানে?

রামদয়াল। যেখানে বলিতেছ, "নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন," সেখানে যেন বেদ নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে বলিতেছ; যেখানে বলিতেছ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" সেখানে যেন বেদ নিষ্ঠার বিধি দিতেছ; যেখানে বলিতেছ "নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ভব," সেখানে যেন নিবৃত্তিমার্গ উপদেশ করিতেছ; যেখানে বলিতেছ ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে, সেখানে যেন প্রবৃত্তি মার্গের পরামর্শ দিতেছ।

বিশ্বনাথ। গুণাতীত ভক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিন্তু কোন ভক্তের কৃপা হইলে তবে লব্ধ হয়। নিস্ত্রৈগুণ্য হও বলিয়া তাই তোমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। অর্জ্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, যত দিন কোনও ভক্ত পুরুষের কৃপা না পাই, ততদিন কি করিব আমায় নিশ্চিত উপদেশ দাও। তুমি কর্ম্মেরও উপদেশ দিয়াছ আবার বলিয়াছ কর্ম্মাপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাত্ত্বিকী গুণাতীতা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাদৃশ ভক্তিযোগ যদি আমার পক্ষে সম্ভব নহে ভাব, তাহা হইলে সাত্ত্বিকী জ্ঞানের উপদেশ দাও।

ভুপেন্দ্রনাথ।—বাল্মীকির ন্যায় মহাপুরুষও প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভের উপায় জ্ঞান না কর্ম্ম।...দুইটি পথই প্রয়োজনীয় বলিয়া ভগবান উভয়েরই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ। যোগবাশিষ্ঠ হইতে দেখাইয়াছেন যে অধিকারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদে, ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রকারদ্বয়, যোগ (চিত্তবৃত্তি নিরোধ) ও জ্ঞান (প্রত্যক্ষ দর্শন)। (জগদীশ্বরানন্দ)।

শ্রীধর। কখনও কর্ম্ম প্রশংসা, কখনও জ্ঞান প্রশংসা... এইরূপ সন্দেহ উৎপাদক বাক্য বলিয়া...আমাকে মোহগ্রস্ত করিতেছ।...হয়তো আমারই ভ্রান্তি হইতেছে কারণ তুমি তো করুণায়, জীবকে মোহে পতিত কর না।

মধুসূদন। তোমার কথা গোলমেলে হইতেই পারে না, কিন্তু কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার প্রতিপাদক তোমার যে বাক্য তাহা আমার নিকট, উহার অধিকারী একই ব্যক্তি, অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় গোলমেলে প্রতীত হইতেছে ইত্যাদি।

রামানুজ। আত্মসাক্ষাৎকারে বিপরীত সাধন, কর্ম্মের কথাও তাহাতে কেন আনিলেন ?

শঙ্কর। ভগবান তো স্পষ্টই বলেন। আমার মন্দবুদ্ধি তাই উহা অস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। আপনি তো আমার মোহ দূর করিবেন, কেন আরও মোহে ফেলিতেছেন। (কর্ম্ম নিষ্ঠার ভিতর গৌণরূপেও জ্ঞান আসে না, তাহা না হইলে, অর্জ্জুন মাত্র একটি চাহিতেন না)।

ভগবান বলিলেন দুই রকমের স্থিতি আছে, তাহার একটিকে না একটিকে লইয়া মানুষ শ্রদ্ধার সহিত থাকে। কি এ স্থিতি দুইটী, শোন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ।৩

পদচ্ছেদ। লোকে অস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়া অনঘ ; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্ কর্ম্ম যোগেন যোগিনাম্।

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা, জ্ঞান যোগেন সংখ্যানাম্ কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।

কঠিন শব্দ। অনঘ=নিস্পাপ। অস্মিন্ লোকে এই সংসার ভূমিতে (মৃত্যুর পরে যে স্থানে গতি হইবে, সেখানকার নহে) (অথবা লোক প্রসিদ্ধিতে) নিষ্ঠা=স্থিতি যাহা লইয়া শ্রদ্ধার সহিত থাকিতে হয়। পূরা=পূর্ব্বে সেই অতীত-কালে, যখন আমি নারায়ণ ঋষি ভাবে উপদেশ দিয়াছিলাম, প্রবৃত্তি লক্ষণং ধর্ম্ম ঋষি নারায়ণো-ঽব্রবীত (মহা ভার শান্তি পর্ব্ব) ; এই উপদেশ ভগবান পরে সূর্য্য দেবতাকেও দিয়াছিলেন, ৪।১।২। অথবা পূর্ব্বাধ্যায়ে এষা তেঽভিহিতা শ্লোক যাহার সহিত সম্বন্ধিত। সাংখ্যানাম্ =নিবৃত্তি মার্গীদিগের ; (সনক সনন্দাদি নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য পন্থী ; ইঁহারা সংসারের ধার দিয়াও যাইতেন না, নির্জ্জন বাস, কর্ম্মসন্ন্যাস ও উচ্চ ভগবৎ স্থিতিতে তাঁহাদের সর্ব্বদা থাকা হইত)। অথবা, সাংখ্য নামক সাংখ্যবাদীদিগের, যাঁহারা কাপিলিক সাংখ্য দর্শনের বা ভগবদ্ জ্ঞানের আলোচনায় থাকিতেন ; ইহারা, কর্ম্ম এমন কি পূণ্যকর্ম্মেও বন্ধন আনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া, সাধারণতঃ কর্ম্ম সন্ন্যাস করিতেন, এবং প্রায়ই সন্ন্যাসী হইতেন ; সেইজন্য সাংখ্যের গৌণ অর্থ কর্ম্মসন্ন্যাস ও সন্ন্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানযোগ = নিবৃত্তি মার্গ ; অথবা সাংখ্যতত্ত্ব সমূহ, প্রকৃতি পুরুষ বিবেক, আত্মনাত্মবিবেক ইত্যাদি' এই সব, যোগ বা উপায় ভাবে, ভগবানকে প্রাপ্ত করায়।

গীতায় অনেক-কিছুকে জ্ঞান নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় জ্ঞানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এবং অন্যের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জ্ঞান শব্দ আমরা কয়েক স্থলে আলোচনা করিয়াছি।

কর্ম্মযোগ = প্রবৃত্তিমার্গ, যাহার বিষয় নারায়ণ ঋষির দ্বারা উক্ত হইয়াছে, বলিয়া উপরে বলা হইয়াছে ; সংক্ষেপে ইহা এই যে কর্ম্মসন্ন্যাস করিবার প্রয়োজন নাই, নিস্কাম, ভাবে, রাগ-দ্বেষ-হীন ভাবে, নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিলেই হইবে, কর্ম্ম-বন্ধন বা পুনর্জ্জন্ম ঘটিবে না। প্রবৃত্তি মার্গকে পারিভাষিক ভাবে লইতে হইবে, সাধারণ অর্থে নহে)।

নিবৃত্তি মার্গের সহিত ইহা যে একেবারেই অসম্বন্ধিত তাহা নহে ইহার ভিতর, বীজ ভাবে নিবৃত্তি মার্গ থাকে, এবং পরে, সময়ে, তাহা অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হয়। গীতা ইহাকেই মান্য দিয়াছে ; বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। কশ্যপ, মরীচি যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি ঋষিগণ সকলেই এই প্রবৃত্তি মার্গের ছিলেন। ভগবান মার্গের সংখ্যা দুই বলিলেন, এক বা তিন বলিলেন না এই জন্য যে, হয় নিবৃত্তি, না হয়, প্রবৃত্তি, এই দুই ছাড়া তৃতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্গ হইতেই পারে না। অথবা, কর্ম্মযোগ অর্থে, কর্ম্মে স্থিত থাকা সেই উপায়ে, (যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্) যে উপায়ে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হয় না, যে যোগের বিশেষ কথা, সমত্ব। যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে, কর্ম্মযোগে থাকা সম্ভব হয়, সেই বুদ্ধি সাংখ্য প্রকরণের পরেই, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই ষট্ক, এই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধীয়, বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়। বেদবাদরতেরা কর্ম্ম (যজ্ঞাদি) করেন সকাম ভাবে। ঐ রূপ কর্ম্মের বিশেষ কোন মুল্য নাই এই জন্য যে, তাহা কর্ম্মবন্ধন আনে তাহাতে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ সকল কর্ম্মকেই যজ্ঞ ভাবে করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে, নিঃস্বার্থপর ভাবে, নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত ও রাগ দ্বেষ বিহীন ভাবে। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়কার বহু সাধনাকে সংস্কৃত ও উন্নীত করিয়াছেন, কর্ম্মসাধনা তাহাদের অন্যতম; তিনি কর্ম্মকে বা কর্ম্মে যুক্ত থাকাকে, কর্ম্মযোগে উন্নীত করিয়াছেন। কর্ম্মযোগের বীজ পাওয়া যাইবে ঈশোপনিষদে, কিন্তু পুষ্ট করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ; নামটিও তাঁহার দেওয়া। এই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে বহু কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আসিয়াছে, স্বধর্ম্ম পালনের কথার পরে স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়াছে তবে কর্ম্মযোগ কথাটির প্রথম ব্যবহার এই শ্লোকে হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নামও সেই জন্য কর্ম্মযোগ হইয়াছে। যোগিনাম= কর্ম্মযোগ যাঁহারা থাকেন বা থাকিতে চাহেন তাহাদের জন্য।

"পুরা প্রোক্তা", এই কথার ইহাও ভাবার্থ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে স্বষ্টির প্রাতঃকালে, মানুষ যখন, জ্ঞান কি, কর্ম্ম কি, এই সব প্রশ্ন মনে পাইয়াছিল, ও ভিতর হইতে (ময়া প্রোক্ত) তাহার উত্তর পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন হইতে এই দুইটি স্থিতির গঠন আরম্ভ হইয়াছিল। স্থিতি এইজন্য দুইটি ; জ্ঞানেও থাকিব না কর্ম্মেও থাকিব না, ইহা হয় না।

মানুষের মনের গঠন এরূপ যে, কিছু লোক কর্ম্মশীল অপেক্ষা মননশীল, ও কিছু লোক মননশীল অপেক্ষা কর্ম্মশীল। এইভাবে দুইটি স্থিতি অপনা আপনিই গড়িয়া উঠে, জ্ঞানের স্থিতি ও কর্ম্মের (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের) স্থিতিই, যাহা উপরে বলা হইয়াছে। স্থিতি দুইটি ভিন্ন বটে, কিন্তু দুইটি স্থিতি পরিণামে একই ফল আনে, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম বাধিত হয়, যাহা ভগবান পরে বলিবেন। কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ বা ফল-সন্ন্যাস নামেও ইহারা অভিহিত হয়। "কর্ম্মত্যাগই কি সন্ন্যাস", ইহারও আলোচনা ভগবান পরে করিয়াছেন। সাংখ্যের অর্থ কি করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাস ও সন্ন্যাস হইয়াছে, ইহার আলোচনা আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি।

নিষ্কাম কর্ম্মে ও জ্ঞানে একসঙ্গে থাকা চলে কিনা, ইহা লইয়া অনেক বাগবিতণ্ডা হইয়াছে। শঙ্করের মতে জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় না ; এই আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন যে যদিচ পূর্ব্বচার্যগণের অনেকেই, জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় ইহা শ্রুতির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি শ্রুতিরই দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এ অধ্যায়ে, বিংশ শ্লোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনকাদি সম্বন্ধে তাঁহার মত দ্রষ্টব্য। গুণাতীত বা জ্ঞানীরা আত্মতৃপ্ত আত্মতুষ্ট থাকিবেন তাঁহাদের কিছু করিবার নাই, ইহা গীতা বলিয়াছে বটে তাহার অর্থ যজ্ঞাদি করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই তাহাদের কিছু চাহিবার নাই, (৩ ১৭,১৮,) কিন্তু তাহারা কর্ম্ম করিতেই পাইবেন না, এ কথা গীতা বলে নাই; বরং ইচ্ছা করিলে তাঁহারা লোক-সংগ্রহ কার্য্যে অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া দেখাইয়া, লোকদিগকে সুপথে আনিবার কার্য্যে থাকিবেন (৩।২০—২৪) গীতার ইহাই মত। আচার্য্য নিজের জীবনে ইহাই করিয়াছেন। জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়ের উপদেশ পরিষ্কার রহিয়াছে ৪।৪১।৪২ শ্লোকে। দশম শতাব্দীর টীকাকার রামকণ্ঠ জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় বাদী ছিলেন।

এখানে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ, এ দুইটি কথা যখন আনা হইয়াছে, তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভক্তিযোগকে কেন আনা হয় নাই? তবে কি নিষ্ঠার মধ্যে ভক্তি যোগ গণ্য নহে? ইহার, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে একাধিক উত্তর আসে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের জ্ঞানের কথা সমূহ শুনিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, জ্ঞান যখন এত মর্য্যাদাপূর্ণ, তখন এইরূপ জ্ঞানে থাকা হইতে তাহাকে বিরহিত করিয়া কর্ম্মে, ঘৃণ্য ক্রুর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করা হইতেছে? ভক্তির সহিত কর্ম্ম কিছু তুলিত হয় নাই, কাজেই ভক্তিকে এখানে টানিয়া আনা অপ্রাসঙ্গিক হইত। তাহা ছাড়া, ভক্তি জিনিষটা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়; যে জ্ঞানী, (নারদ শুক দেবাদি) তিনি ভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইবেনই ; (মধুসূদন সরস্বতী নিজে তাহার উদাহরণ)। আবার যে ভক্ত, তিনি ভগবানকে জানিবেনই (ভক্ত্যা মামভিজানাতি)। দুইটি, নিষ্ঠা, নিচের দিকে যেন স্বতন্ত্র, কিন্তু উপরে গিয়া একই স্থানে মিলিত হইয়াছে। ভক্তিযোগ যোগের মধ্যমণি, নিশ্চয়ই সেই জন্য ইহাকে গীতার মধ্য স্থলে রাখা হইয়াছে। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ, প্রধান প্রধান তিনটি যোগ হওয়ার জন্য, উপরের এই প্রশ্ন উঠিবার অবকাশ হইয়াছে। প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ আনিয়া ব্যাখ্যা যদি মার্গ মূলক করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ প্রশ্ন উঠিবার অবকাশই হইবে না, কারণ তৃতীয় মার্গ হয়ই না। আমাদের মনে হয় গীতাকারের ভাব জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয় হয়, তাহারা পরস্পর বিরোধী তো নয়ই, তাহারা সাধনার এ পিঠ ওপিঠ। গীতা-যেন বলিতেছেন কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম জ্ঞান সমুচ্চয় হয়, কিন্তু একাকী জ্ঞান হয় না। দুই নিষ্ঠা ভাবে বেদের জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড, ও ময়া পুরা প্রোক্ত = আমার নিশ্বসিত বেদে এইরূপ পদ্ধতি দেওয়া আছে এইরূপ ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন, সৃষ্টির সেই প্রাতঃকালে, এই লোকদের নিমিত্ত শ্রদ্ধাযুক্তভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য, (নারায়ণ ঋষিরূপে) আমার দ্বারা, নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গ নামক দুইটি মার্গ ব্যবস্থিত হইয়াছে ; সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানের স্থিতিতে যাঁহারা থাকিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্য নিবৃত্তিমার্গ ও কর্ম্ম যোগীদের জন্য প্রবৃত্তিমার্গ। (উপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল কথাগুলি ব্যাখাত হইয়াছে)। অথবা এই সংসারে, শ্রদ্ধার সহিত ধরিয়া থাকিবার জন্য দুইরকমের স্থিতি আছে, ইহা আমার দ্বারা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে (সাংখ্য স্থিতি বা জ্ঞানযোগ এবং সমত্ব-যোগোপরি প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মস্থিতি বা কর্ম্মযোগ, ২।২১), জ্ঞান লইয়া যাঁহারা থাকিবেন, তাহাদের জন্য জ্ঞানযোগ, এবং যোগী অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মে যুক্ত হইয়া যাঁহারা থাকিতে চাহিবেন, তাঁহাদের জন্য কর্ম্মযোগ। (এসব কথাগুলিও পূর্ব্বে ব্যখ্যাত হইয়াছে)। দুইটি স্থিতিই মর্য্যাদাশালী, কারণ কোনটিতেই কর্ম্মবন্ধন হয় না। জ্ঞানেও থাকিব না, কর্ম্মেও থাকিব না, এরকম কোন স্থিতি হয় না, তবে জ্ঞানেও থাকিব, কর্ম্মেও থাকিব, সে সম্বন্ধে ভগবান এখানে কিছু বলিলেন না। (পরে ৪।৪১, ৪২ শ্লোকে উহা করিতে আদেশ দিবেন, পরিষ্কার ভাবেই।)

এই শ্লোকের এ ব্যাখ্যাও হইতে পারে ; আমার দ্বারা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে বলিয়া বলা হয়, কিন্তু লোকেরাই এই লোকে দুইটি স্থিতি বা নিজেদের রাখিবার স্থান উৎপন্ন করিয়াছে—একটি, সাংখ্যদের জ্ঞানযোগ দ্বারা সংগঠিত যে স্থিতি, এবং অন্যটি যোগীদের অর্থাৎ কর্ম্মযোগীদের কর্ম্মযোগের দ্বারা উৎপন্ন স্থিতি। অর্থাৎ ভগবান যেন বলিতেছেন, ইহারা মানুষের দ্বারা তৈরী করা স্থিতি ; নিষ্ঠা বা পক্ষপাতিত্বের চাপে তাহারা ভাবিয়া বসে যে ইহারা দিবা ও রাত্রির মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে দুইই চাই। দৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক রাখিলে দেখিতে পাইবে যে ইহারা পারস্পরিক ভাবে যুক্ত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়)। কর্ম্মে প্রবেশ না করিয়া যাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলে (কর্ম্ম, অকর্ম্ম ভাবে করিতে করিতে জ্ঞানে যে স্থিতি ফুটিয়া উঠে) সেই স্থিতি আসে না ; কর্ম্ম করিতে করিতে ছাড়িয়া দিলেও, ফল কিছুই পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া ব্যপকভাবে কর্ম্মের অর্থ লইলে কর্ম্ম কি ছাড়িতে পারা যায়। (৩:৫,) আমাদের ভিতর সত্ত্বাদি যে তিনটি দড়ি আছে, তাহারা আমাদের লইয়া অনবরতঃ টানাটানি করিতে থাকে।

দামোদর। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন 'হে রাঘব, চিত্তকে বিনষ্ট বা নিয়মিত করিবার জন্য যোগ বা জ্ঞানরূপ দুইটি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ, আর তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের নাম জ্ঞান।...শ্রবণাদি দ্বারা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে চিত্ত স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে, আর যোগে নিরুদ্ধ বৃত্তিচিত্তও স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে এই শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা একসঙ্গে হইতে পারে না ; তিনি নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। জ্ঞানযোগী = যাহার আত্মানাত্ম বিবেকজ্ঞান হইয়াছে। নিষ্ঠা = অনুষ্ঠেয়।

আচার্য্য রামানুজ এই শ্লোকের ভাবার্থে বলিয়াছেন, সকল মানুষই মোক্ষের ইচ্ছা হইবা মাত্র জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে পারে না। ফলাভিসন্ধি রহিত ভাবে কৃত, কেবল পরম পুরুষ পরমাত্মার আরাধনারূপ কর্ম্মে মনের মল নষ্ট হইয়া যায় ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এইভাবে যাহার ইন্দ্রিয় শান্ত হইয়া যাইতে পারে, সেইই জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকারী। "পুরা প্রোক্তা"র সম্বন্ধে রামানুজ বলিয়াছেন, ভগবান সৃষ্টির আদি সময়ে যখন মানুষ সৃষ্টি করিলেন, তখন কাহাকেও জ্ঞান নিষ্ঠাপরায়ণ, কাহাকেও কর্ম্ম নিষ্ঠাপরায়ণ করিলেন। শান্তি পর্ব্বেও এই ভাবের কথা আছে।

শ্রীধর! যদি আমি বলিতাম মোক্ষ সাধনে নিরপেক্ষ কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগরূপ দুইটি নিষ্ঠা আছে, তাহা হইলে "এদুইটির মধ্যে কোন্‌টি শুভ তাহা বল" তোমার এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হইত; কিন্তু আমিতো সেরূপ বলি নাই। এ দুইটি দ্বারা একমাত্র ব্রহ্ম নিষ্ঠাই উক্ত হইয়াছে; কারণ গুণ ও প্রকৃতিস্বরূপ এ দুইটির স্বতন্ত্রতার অবসর নাই। একটিমাত্র নিষ্ঠারই অধিকারভেদে প্রকার কথিত হইয়াছে।...সাংখ্যবাদিগণের' অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ অথবা জ্ঞান ভূমিকায় আরূঢ়গণের জ্ঞানের পরিপাকের (সিদ্ধির) জন্য জ্ঞান যোগ, অর্থাৎ ধ্যানাদি দ্বারা নিষ্ঠা, অর্থাৎ ব্রহ্মপরতা, "তানি সর্ব্বাণি (২।৬১)" শ্লোকে কথিত হইয়াছে। সাংখ্য ভূমিকায় আরোহণেচ্ছুক জনগণের পক্ষে ধর্ম্ম্যাদ্ধি (২।৩১) শ্লোকের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধিদ্বারা তথায় আরোহণের নিমিত্ত কর্ম্ম যোগাধিকার যোগিগণের পক্ষে তাহার উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে। "এষা তেহ ভিহিতা" শ্লোক দ্বারা তোমার চিত্তের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ অবস্থা ভেদেই দ্বিবিধা নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। অর্জ্জুন এইরূপে অধিকারীর ভেদ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, ভগবান উত্তর দিলেন, অধিকারীস্বরূপে প্রসিদ্ধ, এই লোকে অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃকরণ ও অশুদ্ধান্তঃকরণ ভেদে দ্বিবিধ, জন মধ্যে দুই প্রকার স্থিতি অর্থাৎ জ্ঞানপরতা ও কর্ম্মতপরতা পূর্ব্ব অধ্যায়ে, ইত্যাদি। একাধিকারত্ব আশঙ্কা করিও না। নিষ্ঠা একই, তবে সাধ্যাবস্থা ও সাধনাবস্থা ভেদে দুই প্রকার। দুচটি নিষ্ঠা স্বতন্ত্র নহে, সেইজন্য একবচন প্রয়োগ হইয়াছে। যাহারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, যাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে, এতাদৃশ সাংখ্য (আত্মবিৎ)গণের যে জ্ঞানযোগের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা নিষ্ঠা তাহা "তানি সর্ব্বাণি ২।৬১)" সন্দর্ভে কথিত হবয়াছে। আর যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, যাহারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করেন নাই ইত্যাদি। সুতরাং দুইটি উপায় থাকিলেও প্রত্যেকের জন্য একটিমাত্র উপায় আছে।...একই ব্যক্তির নিকটে অবস্থা ভেদে, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ এ দুইটিরই উপযোগিতা থাকায়, ইহাদের অধিকারী ভিন্ন হইলেও, একই ব্যক্তির নিকট দুইটিরই উপদেশ দেওয়া ব্যর্থ হইবে না, ইহাই দেখাইবার জন্য ৩।৪ শ্লোক হইতে ৩।১৬ শ্লোক পর্য্যন্ত, ১৩টি শ্লোকে দেখাইতেছেন যে অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির যে পর্যন্ত না চিত্ত শুদ্ধি হয় সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, পরের ৩টি শ্লোকে দেখাইবেন যে কর্ম্ম বন্ধের হেতু হইলে ও ফলাভিসন্ধিহীনতারূপ কৌশল সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সত্ত্বশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তিকে দ্বার করিয়া মোক্ষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেতু হইয়া থাকে। শেষে "অথ কেন" ইত্যাদি প্রশ্ন উঠাইয়া তাহার উত্তর স্বরূপে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভগবান বলিলেন যে কামনারূপ দোষ থাকার জন্য চিত্তশুদ্ধি জন্মাইতে পারে না।

রামদয়াল। পরীক্ষা উভয় পক্ষের আবশ্যক, সেই জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই প্রয়োজন। কিন্তু গীতায় জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ আমি প্রতিপাদন করি নাই। শুকানুশাসনে দেখা যায়, কর্ম্মণো বদ্ধতে জন্তু বিদ্যয়াচ বিমুচ্যতে। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম আবশ্যক।...কর্ম্ম যোগে ব্রাহ্মী স্থিতি হয় না। শুধু নিত্য কর্ম্ম ও যজ্ঞ দানাদি দ্বারা যদি ব্রাহ্মী স্থিতি হইত তবে জ্ঞান আলোচনার আবশ্যকতাই থাকিত না, কর্ম্ম শূন্য জ্ঞান চর্চ্চার ভিতরে সমস্ত কুবাসনা ও কু আসক্তি থাকিয়া যায়, লোকের নিকট মৌখিক জ্ঞানের কথায় সাধু সাজা হয় মাত্র।...দর্শনের পর যে ভজন, তাহাই প্রকৃত ভক্তি; যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্ (৬।৪৭) শ্লোক। যোগ দুই প্রকার, সগুণ ও নির্গুণ। প্রাণায়ামযুক্ত যোগকে সগুণ ও চিত্তের একাগ্রতা যুক্ত যোগকে নির্গুণ যোগ বলে। (মহাভারত শান্তি পর্ব্ব ৩১৭) ভগবানে রুচি লাগিলে ভগবানশূন্য বিষয় বিষবৎ বোধ হয়। এদুয়ের মধ্য-পথে ভগবানের সেবার জন্য যে বিষয় রচনা, তাহাই ভক্তির নিম্ন অবস্থা।...

বিশ্বনাথ। যিনি কর্ম্মী, কালে আবার তিনিই জ্ঞানীই। জ্ঞানী ও কর্ম্মীর এ অবস্থারই ভেদ, প্রকৃত ভেদ নাই।

অরবিন্দ। নিশ্চয় = মোক্ষ পরতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক। পুরা অর্থে দ্বিতীয় অধ্যায়, কিন্তু পুরা শব্দের অর্থ সৃষ্টির আরম্ভেও হইতে পারে, কারণ মহাভারতে নারায়ণীয় বা ভগবৎ ধর্ম্ম নিরূপণ উপলক্ষ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে সাংখ্য ও যোগ (নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি) উভয়বিধ নিষ্ঠাকে ভগবান জগতের আরম্ভেই উৎপন্ন করিয়াছেন, (শান্তি পর্ব্ব ৩৪০,৩৪৪)

Modi—নিষ্ঠা is a path or a scheme as to what a man should do and how and with what aim.

শ্বেতাশ্বতরে (৬।১৩), সাংখ্য যোগাধিগম্যং কথাটা পাওয়া যায়।

সন্তদাস। ভক্তিযোগ মার্গাবলম্বীকে কর্ম্মযোগী বলা হয়...।

আশুদাশ। জ্ঞান প্রাপ্তির পর সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে চিত্ত নিবিষ্ট রাখার নাম নিষ্ঠা ; আর জ্ঞান লাভের পর জ্ঞানে আসক্তির ক্ষয় করিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকার নাম কর্ম্মযোগ নিষ্ঠা।

নীলকণ্ঠ। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত চিত্তনাশের দুই পথ, যোগ ও জ্ঞান।

ভুপেন্দ্রনাথ। দুই রকম সাধনা অভ্যাস দ্বারা ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়—(১) প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগ (২) যোনি মুদ্রার মধ্যে দর্শন আদি জ্ঞানযোগ। দ্বিতীয় মার্গে আসিতে হইলে কর্ম্মযোগের আবশ্যক ; প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ বায়ু স্থির না হইলে মন বোঁ বোঁ করিয়া বাহ্য বিষয়ে ছুটিয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমটির দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি হয়, তজ্জনিত গতি শক্তি সহযোগে দ্বিতীয় মার্গ দ্বারা আত্মদর্শন বা আত্ম জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। নচেৎ বাহ্য কর্ম্মের দ্বারা মনো নিবৃত্তি হয় না।

Krishna Prem. Modern psychology speaks of introverts or those whose natural tendency is to occupy themselves with the subjective, and extroverts or those whose natural flow of energy is directed towards the outer world. (These correspond to Sankhyas and the Karma yogis). Weighed by the lack of balance in their own natures, one sided exponents always attempt to show that one of these is the chief teaching, and the oher only subsidiary. They in the end, always resolve into the unitary Brahman....Psychologically, it is certain that excessive and long continued introversion will have disastrous results upon the psychic health, aud as Jung, I think, puts, it in the attempts to escape from all entangling inter-relationships will result in an eventual domination of the ego by relationships of a neurotic and inferior type.

Radhakrishnan--The teacher distinguishes

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

two main types of seekers—introverts and extroverts. For the Gita, the path of works is a means of liberation, quite as efficient as those of knowledge.

ভক্তিপ্রদীপ। নিষ্ঠা = path. সাংখ্যানাম্ = the followers of সাংখ্যযোগ, the process of discrimination between eternal and transient entities. যোগিনাম্ = the follower of fruitive action.

জগদীশ্বরানন্দ। সন্ন্যাসের উৎকর্ষতা দেখাইতে বহু উদ্ধৃতি দিয়াছেন—আনন্দগিরি বৃহস্পতি, শুক অনুশাসন, যোগবাশিষ্ঠ নীলকণ্ঠ, শান্তিপর্ব্ব ইত্যাদি।

Madhwa (Rau) – The course for the attainment of the released state (নিষ্ঠা) is of two-fold description, i.e. to be worked by two classes of men with two sets of accessories. But in both cases, Mukti is the results of wisdom and action going together.

Vivekananda—From ancient times, these two systems have come down to us. The Sankhya philosophers advance the theory of knowledge etc.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান জানাইলেন যে, দুইটি স্থিতি আছে বটে, তবে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি রূপ জ্ঞানের স্থিতি, নিষ্কাম কর্ম্মে সিদ্ধি পাইবার পর পাওয়া হয়; কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারা কোনও স্থিতিই পাওয়া যায় না।

৪। ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪

পদচ্ছেদ। ন কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষঃ অশ্নুতে,
ন চ সংন্যসনাৎ এব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।

অন্বয়। পুরুষঃ কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে;
সংন্যসনাৎ এব চ সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি।

কঠিনশব্দ। নৈষ্কর্ম্ম্য=নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমে কর্ম্মে নির্ব্বেদ আসে ও কর্ম্ম আপনিই ছাড়িয়া যায়, কারণ তাহার মন অন্তর্ম্মুখী হইতে থাকে ও জ্ঞানে স্থিতি আসে; এইরূপ ভাবের সর্ব্বকর্ম্মশূন্যতাই জ্ঞানযোগে স্থিতি পাওয়া অবস্থা আনে। এই অবস্থায় যে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি হয়, তাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলে। আর এক অর্থ; কর্ম্ম "অকর্ম্ম" ভাবে (৪।১৭) করিতে থাকা। মনে হয় গীতার যেন ইহাই ইঙ্গিত।

সংন্যসনাৎ=(বিনা নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া, বিনা চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, বিনা জ্ঞানে স্থিতি লাভ করিয়া) কর্ম্ম-ত্যাগ রূপ ক্রিয়া হইতে। (কর্ম্ম ত্যাগ দুই রকমের হয়—(১) নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে, যে কর্ম্ম-ত্যাগ আপনা আপনি হয় ও জ্ঞানে স্থিতি লাভ আসে, ও (২) ইচ্ছা কৃত কর্ম্ম ত্যাগ (কর্ম্ম সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস গ্রহণ) যাহা, নিষ্কাম কর্ম্ম না করিয়া ও জ্ঞানে স্থিতি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়াই করা হয়, ইহাকে আমরা অন্য স্থানে সাংখ্যের অতি নিম্ন অতি গৌণ অর্থ-বলিয়াছি। সন্ন্যাস লইলেই জ্ঞান আসে না)।

সিদ্ধি=নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বা জ্ঞানে অর্থাৎ আত্ম স্বরূপে স্থিতি পাওয়া. উপরে ইহা বিবৃত হইয়াছে; পুনর্জন্ম পরিহার; মোক্ষ। ন অশ্নুতে=প্রাপ্ত হয় না। পুরুষ=লোক; অবিশুদ্ধ চিত্ত (বলদেব); বহির্ম্মুখ (মধুসূদন)। অনেকেই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির ব্যাখ্যা না করিয়াই, ইহার অর্থ কর্ম্মশূন্যতা বলিয়াছেন।

অনুবাদ। কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম করা আরম্ভ না করিয়াই কোনও লোক নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। কেবল মাত্র কর্ম্ম-ত্যাগে (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে) অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম আপনিই ছাড়িয়া যায়, সে ভাবে নয়, এরূপ ত্যাগে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি রূপ জ্ঞানে অবস্থিতি বা আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি আসে না, মোক্ষ ও আসে না। (জ্ঞান বিহীন কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে মোক্ষ লাভ হয় না।)

নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির সাধন। কর্ম্ম না করা নহে; কর্ম্ম "অকর্ম্ম" ভাবে করা (৪।১৭) অর্থাৎ এমন ভাবে করা যাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন না হয়। এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে আপনিই নির্ব্বেদ আসে; কর্ম্ম খসিয়া যায় ও আত্ম স্বরূপে অবস্থান ঘটে। নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়া না গিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির প্রাপ্তি, প্রসব না করিয়া সন্তানের মাতা হওয়ার মত, বা জলে না নামিয়া সাঁতারু হওয়ার মত, অসম্ভব। আর, কর্ম্ম-নির্ব্বেদে নহে, ইচ্ছাকৃত কর্ম্ম ত্যাগে, মোক্ষ বা কোনও সিদ্ধিরই প্রাপ্তি হয়না। বরং এই রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম-ত্যাগে কর্ম্ম-বন্ধন হয়, কারণ কর্ম্ম-ত্যাগও ক্রিয়া। আমি কর্ত্তা, এই অভিমান থাকা পর্যন্ত কর্ম্মে অনাসক্তি জন্মে না।

বৈষ্ণব দর্শনে, ফল-কামনাহীন উত্তমা ভক্তিই নৈষ্কর্ম্ম্য। নৈষ্কর্ম্ম্য, নিষ্কর্ম্ম শব্দ হইতে আসিয়াছে, অর্থাৎ সেই ভাবে কর্ম্ম করিতে থাকা যাহাতে কর্ম্ম "অকর্ম্ম" হয়। (অর্থাৎ কর্ম্ম-বন্ধন না হয়)। এইরূপ কর্ম্ম করিতে থাকিলে যে সিদ্ধি অর্থাৎ চূড়ান্ত অবস্থা আসে, তাহাকে "নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি" বলে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিলে, মনের মল ও বিক্ষেপ চলিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উদয় হয়, তাই নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধির গৌণ অর্থ জ্ঞান হইয়াছে। এই জ্ঞানের প্রকাশ ঠিক সেই ভাবে হয় যেভাবে জলের তলায় স্থিত পদার্থ সমূহ দৃষ্ট হয় যখন ক্লেদময় ও চঞ্চল জল, ক্লেদশূন্যতা ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানবাদীরাও বলেন, কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে জ্ঞান; জ্ঞানবিহীন সন্ন্যাসে মোক্ষ হয় না। কাজেই কর্ম্ম করা না থাকিলে মোক্ষ কি করিয়া হইবে?

যে,কর্ম্ম আরম্ভই করে নাই, তাহার আবার 'নিষ্কর্ম্মতা' (অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া); বা সকাম কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্মই বা কি? মাথা নাই তাহার মাথা ব্যাথা? আর কর্ম্মত্যাগেই যে সিদ্ধি আসে, তাহা মোটেই নহে।

সুরেশ্বরাচার্য্যের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিতে এই দেওয়া আছে:— পূর্ব পুণ্যানুশীলন দ্বারা নিত্যকর্ম্মে ইচ্ছার উৎপত্তি, তাহার পর কাম্য-কর্ম্মফলে অনিচ্ছা, তৎপরে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান, তদ্দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুনির্ম্মল বৈরাগ্য, তৎপরে প্রত্যগাত্ম-জ্ঞানের ইচ্ছা, তদনন্তর কৃতার্থতা বশতঃ সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তি।

জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় হয়, এবং হওয়া উচিৎ, ভগবান এখানে তাহার ইঙ্গিত দিলেন। পরিষ্কার ভাবে, নিজের আচরণ দেখাইয়া (৩।২২-২৫) এবং ৪।৪১, ৪২ শ্লোকে, এবং পরে অন্যান্য শ্লোকেও, আরও কথা বলিবেন। ভগবান যেন বলিয়া দিলেন, কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়া না গিয়া জ্ঞান পাওয়া যায় না। (যদি বলা হয় অমুক জন্মাবধি জ্ঞানী, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম করা রহিয়াছে, বা ভগবানের বিশেষ কৃপা সে পাইয়াছে)।

শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে সঞ্চিত পাপের নাশের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়। সেইরূপে শুদ্ধিকৃত অন্তঃকরণে জ্ঞানের প্রকট হয়। কর্ম্মত্যাগী জ্ঞান-যোগীরা সাক্ষাৎভাবে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি পান। কর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি আনে না, কর্ম্মের প্রয়োজন চিত্ত-শুদ্ধির জন্য, কারণ চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞান হয় না। কর্ম্ম জ্ঞানের উপায়, জ্ঞান মোক্ষের উপায়। শঙ্কর। নৈষ্কর্ম্ম্য=কর্ম্ম-শূন্য স্থিতি অর্থাৎ যাহা নিষ্ক্রিয় আত্ম স্বরূপে, জ্ঞানযোগে প্রাপ্তব্য নিষ্ঠা। নিষ্কর্ম্মতা রূপ জ্ঞান-যোগের উপায় কর্ম্ম যোগ, শ্রুতি বলেন (বৃ.উ ৪।৮।২২); গীতাও বহু স্থানে ইহাও বলিয়াছে। জ্ঞান বিরহিত সন্ন্যাস যথার্থ সন্ন্যাস নহে, কারণ অজ্ঞানী কাজ করিবেই, প্রকৃতির বশে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দগিরি। যে যে বস্তু হইতে মন নিবৃত্ত হয়, সেই সেই বস্তু হইতে উহা বিমুক্তি হয়। বিমুক্তিই নিবৃত্তি (জগদীশ্বরানন্দ) রামানুজ। শাস্ত্রে বিহিত কর্ম্ম সমূহের আরম্ভ না করিয়াই, কোনও মানুষই নিষ্কর্ম্মতা অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা পাইতে পারেনা, যে জ্ঞান নিষ্ঠা, কর্ম্মের, আপনা হইতে উৎপন্ন উপরতিতে হয়। যে কর্ম্ম, ফলাভিসন্ধি ছাড়িয়া কেবল পরম পুরুষের আরাধনার জন্য করা হয়, সে কর্ম্মের ফল আত্ম-নিষ্ঠা; উহার ত্যাগে আত্ম-নিষ্ঠা পাওয়া যায় না।

জগদীশ্বরানন্দ, নৈষ্কর্ম্ম্যের ব্যাখ্যায় অনেকগুলি উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

শ্রীধর। সম্যক রূপে চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্যই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিতেই হইবে, তাহা না করিলে, চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে, তত্ত্ব-জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। নৈষ্কর্ম্ম্য=শুদ্ধ জ্ঞান।

গোয়েন্কা। সিদ্ধি=সাংখ্য নিষ্ঠা।

রামদয়াল। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কর্ম্মশূন্যতা রূপ জ্ঞান নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এবং কর্ম্ম-ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস লইলেই জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা রূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, রাগ-দ্বেষ পাপ জন্য। কর্ম্ম ত্যাগ করিতে করিতে পাপ ক্ষয় হইয়া গেলে, চিত্ত দর্পণের মলিনতা কটিয়া যায়। তখন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেই সময় কর্ম্ম থাকে না। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি তখন লাভ হয়।...শাস্ত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্ব শুনিতে গেলে, যে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহার সত্ত্ব শুদ্ধি হয় নাই।

মধুসূদন। ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ (৪।৪) হইতে মোঘং পার্থ স জীবতি (৪।১৬) এই ৭টি শ্লোকে দেখাইতেছেন, অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত না চিত্ত-শুদ্ধি হয়, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। পরের দুইটি শ্লোকে শুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানীর কথা। নৈষ্কর্ম্ম্য = সর্ব্বকর্ম্মশূন্যতা। সন্ন্যাসনাদেব = চিত্ত-শুদ্ধি বিনা কেবল সন্ন্যাস।

সিদ্ধি = জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ সিদ্ধি; চিত্ত-শুদ্ধি হইলে আপনা হইতে নৈষ্কর্ম্ম্য আসে। ইহার জন্য সাংখ্য জ্ঞান আবশ্যক ও নিম্নাধিকারীর জন্য বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম।

RadhaKrishnan-The natural law is that we are bound by the results of our actions; নৈষ্কর্ম্ম্য state is where one is unaffected by work. সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি = attaining perfection.

সচ্চিদানন্দ। কর্ম্মাধিকার কর্ম্মচিকীর্ষা কিঞ্চিৎ মাত্রায় অবশিষ্ট থাকিতে, কেহ যদি হঠপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জ্ঞান নিষ্ঠা অবলম্বন করে তাহা হইলে কদাচিৎ পূর্ব্ব সুকৃত বশে ও প্রবল পুরুষার্থের প্রভাবে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করাইতে পারে। কিন্তু এ পথ অতি ক্লেশ সঙ্কুল, এজন্য কর্ম্মাধিকৃত ব্যক্তি প্রথমে কর্ম্মযোগে স্বকর্ম্মে নিরত থাকিবে, পরে নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্তি হইলে, কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইবে; সর্ব্ব সাধারণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষে ইহাই রাজমার্গ। কর্ম্মাধিকার থাকিতে অকর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য এক কথা নয়।

তিলক। নৈষ্কর্ম্ম্য পদের অর্থ জ্ঞান মানিয়া লইয়া সন্ন্যাস মার্গী টীকাকারগণ, এই শ্লোকের অর্থ নিজের সম্প্রদায় অনুকূল করাইয়া বলেনঃ—"কর্ম্মের আরম্ভ না করিলে জ্ঞান হয় না অর্থাৎ কর্ম্ম হইতেই জ্ঞান হয়, কারণ কর্ম্ম জ্ঞান লাভের সাধন।" কিন্তু এ অর্থ ঠিক নহে। সুরেশ্বরাচার্য্যের নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি নামে এক গ্রন্থও আছে। নৈষ্কর্ম্ম্যের তত্ত্ব নূতন নহে। মীমাংসা ও বেদান্ত সূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেও উহার প্রচার ছিল।... কর্ম্ম বন্ধক হয়ই। এইজন্য কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে, এমন উপায় করিতে হয় যাহাতে উহার দোষ কাটিয়া যায়। এইভাবে করিবার অবস্থাকেই নৈষ্কর্ম্ম্য বলে। এ অবস্থা কিভাবে পাওয়া যায়, তাহাতে মীমাংসকগণ বলেন যে নিত্য নৈমত্তিক কাজ করা এবং কাম্য ও নিষিদ্ধ কাজ না করা। বেদান্ত বলে ইহা ভুল। কতকগুলি লোক বলেন যে কর্ম্ম একেবারেই না করা, তাহা হইলে কর্ম্ম বন্ধন হইবে না। ইহাদের মতে কর্ম্মশূন্যতাকেই নৈষ্কর্ম্ম্য বলে। চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা সিদ্ধি, অর্থাৎ মোক্ষও লাভ হয়না এবং পঞ্চম শ্লোকে তাহার কারণও বলা হইয়াছে। কর্ম্ম-বন্ধন-শূন্যতা, কর্ম্মের মধ্য হইতে আসক্তি উঠাইয়া লইলে হয়। কিন্তু ইহার পরেও, সন্দেহ হইতে পারে যে যদিও কর্ম্ম-ত্যাগ নৈষ্কর্ম্ম্য নহে, তথাপি সন্ন্যাসমার্গীতো সকল কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়াই মোক্ষ লাভ করে, অতএব মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যক। ইহার উত্তর গীতা দেন যে সন্ন্যাস মার্গীর মোক্ষ, কর্ম্ম ত্যাগের কারণে নহে, উহা তাহাদের জ্ঞানের ফল। যদি কেবল কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই হইত তাহা হইলে পাথর সমূহেরও মুক্তি লাভ হওয়া চাই।... তাহা হইলে দাঁড়াইল এই (১৮।৪৫-৪৮) যে কর্ম্ম করা তো ছাড়িবে না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আসক্তি ক্ষয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে থাকিবে। ইহাই কর্ম্মযোগ; এই জ্ঞান-কর্ম্ম সমুচ্চয়াত্মক মার্গই শ্রেষ্ঠ।

ভূপেন্দ্রনাথ। যদিও শাস্ত্রে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি আছে, কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত বৈরাগ্যোদয় হইতে পারে না, এবং বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস নিষ্ফল। দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ, ইহা রোচক বাক্য। ত্যাগনৈব অমৃতত্ব মানশুঃ, কিন্তু সে কোন্ ত্যাগ? দণ্ড গ্রহণ মাত্রে যে নর-নারায়ণ হয় সে কোন্ দণ্ড? বাক-কায়-মনোদণ্ড চাই, বাক্য শরীর ও মনের শাসন চাই; যিনি ইহা করিয়াছেন, তিনি অবশ্য নারায়ণ হইয়া যা'ন্। বাহিরের দণ্ডতো চিহ্ন মাত্র। প্রথমে সাধন দ্বারা প্রাণ ও মনকে শুদ্ধ করিতে না পারিলে, নৈষ্কর্ম্ম্য বা সন্ন্যাস সম্ভব নহে।... জ্ঞানের পুঁথি পড়িয়া চিন্মাত্র স্থিতি হয়না। চাঞ্চল্য ও নৈষ্কর্ম্ম্য (একেবারে স্থিরতা) দেখিয়া মনে হয় বুঝি এ দুটো ভিন্ন পথ; তাহা নহে।...ক্রিয়া করার প্রথম অবস্থাটা যেন লড়াই করা। ...কিন্তু যদি খানিকক্ষণ সাধন করিয়া যাও তবে মনের বৃত্তি-শূন্যতা অবস্থা আসিবেই।...ক্রিয়া সাধন দ্বারা মনের সঙ্কল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকল্প নাশ হয়, তখন জ্ঞান হয়, সুতরাং ক্রিয়া ছাড়িয়া দিলে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারেনা।

Maddhwa (Rau). পুরুষ = One who passes through bodies. নৈষ্কর্ম্ম্য = Release.

(৫) বিনা নিষ্কাম-কর্ম্ম মারফৎ নৈষ্কর্ম্ম্য হয়না, সে নির্ভুল সত্য তো আছেই; এমন কি শুধু কর্ম্ম বিনা জীবনই নির্ব্বাহিত হয় না। প্রারব্ধে প্রাপ্ত ত্রিগুণের বশেই হউক, বা জীব-স্বভাবে ক্রিয়মান ত্রিগুণের বশেই হউক, কর্ম্ম আমাদের করিয়া চলিতেই হইবে।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫

পদচ্ছেদ। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণং অপি জাতু তিষ্ঠতি অকর্ম্মকৃৎ, কার্য্যতে হি অবশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ।

অন্বয়। কশ্চিৎ জাতু ক্ষণমপি অকর্ম্মকৃৎ ন হি তিষ্ঠতি, হি প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ অবশঃ সর্ব্বঃ কর্ম্ম কার্য্যতে।

কঠিনশব্দ। কশ্চিৎ = কেহ। জাতু = কখনও। অকর্ম্মকৃৎ = কর্ম্ম বিহীন ভাবে। হি = যেহেতু। প্রকৃতিজৈঃ = প্রকৃতি জাত "প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ = প্রকৃতি হইতে জাত অর্থাৎ কার্য্য রূপে অভিব্যাপ্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের দ্বারা, অথবা তাহাদের স্বভাব সঞ্জাত রাগ দ্বেষাদি দ্বারা" (মধুসূদন)। অবশঃ = বাধ্য ভাবে; প্রতিরোধ-সামর্থ্য বিরহিত ভাবে। সর্ব্বঃ কর্ম্ম কার্য্যতে = সকলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম করিতে হয়। গুণের এক অর্থ রজ্জুও হয়; আমাদের তিন্‌টা রজ্জুতে বাঁধিয়া প্রকৃতি চালাইতেছে (১৮।৬১)।

অনুবাদ। কেহ কখনও ক্ষণকালের জন্য কর্ম্ম বিহীন অবস্থায় থাকিতেই পারে না; যেহেতু, প্রকৃতি-জাত (অর্থাৎ ঐশ্বরিক নিয়মে কর্ম্মফলে উৎপন্ন) গুণ সমূহ দ্বারা (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ ও তজ্জাত রাগ দ্বেষাদি, যাহা দেহ মনাদিতে আমরা পাই তাহার দ্বারা) বাধ্য ভাবে সকলে কর্ম্ম করে। (মহাভারত ৩।৩২।৮) (গীতা ৩।২৭, ৬৩ ; ৯।৮; ১৩।২০, ২৯).

কর্ম্ম নিছক ভাবে ত্যাগ করা অসম্ভব। আত্মা ছাড়া আর যাহা কিছু আমাদের আছে, অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি, ইহারা সবাই প্রকৃতির পরিণাম। প্রত্যেকটিতে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ বিভিন্ন পরিমাণে, মিশ্রিত ভাবে রহিয়াছে। যাহা আমরা করি বা যাহা আমাদের ভোগ ভাবে সহিতে হয়, এই ত্রিগুণই [প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ] তাহা সংঘটন করায়। এই তিনটে গুণ অর্থাৎ দড়ির বন্ধন হইতে, (গুণ শব্দের এক অর্থ দড়ি), তাহাদের টানা পোড়েন হইতে (১৮।৬১) আমরা এক মুহূর্ত্তও নিষ্কৃতি পাই না।

আমরা ২।৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি যে মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, আমাদের বিশেষ স্বাধীনতা নাই; তবে স্বাধীনতা আনিতে পারা যায় না, তাহা নহে; স্বাধীন ভাবে কাজ করার অধিকার আমদের যে একেবারেই নাই তাহা নহে; তাহা না হইলে, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে বাক্যটির অর্থ থাকে না। তবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে প্রকৃতি সৃষ্ট গুণের টানা পোড়েন্ আমাদের জীবনে অনবরতঃ হইতে থাকে; কয়েকটি উদাহরণের প্রারব্ধ একটি উদাহরণ। আমি যদি পূর্ব্বজন্মে কাহাকেও দুঃখ দিয়া থাকি, কোন না কোন জন্মে সে আমাকে দুঃখ দিবেই; প্রকৃতির গুণ বা দড়ি আমাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ইহা ঘটাইবেই। প্রারব্ধ কু ও সু দুই ভাবেরই হয়। তেমন তেমন যদি পুণ্য করা হয়, যদি যোগ্যতা অর্জ্জন করা হয় তো ভগবান তাঁহার নিজস্ব কিছু কাজের ভারও নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ভাবে, আমাদের উপর দিয়াও দিতে পারেন। প্রারব্ধ খণ্ডান যায় না, সেই জন্য আমরা এ জন্মে মন্দ কাজ যেন না করি, যাহা প্রারব্ধ হইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকিবে এবং কোনও জন্মে, হয়তো এই জন্মেই, দণ্ড পাওয়াইবেই। প্রকৃতির গুণে উৎপন্ন আর এক ব্যাপার, সংস্কার। আমরা যাহা কিছু করি, তাহা যাইতে থাকে সংস্কার উৎপাদনের দিকে। উহা পুষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে রাগ দ্বেষ ও মোহের আকারে, আগত জন্ম সমূহে, এমন কি এ জন্মেই। এই সংস্কার, স্বভাব গঠন করে, এই জন্যই স্বভাবের অন্য নাম প্রকৃতি। সংস্কার শুধু যে রাজসিক ও তামসিক হয়, তাহা নহে; সাত্ত্বিক প্রকারেরও হয়। ক্রোধ, রাজসিক সংস্কারের ফল। যদি আমরা যত্নের সহিত ক্রোধ না দমন করি, উহা সংস্কার হইয়া যাইবে, এবং দমনের অভাবে চক্রবৃদ্ধির হারে, জন্মের পর জন্ম, ঐ সংস্কার আরও দৃঢ় হইয়া যাইবে। অর্জ্জুনের প্রশ্নে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের অনিচ্ছাতেও, অর্থাৎ পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও কে আমাদের পাপের দিকে লইয়া যায়, ভগবান উত্তর দিলেন যে উহা সেই রজোগুণ সমুদ্ভব মহাশন মহাপাপ্মা, কাম ও ক্রোধ, অর্থাৎ মূলতঃ কাম, কারণ ক্রোধ, বাসনা প্রতিহত হইলেই উদ্ভূত হয়। এই সংস্কার গুপ্তভাবে থাকে ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধিতে, এবং সুবিধা পাইলেই মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ভগবান, কুসংস্কার হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন বোধি বা সুবুদ্ধির দ্বারা মন হইতে কু সংস্কার তাড়াইবে; পরিমার্জ্জিত সু-মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় হইতে কু সংস্কার তাড়াইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন যে, বুদ্ধিতে গুপ্তভাবে অবস্থিত কু সংস্কার-কে তাড়ান অতীব কঠিন; সেই তাড়ানর একমাত্র উপায় ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। আরও একভাবে প্রকৃতির গুণের জোয়ার আমাদের উপর আসে। আমাদের ভিতরে দেওয়া প্রকৃতির গুণের কিছুটা পরিমাণে পরিবর্ত্তনশীল থাকে; আর সেই পরিবর্ত্তন, আহার, শিক্ষা, ও সঙ্গ প্রভাবে হয় দেখা যায়; গত কাল যে কথাতে আমাদের ক্রোধ হয় নাই, আজ হয়তো সেই কথাতেই আমরা রাগিয়া উঠিয়াছি। এই হঠাৎ আসা অনুরাগ ও দ্বেষকে কেহ কেহ আগন্তুক রাগ দ্বেষ বলিয়াছেন। ইহাতে যাহা কিছু করা হয়, অমনি তাহাতে কর্ম্মফল জন্মায়, ও তাহার ভোগ আসে আগত জন্ম সমূহে, কখন কখন এ জন্মে। তাই ভগবান রজোগুণ সমুদ্ভব কুসংস্কারের কথার পূর্ব্বেই বলিলেন, ইন্দ্রিয়গুলির ও তাহাদের বিষয়াদির অর্থাৎ শব্দ স্পর্শাদির প্রতি সম্বন্ধে থাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রাগদ্বেষ; এই রাগদ্বেষের কবল হইতে নিজেকে সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখিবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২।৫৮ হইতে ২।৭১ শ্লোক ইহারই আলোচনা করিয়াছে। এই ৩।৫ শ্লোক খুব ঠিক কথাই বলিয়াছে; প্রকৃতির অধীনে বলিতে গেলে আমরা সর্ব্বক্ষণই রহিয়াছি। দেহী নিষ্ক্রিয় ও অভোক্তা; করিতেছে দেহ মন, বুদ্ধিই, অর্থাৎ প্রকৃতিই, অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণই সব কাজ; তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমরা ভাবি আমরাই কাজ করিতেছি, আমরাই চিন্তা করিতেছি, আমরাই সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। এই সম্বন্ধে আরও দুইএক কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, পুরুষ অর্থাৎ দেহী, প্রকৃতিতে অর্থাৎ দেহাদির ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে, যেমন সাধারণ পুরুষ স্ত্রীতে মোহাবিষ্ট থাকে। পুরুষের উহা সখের বন্ধন, ঐ তদাত্মকত্ব। পঞ্চদশ অধ্যায়ে, অশ্বত্থ বৃক্ষকে মূল হইতে কাটিয়া ফেলার নির্দ্দেশকে, আমাদের বুদ্ধিতে, এই তদাত্মকত্ব কাটিয়া ফেলার নির্দ্দেশ বলিয়াছি। পুরুষ যে স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বসিয়া রহিয়াছে, ইহার দিকে তাহার খেয়াল থাকে না (১৩।১৯ ২১) কিন্তু কখন কখন স্বপ্নোত্থিতের মত সে নিজে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে উদ্যত হয়। এই স্বাধীন ভাব উৎপন্ন হয় যখন পুরুষের মনে সত্ত্বগুণের অনুপাত বাড়ে। "প্রকৃতির" প্রতিরোধ করাই পুরুষত্ব, পুরুষকার। সত্ত্বগুণও প্রকৃতির গুণ। সেইজন্য বলা হয়, প্রকৃতিই বন্ধন আনে, প্রকৃতিই মুক্তি দেয়। কাপিল মতে, বলা হয়, যেদিন পুরুষ নিজের মোহ-প্রাপ্ত অবস্থা বুঝিতে পারে, সেই দিনই প্রকৃতি তাহাকে মুক্তি দেয়, (প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন জিভ্ কাটিয়া বা ঘোমটা দিয়া পলাইয়া যায়); সেইদিনই তাহার কৈবল্য মুক্তি হয়, সে তাহার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব বা সৎগুণ উৎপন্ন হয়, সৎ আহারে, সৎ শিক্ষায়, সৎসঙ্গে। আরও একরকমে আমরা সত্ত্বগুণের সাহায্য অনবরতঃ পাইয়া থকি। এসব কথা, ২।৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে, এখানে এইটুকু বলা যাউক যে higher mind বা বোধি বলিয়া যাহা আমাদের ভিতরে আছে, তাহা আত্মার নিকটতম ভাবে স্থিত বলিয়া, তাহা চিদাভাসযুক্ত ও সেই কারণে তাহা প্রকৃষ্টভাবে সত্ত্বগুণান্বিত থাকে। এই higher mindই conscience বা বিবেক। সত্ত্বগুণ সমৃদ্ধ higher mind, lower mindকে নিজ বশে সর্ব্বদা আনিতে চেষ্টা করে। অনেক সময়ে পারে না, সে স্বতন্ত্র কথা। সেইজন্য, সত্ত্বগুণ যাহাতে বাড়ে, তাহার চেষ্টায় সর্ব্বদা আমাদের থাকা উচিত। এই অধ্যায়ের অন্যতম মুখ্য কথা, প্রকৃতির ত্রিগুণের বশে আমরা রহিয়াছি বলিয়া, কর্ম্মহীনভাবে আমাদের এক মুহূর্ত্তও থাকা হয়না; তাহা তদাত্মকত্বে বা যে কারণেই হউক। আমরা যেন কর্ত্তৃত্বাভিমানহীন ও রাগদ্বেষহীন ভাবে কাজ করি, স্বধর্ম্মপালন করি এবং নিদানে ভগবানের শরণাগত থাকি।

গীতায়, পরপর, প্রকৃতিশব্দে অনেকগুলি অর্থ আসিয়াছে— ত্রিগুণ, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, ভগবানের পর্য্যবেক্ষণে যিনি সৃষ্টি-স্থিতি ও বিলয় করেন, মায়া, ত্রিগুণ উৎপাদিকা, কর্ম্মফল প্রদান-কর্ত্রী সংস্কার, স্বভাব (প্রকৃতি), সৃষ্টির উপাদান সমূহ বা তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাণ্ডারী, আত্মাসমূহের ভাণ্ডারী বা আত্মা সমূহ যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ, অনাত্মা যাহা আত্মার সন্নিধানে চেতনিত হয়, ও কর্ম্ম করে, প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকৃতি উৎপাদন করে যাহা জগৎ উৎপাদন করে. ক্ষেত্র, জীবদেহ ইত্যাদি। গীতায় প্রকৃতিশব্দ প্রথমে এই শ্লোকে আসিল। ইহা যে সব শ্লোকে আছে, তাহারা ৩।৫, ২৭, ২৯, ৩৩; ৪।৬; ৭।৪, ৫, ২০; ৯।৭, ৮, ১০, ১২, ১৯; ১৩।১৯, ২০ ২১, ২৩, ২৯, ৩৪; ১৪।৫; ১৫।৭; ১৮।৪০, ৫৯। এই অধ্যায়ে, প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পরে তাহার আরও পুষ্টি সাধন করা হইবে।

গোয়েন্কা। কাপিল সাংখ্য-শাস্ত্রে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, কিন্তু ভগবানের মতে ঐ তিন গুণ প্রকৃতির কার্য্য। ইহাই স্পষ্ট করিতে "গুণৈঃ"র "প্রকৃতিজৈঃ" বিশেষণ দিয়াছেন। এই ভাবেই কোথাও "প্রকৃতি-সম্ভবাৎ"। (১৩।১৯), কোথাও "প্রকৃতিজান্" আর কোথাও প্রকৃতিজৈঃ" (১৮।৪০) বিশেষণ দিয়াছেন ; গুণ গুলিকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়াছেন।

শ্রীধর। সকল ব্যক্তিই প্রকৃতিজ অর্থাৎ স্বভাবজাত রাগ-দ্বেষাদি গুণ দ্বারা অবশ অর্থাৎ অস্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে। গুণ সকলে আসক্তি শূন্যতার নামই কর্ম্ম সন্ন্যাস। বাস্তবিক সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ অসম্ভব।

মধুসূদন। যেহেতু স্বভাবজাত গুণ সকল চালক হইতেছে, এই কারণে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যখন পরাধীন ভাবে সমস্ত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, তখন তাহার কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ তাহার সন্ন্যাস নিবন্ধন জ্ঞান নিষ্ঠা হইতে পারে না।... মনুষ্য কেবল লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ ব্যাকুলিত থাকে। মনুষ্য কর্ম্ম বিমুখ হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ প্রকৃতিজাত সত্ত্ব. রজঃ ও তমোগুণের সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া, স্বভাব সঞ্জাত গুণের পরবশ হইয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। চিত্তশুদ্ধি-বিহীন সমস্ত প্রাণীই অবশ বা অস্বতন্ত্র হইয়া, ইত্যাদি। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই প্রকৃতির বশে আপনাদিগকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্ম করে।...যেহেতু স্বভাবজাত গুণসকল চালক হইতেছে, এই কারণে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সকল পরাধীন ভাবে সমস্ত কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, তখন তাহার কর্ম্ম সন্ন্যাস হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহার সন্ন্যাস নিবন্ধন জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে না।

শঙ্কর। "সকল প্রাণীকে প্রকৃতিজ গুণে পরবশরূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া দেওয়া হয়," এখানে "সকল প্রাণীর" সহিত "অজ্ঞানী" শব্দ জুড়িয়া দিতে হইবে ; কারণ পরে "গুণের দ্বারা বিচলিত করা যায় না" এই কথনের দ্বারা জ্ঞানীদের পৃথক্ করা হইয়াছে ; সেইজন্য অজ্ঞানীদের জন্য কর্ম্মযোগ, জ্ঞানীদের জন্য নহে ; অজ্ঞ পুরুষের কর্ম্ম অনিবার্য্য। (রামদয়াল শঙ্করের ব্যখ্যা লইয়াছেন।)

রামানুজ—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে...তিন গুণের দ্বারা অবশ হইয়া নিজ যোগ্যতানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়...কর্ম্মযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা...তিন গুণকে বশীভূত করিয়া নির্ম্মল অন্তঃকরণে জ্ঞান-যোগের সম্পাদন করা চাই।

তিলক। কারণ, কোনও মনুষ্য (কোন না কোন) কর্ম্ম না করিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না; প্রকৃতির গুণ প্রত্যেক পরতন্ত্র মনুষ্যকে (সর্ব্বদা কোন না কোন) কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করেই।

ভূপেন্দ্রনাথ। রজ-স্তমঃ-সত্ত্ব গুণের খেলা সব ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার প্রাণের খেলা হইতে হইয়া থাকে; কিন্তু মূল ব্রহ্মসূত্র ও সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রাহ্মানাড়ী। প্রাণাক্রিয়া করিতে করিতে সব হইতে প্রাণের প্রবাহ গুটাইয়া, আদি স্থান ব্রহ্ম-নাড়ীতে যখন আসিয়া পড়ে তখন গুণত্রয়ের অতীত হওয়া সম্ভব!

Radhakrishnan—While life remains, action is unavoidable; to be free from desire is the true non-action. Radhakrishnan quotes Wordsworth: "The eye cannot choose but see, We cannot bid the ear be still, Our bodies feel wherc'er they be, Against or with our will". Ananda Giri points out that he who knows the self is not moved by the gunas, but he who has not controlled the body and the sense is driven to action by the gunas.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগ নহে, যদি মনে কর্ম্ম চলিতে থাকে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬

পদচ্ছেদ। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরন্, ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়-আত্মা মিথ্যাচারঃ সঃ উচ্যতে।

অন্বয়। যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরন্ আস্তে, সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ উচ্যতে।

কঠিন শব্দ। ইন্দ্রিয়ার্থান্ = ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল রূপ রসাদি। আস্তে = অবস্থিত করে। বিমূঢ়াত্মা = ভ্রান্ত চিত্ত ব্যক্তি, আত্মজ্ঞান হীন। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য = হস্তপদাদির কার্য্য গুটাইয়া আনিয়া; অর্থাৎ বাহিরে কর্ম্মত্যাগের ভাব দেখাইয়া।

অনুবাদ। যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল গুটাইয়া রাখিয়া (অর্থাৎ বাহিরে কর্ম্মত্যাগের ভাব দেখাইয়া) মনের দ্বারা, রূপ, রস, গন্ধাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিতে থাকিয়া অবস্থান করে; সেই মূঢ় ভ্রান্ত-চিত্ত ব্যক্তি মিথ্যাচারী বা ভণ্ড বলিয়া কথিত হয়। (২।৫৯), (মহাভারত ১২।১৮।৩০)।

কর্ম্ম না করিলে বা কর্ম্ম করা ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞান মাথায় ঢুকিয়া পড়িবে, তাহা তো হয়ই না, কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় তাহাও হয় না। যে, "কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি, কর্ম্ম সন্ন্যাস লইয়াছি," এই ভাব দেখাইয়া হাত পা গুটাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া থাকে ও চাহে অন্যেরা তাহার সেবা করুক, ও ভোগের মত সামগ্রী সকল তাহার কাছে আনিয়া দিক্, যে, হাতে-পায়ে কাজ না করিয়া, মনে, এই ভাবে, ভোগ্য বিষয় সমূহের চিত্র দেখারূপ কাজ করিতে থাকে, তাহার হাতে পায়ে কর্ম্ম না করায়, কর্ম্ম ত্যাগ বা কর্ম্ম সন্ন্যাস হয় না। এ ভাবে কর্ম্ম ত্যাগে জ্ঞানে প্রবেশ হয় না; তাহা ছাড়া মাত্র হাতে পায়ে কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ম্ম সন্ন্যাসই নহে, উহা ভণ্ডামি, কপটাচার। আর সাধু না হইয়া সাধু সাজা, সে ভাবেও ইহা কপটাচার। কর্ম্ম ত্যাগ গীতার মান্য নহে। আর কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মত্যাগই নহে, কারণ মনে কর্ম্ম চলিতে থাকে।

মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দুইই, কিন্তু এখানে ইহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও স্মৃতির ভিতর ফেলা হইতেছে।

শঙ্কর। যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় চিন্তা করে ইত্যাদি।

রামানুজ। পূর্ব্বকৃত পাপের নাশ না হওয়ায় যে মনুষ্য মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয়ী হয় নাই, সে যখন আত্মত্যাগের সাধনা করিতে বসে, তাহার মন বিষয়ের দিকে ঝুঁকিয়া থাকায়, আত্মার দিকে যায় না। বিষয় স্মরণেই নিমগ্ন থাকে। এইপ্রকার যাহাদের মনের চিন্তা একরকমের ও আচরণ অন্য রকমের হয় তাহাদের কপটাচারী বলা হয়।

শ্রীধর। মনের দ্বারা ভগবৎ ধ্যানচ্ছলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল স্মরণ করিতে থাকে ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাশিষ্ঠ গীতা। ৫৪ স্বর্গে ঠিক এই শ্লোক আছে।

সচ্চিদানন্দ। মনে কর্ম্মফলের ইচ্ছা থাকিলে বাহ্য দৃষ্টিতে যেটা অকর্ম্ম সেটা মিথ্যা, অর্থাৎ সেটা কর্ম্মই, নৈষ্কর্ম্ম্য নহে।

মধুসূদন। যে, রাগদ্বেষাদি দ্বারা বশীকৃতচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে, রাগদ্বেষাদি প্রেরিত মনের দ্বারা ইত্যাদি। সে আত্মতত্ত্ব ধ্যান করিতে থাকে না ; সন্ন্যাস করিয়াছি অভিমানে কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকে ইত্যাদি। অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি কেবল সন্ন্যাস করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইল। সংযম্য = নিগৃহীত করিয়া।

অরবিন্দ। মিথ্যাচারী অর্থে ভ্রান্তমতি, কপটাচারী নহে ; এত কঠিন সাধন, কপটাচারী করিতে পারে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। যাহা অনাত্ম বস্তু তাহা সব মিথ্যা, তাহাতে মন লাগানো মিথ্যার উপাসনা মাত্র।...যাহারা এরূপ করে, তাহারা নিজেদের বুদ্ধির গর্ব্বে ক্রিয়া করে না, কেবল শাস্ত্রবুলি আওড়ায়। ..ইহারা লোককেও প্রবঞ্চনা করে এবং আত্ম বঞ্চনাও করে।...মনকে অসংযত রাখিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিলে তাহার প্রকৃত স্থৈর্য্য আসে না, সুতরাং চোখ বুজিয়া বসিয়া তাহার যে ধ্যান ধারণার ভান, ও সব বৃথা বিড়ম্বনা।

Gandhi—The man who curbs tongue, but mentally swears at another is a hypocrite. But that does not mean that free rein should be

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

given to the organs of action so long as the mind caunot be brought under control.

Radhakrishnan—If we do not restrain desires, we have failed to grasp the true meaning of restraints.

(৭) যখন কর্ম্মহীনতায় "জ্ঞান" হয় না, আর তাহা বাস্তবিক কর্ম্মহীনতা হয় না, কারণ মনেতে কর্ম্ম চলিতে থাকে। তাহা হইলে কি করা উচিৎ? তাই বলিতেছেন।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭

পদচ্ছেদ। যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য আরভতে অর্জ্জুন, কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ অসক্তঃ স বিশিষ্যতে।

অন্বয়। অর্জ্জুন, যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য অসক্তঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে সঃ বিশিষ্যতে।

কঠিন শব্দ। তু=কিন্তু ; পক্ষান্তরে। ইন্দ্রিয়াণি= জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে (মধুসূদন)। নিয়ম্য=সংযম বা বশীভূত করিয়া। অসক্ত=অনাসক্ত বা ফলাভিলাষ শূন্য হইয়া। বিশিষ্যতে=বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ হন।

অনুবাদ। অর্জ্জুন, কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ (পূর্ব্ব শ্লোকের তথাকথিত কর্ম্মত্যাগ পুরুষ অপেক্ষা বিশেষ উচ্চে গণিত হইবার যোগ্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মযোগ কি ? ইহার উপাদান পূর্ব্বাধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে; একটি বিশেষ উপাদান সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, ও অনাসক্ত ভাবে ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া কর্ম্ম করা। (২।৬০, ৬১ ও ৬৭, ৬৮ শ্লোকে ইন্দ্রিয়েরা মনকে হরণ করে, ও, ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত কর, বা প্রয়োজন হয় তো ভগবানের শরণাপন্ন হও, বলা হইয়াছে; এখানে পুরুষকার খাটাইয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত কর বলা হইল)।

আমরা ত্রিগুণের বশে সর্ব্বদাই কাজ করিতে থাকি। সত্ত্ব-গুণের বশে কাজ করা কিরূপ, তাহা এই শ্লোকে কথিত হইল।

শঙ্কর। যে কর্ম্মাধিকারী অর্থাৎ অজ্ঞানীরা মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে রোধ করিয়া, বাণী হস্তাদি দিয়া, ইত্যাদি। (অজ্ঞানীরাই কর্ম্মের অধিকারী, এই মত শঙ্কর সর্ব্বত্রই রাখিয়াছেন।)

মধুসূদন। একজন (অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকের পুরুষ) কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে আবদ্ধ করিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে বিষয় দেশে প্রেরিত করিয়া পুরুষার্থ-শূন্য হন, অন্য জন জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় দেশে প্রেরিত করিয়া পুরুষার্থ লাভ করেন।

রামানুজ। যে উপরিউক্ত ভাবে অনাসক্তি পূর্ব্বক কর্ম্ম-যোগের আচরণ করে, সে ভাবী প্রমাদ ভয় রহিত হইয়া জ্ঞান নিষ্ঠার সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। এইভাবে সত্ত্বপরায়ণ ব্যক্তিরা (যাহারা ভক্ত নহেন) কর্ম্ম করেন। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানবান হন।

তিলক। সন্ন্যাসমার্গীরা বলেন যে এই শ্লোকে উক্ত কর্ম্মযোগ, দাম্ভিক মার্গ হইলেও সন্ন্যাস মার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু তাঁহাদের ঐ কথা সাম্প্রদায়িক।

অরবিন্দ। কর্ম্মফলে অনাসক্তি ; ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপ কর্ম্মের ফলে মনকে লিপ্ত হইতে না দেওয়া।

ভুপেন্দ্রনাথ। নিদ্রাতেও যেমন আমরা গা চুলকাই, ঠিক সেইভাবে মন তাহাতে লাগিয়া থাকিবে অথচ বাহিরের কাজ হইবে। এইরূপ যোগীর চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার বিপরীত, যথা, বাহিরের কাজ করে না, আসনেও বসিয়া আছে, ঠক ঠক করিয়া মালাও জপ করিতেছে, ফোঁস ফোঁস করিয়া প্রাণায়ামও করিতেছে অথচ তাহারই ভিতর বিষয় চিন্তা করিতেছে ; হয়তো ৩ ঘণ্টা আসনে বসিয়া থাকে, কিন্তু ৩ মিনিটও বোধহয় তাহার ভগবানের চিন্তা হয় না।....বিষয়রূপ মধুকে তিনি নষ্ট করিয়াছেন, তাই নাম মধুসূদন।

Gandhi—The mind and the body should be made to accord well.

Radhakrishnan—In verse 6, the Lord condemns mere outer renunciation and in this verse commends the true spirit of mind detachment.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংসদেব --মন মুখ এক হওয়া চাই।

(৮) অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে এ শ্লোকও আসে; ইহাতে অর্জ্জুনকে নিয়ত কর্ম্ম করিতে বলিলেন—কেন, তাহাও বলিলেন। (কর্ম্ম বিনা গতি নাই)।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮

পদচ্ছেদ। নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ঃ হি অকর্ম্মণঃ, শরীর যাত্রা অপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেৎ অকর্ম্মণঃ।

অন্বয়। ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু, হি অকর্ম্মণঃ কর্ম্ম জ্যায়ঃ অকর্ম্মণঃ চ তে শরীর যাত্রা অপি ন প্রসিদ্ধ্যেৎ।

কঠিন শব্দ। নিয়ত = স্বধর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত ; সর্ব্বদা ; নিত্য-কর্ম্ম ; এ কথাটিতে অনেকগুলি ভাব আছে, নিম্নে তাহা আলোচিত হইবে। অকর্ম্মণঃ = কর্ম্ম না করা অপেক্ষা। হি = যে হেতু। কর্ম্ম জ্যায়ঃ = কর্ম্ম করা প্রশস্ততর। অকর্ম্ম = তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার কর্ম্ম যে যুদ্ধাদি; তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে ; কর্ম্ম ত্যাগ করিলে। ন প্রসিদ্ধ্যেৎ = নির্ব্বাহ হইবে না ;

অনুবাদ। তুমি নিয়ত তোমার স্বধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম কর, যে হেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা প্রশস্ততর। কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না, কারণ খাওয়া শোওয়াও কর্ম্ম। (অথবা, এ অর্থও হইতে পারে, তুমি ক্ষত্রিয়, সৈনিক-ধর্ম্ম তোমার পেশা, তাহা যদি না কর, ভোজন সংগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি করিয়া করিবে ?) (নিয়ত=সর্ব্বদা, অতন্দ্রিত ভাবে, এ অর্থও চলিতে পারে)। (কর্ম্মই যজ্ঞ)।

"নিয়ত" কথার অর্থ অনেক টীকাকারই নিত্যকর্ম্ম লইয়াছেন। কর্ম্ম ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম। সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি কাম্য কর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম এরূপ যে করিলে পুণ্য হয় না, কিন্তু না করিলে পাপ হয়। শঙ্কর মধুসূদনাদি নিয়ত কর্ম্ম অর্থে নিত্যকর্ম্ম লইয়াছেন, বোধ হয় এইজন্য যে লোভ, অর্থাৎ পুণ্যের লোভ, ইহাতে থাকে না; ইহা কাম্য কর্ম্মের মত নহে ; তবে ইহা পরিত্যাগও করা যায় না, কারণ পরিত্যাগ করিলে পাপ হয়। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় এই "নিয়ত" শব্দে অনেকগুলি অর্থ আছে, এবং প্রধান অর্থ, যাহা সহজাত ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত অথচ নিষ্কাম ভাবে যাহা করিতে হইবে, এরূপ কর্ম্ম। গীতা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের উপর কোথাও জোর দেয় নাই, কাম্য কর্ম্মকে ত্যাজ্যই বলিয়াছে, কারণ এ সবে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয় না। সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের নির্লিপ্ত ভাবে পালনের উপর জোর দিয়াছে। আমরা বার বার বলিয়াছি যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মে আমাদের "সংস্কার" হয়। যে ঘরে, আমাদের সেই সংস্কারের বিকাশ হইতে পারে, প্রকৃতি আমাদের সেই ঘরে জন্ম দেয়; এবং সেইরূপ গুণাদিও যথাযথ পরিমাণে দেয়। ব্রাহ্মণ-সংস্কার বিশিষ্ট দেহী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মায়। স্বধর্ম্ম বা সংস্কার জাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম পালন করা স্বাভাবিক ভাবে সহজ, এবং তাহার উপর স্থিত হইয়া উপরে উঠা সহজ। নিষ্কাম ভাবে, অনাসক্তির সহিত কর্ম্ম করিলে, সেই উপরে উঠা হয়। ব্যাধের ঘরে জন্ম লইলে ব্যাধের কার্য্য করাই সহজ, এবং বিধিও; তবে তাহা অনাসক্ত ভাবে করিতে হইবে, যাহাতে উপরে উঠা যায়। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ যতই নিষ্ঠুর কর্ম্ম হউক না কেন ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করাই তাহার "নিয়ন্ত্রিত" বা "নিয়ত" কর্ম্ম। নিয়ত শব্দের অন্য অর্থ, মন ও ইন্দ্রিয় সংযত বা নিয়মিত করিয়া,—কারণ পূর্ব্বের শ্লোকগুলিতে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমের কথাই চলিতেছিল। ইহার তৃতীয় অর্থ "সর্ব্বদা"। "নিত্য কর্ম্ম" ইহার চতুর্থ অর্থ বলিয়া, লওয়া যাইতে পারে। কর্ম্মই যজ্ঞ, যদি তাহা ঠিক ভাবে করা হয়; এবং যজ্ঞই কর্ম্ম অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্ম্ম, ইহাতে চিত্তশুদ্ধি আনে ইত্যাদি; ইহাকেও নিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে, এবং সেই হিসাবে ইহা নিয়ত কর্ম্ম। সেই জন্যই পরের শ্লোকগুলিতে ভগবান এই যজ্ঞের গুণগান করিয়াছেন। শ্রৌত, স্মার্ত্ত এবং রূপক যজ্ঞ, এবং সকল যজ্ঞই নিজ নিজ কারণে করণীয়। "শরীর যাত্রাপি ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মনঃ ইহার দুই রকম অর্থ হয়; এখানে অর্থ, তুমি ক্ষত্রিয়, 'ভিক্ষা তোমার বৃত্তি নহে, যুদ্ধ তোমার বৃত্তি, তুমি নিজ বৃত্তি যদি ত্যাগ কর, তোমার জীবন যাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে? দ্বিতীয় অর্থ, তুমি যদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম সমূহ ত্যাগ কর—ভোজন, শয়ন, মূত্রপুরীষাদি ত্যাগ ইত্যাদি, ইহারাও কর্ম্ম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সকল কর্ম্ম না করিলে, তোমার জীবনই টিকিবে না। অকর্ম্ম অর্থে কর্ম্মহীনতা; (৪।১৭ শ্লোকে অন্য ব্যাখ্যা আসিবে)।

Tolstoy—Work is the inevitable condition of human life, the true source of human welfare.

গিরীন্দ্রশেখর। নিয়ত অর্থে সতত হওয়ায়, সমস্ত নিত্য-কর্ম্মই নিয়ত কর্ম্ম।

তিলক। নিয়ত কর্ম্ম=নিয়মিত কর্ম্ম, যথা যাগ যজ্ঞ। যজ্ঞ=চাতুর্বর্ণ্য বিহিত কর্ম্ম।

শঙ্কর। শ্রুতিতে যে কর্ম্ম সম্বন্ধে "কর্ম্ম করিলে ফল হয়" ইহা উক্ত হয় নাই, এইরূপ যে কার্য্যের অধিকারী, সেই কর্ম্ম তাহার পক্ষে নিয়ত কর্ম্ম, 'অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম'...এই ভাবে কর্ম্ম করা ও না করার ভেদ স্পষ্ট দেখান হইল।

শ্রীধর। নিয়ত=সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম।

মধুসূদন। বিধি বাক্যের ফল সম্বন্ধশূন্য হওয়ার নিমিত্ত বলিয়া যাহা বিহিত এবং নিত্য এই নামে যাহা প্রসিদ্ধ সেই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম। "অপি চ" ইহার ভাবার্থ, তোমার চিত্ত-শুদ্ধিও হইবে না, জীবন যাত্রা তো চলিবেই না। ...ত্বং=কর্ম্মাধিকারী "তুমি"।

রামানুজ ও বলদেব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারবশে জীবগণের কর্ম্ম সকল অতিশয় অভ্যস্ত, কিন্তু জ্ঞান বিষয়ে তো এই প্রথম শিক্ষা; সুতরাং জ্ঞান, পূর্ব্ব সংস্কার রহিত। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা আত্ময়া আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং আত্মজ্ঞান কর্ম্মযোগের অধীন সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠাপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। নিয়ত=ব্যাপ্ত। কর্ম্মসকল জীবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

নীলকণ্ঠ। কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চিত্তকে স্বায়ত্ত্ব করা যায় না। চিত্ত জয় ব্যতীত, জ্ঞান নিষ্ঠা সিদ্ধ হইবে না। পাপ নিবিবৃত্তির জন্য সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য ও কাম্য সাধারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

রামদয়াল। জ্ঞান নিষ্ঠা করিতে গেলে অনাদিকাল সঞ্চিত সংস্কাররাশি বাধা দেয়। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা, যজ্ঞ শেষ আহার দ্বারা, সত্ত্বশুদ্ধি হইলেই "আমি কে" স্মরণ হইবে। চিত্ত-শুদ্ধি যাহার হয় নাই, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধির কর্ম্ম করাই শ্রেয়...আহারও যজ্ঞ; ইহাকে শরীর রক্ষার্থ শুদ্ধ-ভাবে করিতে হইবে।

অরবিন্দ। নিয়ত শব্দে নিয়ম্যকে লওয়া হইয়াছে, এবং আরভ্যতে (৬।৭) কর্ম্মযোগ হইতে বিধি করা হইয়াছে। নিয়ম্য=controlled action. কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম এক কথা নহে।

Gandhi—নিয়ত=Alloted. From Voltaire :—"Not to be occupied and not to exist, amount to the same thing."

রামানুজ। তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, কেন না অকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান-নিষ্ঠার দ্বারা তোমার শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ত=ব্যাপ্ত। অনাদি বাসনার কারণে জীবাত্মা প্রকৃতি সংসর্গযুক্ত থাকে, ও সেই কারণে প্রকৃতি সংসর্গযুক্ত জীবাত্মা হইতে কর্ম্ম ব্যাপ্ত হয়। এইরূপ নিয়ত হওয়ায়, কর্ম্ম সুখ-সাধ্য ও ইহাতে ভ্রম প্রমাদের ভয় থাকে না, যে ভয়, জ্ঞান নিষ্ঠায় প্রথম হইতে অভ্যস্ত না থাকায়, জ্ঞান নিষ্ঠার দিকে যে যাইতে চাহিবে, তাহার সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিবে।

ভুপেন্দ্রনাথ। অকর্ম্মা বা ত্যাগী সাজিলে চলিবে না। যদি বল, তুমি বেদান্তাদি আলোচনা করিয়া পূর্ব্ব সংস্কার নষ্ট করিয়া ফেলিবে—তাহা হয় না। জ্ঞানালোচনার দ্বারা পূর্ব্বসংস্কার নষ্ট করা শক্ত।...মনে কর যদি হয়ও; নূতন সংস্কার অভ্যাসগত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তোমার শরীর থাকিবে কেন?...নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত ভাবে কাজ করিবে। ...তুমি জ্ঞানাধিকারী নয়, তুমি কর্ম্মাধিকারী, কর্ম্ম না করিলে তোমার চলিবে না। কর্ম্মাধিকারী হইয়া যে কর্ম্ম না করে, কেবল মুখে জ্ঞানের কথা আওড়ায় তাহাদের ইহকাল, পরকাল দুই যায়।

ঈশোপনিষদ্। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ, এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

S. N. Das Gupta—The Gita asserts that even the wise should perform his alloted task.

Madhwa (Rau), নিয়তং=**appointed**। ভক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদীপ :—নিয়তম্ = the ordained। প্রসিদ্ধ্যেত = will not be possible.

(২) "নিয়ত" শব্দের যে অর্থই লওয়া যাউক না কেন, "যজ্ঞ" সেই নিয়ত কর্ম্মের বিশেষ উদাহরণ। এই যজ্ঞ শব্দের ভিতর কি কি অর্থ, বা কি কি ভাব আছে, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। যজ্ঞের কথা তুলিয়া ভগবান বলিলেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯

পদচ্ছেদ। যজ্ঞ-অর্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র লোকঃ অয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ, তৎ অর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়, মুক্ত সঙ্গ সমাচর।

অন্বয়। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ, কৌন্তেয়, তদর্থং মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্ম সমাচর।

যজ্ঞ কথাটার একটু আলোচনা করা যাউক। সাধারণ অর্থে ইহা নৈষ্ঠিক শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যজ্ঞ, যাহাতে ঘৃত, সমিধ, তিল, যবাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। অনেক স্থলেই সকল রকম কর্ম্মকেই "যজ্ঞ" বলা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া সেই রকমের কর্ম্ম, যাহা ত্যাগমূলক (যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ (৩।১৪), বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (৮।৩)। গোড়া হইতে যজ্ঞের ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত দেওয়া আমাদের "যজ্ঞ" নামক একটি প্রবন্ধ, অন্য একটি পত্রিকায় (পার্থ সারথি ফাল্গুন, ১৩৭১) ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; এখানে সে সব কথা আনিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করা হইল না। যজ্ঞের কেন্দ্রীয় কথা ত্যাগ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ, ইহা বহু মনীষীই বলিয়াছেন ; (যজ্ঞ = work done in a spirit of sacrifice)। রূপকভাবে এই উৎসর্গই, পুরুষ-সূক্তে বিবক্ষিত হইয়াছে। বিরাটের যজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করার অর্থ, জগৎ বিকাশের জন্য। নিজ স্বরূপতা বিসর্জ্জন দিয়া "বহুস্যাম্" হওয়া।

যজ্ঞের অনেকেই অনেক রকম সংজ্ঞা দিয়াছেন; আমরা এইরূপ সংজ্ঞা দিলাম, "যদি কোন কিছুতে, আমাদের পক্ষে মূল্যবান কোন কিছু উৎসর্গ করা হয়, আরও ভাল কোন কিছু পাইবার জন্য, তো সেই ক্রিয়াকে যজ্ঞ বলা যাইতে পারে, এ সংজ্ঞা, বৈদিক ও রূপক সকল যজ্ঞে, সকল ক্ষেত্রে খাটিয়া যায়।

যজ্ঞের এক অর্থ, যজ্ঞই বিষ্ণু। শঙ্কর প্রমুখ অনেকেই (রামানুজ, নীলকণ্ঠ, সন্তদাস,) যজ্ঞের এই অর্থই লইয়াছেন। এই অর্থ হইতেই আসিয়াছে, যজ্ঞ = বিষ্ণু পূজা, ও যজ্ঞ সেই সকল কার্য্য, যাহা বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ করা হয় বা যাহার কর্ম্মফল বিষ্ণুকে সমর্পণ করা হয়। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ, এই কথার ভিতর আমাদের মনে হয়, বেশ অর্থ আছে; বিষ্ণু তিনি, যিনি জগতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, যাঁহাকে নমস্কার করা হয়, গো, ব্রাহ্মণ, ও জগতের হিত সাধক বলিয়া, (ইহার অর্থ আমরা করিয়াছি পশু ও মনুষ্য এবং জগতের, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন, সৃষ্টিতে যাহা কিছু আছে, সব কিছুর তিনি হিত সাধক বলিয়া)। বিষ্ণুর উপসনার অর্থ জগতের হিত সাধনে নিযুক্ত থাকা। ইহা সত্যই মহান্ যজ্ঞ। পরমহংস দেব বলিয়াছেন হেলেঞ্চা শাক যেমন শাক নহে, অর্থাৎ শাকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ দোষ যেমন ইহাতে থাকে না, ইহা পিত্ত নাশক, এইরূপ ভগবৎ পূজাও "কর্ম্ম" নহে উহাতে কর্ম্মবন্ধন আনে না।

যজ্ঞের আমরা আর এক অর্থ দিয়াছি, তাহা "সহযোগিতা", কেন এ অর্থ দিয়াছি ইহা পরে বলা হইবে। এ অর্থ সহযজ্ঞাঃ ইত্যাদি শ্লোকে (৩।১০) ও "অন্নাদ্ ভবন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে (৩।১৪) বেশ খাটিয়া যায়। নৈষ্ঠিক যজ্ঞও সহযোগিতা বিনা চলেই না; কথায় বলে "দশে মিলে করি কাজ" ও "যগ্‌গির ব্যাপার"।

যজ্ঞ চিত্তশুদ্ধিকারক (১৮।৫) এবং সেই জন্য অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। নিষ্কাম যজ্ঞ অর্থাৎ যে যজ্ঞ নিজের কোন কামনা পূরনের জন্য নহে, জগতের মঙ্গলের জন্য করা হয়, সে যজ্ঞ কোনও কর্ম্ম বন্ধন আনে না। ইহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। সকাম যজ্ঞেও কোন কর্ম্ম বন্ধন হয় না-ইহা মীমাংসকেরা বলেন। কিন্তু মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের ইহা অভিমত নহে, কারণ ১৮।৬ শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে যদিচ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি চিত্তশুদ্ধিকারক, যদিচ ইহারা মানুষকে পবিত্র করে এবং সেই জন্য ত্যাজ্য নহে, তবু ইহারাও সঙ্গংত্যক্ত্বা ফলানি ভাবে করা উচিত(১৮।৬)অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে আমিত্ব বর্জ্জিত হইয়া, প্রকৃতিজ রাগদ্বেষ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মফলের দিকে লোভ না রাখিয়া বা কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া করা উচিত। কিন্তু সকাম যজ্ঞ তো কামনা করিয়াই করা হয়। সেইজন্য মনে হয়, ভগবান ইঙ্গিত দিতেছেন,, যদি কর্ম্মফল-বন্ধনে না পড়িতে চাহ, সকাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ না করিয়া নিষ্কাম যজ্ঞ করিবে; তবে, চিত্ত শুদ্ধি দুইয়েতেই হয়। বক্ষ্যমান শ্লোকে কয়েক দিক রাখা ভাব রহিয়াছে, কারণ এই শ্লোকে বলা হইতেছে যে যজ্ঞের বা বিষ্ণুর পূজায় বা বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা ছাড়া আর সকল কর্ম্ম, বন্ধন আনে, তদর্থ (যাহার, 'সেইজন্য' বা 'যজ্ঞের ভাবে' দুই অর্থ ই হয়) অনাসক্ত ভাবে রাগদ্বেষ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিবে। মীমাংসকদিগের (অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীদের) মতে, যজ্ঞে পশু বধে পাপ হয় না বরং পশু বলি দেওয়া কর্ত্তব্য এবং পশুরা স্বর্গে যায়।

দেবদেবীদের প্রীত্যর্থ সকাম যজ্ঞাদি, যাহাতে মানুষ নিজ নিজ কামনা সিদ্ধি সেই সব দেবদেবীদিগের নিকট হইতে পাইতে পারে, এবং শীঘ্রই পাইতে পারে এরূপ যজ্ঞাদি ভগবান বারণ করেন নাই কারণ দেবদেবীগণকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এই জন্যই (৪।১২; ৭।২০-২১; ৮।৬;৯।২৩ ইত্যাদি) এই শ্লোকের পরেরই কয়েকটি শ্লোকে এই দেবদেবীগণের পরিতুষ্টির কথা আসিয়াছে। দেবদেবীর পরিতুষ্টিতে যাহা পাওয়া যায় তাহার অগ্রভাগ, তাঁহাদিগকে না নিবেদন করিয়া যে ভোগ করে, সে মহাপাপ করে। শুধু সে-ই এই রূপ যজ্ঞাদি না করিতে পারে যে নির্যোগক্ষেম, যে আত্মারাম, যাহার কিছু চাহিবার নাই। বিজ্ঞানের সাধনাও দেবদেবী সাধনার মত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

ভগবান যজ্ঞের বা ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন ইহা বলা ভুল। বারবার ভগবান যজ্ঞের প্রশংসাই করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" যাহারা, এবং কামাত্মানঃ ইত্যাদি যাহা ২।৪২-৪৪শ্লোকে আছে এরূপ যাহারা, তাহাদের সমাধিতে মন বসে না, ইহাই বলিয়াছেন কারণ তাহাদের ভগবানের দিকে মন যায় না। কোন্ ফলের জন্য কোন্ যজ্ঞ করিতে হইবে, এই সবের পিছনে তাহাদের মন ঘুরিয়া বেড়ায়।

বলা হয় সৃষ্টির মূলই যজ্ঞ, যথা পুরুষ সূক্তে উক্ত হইয়াছে। আবার সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টিও যজ্ঞঃ—ওঁ, তৎ ও সৎ ভগবানের এই তিন নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া (১৭।২৩) ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সেরা কর্ম্ম, এই ত্যাগমূলক যজ্ঞঃ "ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (৮।৩)।

দার্শনিক ভাবে যজ্ঞ তিন প্রকার :—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (১৭।১১, ১২, ১৩)। বলিতে হইবে না, নিষ্কাম কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা হইয়াছে।

যজ্ঞধূমে মেঘ সৃষ্ট হয়, মেঘ বৃষ্টি আনে, ইত্যাদি ; যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ এবং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং (এই ৩।১৪-১৮ শ্লোকগুলি যথা স্থানে ভাল করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। এই শ্লোকগুলির স্পষ্ট ইঙ্গিত যে যজ্ঞ, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স আনে ; ইহা একদিকে "ধনে পুত্রে লক্ষী লাভ করায়", অন্ন বৃদ্ধি, প্রজা বৃদ্ধি করায়, প্রজা বাড়িলে যজ্ঞের সংখ্যাও বাড়ে ; এবং অন্যদিকে পরমাত্মার দিকে মন লওয়ায় ও তাঁহার স্পর্শ পাওয়ায়। যজ্ঞ, মানুষ ও ব্রহ্মের মাঝের সেতু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু যজ্ঞ যেখানে না করা হয়, বা যাহা বেদের দেশ নহে, সেখানে কি বৃষ্টি হয় না? আমরা বার বার বলিয়াছি যে গীতা সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক। যে স্থানে সঙ্কীর্ণ অর্থ উপরে উপরে প্রতীয়মান হইবে, একটু ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহার ভিতর সার্ব্বদেশিক অর্থ পাওয়া যাইবে, এবং তাহার ইঙ্গিতও কাছাকাছি শ্লোকে আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা হইতে, যজ্ঞের সহযোগিতা অর্থ পাইয়াছি, যাহা সকল শ্লোকে লাগিয়া যায়, এবং যাহা হইতে অন্ন, পর্জ্জন্য, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাক্ষর ইত্যাদি শব্দের ভিতরের অর্থ বাহির হইয়া আসে। এই সম্বন্ধীয় আমাদের একটি প্রবন্ধ অন্যত্র (পার্থসারথি জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২) প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে বলিয়া, তাহা এখানে আনা হইল না।

এইবার রূপক যজ্ঞের কথা লওয়া যাউক, পুরুষ সূক্তের কথা বলাই হইয়াছে। বলা হয়, ভগবানের এই সৃষ্টিটা তাঁহার যজ্ঞ। প্রকৃতি সর্ব্বদাই যজ্ঞ করিতেছে। আমাদের জীবনটাই যজ্ঞ। আমাদের দেহে সর্ব্বদাই যজ্ঞ হইতেছে। স্বধর্ম্ম পালনাদি সব যজ্ঞ। সমাধি, পরমাত্মায় জীবাত্মার হবন। চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তর উদাহরণ রহিয়াছে, এবং সেগুলি যথাস্থানে পূর্ণ ব্যাখ্যাও পাইয়াছে। আরও অনেক ব্যাপারকে যজ্ঞ বলা হয়; দুই চারিটির কথা এখানে বলিয়া লওয়া যাউক। সূক্ষ্ম দেহাবৃত জীবাত্মার লোকান্তর ভোগের পর কি কি ধাপে নামিয়া আসিয়া গর্ভে প্রবেশ করে; প্রতি ধাপে, অগ্নিই বা কি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবিঃই বা কি, পঞ্চাগ্নি বিদ্যায়, এই সব ধাপের কথা কথিত হইয়াছে ; সেই ধাপগুলি সব যজ্ঞ। জ্ঞানকৃত পাপের নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু অজ্ঞানে (এবং অনেক সময়ে জ্ঞাতসারে) আমাদের দ্বারা জীবহিংসা হয়। জীব হিংসা যে পাঁচটি স্থানে হয়, তাহাদিগকে সূণা বা বধ্যভূমি বলা হয় ; তাহারা কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী ; পঞ্চসূণা গৃহস্থাস্থ, তাভি স্বর্গং ন বিন্দতি, পঞ্চসূণা কৃতং পাপং পঞ্চ যজ্ঞৈর্ব্যপোহতি" (স্মৃতি বচন), অর্থাৎ ইহারা হামানদিস্তা, শিলনোড়া, চুল্লী, জল রাখিবার পাত্র, ও ঝাঁটা)। ঝাঁটার ঘায়ে অনেক পোকা-মাকড়, আরসোলা, মাকড়সা মরিয়া যায় ও কুম্ভে জল ঢালিতে, উদুখলে কোনো জিনিষ থেঁতো করিতে, শিলনোড়া বা যাঁতায় কোন জিনিষ পিষিতে, বা চুল্লীতে ইন্ধনাদি ধরাইতে, সেই জিনিষে লিপ্ত অনেক পোকামাকড় আমরা মারিয়া ফেলি। এই প্রতিদিনের পঞ্চপাপ কাটাইতে, আমাদের প্রতিদিন যে পঞ্চ যজ্ঞ করা ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহারা দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ও ভূতযজ্ঞ। হোমকরা দেবযজ্ঞ ; পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা পিতৃযজ্ঞ ; বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ ; অতিথি, আর্ত্ত ও দুস্থের সেবা করা, পোষ্যদের আহার দেওয়া নৃযজ্ঞ ; এবং পশুপক্ষীদিগকে, বিশেষ পালিত পশুপক্ষীদিগকে আহার প্রদান করা ভূত যজ্ঞ। মানুষের দায় বা কর্ত্তব্যকে অনেক সময় ঋণ বলা হয়, সেই হিসাবে দেবযজ্ঞ ইত্যাদির অন্য নাম দেবঋণ ইত্যাদি। পাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাটাইবার অছিলায় বা ঋণ পরিশোধের অছিলায়, কি সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৈশ্বদেব যজ্ঞও ঐ প্রকারের ; পঞ্চগ্রাস, আহারের পূর্ব্বে মাটিতে ফেলা হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক আমাদের পঞ্চপ্রাণ তৃপ্তি পাউক, এই মন্ত্র সহ, ইহাও সুন্দর ব্যবস্থা। এই ভাবে পিপীলিকা বায়স আদিও খাদ্য পায়।

বিশ্বদেব কে কে, অগ্নিপুরাণে দেওয়া আছে। বিশ্বদেব সম্বন্ধীয় যজ্ঞাদিকে বৈশ্বদেব বলে। রঘুনন্দনকৃত অহ্নিকতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

এইবার, "কঠিন শব্দ" ও অনুবাদ লওয়া যাউক। অয়ং লোকঃ=এই মানুষ, যে যজ্ঞ করে, অথবা এই মনুষ্যলোক বা কর্ম্মভূমিতে। তদর্থ=সেইজন্য, অর্থাৎ অন্যান্য কর্ম্ম যজ্ঞ নহে, সেইজন্য ; অথবা, তদর্থ=যজ্ঞের ভাবে অর্থাৎ যত্নের সহিত ও পবিত্র ভাবে ; কেহ কেহ "সেই পরমেশ্বরের জন্য" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মুক্তসঙ্গ=আসক্তিহীন ভাবে ; ফলাভিলাষ বা রাগদ্বেষাদির সঙ্গ না রাখিয়া ; অন্য কিছুতে নিজেকে না জড়িত করিয়া। এই "মুক্তসঙ্গ"ই আসল কথা।

অনুবাদ। যজ্ঞের জন্য করা কর্ম্ম ছাড়া, অন্য সকল কর্ম্ম, লোকের (অর্থাৎ আমাদের) জন্য কর্ম্মবন্ধন হয়। সেইজন্য অর্থাৎ অন্যান্য কর্ম্ম যজ্ঞ নহে, সেইজন্য (অথবা, যজ্ঞের ভাবে, অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধন না হয় সেইভাবে) হে কৌন্তেয় (অর্জ্জুন), মুক্তসঙ্গ হইয়া অর্থাৎ আসক্তিহীন, ফলাভিলাষহীন, রাগদ্বেষাদি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হীন হইয়া ও নিজেকে অন্য কিছুতে জড়িত না করিয়া, কর্ম্মসকল করিতে থাক (১৮।৫, ৬)। উপরে যেমন বলা হইয়াছে আমরা এখানে যজ্ঞের অর্থ নিষ্কাম নৈষ্ঠিক যজ্ঞও লইতে পারি, বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ কর্ম্মও লইতে পারি (অর্থাৎ যাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না এরূপ কর্ম্ম) বা নিষ্কাম সহযোগিতাও লইতে পারি। পরের শ্লোকগুলিতে নৈষ্ঠিক সকাম যজ্ঞই যেন বিবক্ষিত হইয়াছে। (মীমাংসকদিগের মতে সকাম যজ্ঞেও কর্ম্মবন্ধন হয় না)।

ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার যে, Man is led to bondage through work not done in the spirit of Sacrifice.

শঙ্কর। যজ্ঞই বিষ্ণু (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৭।৪)। ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম ছাড়া অন্য কর্ম্মে কর্ম্মাধিকারী মনুষ্য সমুদায়, কর্ম্মবন্ধন যুক্ত হয়।

মধুসূদন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মে যদি এই কর্ম্মাধিকারী পুরুষ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্ম-বন্ধ হয়। তদর্থং = যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম করণীয় কর্ম্ম, মুক্ত-সঙ্গ আচরণ কর। কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বিরহিত কর্ম্ম, বাস্তবিক পক্ষে "অকর্ম্ম"। কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ।

রামানুজ। এইপ্রকার আসক্তিরহিত হইয়া যজ্ঞাদির জন্য কর্ম্ম করিলে, যজ্ঞাদি দ্বারা আরাধিত পরমেশ্বর সেই সাধকের অনাদিকাল প্রবৃত্ত কর্ম্ম-সাধনাকে মূল হইতে কাটিয়া, তাহাকে যথার্থরূপে আত্ম সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। যজ্ঞবৈ বিষ্ণুঃ। সেই বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্তই কর্ম্মসকল বিহিত হইয়াছে। নতুবা, একমাত্র বিষ্ণু ব্যতীত এই মনুষ্যলোক কর্ম্মবন্ধনযুক্ত, অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর আরাধনামূলক কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হয় না। অতএব বিষ্ণুর প্রীতির জন্য নিষ্কাম হইয়া সম্যকরূপে কর্ম্ম আচরণ কর।

Aravinda—যজ্ঞ = ত্যাগাত্মিকা কর্ম্মনিষ্ঠা। Service means the rent which every man pays for the room he occupies on the earth…sacrifice is the very condition of life...but the sacrifice of the Veda-vadins are offerings, directcd towards material rewards. The Gita does not deny the validity even of the Vedic sacrificial works, It admits them, but says that the true road does not lie that way. The sacrifice, it says, must be offered to the Lord, the true sacrifice of all the life's energies and activities, with devotion, without desire, for His sake and for the welfare of the people.

Gandhi—"Action for the sake of sacrifice" means acts of selfless sacrifice, dedicated to God.

Radhakrishnan—যজ্ঞ = Sacrificing lower mind to the higher.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরীন্দ্রশেখর—"যজ্ঞার্থে কর্ম্মে যদি বন্ধনই না থাকে তবে তদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্ম্ম মুক্ত সঙ্গ হইয়া কর," 'এ কথার কোনও সার্থকতা থাকে না। অন্যত্র অর্থাৎ শরীর যাত্রা ব্যতীত অপর দিকেও দেখ। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম হইতে এই লোক কর্ম্ম বন্ধন যুক্ত হয়, অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম্মও মুক্ত সঙ্গ হইয়া অনুষ্ঠান কর। যজ্ঞ-কর্ম্ম লোক রক্ষার জন্য, অতএব তাহাতে আসক্তি দোষের নয়, এরূপ মনে করা ভুল। গিরীন্দ্রশেখর অন্বয় করেন "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মনঃ অয়ং লোকঃ কর্ম্ম বন্ধনঃ কৌন্তেয় তদর্থং মুক্ত সঙ্গ কর্ম্ম সমাচর।"

তিলক ঃ যজ্ঞের জন্য যে কর্ম্ম কৃত হয় তাহার অতিরিক্ত অন্য কর্ম্মের দ্বারা এই লোক আবদ্ধ।......ব্রহ্মা চাতুর্বর্ণ্য বিহিত যে যে কাজ ভাগ করিয়া দিয়াছেন সে সমস্তই যজ্ঞ শব্দে সমাবেশ হয়। এ শ্লোকের প্রথম চরণের যজ্ঞ সম্বন্ধে মীমাংসকদিগের যজ্ঞ ও দ্বিতীয় চরণে গীতার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞ = বিষ্ণু প্রীত্যর্থ কর্ম্ম, ইহা টানাবুনা অর্থ।

হীরেন্দ্রনাথ ঃ যজ্ঞের মর্ম্ম কথা ত্যাগ; ত্যাগের ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

সন্তদাস। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণু; অন্য দেবতা তাঁহার বিভূতি মাত্র। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ যে ত্যাগ, যজ্ঞ শব্দে তাহাই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী মুখ্যার্থ। সুতরাং যজ্ঞার্থাৎ ইত্যাদির অর্থ বিষ্ণু ও তদ্ বিভূতিস্থানীয় সর্ব্বদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে মাত্র কৃত না হইয়া, যদি অন্য উদ্দেশ্যে কৃত হয়, তবে সে স্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকোঽয়ং কর্ম্ম বন্ধন। (কর্ম্ম বন্ধনং যস্য, সোঽয়ং কর্ম্ম বন্ধনো লোকঃ ; এই কর্ম্ম লোকের বন্ধনের হেতু হয়)।

জগদীশ ঃ যজ্ঞ অর্থে যে ঈশ্বর বুঝায়, এ সম্বন্ধে আচার্য্য-দেবের প্রমাণ অতি ক্ষীণ ; গীতাকার ঈশ্বর অর্থে যজ্ঞ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সন্দেহের বিষয়। বঙ্কিম চন্দ্র বলেন যজ্ঞ ঈশ্বরের নাম নহে, বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক বলিয়া, যজ্ঞ বিষ্ণু, যথা অহং ক্রতু রহং যজ্ঞ।

(১০) ভগবান, যাহা যজ্ঞ তাহাকে লঘু করেন নাই, বেদের বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা বলেন নাই। বিশেষ কারণে তিনি বেদবাদরতাদের নিন্দা করিয়াছেন (২।৪২—৪৪), কিন্তু অনুষ্ঠানিক যজ্ঞকে পবিত্র ও চিত্তশুদ্ধিকারক, এবং করা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। তিনি যজ্ঞেশ্বর, তিনি নিজেকে ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং বলিয়াছেন, অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ বলিয়াছেন। আর, যজ্ঞই বিষ্ণু ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কামনা, মানুষ হঠ করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে না, ইহা জানিয়াই ভগবান দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন (৪।৩২) যাহাতে তাহাদের প্রীতি সম্পাদন করিয়া, মানুষ প্রকৃষ্ট ক্রিয়া সকল দ্বারা তাহাদের কামনা সিদ্ধ করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা করা, ভোগ দেওয়া, প্রসাদ বণ্টন করা, ইত্যাদি ভাল কাজ করার অভ্যাসও হইবে। ভগবান নিষ্কাম উপাসনা চাহেন ; যে তাহা পারিবে না, সে ভগবৎ প্রতীকদিগকে লইয়া পবিত্রভাবে পূজা ধ্যানাদির অভ্যাস করুক ; আত্মবৎ ঠাকুর সেবা করুক। এই শ্লোকগুলি স্পষ্টতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকাম যজ্ঞের হইলেও, এইভাবে নিষ্কাম যে ইহা হেয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, যথা কাহারও অনিষ্ট ঘটাইবার জন্য বা খোলাখুলি ভাবে পুত্র যশ অর্থ বা স্বর্গ (৯।২০) প্রাপ্তির জন্য করা হয় না। ইঁহা করা হয় দেবতাদিগের পোষণের জন্য যাহাতে জগৎ-চক্র চলা বন্ধ না হয়। তবে মুখে প্রর্থনা না জানাইলেও ইহা সকাম হইয়া পড়ে, যদি মনের কোনে আশা পোষিত থাকে যে দেবতারা মাত্র যজ্ঞকারীরই মঙ্গল করিবেন, (ইষ্ট কামধুক)। নিজের সহিত সম্বন্ধিত এরূপ কোন কিছু আশা না করিয়া, শুধু জগতের মঙ্গলের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, তাহাই নিষ্কাম যজ্ঞ। দেবতা ও মানুষে কি ভাবে আদান প্রদান হওয়া প্রয়োজন, এবং যজ্ঞ কি ভাবে জগৎ চক্র চালায় ও কি ভাবে অভ্যূদয় ও নিঃশ্রেয়স আনে, পরের শ্লোক কয়টিতে তাহা বলা হইয়াছে।

অভ্যুদয়ের কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে এই শ্লোক-গুলিকে ৪।১২ শ্লোকের পরিপূরক ভাবে লওয়া যাইতে পারে।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বো ঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০

পদচ্ছেদ। সহ-যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরা উবাচ প্রজাপতিঃ অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষঃ বঃ অস্তু ইষ্টকামধুক্।

অন্বয়। পুরা প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উবাচ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বম্ এষঃ বঃ ইষ্টকামধুক অস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। পুরা=পূর্ব্বে, সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে, কল্পাদি কালে। প্রজাপতি=স্রষ্টা; ঈশ্বর-শক্তি প্রকৃতি; ব্রহ্মা। প্রজা=যাহাদের প্রজনন বা সৃষ্টি হইল সেই লোক দিগকে, ১৭।২৩-২৭, ব্রাহ্মণআদি ত্রিবর্ণকে। সহযজ্ঞা=যজ্ঞের সহিত বর্ণ ধর্ম্মের সহিত। যজ্ঞ=বাহিরের অর্থ আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ, ভিতরের অর্থ, যথা সহযোগিতা, তাহা পরে বিবৃত হইবে, যখন শ্লোকগুলি একসঙ্গে আলোচিত হইবে। যজ্ঞের, তপস্যা এ অর্থও হয়। অনেন=যজ্ঞ দ্বারা বা সহযোগিতার দ্বারা বা বর্ণ ধর্ম্মের দ্বারা। প্রসবিষ্যধ্বম=বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; প্রসব=উৎপত্তি, অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া। বঃ=তোমাদের। ইষ্টকামধুক্=ইষ্ট ফলদাতা; স্বর্গের কামধেনুবৎ অভীষ্ট ভোগ প্রদানকারী। (যজ্ঞ চিত্ত-শুদ্ধি কর, এ কথা গীতায় আমরা বার বার পাই।

অনুবাদ—সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে স্রষ্টা (প্রজাপতি ব্রহ্মা) যজ্ঞের সহিত লোক সৃষ্টি করিয়া (তাহাদিগকে) বলিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞ যেন তোমাদের ইষ্ট ফল দাতা হয়। (কামধেনুর নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়, যজ্ঞ যেন তোমাদের সেইরূপ হয়)। (যজ্ঞের অর্থ বর্ণ-ধর্ম্ম এবং প্রজার অর্থ অনেকে বলেন, ত্রিবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণের লোক, অর্থাৎ প্রজাপতি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়াদি সৃষ্টি করেন, তখন তাহাদের জন্য বর্ণ-ধর্ম্মও সৃষ্টি করেন) এই অর্থ লওয়া যাইতে পারে, কিছু দূর চলিবে)। (সমাজ স্থিতির জন্য সহযোগিতার দ্বারা বর্ণাশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিপালনরূপ কর্ম্মযোগই যজ্ঞ--ইহা পরে আমরা বলিব)। রূপক ইত্যাদি লইয়া, ব্যাপক বর্ণনায়, যজ্ঞ যে কোন ক্রিয়া যাহা আয়াস স্বীকার সহকারে করা যায়, যাহাতে কোন প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করা হয় কোনও আরও প্রিয় বস্তু পাইতে; এ অর্থ আমরা সকল স্থানে প্রযুজ্য ভাবে পাই, সেই জন্য বার বার ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

শঙ্কর। সৃষ্টির আদিকালে যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণ আদি ইত্যাদি।

শ্রীধর। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা=যজ্ঞের সহিত সৃষ্ট ব্রাহ্মণাদি। প্রজা=যজ্ঞাধিকারীগণ। কাম্য কর্ম্মের প্রশংসা এই প্রকরণে অসঙ্গত হইলেও কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলাতে দোষ নাই।

Gandhi। যজ্ঞ= শারীরিক পরিশ্রমরূপী ত্যাগ।

তিলক। যজ্ঞ=চাতুর্বর্ণাদির যথাধিকার ব্যবহারিক কর্ম্ম সমূহ।......মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে যে যখন ব্রহ্মা লোক উৎপন্ন করিলেন, তখন তাহাদের ভরণ-পোষণ কি প্রকার হইবে, তাহার জন্য তপস্যা করায়, ভগবান প্রবৃত্তি-প্রধান যজ্ঞ চক্র উৎপন্ন করিলেন, এবং দেবতা ও মনুষ্য উভয়কে কহিলেন যে এক অপরের রক্ষা সাধন কর; ১০ ও ১১ শ্লোকে ইহাই কিছু শব্দ ভেদে বলা হইয়াছে (শান্তি পর্ব্ব)। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আরও অধিক দৃঢ় হয়তেছে যে প্রবৃত্তি-প্রধান ভাগবৎ ধর্ম্মের তত্ত্বই গীতাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু পরে যজ্ঞে পশু বধ হইতে থাকায়, ভাগবৎ ধর্ম্মে যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংসা গর্হিত বলা হইল এবং ঐ ধর্ম্ম হইতে ঐরূপ পশু বধ যজ্ঞ পরিত্যক্ত হইল। এই জন্য পশু-যজ্ঞের স্থানে দ্রব্যময় যজ্ঞ আনা হইল। এবং শেষে এই মত প্রচারিত হইল যে জ্ঞানময় যজ্ঞ ও জপময় যজ্ঞ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একাদশ শ্লোকের ভাব, ঋগ্বেদে (যজ্ঞ, ১০, ১৩৭, ১) ও মনুস্মৃতিতে আছে।

মধুসূদন। যজ্ঞ শব্দে সমস্ত অবশ্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মই বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা না করিলে যে প্রত্যবায় হয় তাহা অগ্রে বলা হইবে।......এখানে কাম্য কর্ম্মের প্রস্তাব নাই, কেন না "তুমি কর্ম্ম ফলের হেতু হইও না" এই সন্দর্ভে কাম্য কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিরাকৃত হইয়াছে, তথাপি নিত্য কর্ম্ম সকলেরও যখন আনুষঙ্গিক ফল হইতে পারে, তখন "ইহা তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক," এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হয়। আপস্তম্ব এই রূপ স্মৃতিও নিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা "যেমন আম্র বৃক্ষ ফলের জন্য প্রস্তুত হইলেও, তাহার ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে' আর যদি তাহা উৎপন্ন না হয়, তাহার জন্য ধর্ম্মের কোনও হানি হয় না। কাম্য কর্ম্মের ও নিত্য কর্ম্মের ফল থাকিলেও, তাহাদের পার্থক্য এই যে কাম্য কর্ম্মে ফলাভিসন্ধি থাকে, আর নিত্য কর্ম্মে তাহা থাকে না। আর যাহা অভিলাষ করা হয় না, তাহা যদি বস্তু স্বভাবে উৎপন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাতে কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ হয় না, অর্থাৎ তাহাতে নিত্য কর্ম্মের নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় না।......যজ্ঞের সহিত অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম কলাপের সহিত যাহারা বর্ত্তমান থাকে তাহারা সহযজ্ঞ, সুতরাং সহযজ্ঞের অর্থ কর্ম্মাধিকৃত পুরুষ। যজ্ঞ হইতেছে স্বার্থ বিরহিত পরার্থ করা কর্ম্ম। এই যজ্ঞ কর্ম্মই সকল অভ্যুদয়ের হেতু।

রানদয়াল। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, তাহার এক পাদ জাগ্রদাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত হইলে তিনিই সগুণ ব্রহ্ম বা প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট পুরুষ বা ব্রহ্মা নাম ধারণ করেন। এই প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে একার্ণব জলে শয়ান ছিলেন (তৈত্তি আরণ্যক) ইহাঁর সৃষ্টি, খণ্ডপ্রলয়ের পরের সৃষ্টি। যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিলেন (ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্র,) ব্রাহ্মণাদি জাতি ও তাহাদের আশ্রয় মত ধর্ম্ম সমকালে উৎপন্ন হয়। প্রলয়ে জীবপুঞ্জকে অচেতনবৎ আপন প্রকৃতিতে লীন দেখিয়া ব্রহ্মা কৃপা বশে তাহাদের নাম রূপ কর্ম্মসহ সৃষ্টি করেন।

বিশ্বনাথ, রামানুজ। নারায়ণই প্রজাপতি। প্রজাপতি সৃষ্টিকালে দেখিলেন যে প্রজা, প্রজা-স্বরূপ স্বরূপে বিলীন হইয়া বিবশভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নাম রূপ আদি উপসংস্কৃত হইয়াছে, অতএব তাহারা সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ সাধনে অক্ষম হইয়া অচেতনবৎ অবস্থান করিতেছে।......তাহাদের নাম রূপ দিলেন, ইহাকেই বলে সৃষ্টি করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরীন্দ্র শেখর। পুরাকালে প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্টাতৃ দেবতা কল্পিত হইয়াছিল। এখনও এরূপ ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত আছে। যথা....ইন্দ্র পূজা না পাইলে বৃষ্টি বন্ধ করেন।...ভগবানের সৃষ্টি নির্বিঘ্নে চলিতে হইলে মনুষ্যেরও সাহায্য আবশ্যক। এইরূপ অধিষ্ঠানই পুরাকালে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইত। যজ্ঞের দুই উদ্দেশ্য—প্রথম, কোনও বিশেষ দেবতাকে সুখী রাখিয়া সৃষ্টি চক্র প্রবর্ত্তিত রাখা, ও দ্বিতীয়, নিজ অভীষ্ঠ ফল লাভ। যজ্ঞে যে কেবল যজমানেরই স্বর্গ লাভ হয়, তাহা নহে পরন্তু যজ্ঞ ধূমে মেঘ উৎপন্ন হইয়া বৃষ্টি হয়, এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মিয়া থাকে। এইরূপ ধারণা হইতেই বলা হইত যে যজ্ঞ কর্ত্তব্য। সৃষ্টি চক্রের বিভিন্ন অংশের কার্য্যের শৃঙ্খলা মানুষের কাজের উপর নির্ভর করে, কেননা মানুষের স্বার্থ ও এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার পরস্পর ঘনিষ্ট ভাবে ব্যাপাশ্রিত। এই চক্র প্রবর্ত্তিত রাখিয়া মানুষ নিজের যদি কিছু সুবিধা করিতে পারে, তবে সে তাহা নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারে। আমরা এখন ম্যুনিসিপ্যালিটিকে যে ভাবে দেখি, তখন সমগ্র সৃষ্টিকে সেই ভাবে দেখা হইত; কর দিলে আমি ম্যুনিসিপ্যালিটির রক্ষারও সাহায্য করিলাম, এবং নিজের সুখভোগেরও বন্দোবস্ত করিলাম।

জ্ঞানেশ্বরী। সব প্রাণীদিগের সহিত নিত্য কর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম সৃষ্ট হইল।

ভূপেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করিয়া তৎসঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাস রূপ যজ্ঞ বা কর্ম্ম জুড়িয়া দিলেন...ঐ শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্য দিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরন্তর ব্রহ্ম জপ হইতেছে; শ্বাসের মালাকে হাতে ফিরাইতে হয় না। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাণ যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে। সাংসারিক উন্নতি তো সামান্য কথা চৈতন্যলাভও ইহা হইতে হয়। এই জন্যই ইহা কামধেনু।

অরবিন্দ। গীতা বেদবাদ ও বেদান্তবাদের সমন্বয় করিয়াছে, ১০-২৪ শ্লোকে।

মহানামব্রত। কর্ম্ম ও ধ্যান (জ্ঞান), ন্যায়-দর্শন (লজিক) বলে, বিরোধ ধর্ম্মী বলিয়া ইহাদের একাত্রাবস্থান অসম্ভব। জীবনদর্শন বলে, পূর্ব্ব জীবনের মধ্যে ইহারা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।...সৃষ্টির মূল যজ্ঞ, উহার রক্ষায় যজ্ঞ, এই ভাবে যজ্ঞের অপরিহার্য্যতা স্থাপন করিয়া গীতার বক্তা সমস্ত কর্ম্মকে যজ্ঞের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।...৩০ হইতে ৩২ শ্লোকে ভগবান সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পনের দ্বারা কর্ম্মযজ্ঞের পূর্ণতা ও তৎপথের সন্ধান দিয়াছেন।...যজ্ঞাবশেষ অমৃত পানে জীব শাশ্বত ব্রহ্মলোকে যায়।...যজ্ঞে ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইয়া নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন; অতএব সকল কর্ম্মগুলিকে যজ্ঞ করিয়া লইতে পারিলেই সকল অপরাধ কাটিয়া যায়।

দেবতুষ্টির জন্য কৃত যজ্ঞ কি ভাবের ফল প্রদান করে তাহা বলিতেছেন—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদচ্ছেদ। দেবান্ ভাবয়ত অনেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরম অবাপ্স্যথ।

অন্বয়। অনেন দেবান্ ভাবয়ত, তে দেবাঃ বঃ ভাবয়ন্তু। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরম শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ।

কঠিন শব্দ। অনেন=এই যজ্ঞ দ্বারা, ভাবয়ত=ভাবিত অর্থাৎ সম্বর্দ্ধিত বা তুষ্ট করা; বিবেচনা রাখা। বঃ=তোমা-দিগকে। পরমশ্রেয়=পরম মঙ্গল! অবাপ্স্যথ=লাভ করিবে

অনুবাদ। এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট কর, সেই দেবতাগণ তোমাদিগকে সন্তুষ্ট অর্থাৎ অনুগৃহীত করিবেন। এই রূপ পরস্পরের প্রতি ভাবনা বিবেচনা রাখিলে, অর্থাৎ পরস্পরের সন্তোষ বিধান করিলে (তোমরা) পরম মঙ্গল লাভ করিবে। (মহা ভা ৯।১৩, ২৫, গীতা প্রেমী)

যদি সকাম ভাবে, অর্থাৎ দেবতার নিকট অনুগ্রহ পাই-বার জন্য যজ্ঞ করা হয়, তাহা হইলেও তাহা মন্দ কর্ম্ম হইবে না, কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা ভাল ও চিত্ত শুদ্ধি কারক। এরূপ যজ্ঞে মঙ্গলই হয়। পরের কয়েকটি শ্লোক এইরূপ সকাম যজ্ঞ সম্বন্ধীয়। দেবলোক ও নরলোকে নিয়ত আদান প্রদান চলিতেছে (৩।১৪, ১৫), ইহা জগৎচক্রের একটি বিশেষ চাকা জগতের সার্ব্বভৌমিক কেন্দ্রীয় কথা পারস্পরিক নির্ভরতা বা সহযোগিতা—নক্ষত্রে নক্ষত্রে, সূর্য্য ও গ্রহে, গ্রহে গ্রহে, গ্রহে উপগ্রহে, চিৎ অচিতে, দেহী দেহে, জীব কোষে জীব কোষে, পরমাণুতে পরমাণুতে। ইহারই একটি কাব্যিক চিত্র এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকগুলি। আয়াস স্বীকার সহ যে সব প্রাকৃতিক নীতির ক্রিয়া কলাপের আমরা চর্চ্চা করি, এবং যে চর্চ্চার ফলে আমরা পুরুস্কারও পাই, সেই নীতি সমূহকে যদি চৈতন্যময় ও ফলদাতারূপে কল্পনা করা হয় অর্থাৎ দেবতা বলিয়া সেইগুলিকে ধরা হয় ইহাদের অকপট চর্চ্চায় যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তাহার এক অংশ যদি সেই চর্চ্চায় আবার লাগান হয়, তাহা হইলে চক্রবৃদ্ধি ভাবে আমরা কি না পাইতে পারি? বিজ্ঞান এই কথাই অবিরতঃ বলিতে থাকে।

শঙ্কর। এই প্রকার এক অন্যের উন্নতি করিতে থাকিলে, জ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা মোক্ষ রূপ পরম শ্রেয়ঃ বা স্বর্গ রূপ পরম শ্রেয়কে পাইবেই।

রামানুজ। "আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা" (৫।২৯), দেবতারা আমার শরীররূপ হওয়ায়, আমারই প্রতিমূর্ত্তি; সেইজন্য যজ্ঞ দ্বারা তাহাদের আরাধনা কর। আমারই স্বরূপ তাঁহারা, যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হইয়া তোমাদের মঙ্গল করিবেন।

তিলক। ভগবান ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, লোক সমূহের নির্ব্বাহ জন্য প্রবৃত্তি প্রধান যজ্ঞ চক্র উৎপন্ন করিলেন (মহাভারতীয় নারায়ণ ধর্ম্মে উক্ত)।

Gandhi—The service of all created things is the service of the Gods; and the same is sacrifice. Gods mean the whole of creation. "Unto each nation have been given sacred rites which they

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

are to perform" (Koran).

ভক্তিপ্রদীপ। ভাবযত=Gratify.

মধুসূদন। যজ্ঞানুষ্ঠানে, অর্থাৎ পরার্থপর কর্ম্মে দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রসন্ন হন, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ সাত্ত্বিক হয় এবং চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া অন্তরালোক ফুটিয়া উঠে, (দিব=দ্যোতন বা প্রকাশন) আর এই জ্ঞানালোকই শ্রেয় প্রাপ্তির একমাত্র হেতু।

সচ্চিদানন্দ। দেব অর্থাৎ তত্তৎ ইন্দ্রিয়াদি অনুগ্রাহক।

আশুদাস। উপনিষৎ মতে প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট ভাব যুক্ত চৈতন্য প্রবাহ ঃ—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এই তেত্রিশ দেবতা; অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ আদিত্য আকাশ, চন্দ্রমা রস ও নক্ষত্র সকল, এই অষ্ট বসু, দশপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ রুদ্র; বৎসরের দ্বাদশ মাস এই দ্বাদশ আদিত্য; অশনিই ইন্দ্র; যজ্ঞই প্রজাপতি।

ব্যোমব্রহ্ম। তোমরা ঈশ্বর নিষ্ঠ হইয়া মনোবুদ্ধি প্রভৃতিকে শুদ্ধ কর, পবিত্র মনোবুদ্ধ্যাদিও তোমাদিগকে পবিত্র করুক, অর্থাৎ তোমাদের বিষয় ধাবিত ইন্দ্রিয়গণের স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা বিধান করুক। দেবান্ (দিব=আকাশ)=আকাশ তত্ত্বের অন্তর্গত মন, বুদ্ধি অহঙ্কার। ভাবয়ত=ভাবিত বা শুদ্ধ কর; যজ্ঞ ভাবিতাঃ=ঈশ্বর নিষ্ঠা দ্বারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূপেন্দ্রনাথ। যে দেবতার ভাবনা করা যায়, সে দেবতা আবার আমারও ভাবনা করিবেন, ইহা একটা জ্ঞানের, জানিবার কথা। ভাবনা গুলি দৈবী শক্তি সম্পন্ন। যখন আমরা কাহারও শুভ কামনা করি, তাহার শুভ হইতেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও শুভ হইবেই ; কাহারও অশুভ কামনা করিলে নিজেরও অশুভ হয়।......অজপা দ্বারা হোম ক্রিয়া করিতে হইবে। ব্রহ্মই অগ্নি, কূটস্থ বা পরম শিব। কূটস্থে প্রাণকে রোধ করিতে করিতে প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে। স্থিরতাই পরম ব্যোম বা নিরঞ্জন। তখন প্রাণ শক্তি ব্রহ্ম রন্ধ্রে স্থিতিলাভ করিয়া বিদেহ মুক্তি প্রদান করিবে। আমাদের দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণই দেবতা। এই ক্রিয়া সাধনে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্ম শক্তি জাগ্রত হইয়া সাধককে অভীষ্ট ফলদান করে। মূলাধারে শক্তি চৈতন্য লাভ করিলে ক্ষিতি তত্ত্ব জয় হইবে, এবং সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা গণেশ সর্ব্ব প্রকার অভিষ্ট সিদ্ধি করিয়া সাধককে কৃতার্থ করিবেন। সেই একই শক্তি স্বাধিষ্ঠানে "বিষ্ণু রূপে" বিরাজমান, সেই বৈষ্ণবী শক্তি জাগ্রত হইলে, সাধক অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইবেন। এইরূপে মণিপুরে অগ্নি বা রুদ্র, অনাহত বায়ু বা ঈশ্বর, বিশুদ্ধাখ্যে আকাশ বা সদাশিব সম্পূজিত হইলে মঙ্গল করেন। এইরূপে পঞ্চচক্রে ক্ষর পুরুষ বা ভূত সমূহের উপাসনায় ভূত শুদ্ধি হইয়া গেলে আজ্ঞাচক্রে বা তপোলোকে অক্ষর বা কূটস্থ পুরুষের উপাসনা হইবে, পরে সত্যলোকে বা সহস্রারে উত্তম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।......এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ার দ্বারাই প্রতি চক্রে মন দিতে দিতে সর্ব্ব দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে।

(১২) দেবগণকে কৃতজ্ঞতায় যাহা নিবেদন করা উচিত, তাহা নিজে যে আত্মসাৎ করে, সে চোর।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২

পদচ্ছেদ। ইষ্টান্ ভোগান্ হি বঃ দেবাঃ দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ, তৈঃ দত্তান্ অপ্রদায় এভ্যঃ যঃ ভুভ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।

অন্বয়। দেবাঃ যজ্ঞ ভাবিতাঃ ইষ্টান্ ভোগান্ বঃ দাস্যন্তে, হি তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ অপ্রদায় যঃ তুভ্‌ক্তে সঃ স্তেন এব।

কঠিন শব্দ। যজ্ঞভাবিতা = যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট। ইষ্টান্ ভোগান্ = অভিলষিত ভোগ্য বস্তু সকল। দাস্যন্তে = দিবেন। বঃ = তোমাদিগকে। হি = পক্ষান্তরে, কিন্তু। তৈঃ = তাহাদিগের দ্বারা। দত্তান্ = প্রদত্ত (ভোগ্য বস্তু সকল)। এভ্যঃ = তাহাদিগকে। স্তেন এব = চোর নিশ্চয়ই। অপ্রদায় = না দিয়া, নিবেদন না করিয়া। (বিজ্ঞান চর্চ্চায়, যখন যাহা পাওয়া যায়, তাহা সেই বিজ্ঞান দেবতাকে নিবেদন করার অর্থ, বিজ্ঞান চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকা, বা লাভজনক কিছু পাইলে তাহা পাঁচজনকে দেওয়া)। পারস্পরিক সহযোগে উৎপন্ন বস্তু, শুধু নিজের দিকেই টানিবে না, হইলই বা কেহ Capital দিয়াছে আর একজন labour দিয়াছে। এই না টানাই socio communism.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট হইয়া অভিলষিত বস্তু সকল তোমাদিগকে দিবেন কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত বস্তু তাহাদিগকে নিবেদন না করিয়া, যে (নিজে সমস্ত) ভোগ করে, সে চোর নিশ্চয়ই। (দেব ঋণ পরিশোধ একটা মস্ত কর্ত্তব্য।

এই দেবতা কাহারা? অতিথি, প্রতিবাসী, বন্ধু, দরিদ্র আতুর যাহারা আমাদের স্নেহ ও কৃপাপ্রার্থী। গরু, কুকুর ইত্যাদি পশুরা যাহাদের নিকট আমরা সেবা লইতেছি, আর বিদ্বান্, চরিত্রবান ঋষিতুল্য, দেবতুল্য যাঁহারা, যাঁহাদিগকে সেবা দিতে পারিলে, আমাদের কৃতার্থ হইবার কথা—তাঁহারা। ইহাই দেব যজ্ঞ, ঋযি যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ, পশু যজ্ঞ। জীব শিব, ইহাদের প্রসন্নতা লাভ করা চাই। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী "বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। "বাড়ীর বালক বালিকাটিও ভাল ফল দেখলেই, টপ্ করে মুখে পুরে দেবার কল্পনাও করতে পারত না; জান্ত সেটি ঠাকুরের নৈবেদ্যে লাগবে; এবং আর পাঁচজনকে প্রসাদ দিয়ে, তার ভাগ্যে একটুকরা পড়তে পারে, না-ও পারে।" (রেণুকা দেবী)

শ্রীধর। পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞে, যাহা দেওয়া উচিৎ তাহা প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে সে চোর।

ব্যোমব্রহ্ম। মনো বুদ্ধি প্রভৃতি দেবগণ ঈশ্বর নিষ্ঠা দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া তোমাদের অভীষ্ট সমূহ প্রদান করিবেন। [তাঁহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দের প্রদত্ত ইন্দ্রিয় সমূহ তাঁহাদিগকে না দিয়া (অর্থাৎ মনঃ প্রভৃতির সুখোৎকর্ষ বিধানের জন্য বিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া)] যে ইন্দ্রিয় ভোগে রত হয়, সে চোরই।

Gandhi :—যজ্ঞ is a word full of beauty and power ; every age does its particular যজ্ঞ...it means an act directed to the welfare of others ; done withont receiving or desiring a return for it ; "act" includes thought and words, and "others" includes all life. Mankind lives by যজ্ঞ, sacrifice. The world can not subsist for a single moment withont যজ্ঞ।...যজ্ঞ, so to say, thua came with creation isself. This body therefore has been given to us, only in order that we may serve all creation with it. We are forever bound to serve the universe. He who acts without offering যজ্ঞ, eats stolen food....The sacrifice is bnt the repaymeut of our debt to Nature and God. যজ্ঞ having come thus wiih our birth, we are debtors all our lives.

ভুপেন্দ্রনাথ। প্রাণায়ামাদি যজ্ঞ দ্বারা শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের তেজ, বল, পুষ্টি, আয়ু, আনন্দ প্রভৃতি দেব শক্তি দ্বারা নিজের ও জগতের কত কল্যাণ করা যায়। নিজের ভোগে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগালো সে চোর।...বাহ্য যজ্ঞের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ, ব্রতের উদ্দেশ্য ভোগ ত্যাগ, তপস্যার উদ্দেশ্য সুখ ত্যাগ, যোগের উদ্দেশ্যে সমুদয় ত্যাগ। সর্ব্বত্যাগেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা।

মধুসূদন। যজ্ঞ হইতে যে কেবল পারলৌকিক ফল লাভ হয়, তাহা নহে, ঐহিক ফলও পাওয়া যায়।...দেব ঋণ যে শোধ করে না সে চোর।

রামানুজ। যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত আমারই স্বরূপ দেবগণ তোমাদের ইচ্ছিত বস্তু দিবেন। তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত-বস্তু যে তাহাদের অর্পণ না করিয়া খায়. সে চোর। তাহার নরকবাস হয়।

শঙ্কর। দেব প্রদত্ত বস্তু দিয়া দেবঋণ শোধ না করিয়া যে নিজেকে তৃপ্ত করে সে চোর।

(১৩) যজ্ঞ-শেষ অন্ন ভক্ষণ না করিয়া, নিজের জন্য করা অন্ন যে ভক্ষণ করে, সে পাপ ভক্ষণ করে।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

পদচ্ছেদ। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্ত্যঃ মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ, ভুঞ্জতে তে তু অঘং পাপাঃ যে পচন্তি আত্মকারণাৎ।

অন্বয়। যজ্ঞশিষ্টাসিনঃ সন্তঃ সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ মুচ্যন্তে; যে পাপা আত্মকারণাৎ পচন্তি তে অঘং ভুঞ্জতে।

কঠিন শব্দ। যজ্ঞ শিষ্টাশিনঃ=যজ্ঞাবশেষ ভোজী ; (যথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসাদ ইত্যাদি ভোজী) পঞ্চ যজ্ঞের পর যাহা থাকে তাহা যে খায় ; দেবতাকে নিবেদন করিয়া, প্রসাদ অন্যান্য দিগকে দিয়া, যাহা থাকে তাহা যে খায়। সন্তঃ = সজ্জনগণ। সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ = সকল পাপ হইতে, যাহা পঞ্চ সূনা জনিত পাতক ও অন্যান্য নানাবিধ পাতক। তু = কিন্তু। আত্মকারণাৎ পচন্তি = কেবল নিজের জন্যই পাক করে, দেবতাদিগের জন্য বা বৈশ্যদেবাদির বা পোষ্য, অতিথির ইত্যাদির জন্য নহে। অঘং = পাপ।

অনুবাদ। যজ্ঞাবশেষ ভোজী অর্থাৎ নিবেদিত অন্ন ভোজী বা পঞ্চ যজ্ঞের পর যাহা থাকে, তাহা যিনি খান, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যে কেবল নিজের জন্যই পাক করে অর্থাৎ নিবেদনের জন্য করে না, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপ ভোজন করে।

গৃহস্থ, স্বধর্ম্ম পালন রূপ যজ্ঞে, অতিথি ইত্যাদিকে খাওয়াইয়া যাহা থাকিবে, মাত্র তাহাই খাইবে। ২।৬৪ শ্লোক "প্রসাদ" ও এখানকার যজ্ঞশিষ্ট অনেকটা এক রকম ভাবের কথা। দুইয়েতেই সর্ব্ব দুঃখ নাশ করে।

এই শ্লোকগুলির আরও দু এক রকমের ভাবার্থ দেওয়া যাইতে পারে। দেবতা প্রাকৃতিক অনেক ব্যাপারাদিকেও বলা হয়, যথা, বিদ্যুৎ, অগ্নি, বাতাস জল ইত্যাদি। আমাদিগের ইন্দ্রিয়েরা নিজ নিজ দেবতার অধীনে কার্য্য করে। কার্য্য করিবার শক্তি, নিজ নিজ দেবতার নিকট হইতে পায়, যথা চক্ষুর দেবতা সূর্য্য হাতের দেবতা ইন্দ্র। এই দেবতারা যদি ঠিক ভাবে আরাধিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন, অর্থাৎ সেই ভাবে তাঁহাদের সেবা করি, যে ভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে লাভের কিছু পাই, তাহা হইলে আমাদের মনস্কামনা তাঁহারা পূর্ণ করেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিদ্যুতের সহিত আমরা কত জিনিষই না পাইয়াছি ? অপব্যবহারের শেষ ফল ধ্বংশ। অপব্যবহারে চক্ষের শক্তি নষ্ট হয়, সুব্যবহারে শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই যে সুফল সমূহ তাহা স্বার্থপরের মত সম্পূর্ণ ভাবে নিজের জন্য না লাগাইয়া জগৎকে আমাদের দেওয়া উচিত।

শঙ্কর। দেব—যজ্ঞাদি করিবার পর যাহা বাঁচিয়া থাকে, সেই অমৃত নামক অন্ন ভক্ষণ করা যাহার স্বভাব হয়, সে সব পাপ হইতে মুক্ত হয়, যথা পঞ্চ সূনার পাপ ও প্রমাদ উৎপন্ন হিংসা জনিত পাপ, ইত্যাদি। উদর পরায়ণ নিজ পাপ খায়।

মনুস্মৃতি—৩ ; গীতা ৪।৩১)।

জ্ঞানেশ্বরী। এই সব সম্পত্তি, হবনের জন্য। হবনের পর যাহা থাকিবে, মাত্র তাহাই তোমার ভোগ্য।

শ্রীধর। যাহারা নিজের উদর পূরণার্থ পাক করে ও দেবতা দিগকে নিবেদন না করিয়া আহার করে, তাহারা পাপী।

তিলক। যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম কেবল তিল ও চাউল অগ্নিতে ভাজিবার জন্যই নহে, আর স্বর্গ প্রাপ্তির জন্যও নহে, বরঞ্চ জগতের ভরণ পোষণ করাইবার জন্য উহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। বৈশ্য দেবাদি-যজ্ঞের অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা অমৃত।

রামানুজ। ইন্দ্রাদি রূপে স্থিত পরম পুরুষ ভগবানের দ্বারা তাঁহার নিজ আরাধনার জন্য দেওয়া পদার্থ, পাক করিয়া যে নিজে খায়, সে পাপভোজী।

গোয়েন্কা। এখানে বিশেষ করিয়া পঞ্চ মহাযজ্ঞ লক্ষিত হইয়াছে। সৃষ্টি কার্য্য সুচারু রূপে সঞ্চালন ও সৃষ্ট জীব গণের ভরণ পোষণে, পাঁচ শ্রেণীর প্রাণী পরস্পর সম্বন্ধিত—ইহারা দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণী। ইহাদের সহ-যোগে সব কিছু পুষ্টি আসে। দেবতা, ঈপ্সিত বস্তু সকল প্রদান করেন, ঋষিরা জ্ঞান প্রদান করেন, পিতৃপুরুষ সন্তানের ভরণ পোষণ করেন ও আমাদের হিত চাহেন, মনুষ্য কর্ম্মের দ্বারা পারস্পরিক সেবা করে ও পশুরা আমাদের সুখের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে। পঞ্চ মহাযজ্ঞে ইহাদের ঋণ পরিশোধ করা হয়। ইহাদের প্রাপ্য'ভাবে, যজ্ঞের উদ্‌বৃত্ত যাহা থাকিবে তাহা হইতে উহা দিয়া, তাহার পর যাহা থাকিবে, মাত্র তাহাই আমাদের আহার। ইহা অমৃত।

মনু। অতিথি আদি ভোজনের পর যাহা থাকে (যাহাকে বিঘস বলে) ও যজ্ঞাবশিষ্ট যাহা থাকে যাহাকে অমৃত বলা হয় তাহা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিবে। বিঘনাশী ভবেন্নিত্যং বামৃত ভোজনঃ, বিঘসো ভুক্ত শেষন্ত যজ্ঞ শেষং তথামৃতং"; বেদেও এই ভাবের কথা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমব্রহ্ম। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ=ঈশ্বর চিন্তার শেষ (পরিণাম) অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন।

ভুপেন্দ্রনাথ। প্রাণায়াম যজ্ঞ। প্রাণ ক্রিয়া সাধন করিতে করিতে যে ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হয় তাহাই যজ্ঞের শেষ। যজ্ঞের এই শেষ ভাগ যিনি ভোগ করেন, তিনিই যজ্ঞাবশেষ ভোজী।

শুধু চিত্ত শুদ্ধি কারক ও "নিয়ত" কর্ম্ম বলিয়া, বা প্রজাপতির কথার জন্য যজ্ঞ গৌরবময়, তাহা নহে, যজ্ঞ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স আনে উহা জগৎ চক্রের একটি বিশেষ চাকা। তাহা কি রূপ, তাহাই বলিতেছেন।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ ॥১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

পদচ্ছেদ। অন্নাৎ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাৎ অন্ন-সম্ভবঃ যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ, যজ্ঞ কর্ম্ম-সমুদ্ভবম্ কর্ম্ম,ব্রহ্ম-উদ্ভবম্ বিদ্ধি ব্রহ্ম অক্ষর-সমুদ্ভম্, তস্মাৎ সর্ব্বগতম্ ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

অন্বয়। অন্নাৎ ভূতানি ভবন্তি, পর্জ্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবঃ, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ। কর্ম্মব্রহ্মোদ্ ভবম্, ব্রহ্ম অক্ষর সমুদ্ভবং বিদ্ধি, তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। পর্জ্জন্য = মেঘ ; বৃষ্টি ; কৃতকৃত্যতা, সুব্যবস্থা, (এ দুইটি অর্থ সার্ব্বভৌমিক ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হইবে)। যজ্ঞ = আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ ; বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ কৃত কর্ম্ম ; রূপক যজ্ঞ ; সহযোগিতা যাহা উৎসর্গ মূলক। কর্ম্ম = কর্ম্ম কাণ্ডের নির্দ্দেশ সমূহ যাহা যজ্ঞ করায় (যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ) ; যে সব কাজ যজ্ঞের মত ভাবে করা হয় ; মনের সুসংস্কার (এ অর্থ সর্ব্বভৌমিক ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হইবে) ; সৃষ্টি ক্রিয়া (বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (৮।৩) ; তাহাকেই কর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কর্ম্ম নামের তাহাই যোগ্য যাহা ত্যাগমূলক আর, ত্যাগমূলক কর্ম্মই যজ্ঞ (৪।৩২)। "ব্রহ্ম" এই শব্দ এখানে "অক্ষর" বা পর ব্রহ্ম হইতে পৃথক, ইহা সগুণ ব্রহ্ম, এই ভাব বহন করে। ইহার কয়েক প্রকার অর্থ এখানে আসে, যথা (১) প্রজাপতি বা ব্রহ্মা, যাঁহার দ্বারা ভূতসত্ত্বা উৎপাদনকারী বিসর্গ, অর্থাৎ ত্যাগরূপ তপস্যা নামক কর্ম্ম কৃত হইয়াছে (৮।৩), অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন, যিনি প্রজার অর্থাৎ মানুষ সকলের সহিত যজ্ঞেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন. যে যজ্ঞ করিতে থাকিলে, তাহাদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সংসাধিত হয়। বলা হইয়াছে গীতা-তেই ওঁ তৎসৎ মন্ত্রোচ্চারণের সহিত, ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রহ্মার মত দেবতাবৃন্দও এই সগুণ ব্রহ্মের ভিতর পড়েন; যাঁহারা নানা বর লাভের জন্য উপাসিত হন। ইহাঁরা সবই বাস্তবে সেই পর ব্রহ্মের বিভাব। পৌরাণিক মতে এই ব্রহ্মা ভগবানের নাভি কমলে জন্মিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) এই 'ব্রহ্ম' শব্দে মহদ্ ব্রহ্ম বা প্রকৃতিও (১৪।৩) বুঝায় যিনি পরব্রহ্মে স্থিত পরব্রহ্মেরই প্রকৃতি, যাঁহাকে অনেকে 'মায়া' বলে (মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি, মায়িনন্তু মহেশ্বরম্, (শ্বে উ ৪।১০), পরব্রহ্মের ঈক্ষণে বা ইচ্ছায়, যাঁহার দ্বারা সৃষ্টি আদি ক্রিয়াসমূহ চলিতে থাকে (১৪.৩ ; ৯।১০) যিনি ত্রিগুণাত্মিকা, যিনি উপাদান সমষ্টির ভাণ্ডারী (বা সমষ্টিই) ও তাহাতে ত্রিগুণসঞ্চারিকা, কর্ম্মফল প্রদানকর্ত্রী, যে কর্ম্মফল, সংস্কার ভাবে কর্ম্মে আমাদের প্রেরণা দেয় ও যজ্ঞাদি করায়। স্বয়ং সেই প্রকৃতি দ্বারাই রূপক যজ্ঞরূপী নানা ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, যথা মেঘ হইতে বৃষ্টি ইত্যাদি। (৩) এই ব্রহ্ম' শব্দে শব্দব্রহ্ম বা প্রণব সঙ্কলিত বেদও আসে, যে বেদ, কর্ম্ম কাণ্ডের আশ্রয় ও যাহা পরব্রহ্মের নিশ্বাস বলিয়া কথিত হয়। (৪) শক্তি ব্রহ্মও এই 'ব্রহ্ম' শব্দে আসে ; জগতে যাহা কিছু শক্তি বলিয়া গণ্য, তাহা এই শক্তিরই প্রকাশ ; জগৎ এই শক্তিরই স্পন্দন ; এই শক্তিরই নানা মূর্ত্তির চর্চ্চা বৈজ্ঞানিকেরা করিতে থাকেন ; অফুরন্ত ভাবে এই শক্তি, 'ব্রহ্ম' হইতে ছোট বড়, নানা বিভাবে আসিতেছে ; প্রাণশক্তিকেও ইহার ভিতর ফেলা যাইতে পারে ; এই শক্তিরই এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দৈহিক শক্তি, যে দৈহিক শক্তিতে, শুধু যজ্ঞ কেন সকল কর্ম্ম করিতে আমরা সমর্থ হই। আর, শক্তির উৎস ব্রহ্ম, যাহা পরব্রহ্ম দ্বারাই অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্মের এক বিভাব ভাবে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষর, এখানে সেই "ব্রহ্ম" নহেন, যাঁহার অর্থসমূহ উপরে দেওয়া হইয়াছে। ইনি পরব্রহ্ম বা "অক্ষর" অর্থাৎ ইনি ক্ষর নহেন, ত্রিকালে বর্ত্তমান থাকেন। 'ব্রহ্ম' বা ব্রহ্মা, সগুণ ব্রহ্ম বা দেবতারা, বা প্রকৃতি বা বেদ, তাঁহারা অক্ষর নহেন ; অক্ষর পরব্রহ্মের দ্বারাই প্রকটিত এবং সম্বরিত হন। "কত চতুরানন, মরি মরি যাও ত।" অক্ষর শব্দের আমরা মোটা বুদ্ধিতে একটি অর্থ দিতে চাই, তাহা এই "যাঁহাকে জিহ্বা হইতে ক্ষরিত বা বাহিরে আনীত করা যায় না, পরমহংসদেবের ভাষায়, যাঁহাকে উচ্ছিষ্ট করা যায় না, যিনি নির্ব্বিশেষ। ৮।৩, ; ১১ ; ১১।১৮, ৩৭ ; ১২।১, ৩ ; ১৫।১৬, ১৮, এই শ্লোকগুলিতে আমরা অক্ষর শব্দকে পাই। এই শ্লোকে অক্ষরকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে ; পরে পুরুষোত্তমকে পাইব (১৫।১৮)। বস্তুতঃ সবই এক। যাঁহাকে পরব্রহ্ম বা অক্ষর ব্রহ্ম বা সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলা হয়, সেই ব্রহ্মই সব ; ব্রহ্মেরই নানা বিভাব নানা নামে অভিহিত, "ব্রহ্ম" (যথা এই শ্লোকে), ব্রহ্মা, সগুণ ব্রহ্ম, নানা দেবদেবী, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি, হিরণ্যগর্ভ, প্রকৃতি, শব্দব্রহ্ম, শক্তিব্রহ্ম ইত্যাদি। একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। সর্ব্বগতঃ = সর্ব্বস্থানে যিনি বিদ্যমান। যজ্ঞের অনেক কথা, চতুর্থ অধ্যায়ে ও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ঃ এখানকার এই শ্লোক দুইটির শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরণ "তস্মাৎসর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং" ইহা একটি ব্যাসকূট ; এখানকার 'ব্রহ্ম'কে কেহ 'কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধির ব্রহ্ম লইয়াছেন, কেহ অক্ষর ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম লইয়াছেন। আমরা এই পংক্তির ব্যাখ্যা দিয়াছি, ব্রহ্মের, উপরে দেওয়া চারিটি অর্থ একের পরে এক; ১ক, ২ক, ৩ক ও ৪ক, ব্যাখ্যায় ব্রহ্মকে আনিয়া ; তারপর ১খ, ২খ, ৩খ ও ৪খ ব্যাখায়, পরব্রহ্মকে আনিয়া। এই ভাবে দুই অর্থ দেওয়া হইল। ব্যাখ্যাগুলিতে ভুল-ভ্রান্তি সুধীজনেরা যেন ক্ষমা করেন।

(১ক) সেই স্রষ্টা প্রজাপতি, বা ব্রহ্মা, বা সগুণ ব্রহ্ম বা দেবদেবী যাঁহারা উপরে—ব্যাখ্যাত-ভাবে যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধিত, যাঁহারা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকেন, এবং মন্ত্রে আহুত হইয়া হবিঃগ্রহণ করেন এবং উপাসকের মঙ্গল সাধন করেন যাঁহারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সেতু স্বরূপ, তাঁহারা যজ্ঞেই সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকেন, ও যজ্ঞের পরিরক্ষণ করেন। (যথা পুরাণ মতে গণেশাদি দেবতা করেন)। ইহাঁরা পরব্রহ্মেরই নানা বিভাব।

(১খ) যজ্ঞ, "ব্রহ্মের" মাধ্যমে, সর্ব্বগত পরব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধিত হওয়ায়, যজ্ঞ পরব্রহ্মময় হইয়া উঠে ; যজ্ঞকারীরা সর্ব্বত্র পরব্রহ্ম বা অক্ষরকে পান ; ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ, ইত্যাদি।

(২ক) মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতি, যিনি উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন, সকল কর্ম্ম, মায় যজ্ঞরূপী কর্ম্ম যাঁহার প্রেরণায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে ; তিনি কর্ম্মফলদাত্রী, এবং সেইজন্য সকল কার্য্যে মায় যজ্ঞে সাক্ষীভাবে তিনি বর্ত্তমান থাকেন।

(২খ) পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও, প্রকৃতি, স্ব-প্রকৃতি হওয়ার, যজ্ঞে স্ব-প্রকৃতি সহ তাঁহাকে থাকিতেই হয়।

(৩ক) যজ্ঞ কর্ম্মোদ্ভব, অর্থাৎ ক্রিয়ামুলক, ক্রিয়াসমূহের দ্বারা কৃত হয়, (বুদ্ধিতে উৎপন্ন মতবাদের মত নহে)। ক্রিয়াসমূহ ব্রহ্মোদ্ভব, অর্থাৎ বেদানুযায়ী করিতে হয়। বেদকে, শব্দব্রহ্মকে পরব্রহ্মের নিশ্বাস বলা হয়। যজ্ঞে অনবরতঃ বেদপাঠ হইতে থাকায় আকাশে বাতাসে, "ব্রহ্ম" বা বেদধ্বনি বিস্তারিত হইতে থাকে।

(৩খ) সেইজন্য, পরব্রহ্মের নিশ্বাস বেদ বা ব্রহ্ম হওয়ায় সর্ব্বত্র যেন সেই পরব্রহ্মের স্পর্শ অনুভূত হইতে থাকে।

(৪ক) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শক্তি-ব্রহ্মের এক ক্ষুদ্রতম শক্তি, আমাদের দৈহিক শক্তি যাহা সর্ব্বত্র যজ্ঞ সম্পাদনে প্রযুক্ত হইতে থাকে।

(৪খ) যজ্ঞে যেন সেই শক্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠে। (লোকে কথায় বলে, যগ্যির ব্যাপার।) যজ্ঞে শক্তির অবস্থানের অর্থই শক্তিমানের অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবস্থান।

যজ্ঞ অভ্যুদয় অর্থাৎ ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ রূপ শ্রীবৃদ্ধি আনে, এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে মনকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া যায় ; অভ্যুদয়, চক্রের মত ঘুরিয়া, বেশী হইতে আরও বেশী হইতে থাকে। যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে শস্য হয়, শস্য হইতে অর্থাৎ অন্নের আহারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এইরূপে, সংখ্যায় বর্দ্ধিতমান লোকেরা যখন যজ্ঞে নামে, যজ্ঞ সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ফলে বহুস্থলে সুবৃষ্টি, বহু শস্য ও পরিণামে আরও লোক বৃদ্ধি হয়। ছোট মণ্ডলী হইতে বড় মণ্ডলী হইতে থাকে। যজ্ঞের এক দিকে কর্ম্মী মানুষ ও অন্যদিকে অক্ষর ব্রহ্ম ;ইহা মানুষ ও অক্ষর ব্রহ্মের সেতু ভাবে সর্ব্বদাই কাজ করিতে থাকে। প্রকৃতিতেও নানাবিধ চাকা অনবরতই ঘুরিতেছে। আমরা একটি চাকার উল্লেখ করিয়াছি, বৈজ্ঞানিকদের জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বহু চাকার কথা বলিয়া দিবেন। আমাদের দেহ যন্ত্রেও নানাবিধ চাকার ঘূর্নি চলিতেছে, দেহতত্ত্ববিদেরা তাহা বলিয়া দিবেন। এই সব চাকার গতি তুলিয়াছে এক বৃহৎ চাকা, দম্ পাইতেছে, এক বৃহৎ চাকার গতিতে, যাহাকে জগৎ চক্র বলে। স্থিতির দেবতা নারায়ণের হাতের চক্র তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

সহজাতধর্ম্ম পালন, ও স্বার্থ না রাখা সহযোগিতা, ইহারাও যজ্ঞ ; ভগবান বহুস্থলে ইহাদের উপর জোর দিয়াছেন। ইহা যাহারা না করে, তাহাদের মণ্ডলীর চাকা বন্ধ হইয়া যাইবে, সে মণ্ডলী বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতি সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি, বৃষ্টেরন্নং তত প্রজা (মনু ৩।৭৬)। অন্নাদ্ধ্যের খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি (তৈ ঃ উঃ ৩।২) কালিকাপুরণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ দ্রষ্টব্য। (মৈ ৬।৭; মহাভা ১২) ২৬৩।১১ মৈ ৬।১১।১২, প্রশ্ন ১।২৪)

নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ করা যাজ্ঞিকের কোন উপকার করে না তাহা নহে। আপস্তম্ব ঋষি যেমন বলিয়াছেন, আম্র বৃক্ষ চাওয়ার অপেক্ষা করে না, সুগন্ধ ও ছায়া আপনিই প্রদান করে। সেই ভাবে যজ্ঞ যজ্ঞকারীর মঙ্গল করে। (মহাভা ১২।২৬৩।৩৪)

যজ্ঞের ইতিহাস সম্বন্ধিত যজ্ঞের বিষয়ক আমাদের একটি প্রবন্ধ, "পার্থসাবাথ" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ; আরও একটি প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে এই শ্লোকগুলির সার্ব্বজনিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে গীতার যজ্ঞ শব্দ বহু স্থানে আসিয়াছে, যথা ৩।৯, ১০, ১২ ১৯, ১৪, ১৫ ; ৪।২৩, ২৩, ২৫, (২৬, ২৭), ২৮, (২৯), ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ; ৫।২৯ ; ৮।২৮ ; ৯।১৫, ১৬ ২০ ; ১০।২৫ ; ১৬।১ ৭, ৯ ; ১৭।১, ১২, ১০, ২০, ২৪, ২৪, ২৫, ২৭ ; ১৪।৩, ৪, ৫, ৯,

ইহা ছাড়া, যজন্তি, যজন্ত যজন্তে ইত্যাদি শব্দও, সাত আট স্থানে আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। যজ্ঞ কর্ম্ম সমুদ্ভব = ঋত্বিক ও যজমানের ব্যাপারের নাম কর্ম্ম। সেই কর্ম্মে যাহার উৎপত্তি, সেই অপূর্ব্ব নামক ফলপ্রসূ যে যজ্ঞ, সেই অপূর্ব্ব ফল হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মের ফল তৎক্ষণাৎ কেন হয় না, তাহার ব্যাখ্যায় বলা হয় যে কর্ম্ম করার সহিত "অপূর্ব্ব" বা "অদৃষ্ট" নামক ফল উৎপন্ন হয়, তাহা পরিপক্ক হইয়া, অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে, কাজ করে।......অন্ন হইতে রক্ত ও বীর্য্য, তাহা হইতে প্রাণী।... ক্রিয়া রূপ কর্ম্ম, বেদরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, জান। কর্ম্মের উৎপত্তির কারণ বেদ। বেদ রূপ ব্রহ্ম, অক্ষর অবিনাশী পরমাত্মা পরব্রহ্ম তাহার উৎপত্তির কারণ; পুরুষের নিশ্বাসের মত উহা উৎপন্ন হইয়াছে। সকল অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া উহা সর্ব্বগত, আর যজ্ঞ-বিধিতে বেদের প্রধানতা হওয়ায়, উহা সর্ব্বগত হইয়া সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত।

রামানুজ। যজ্ঞ করা পুরুষের ব্যাপার রূপ দ্রব্যোপার্জ্জনাদি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন।...কর্ম্মকে তুমি ব্রহ্ম বা প্রকৃতির পরিণাম রূপ শরীর হইতে উৎপন্ন জানিও। এই শরীর অক্ষর বা জীবাত্মা হইতে উৎপন্ন। সেই জন্য অধিকারী-প্রাপ্ত শরীর সর্ব্বদাই যজ্ঞ মূলক। ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি পরিণামরূপ শরীর লওয়া হইয়াছে। শরীরের দ্বারাই কর্ম্ম হয়। অক্ষরকে জীবাত্মা বলা হইয়ছে এই কারণে যে জীবাত্মা দ্বারা অধিষ্ঠিত ও অন্নপানাদিতে পরিতৃপ্ত হইয়াই শরীর কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। বেদ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঋগ্‌বেদাদি "অস্য মহতো ভূতস্য (অর্থাৎ মহাপুরুষের) নিঃশ্বসিতমেতদ্ (নিশ্বাস স্বরূপ) সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত উপায় স্বরূপ যজ্ঞের দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়।......পরব্রহ্ম যজ্ঞের প্রবর্ত্তক, অতএব যজ্ঞ তাঁহার অতীব প্রিয়। সেইজন্য সর্ব্বব্যাপী অক্ষর রূপ ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যেমন উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মী, উদ্যম দ্বারা লক্ষ্মী লাভ হয়। অথবা যে হেতু যজ্ঞ চক্রের মূল কর্ম্ম, সেই জন্য সর্ব্বগত অর্থাৎ মন্ত্রার্থবাদ রূপে সকল, অর্থাৎ সিদ্ধার্থ প্রতিপাদক ইতিহাসাদিতে স্থিত হইয়াও বেদাখ্য সর্ব্ব তাৎপর্য্য রূপে প্রতিষ্ঠিত, অতএব যজ্ঞাদি কার্য্য, করণীয়।

মধুসূদন। কর্ম্ম, জগৎ চক্রের প্রবৃত্তির কারণ, এ কারণেও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কারীরী আদি এবং অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ হইতে অর্থাৎ অপূর্ব্ব নামক ধর্ম্ম হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম নামক সূক্ষ্ম যজ্ঞ, তাহা কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং তাহা ঋত্বিক যজমানের ব্যাপার দ্বারাই সাধিত হয়। অপূর্ব্বের উৎপাদক সেই কর্ম্ম আবার ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ উদ্ভব, অর্থাৎ প্রমাণ যাহার সেই ব্রহ্মোদ্ভব। অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বেদ হইতেই জানা যায়। বেদ প্রতিপাদিত যাহা তাহাই ধর্ম্ম, কেন না বেদ নামক ব্রহ্ম, অক্ষর হইতে অর্থাৎ কাম সংস্পর্শ বিরহিত পরমাত্মা হইতে, পুরুষ নিশ্বাস ন্যায়, বিনা প্রযত্নে আবির্ভূত হইয়াছে, তাই ব্রহ্ম সমুদ্ভব। অতীন্দ্রিয় বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলে একমাত্র বেদ বাক্য প্রমাণ, কারণ তাহা অপৌরুষেয় এবং সকল প্রকার দোষ শঙ্কা বিরহিত, ভ্রম, প্রমাদ ইন্দ্রিয়গণের অপটুতা (করণাপাটব), বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণার ইচ্ছা), তাহাতে নাই। পরমেশ্বর হইতে সর্ব্ব বিভাসক (সর্ব্ব প্রকার অর্থের প্রতিপাদক) নিত্য, নির্দোষ বেদের আবির্ভাব হয়। বেদ হইতে কর্ম্মের পরিজ্ঞান, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যজ্ঞাখ্য ধর্ম্মের উৎপত্তি, তাহা হইতে পর্জ্জণ্য, তাহা হইতে অন্ন, তাহা হইতে ভূত নিকায়ের জন্ম।......সাক্ষাৎ ভাবে পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া সর্ব্বগত। সর্ব্ব প্রকাশক নিত্য ও অবিনাশী সেই বেদ নামক ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম নামক প্রসিদ্ধ যজ্ঞেই তাৎপর্য্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই হেতু পাষণ্ড গণ দ্বারা প্রচারিত উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বেদ বোধিত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা করা উচিত।

ব্যোমব্রহ্ম। অন্নময় কোশ (কোশ) বা স্থূল দেহ হইতে জীব সমূহ ; ও পর্জ্জন্য = ইন্দ্র = আত্মা হইতে অর্থাৎ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অন্নময় কোষ (প্রাণী শরীর) উৎপন্ন হয়। স্থূল প্রকৃতির সহিত সঙ্গ হইতে আত্মার আবির্ভাব হয়। (অর্থাৎ স্থূল ভাবের প্রকাশ হয়)। কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ রূপ রসাদির ভোগের ইচ্ছা হইতে প্রকৃতি সঙ্গ ঘটে। ব্রহ্মা হইতে (অর্থাৎ প্রকৃতির রজোগুণ হইতে) কর্ম্মের উৎপত্তি। আর রজোগুণ ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বগত (অর্থাৎ সর্ব্ব কারণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ, এবং সকল বস্তুকে অধিকার করিয়া আছেন, অতএব তাহার তো আর কর্ম্মের প্রয়োজন নাই—তথাপি তিনি সদা কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, অনন্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকৃতি রক্ষণ করিতেছেন।

রামদয়াল। ঘোর কলিতে যজ্ঞাদির উচ্ছেদ হইবে, তবে প্রকৃতি কৃত যজ্ঞের জন্য বৃষ্টি থাকিবে, কিন্তু কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও অতিবৃষ্টি হইবে।......নৈষ্ঠিক যজ্ঞ ব্যাপার এইরূপ :— অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মা এই চারি ঋত্বিক, এবং ইহাদের প্রত্যেক তিন তিন জন সহকারীর দ্বারা যজ্ঞ ব্যাপার সাধিত হয়, প্রথম ও তাহার সহকারী, যজুর্ব্বেদ মতে বেদী নির্ম্মাণ করেন। দ্বিতীয় তাহার সহকারী ঋগ্বেদ মতে হোমাদি করেন। তৃতীয় ও তাহার সহকারী দ্বারা সামবেদ মতে বিষ্ণু স্মরণাদি করেন। চতুর্থ ও তাহার সহকারী সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শক ও সংশোধক। যজ্ঞকারীদিগের ব্যাপার রূপ কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মাখ্য বেদ সমূহ অক্ষর শব্দ বাচ্য পরব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। বেদ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের নিশ্বাস স্বরূপ সেইজন্য সর্ব্বব্যাপী অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি কর্ম্ম করেন সত্য, কিন্তু কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

তিলক। প্রাণী মাত্রের কর্ম্ম পর্য্যন্ত কথিত পূর্ব্ব পরম্পরাকে এক্ষণে কর্ম্মে, পূর্ব্বে প্রকৃতি, এবং প্রকৃতির পূর্ব্বে একেবারে অক্ষর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া সম্পূর্ণ করিতেছেন।......ব্রহ্মকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ ধরিলে সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞেতে আছেন এই অর্থ যথাযথ ভাবে লাগে না। "মমযোনি মহদ্ব্রহ্ম "অনুসারে, ব্রহ্ম= প্রকৃতি। রামানুজও তাই করিয়াছেন। মহাভারতেও আছে যজ্ঞের পশ্চাতে জগৎ, জগতের পশ্চাতে যজ্ঞ। এ ভাবও আসে কারণ জগৎ=প্রকৃতি :—পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং এবং ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি হইতে জগতের সমস্ত কর্ম্ম। পুরুষ সূক্তেও আছে, দেবতারা প্রথমে যজ্ঞ করিয়া সৃষ্টি-নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কর্ম্ম= প্রকৃতি।

গোয়েন্কা। (লোক উপকারে কৃত সকল কর্ম্মই যজ্ঞ।) গীতায় ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ প্রকরণানুসারে :—পরমাত্মা ৮।৩. ২৪ ; প্রকৃতি ১৪।৩, ৪ ; ব্রহ্ম ৮।৫, ১৭ ; ১১।৩৭ ; বেদ ৪।৩২ ; ১৭।২৪ ; ৩।১৫ ; ব্রাহ্মণ ১৮।৪২

সচ্চিদানন্দ। অন্নপর্জ্জন্যাদি পদের দ্বারা পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। অক্ষর হইতে মহদ্ ব্রহ্ম, মহদ্ ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম ফল, কর্ম্মফল হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ভোগ ও অন্ন হইতে শরীরোৎপত্তি এবং যে শরীরী সে বস্তুতঃ অক্ষর স্বরূপ, সুতরাং এই চক্র হইল। সর্ব্বগত ব্রহ্ম= সমস্ত সৃষ্টি।

আশুদাস। বেদ সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বার্থ প্রকাশক হইলেও, তাহার তাৎপর্য্য সদা যজ্ঞে অর্থাৎ জ্ঞান যুক্ত কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হীরেন্দ্রনাথ। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ। প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে, জীবের হিতার্থ ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ। এই রূপ জগতের পোষণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহাকেই যজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দ। কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মবিদ্‌গণ যাজ্ঞিক শ্রেণী ভুক্ত নহেন। মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ চাহেন না জ্ঞানীদিগের সপ্ত জ্ঞানভূমিকা—শুভেচ্ছা, বিচরণা, তনু মনসা, সত্তাপত্তি, অসং শক্তি পদার্থ ভাবনা, তুর্য্যবস্থা (যোগবাশিষ্ঠ)। প্রথম তিনটী ভূমিকা জ্ঞানলাভের সাধন মধ্যে পরিগণিত, চতুর্থে আত্মভাব, অপর তিনটি জীবন মুক্তির সাধনার ফল স্বরূপ কথিত হয়।

Gandhi—A rather unhappy use of the word "Brahman" has created much unnecessary difficuty in the interpretation of sloka 15. শান্তি পর্ব্ব (২৬৭,৩৪) the whole creation issues from sacrifice, and sacrifice issues from creation. Tolstoy :— "work produces food, food produces work, that is the unending circle" "Body lobour" called by Tolstoy "bread labour which becomes যজ্ঞ when performed selflessly

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Krishna Prem. Having dealt with the practical importance of action, Sri Krishna next goes on to show its moral and cosmic significance. In a few rapid words, he sketches the যজ্ঞচক্র the great Cycle of Sacrifice that forms the manifested cosmos..It should not be supposed that the verses 14 and 15 are pieces of archaic rain making magic. "Food" signifies the gross material world, of which, forms are built, and "rain" the force of desire which brings those forms into being. Thc sacrifice is the sacrificial self limitation by which the Many issues from the One, "Karma" actiou is the মূলক প্রকৃতি from which all action issues (8।3 ; 13।29) ; while কর্ম্ম is the মূলক প্রকৃতি considered as the source of actions, ব্রহ্ম (৩।১৫) is the same, considered as the source of being, the great matrix (14/3), while the Imperishable of course is the Supreme Brahman. Krishna sketches the যজ্ঞ চক্র that forms the manifested cosmos, and shows how action is rooted in the Imperishable. Forth into all quarters of space streams in sacrifice, the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

life blood of the Supreme Purusha. But for that sustaining life, the worlds would, "fall into ruin" and ceaselessly does the Supreme pour itself in action for the welfare of all...Thus action is seen to be not only a mere physical necessity for those who are embodied, it is also a moral necessity, since out of sacrificial action springs the worlds, and by sacrifices are they maintained... Consciousness (the gods) nourishes the forms, and forms in their turn, sustain that consciousnees in manifestation. Thus is the whole universe linked in one stupendous sacrifice, each separate element being related to all else, that is.

অরবিন্দ। ব্রহ্ম অর্থে বেদ নহে, ইহা ব্রহ্ম—প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম। ইনি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের এক বিভাব। ইনিই প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ; এই প্রকৃতিস্থ পুরুষ হইতে বিশ্ব শক্তির সকল কর্ম্মের উদ্ভব, আর কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞ তত্ত্ব। পরম শ্রেয় তখনই লাভ হয়, যখন দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করিয়া প্রকৃতির উদ্দেশ্যে করা হয়। যজ্ঞ = বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ; কর্ম্ম = বেদোক্ত কর্ম্ম বিধি। "ব্রহ্ম = শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ"—গীতার এ কথা গুলির এ রূপ অর্থ হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না, কারণ এরূপ অর্থ বাকী সমস্ত অংশের বিপরীত; এমন কি, এখানেও যজ্ঞের উদার অর্থই বুঝা যায়; "ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন," এখানে এই "অতএব" শব্দের ব্যবহার এবং "ব্রহ্ম" শব্দের পুনরুক্তি প্রণিধান যোগ্য; ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি, এই স্থলে ব্রহ্মের অর্থ বেদ নহে, ইহা হইতেছে সৃজনাত্মক শব্দ (The creative word),' ইহা সর্ব্ব ব্যাপী, সনাতন সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বকর্ম্মে অবস্থিত, ব্রহ্মের সহিত এক...প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যস্থিত যে ব্রহ্ম তাহা অক্ষর পুরুষ হইতে সমুদ্ভুত। ব্রহ্ম এক কিন্তু ইহার আত্মপ্রকাশের স্বরূপ দুই প্রকার....অক্ষর সত্তা এবং ক্ষর জগতের সকল কর্ম্মের স্রষ্ঠা ও উদ্ভব কর্ত্তা, আত্মা সর্ব্বভূতানি। প্রকৃতিস্থ পুরুষ হইতে, এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই বিশ্ব শক্তির সমস্ত কর্ম্মের উৎপত্তি; এই কর্ম্ম হইতেই যজ্ঞের তত্ত্ব উদ্ভুত। এমন কি দেবতা ও মানুষগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির আদান প্রদান তাহাও এই তত্ত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে, যথা, যে বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপাদন হয়, সেই বৃষ্টি এই কর্ম্মের উপর নির্ভর করে, এবং অন্ন হইতে ভূতগণের শরীরের উদ্ভব হয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃতির পক্ষে যজ্ঞ, এবং ভগবানই সকল কর্ম্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা, ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং। এই সর্ব্বগতম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ভগবানকে জানাই সত্য জ্ঞান। ..অরবিন্দ বলেন তাঁহার ব্যাখ্যাই যে সমীচীন, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে প্রথম ভাগ হইতেই বুঝা যায় যে অক্ষর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে অক্ষর ব্রহ্ম বা আত্মা ; স্বভাব হইতেছে অধ্যাত্ম। ইহা সত্ত্বার মূল প্রকৃতি রূপে বিবর্ত্তনের নিজস্ব ধারা রূপে কর্ম্ম করে,এবং ইহা আত্মা হইতে উৎপন্ন স্বভাব হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং এই কর্ম্মই সৃষ্টির ধারা বিসর্গ ইত্যাদি।......কর্ম্ম সকল যজ্ঞ স্বরূপ।......গীতার সর্ব্বত্র কর্ম্মবাদ যজ্ঞ তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত।...সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই চক্র।...ভগবান হইতে বাহির হইয়া ভগবানেই ফিরিয়া যাওয়া রূপ ভগবৎ লীলা।...এই মূল বৈদান্তিক সত্যের উপরই গীতার শিক্ষার ভিত্তি।...প্রকৃতিতে আত্মা, চৈতন্যের যে স্তরে উঠিয়াছে, তদনুযায়ী দেবতারই সে পূজা করিবে, তদনুরূপ ফল কামনা করিয়া সে যজ্ঞ করিবে।... সন্ন্যাস করিতেই হইবে, তবে কর্ম্ম হইতে পলায়ন করা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে ; অহং ও বাসনাকে বধ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস।... পরম শ্রেয় তখনই লাভ করা যায়, যখন আর শুধু দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে করা হয়, যখন প্রকৃতিকেই সকল কর্ম্মের কর্ত্রী বলিয়া ও বিশ্বাত্মা পুরুষকেই প্রকৃতির সকল কার্য্যের ভোক্তা বলিয়া বুঝিতে পাবে।...সে শুধু ভগবানের জন্যই যজ্ঞরূপ আসক্তি ও কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম করে।

অন্ন হইতে শরীর সৃষ্ট হয়, ইত্যাদি—তৈ উ—৩।২ ; মৈত্রী ৬।৭ ; মনুস্মৃতি ৩।৭৬ ; মহাভারত ১২।২৬৩।১১,

Gita Premi. The great Brahman (Nature) is cause of the performauce of all actions, and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the Immortal Lord (the Supreme Brahma) is the impeller and master of Nature. Thus the all pervading Snprcme Lord is the basic Reality of the whole Universe, and He is the prcsidmg Deity and the inner soul of the Sacrifice and as such, the mover of the Sae rifice (creation) wheel, consisting of rain (water), food (body) and beings or the world (মহাভারত১২।২৬৯।৩৪). The sacrifice is from ব্রহ্ম aud is offered to ব্রহ্ম ; the whole world follows the sacrifice and the sacrifice follows the world.

ভক্তিপ্রদীপ। ব্রহ্মোদ্ভবম্=to be inspired by the Vedas. অক্ষর সমুদ্ভবম্=to be originated from the Absolute, সর্ব্বগতম্ ব্রহ্ম=the All pervadiug Absolute-নিত্যম্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্=is eternally established in sacrificial acts.

বিদ্যানন্দ। ব্রহ্ম কর্ম্ম উৎপন্ন করে, আর অক্ষর ব্রহ্ম ব্রহ্মকে উৎপাদন করে। ইহা হইতে এই সিদ্ধ হয় যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপক ব্রহ্মই সদা যজ্ঞে থাকা করেন, তদতিরিক্ত আর কেহ থাকে না।

ভূপেন্দ্রনাথ। সৃষ্টিতত্ত্বের দীর্ঘ ব্যাখ্যা, সংক্ষেপে এইরূপ :—
ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন ও তাঁহারই শক্তিতে বিধৃত।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল কালের কাল মহাকাল, ব্রহ্ম পরব্যোম, তাহাই আবার মহাকাশ, চিদাকাশ হইতেছেন ক্রিয়ার পরাবস্থায়।...এই অবিনাশী ব্রহ্ম চিদাকাশ বা ক্রিয়ার পরাবস্থা হইতেই কূটস্থ অক্ষর, ইহার স্থান আজ্ঞা চক্র।...ধ্বনিভেদ করিয়া তবে জ্যোতিতে পৌঁছান যায়। এই ধ্বনিই শব্দ ব্রহ্ম, আকাশ বা ব্যোম-তত্ত্ব—ইহার স্থান বিশুদ্ধ চক্র। এই শব্দ হইতে বায়ুতত্ত্ব বা প্রাণ যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, ইহারই স্থান হৃদয় বা অনাহত চক্র। প্রাণ বায়ু জীবের শ্বাস প্রশ্বাস রূপে আছে বলিয়া, মনের সহিত সকল ইন্দ্রিয় সকল কার্য্য সম্পাদন করে। সুতরাং কর্ম্মের উৎপত্তি প্রাণ হইতে, প্রাণ শব্দব্রহ্ম বা আকাশ হইতে। আকাশে মন রাখিলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। এই প্রাণকর্ম্ম হইতে শক্তি বা তেজের বিকাশ হয় সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইহাই মণিপুরস্থ তেজ তত্ত্ব।......যজ্ঞ হইতে সমস্ত ক্রিয়া শক্তির পরিচালনে রস বা আনন্দ হয়, ইহাই স্বাধিষ্ঠান বা রসতত্ত্ব, ইহাই কারণ বারি, ইহার মধ্যে সকল শক্তি নিহিত থাকিয়া ভবিষ্যতের ফলোৎপাদক হয়। স্থূল রূপে ইহাই শুক্র বা সমস্তের বীজ। কারণ বারিতে যেমন নারায়ণ শয়ান থাকেন, তেমনি শুক্র মধ্যে সমস্ত শক্তি-বীজ সব জীব সুপ্ত থাকে।...এই রসতত্ত্ব বা বীজ হইতে ক্ষিতি তত্ত্ব বা মূলাধার—ইহাই অন্নময় কোষ, স্থূলশরীর। ইহাকে মূলাধার বলে এই জন্য যে, সমস্ত কর্ম্ম এই স্থূল বা পিণ্ডদেহ হইতে নিষ্পন্ন হয়।...এই মূলাধারই মায়া চক্র, এইখানে জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণরূপিণী মহামায়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া বিরাজমান; ইতি জাগ্রত না হইলে আর উপায় নাই। এইজন্য মূলাধার চক্র জয় না হইলে আর পিণ্ডের অভিমান যাইবার নহে। ব্রহ্মই সর্ব্বগত। যজ্ঞই ক্রিয়াশক্তি, মালিক যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু। প্রাণযজ্ঞের বাহ্যভাব—সংসার বাসনা ইত্যাদি; আন্তর ভাগ প্রাণের অন্তর্মুখী হওয়া, জন্ম মৃত্যুর পরিবর্ত্তে চির স্থির কৈবল্য পাদ। তিনি প্রসন্ন হইলে, তখন মহামায়া নহে মহাবিদ্যা হন মহামায়া ঘোররূপ মহাবিদ্যা অঘোররূপী।

১৫। **Maddhwa (Rau)**—The Supreme Lord, from whom all actions proceed, is revealed by the Vedas which are called Akshara (the Imperishable). Brahman gets revealed through Yajna : thus, the ail pervading Brahman is established in Yajna.

(১৬) প্রতি-সমাজ মণ্ডলী বা যুথ, জগৎ যন্ত্রের এক একটি কর্ম্মচক্র, যজ্ঞ যাহার পরিধির এক বিশেষ অংশ; চাকার ঘোরায়, যজ্ঞ বার বার আসিতে থাকে, যজ্ঞের ফল বলিয়া যাহা পূর্ব্ব শ্লোক গুলিতে বর্ণিত হইয়াছে, চাকার প্রতি আবর্ত্তনে তাহা অর্থাৎ ধন সম্পত্তি ও প্রজাপূর্ণতা, তাহা বেশী বেশী করিয়া হইতে থাকে। যে এই চাকার ঘোরার অনুযায়ী কাজ না করে, অর্থাৎ যে, সমাজের স্থিতি যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তাহাতে যদি নিজেকে যুক্ত না রাখে, বৃথাই সে স্বার্থপর জীবন ধারণ করে। ভগবান তাই বলিলেন—

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘংপার্থ স জীবতি ॥১৬

পদচ্ছেদ। এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং ন অনুবর্ত্তয়তি ইহ যঃ, অঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়ারামঃ মোঘংপার্থ সঃ জীবতি।

অন্বয়। পার্থ, যঃ এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং ইহ ন অনুবর্ত্তয়তি ইন্দ্রিয়ারামঃ অঘায়ুঃ সঃ মোঘং জীবতি।

কঠিন শব্দ। ইন্দ্রিয়ারাম=ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত। ন অনুবর্ত্তয়তি, =অনুবর্ত্তন করে না, অনুযায়ী চলে না। অঘায়ু=পাপময় জীবন যাহার, অর্থাৎ পাপী (নিজ ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত বলিয়া তাহার পাপময় জীবন, সে সমাজের মঙ্গলের জন্য কোনও কাজ করে না) মোঘং জীবতি=বৃথাই বাঁচিয়া থাকে। মনুষ্য হইয়া জন্মিয়া যে মনুষ্যের কাজ করে না, সমাজের পক্ষে তাহার জীবন নিরর্থক, সে মরিয়া গেলেই ভাল হয়। চক্র =যজ্ঞ চক্র; দেব-মনুষ্য ঘটিত চক্র। বার বার আবর্ত্তিত কর্ম্ম প্রবাহ।

অনুবাদ। পার্থ যে (এই ভাবে) চালিত যজ্ঞ চক্রের অনুযায়ী চলে না, ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত সেই পাপ জীবন (পাপী) বৃথাই জীবন ধারণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাবিধ চক্র জগতে অনবরতঃ চলিতেছে, বৈজ্ঞানিকেরা বহু চক্র দেখাইয়া দিবেন। এই প্রকরণে দুইটি' চক্রের কথা দেওয়া হইয়াছে। দুইটিই যজ্ঞ লইয়া, একটি "দেবান্ ভাবয়তানেন... পরমবাপ্স্যথ (৩।১১) ও অন্যটি "অন্নাদ্...প্রতিষ্ঠিতম্ (৩।১৪,১৫) যজ্ঞ, সমাজের বা মণ্ডলীর শ্রী, অনবরতঃ, অর্থাৎ চক্রের প্রতি আবর্ত্তনে, শ্রীর উপর শ্রী আনিয়া, বর্দ্ধিত করিতে থাকে। অনুষ্ঠানিক যজ্ঞ বা পারস্পরিক সহযোগিতা, বা বর্ণ ধর্ম্ম পালন করা,—যজ্ঞের যে অর্থই দেওয়া যাউক না কেন, সেই অর্থে ইহাই দাঁড়ায় যে, সমাজ বা মণ্ডলীতে যে কর্ম্ম করিতে থাকিলে, সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাই যজ্ঞ; যাজ্ঞিক সেই, যে কর্ম্মী। সমাজের যাহার যে কর্ম্ম, তাহা না করিয়া, এবং এইরূপ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা না করিয়া, যে নিজের স্বার্থপরতা লইয়া থাকে, সমাজের পক্ষে তাহার জীবন নিরর্থক। সে নিজেও কোন সিদ্ধি পাইবে না। সমাজ-ত্যক্ত তাহার জীবন হইবে। নারায়ণের হাতে যে ঘূর্ণমান চক্র তাহা শুধু দৈত্য নিধনের জন্য নহে তাহা জগতে চলিতমান অবস্থার প্রতীক। নারায়ণই পালন কর্ত্তা। চক্র যে ইঙ্গিত দিতেছে সেই ইঙ্গিত অনুযায়ী যে চলিতে চাহিবে না, নিধন তাহারই হয়, ইহাই দৈত্য বধ। চক্র, শুধু তাহাকেই নিধন করিবে না, যে নারায়ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, যে আত্মতৃপ্ত, সমাজের, উর্দ্ধে যে নিজেকে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে, (৩।১৭,১৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। যে মনুষ্য, কর্ম্মাধিকারী হইয়া এই প্রকার ঈশ্বর দ্বারা বেদ ও যজ্ঞ পূর্ব্বক চালিত জগৎ চক্র অনুসার বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্ম করে না ইত্যাদি। অজ্ঞানী মনুষ্যের, কর্ম্ম অবশ্যই করা উচিত। অনাত্মজ্ঞের আত্মজ্ঞানের যোগ্যতাপ্রাপ্তির জন্য কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করা চাই। আত্মজ্ঞান রহিত কর্ম্মাধিকারী অনুকূল কর্ম্ম না করিলে কি দোষ হয়, তাহা বলিতেছেন। শঙ্কর অন্যান্য অনেক স্থলে বলিয়াছেন এবং এখানেও বলিতেছেন, এই সব কর্ম্মের কথা জ্ঞানীর পক্ষে নহে অজ্ঞানীদের পক্ষে কর্ম্ম আবশ্যক।

শ্রীধর। পরমেশ্বরের বাক্য স্বরূপ বেদাখ্য ব্রহ্ম হইতে জীবগণের কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তাহা হইতে কর্ম্ম সম্পাদন ইত্যাদি। যেহেতু এইরূপে পরমেশ্বরই প্রাণী দিগের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাদি চক্রে প্রাণীদিগকে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই জন্য যে প্রাণী কর্ম্ম করে না, তাহার জীবন বৃথাই।

ভাব প্রকাশ। (মধুসূদন টীকার)। পৃথিবীতে সকলেই আত্মদান করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ করিতেছে ; অন্ন, আত্মদান করিয়াই ভূত সৃষ্টি করিতেছে,...বেদ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, তাই বেদ সর্ব্বব্যাপক...। আত্মদান করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহিলে জগৎ চক্রের অনুসরণ করা চাই।...

মধুসূদন। ইন্দ্রিয়ারাম, এই কথাটি বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণকে কর্ম্মীগণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক। স্বয়ং ব্রহ্মাই লোক সকলের ভরণ পোষণের জন্য যজ্ঞময় কর্ম্ম বা চাতুর্বর্ণ্য বৃত্তি উৎপন্ন করিয়াছেন, ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে যজ্ঞ চক্রকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে জগতে চালাইয়া রাখা উচিত। কোন সন্ন্যাসমার্গী বেদান্তী সন্দেহ করেন যে আত্ম জ্ঞানী পুরুষের যখন এখানে মোক্ষ লাভ হয়, এবং তাঁহার যাহা কিছু পাইবার থাকে সে সমস্তই তিনি এখানেই প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার কোন, কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তর পরবর্ত্তী তিন শ্লোক।

রামদয়াল। জীবের উৎপত্তি কি ভাবে হয় তাহার আলোচনা হইয়াছে।...অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র, গর্ভের প্রথম কারণ অপযজ্ঞ বিচার অর্থাৎ শুক্র। দ্বিতীয় কারণ, জঠরাগ্নি হইতে সম্ভূত অগ্নির ন্যায় লোহিত বর্ণ পদার্থ)। শুক্র শোনিত পাবকাত্মক, এই ভাবে স্থষ্টি অগ্নি সোমাত্মক। শুক্র কফাংশে, শোনিত পিত্তাংশে সম্ভূত। গর্ভ পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রাণ বায়ু অর্থাৎ জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হইয়া, গর্ভে প্রবেশ করতঃ, মস্তকাদি অয়বব নির্মাণ ও তাহার পুষ্টি সাধন করে। পরে ঐ জীবরূপী বায়ু, প্রাণ অপানাদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। প্রাণাদি বায়ুর কার্য্য বিভাগ হইলে জীব ভূমিষ্ঠ হয়। তৎপরে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হইয়া শরীর মধ্যে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া যথা যোগ্য কাজ করে।

ভূপেন্দ্রনাথ। আজ্ঞাচক্র হইতে এক একটি ধাপ নামিয়া নামিয়া মূলাধার পর্য্যন্ত কর্ম্ম চক্র ৬টি। বিশুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তা, পরব্রহ্ম (পরাবস্থা) নামিতে নামিতে স্থূল হইতে মূলাধারে আসিয়া একেবারে স্থূলময় হইয়া গিয়াছেন। বিদেহ হইতে স্থূল দেহ, অবাচ্য অবস্থা হইতে জাগ্রত, নিঃশব্দ হইতে বাক্ বৈখরী, কূটস্থ (পরশিব) হইতে ব্রহ্মা, নিরঞ্জন হইতে ক্ষিতি, পরব্যোম হইতে বিষ্ঠা, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে গুহ্যদ্বার, আজ্ঞা হইতে মূলাধার, "অনুভব বিন্দু" হইতে "তারক", অবরুদ্ধ রূপ হইতে হ্রস্ব মাত্রা, নিরাকার হইতে, "সদ্যজাত" "সোঽহং ব্রহ্ম" হইতে স্থূল শরীর সাড়ে তিন হাত—ক্রম বিকাশ প্রাপ্ত হইতে হইতে একেবারে স্থূল ভূতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে বারবার অনুলোম বিলোমে যাতায়াত করিতে করিতে মূলাধার-স্থিত সুপ্ত শক্তি চৈতন্য-যুক্ত হইবেন এবং তখন তিনি পিছাইয়া অনুবর্ত্তন করিয়া পরম শিবের সহিত যুক্ত হইয়া যাইবেন। প্রাণ চাঞ্চল্য রহিত হইলে ও মনে লীন হইলে যে সম-রসত্ব ভাব হয়, তাহাই সমাধি। এ অনুবর্ত্তন যে না করে, পাপ সঙ্কল্পে তাহার আয়ু ক্ষয় হয়।

Radha Krishnan—Iu these verses, Vedic conception of sacrifice as an inter change between Gods and man is set in the larger context of the inter dependence of beings in tne cosmos.

রামানুজ। পরমপুরুষের প্রবর্ত্তিত যজ্ঞচক্রের মোক্ষ মার্গের সাধন যুক্ত যে মনুষ্য অনুসরণ করে না, সে কর্ম্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগের অধিকারীই হউক বা জ্ঞানযোগের, সে পাপায়ু আত্মায় রমণকারী নহে, ইন্দ্রিয়ে রমণকারী।

(১৭) নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং (৩।৮), ইহা তো আছেই; তাহা ছাড়া সমাজের পরিরক্ষণের জন্য যাগযজ্ঞাদি নানা সামাজিক কাজ সকলকারই করা দরকার। ইহা যে না করে 'মোঘং পার্থ স জীবতি। শুধু, মহান চিত্ত সম্পন্ন এক শ্রেণী লোকেদের জন্য সমাজ কোন বাধ্যবাধকতা রাখে নাই। কে তাঁহারা এবং কেন বাধ্যতামূলক কোন কাজ তাঁহাদের ঘাড়ে চাপান হয় না, ভগবান এই দুই শ্লোকে তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং পরের শ্লোক গুলিতে উদাহরণ ইত্যাদি দিয়া তাহা পরিস্কার করিলেন।

ভগবান বলিলেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭

পদচ্ছেদ। যঃ তু আত্মরতিঃ এব স্যাৎ আত্মতৃপ্তঃ চ মানবঃ, আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।

অন্বয়। তু যঃ মানবঃ আত্মরতিঃ এব আত্মতৃপ্তঃ চ, আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ, স্যাৎ তস্য কার্য্যাং ন বিদ্যতে।

কঠিন শব্দ। তু=কিন্তু। আত্মরতি=আত্মাতেই আসক্ত (বিষয়ে নহে), অর্থাৎ যে আত্ম-তত্ত্ব আলোচনায় আসক্ত; আত্মজ্ঞান যুক্ত; ব্রহ্ম-নিষ্ঠ। আত্মতৃপ্ত=যাঁহাদের আত্মানাত্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক জ্ঞানে সকল ক্ষুধা মিটিয়া গিয়াছে, অথবা যাহা পাইয়াছেন তাহাতেই যিনি তৃপ্ত ; পরমাত্মায় সমাধি যাঁহাদের সকল ক্ষুধা মিটাইয়া দেয় ; আত্মনি এব সন্তুষ্ট = যিনি তুষ্টি পাইতে পরমুখাপেক্ষী হন না, নিজের ভিতরই পান। (আত্মা শব্দের অর্থ পরমাত্মাও হইতে পারে ; প্রচীন উপনিষদে, পরমাত্মার স্থানে সর্ব্বদাই আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে)।

অনুবাদ। কিন্তু যে মানব আত্মাতেই আসক্ত (বিষয়ে নহে) যিনি আত্ম—জ্ঞান যুক্ত, যিনি আত্ম-তৃপ্ত (যাঁহার মনে কোন ক্ষুধা নাই), যিনি নিজের ভিতরই পর-নিরপেক্ষ তুষ্টি পান, (যথা ২।৫৫) এই রকম পুরুষের করিবার কোনও বাধ্যতা-মূলক কার্য্য থাকে না। (ইহারা নির্দ্বন্দ্ব, নির্যোগক্ষেম নিত্য-সত্ত্বস্থ গুণাতীত ভাবে থাকাই ইহাদের কাজ)। নির্য্যোগ-ক্ষেম যে, যাগযজ্ঞ করিয়া দেবতার কাছে তাহার চাহিবার কিছু নাই। আত্মাশ্রয়ী পুরুষের যজ্ঞের দ্বারা অঋণী হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। (৩।১৮ শ্লোকও এই শ্লোকের অংশ)। বিষয়ে অনুরাগ থাকিলেই বিষয়ের আবর্ত্তে পড়িতে হয় ; কর্ম্ম চক্র বা এই আবর্ত্ত হইতে ইহারা নিজেদের দূরে রাখেন। অন্য সকলেও তাঁহাদের বোঝে। করুণা পরবশ হইয়া লোক সংগ্রহার্থ কখন, কখন, কোন বৈষয়িক কার্য্য, ইঁহারা করেনও, কিন্তু নির্লিপ্ত ভাব সর্ব্বদা বজায় রাখেন। যদি সঙ্কীর্ণ অর্থ না লইয়া ব্যাপক অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে লওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়, তাহা হইলে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, কোনও না কোনও আকারে সকল দেশেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে যদি সমাজের বেশীর ভাগ লোক কোন না কোন বৃত্তি লইয়া একরকম থাকে, কিছু লোক, হয়তো দুইচারিটি লোক মাত্র, সংসারিক ঝামেলাতে থাকিতে মোটেই ইচ্ছুক থাকেন না ; নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করেন এবং সাংসারিক বিষয়াদিতে তৃপ্ত না থাকিয়া, আত্মতৃপ্ত থাকিয়া উর্দ্ধে মনকে রাখিয়া গুণাতীত হইয়া থাকিবার চেষ্টায় থাকেন (২।৫৫)। ইহার জন্য যে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস লইতে হইবে, তাহা নহে, নিজেকে গুটাইয়া রাখা, এবং তৃপ্তির সহিত সেই অবস্থায় থাকাই আসল কথা। সেই গুণাতীতত্ব পাইতে যদি তাঁহারা সমাজ হইতে নিজেদের একটু সরাইয়া রাখেন, তাহা হইলে কোনও দোষের হইবে না। কোন সমাজই বলিবে না যে, সে শুধু বস্তুতান্ত্রিকই থাকিতে চায়। সত্যই যদি কেহ গুণাতীতত্বে থাকিতে চেষ্টিত থাকেন, সমাজ তাঁহার উপর জুলুম করিবে না, বলিবে না যে তুমি যখন তোমার সময়ের ষোল আনা সমাজকে দিতে পারিতেছ না, সমাজে তোমার স্থান হইবে না, তুমি বনে চলিয়া যাও। এই প্রকরণ, সকাম যাগযজ্ঞ দেবগণের তুষ্টি সাধন ইত্যাদি বিষয়ক হওয়ায়, কেন ইহারা সকাম যাগযজ্ঞ, ইত্যাদি বিষয়ে, বা লোকের কাছে সাধারণ কাজ কর্ম্মাদি লইয়া দৌড়াদৌড়ি বিষয়ে নিজেদের জড়িত করেন না, তাহার কারণ, সুন্দর ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার ৩।১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে ঃ—"ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ" ইহাঁদের দেবগণের নিকন্ বা কাহারও নিকট কিছু চাহিবার কামনা থাকে না ; ইহারা নির্যোগক্ষেম। তাহা ছাড়া জ্ঞানীর পক্ষে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপযোগ নাই ; আরুরুক্ষুর জন্যই কর্ম্ম, আরূঢ়ের জন্য শম (৬।৩)।

সমাজের কাজ কর্ম্ম হইতে, বা পারিবারিক কর্ত্তব্যদি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, অনেকেই "আত্মাকে লইয়া থাকিতে চাই বা গুণাতীত হইতে চাই", এইরূপ বাহানা তুলিতে পারেন। দেখিতে হইবে কতটা তাঁহারা নির্য্যোগক্ষেম হইয়াছেন। যিনি নির্যোগক্ষেম, তাঁহার মনে এ অভিসন্ধিই থাকিবে না, যে কাজ না করিয়া, পরের মাথায় বসিয়া খাইব। নির্যোগক্ষেম হওয়া সহজ কথা নহে।

এই মহান শ্রেণীর লোকেরা, সমাজের কোন বিশেষ বৃত্তিতে নিজেদের জড়িত করেন না বলিয়া, "ইহা করিতেই হইবে" "বা ইহা করিতে পাইবে না" বলিয়া ইহাঁদের কিছু থাকে না ; "নৈব তস্য কৃতে নার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন" তবে ভুল পথে ইহাঁরা যান না, আপনাআপনি ঠিক পথে থাকেন, দক্ষ নর্ত্তকের মত।

আত্মনি এব সন্তুষ্ট, আত্মতুষ্ট ইত্যাদির ভাব এই যে আত্মা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভাবে দখল করিয়া থাকে আর কিছুকে আসিতে দেয় না, রাগ দ্বেষ, সঙ্কল্প বিকল্প ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া তাঁহাদের স্থিতিচ্যুত করিতে পারে না। ইহাঁরা যে যজ্ঞ করেন না তাহা নহে, এই আত্মরতিই যজ্ঞ, কঠিন যজ্ঞ। সন্ন্যাস বিষয়ক অধ্যায় সমূহে, গীতা যাঁহাদের বলিয়াছে, নিত্যসন্ন্যাসী ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্‌ক্ষতি, নির্দ্বন্দ্ব (৫।৩), বা যাঁহাদের বলিয়াছে সর্ব্ব—সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী, ন নিরগ্নিঃ' ন চাক্রিয়ঃ ইহঁরা তাঁহারা।

নিঃস্বার্থ সহযোগিতায় কাজ করা, সমাজ সংরক্ষণের জন্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন ; কিন্তু উহাতে মানুষ নির্যোগক্ষেম অবস্থা পায়না, যাহা গুণাতীতত্ব পাওয়ার একটি অঙ্গ। মনের সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অবস্থা, মনের অসাম্য ভাব, তাহা স্বার্থহীন ভাবে কাজ করিতে থাকিলে হয়তো চলিয়া যায়, কিন্তু নির্যোগক্ষেম অবস্থা আসে না, সেই জন্য, নির্দ্বন্দ্ব ও আত্মবান অবস্থা পাইলেও, গুণাতীতত্ব অবস্থা পাওয়া যায় না। আত্মতুষ্টিতে থাকিলে, ক্রমে সেই অবস্থা আসে। আর, নিজেদের জন্য ইহাদের যজ্ঞ করা প্রয়োজন থাকে না বলিয়াই ইহাঁরা যে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র রখেন, তাহাও নহে। ইহাঁদের একটি মস্ত কাজ সর্ব্বভূত হিতে রত থাকা। তাহা ছাড়া উপরে বলাই হইয়াছে, ইহাদের দুইচারজন, করুণা পরবশ হইয়া, কি ভাবে লোকেরা যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম সমূহ করিবে, তাহা নিজেরা করিয়া তাহাদের দেখান। তাঁহারা কর্ম্মের মাপকাটি ঠিক করিয়া দেন। ইহার নাম 'লোক সংগ্রহ কর্ম্ম', ইহা "আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়"। আমরা ইহার বহু উদাহরণ পাই, যথা জনকে এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এই দুই শ্লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরের শ্লোক গুলি এই বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত হইয়াও, তিনি আদর্শ স্থাপনের জন্য, যথা-কর্ত্তব্য গৃহীর কর্ম্মসকল করিতেন ; "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিংচন, নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।

গুণাতীতের পক্ষে বিধি নিষেধ কিছুই নাই ; নিস্ত্রৈগুণ্য পন্থি বিচরতাং কো বিধি, কো নিষেধ। তাহা হইলেও দেখা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্মসকল তাঁহার দ্বারা কৃত হয় না ; ত্যাগ ও বিদ্বেষ বুদ্ধি বশতঃ হয় না, তাহা নহে, স্বাভাবিক ভাবেই হয় না। মুক্ত পুরুষের কাম্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। আত্মতৃপ্ত পুরুষেরও সেই রকম। আত্মতৃপ্ত হইতে গেলে বা গুণাতীত হইতে গেলে নির্জ্জনে বাস বা সন্ন্যাসী হওয়া প্রয়োজন তাহা নহে। যে গুণাতীত সে আত্মতৃপ্ত, যে আত্মতৃপ্ত তিনি গুণাতীতত্বের পথে উঠিয়াছেন। গুণাতীত যিনি, তিনি নির্দ্বন্দ্ব নিত্যসত্ত্বস্থ নির্যোগ ক্ষেম আত্মবান। এই নির্যোগক্ষেম অবস্থায় থাকা আত্মতৃপ্তির বিশেষ চিহ্ন। এইরূপ হওয়া সোজা কথা নহে ; হইবার জন্য অভ্যাস করিতে থাকা, তাহাই বা কয়টা লোক করে ?

17. Maddhwa (Rau) Atman, throughout the verse, denotes only the Paramatman.

শঙ্কর। যে মানুষ, অর্থাৎ সন্ন্যাসী আত্মাতেই তৃপ্ত তাহার জন্য কোনও কর্ত্তব্যই নাই।...মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা মাত্র শরীর নির্বাহের জন্য ভিক্ষাচরণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ। যাহার আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য সাধন করিবার আবশ্যক নাই, এরকম মুক্ত পুরুষের যজ্ঞ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

শ্রীধর। পূর্ব্ব শ্লোক গুলি অজ্ঞানীর পক্ষে বলা হইয়াছিল, এই দুইটি শ্লোক (১৭ ও ১৮) জ্ঞানীর পক্ষে বলা হইল।

মধুসূদন। যে পরমার্থ দর্শী, তিনি জগৎ চক্রের প্রবৃত্তির কারণ স্বরূপ এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও প্রত্যবায় ভাগী হন না, কেননা তিনি কৃত কৃত্য হইয়া গিয়াছেন।...রতি, তৃপ্তি ইত্যাদি মনোবৃত্তি বিশেষ, ইহারা সাক্ষী চৈতন্যের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহার ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনি নিজ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে বিষয় সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন না; তাঁহার দ্বৈত দর্শন নাই।

সন্তদাস। যাহার সন্তোষের জন্য বাহিরের কোন জিনিষের প্রয়োজন হয় না, তাহার কোন কর্ম্ম নাই।

গোয়েন্কা। পরমাত্মাকে যে পেয়েছে সে পরমাত্মাকেই চায়, আর কিছু চায় না।

ভূপেন্দ্র নাথ। ক্রিয়ার পরাবস্থা (জ্ঞান বা অপরোক্ষানুভূতি) যাহার বেশ জমিয়া গিয়াছে, এবং তাহা আর কোন কারণে ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার আর তখন ক্রিয়া করিবার প্রয়োজন হয় না।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gandhi :—The sloka does not mean that for him, all activity ceased, but that he is freed from all action that binds, (4. 23). He does not live for the self, but for Atman or the Self which is the same as the self of the universe.... The sloka distinguishes the carnally minded from the spiritually minded man.

ভক্তি-প্রদীপ। আত্মরতি = love of his true self

Maddhwa (Rau). আত্মন্ throughout the verse connotes পরমাত্মন্।

(১৮) "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" তাহা কিরূপ? তাই বলিলেন—

নৈব তস্য কৃতানার্থো না কৃতে নেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যপাশ্রয় ॥ ১৮

পদচ্ছেদ। ন এব তস্য কৃতেন অর্থঃ ন অকৃতেন ইহ কশ্চন ন চ অস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ ন।

অন্বয়। ইহ কৃতেন তস্য অর্থঃ ন এব, অকৃতেন কশ্চন ন; সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অস্য অর্থ ব্যপাশ্রয়ঃ।

কঠিন শব্দ। ইহ = এই লোকে। কৃতেন = কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা। অর্থ = প্রয়োজন। অকৃতেন = কর্ম্ম না করা। কশ্চন = কোনও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কশ্চিৎ = কোন রূপ ; কোনও। অর্থ ব্যপাশ্রয় = প্রয়োজনে আশ্রয়ণীয় অর্থাৎ প্রয়োজন সংস্রব।

অনুবাদ। এই লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার কোনও প্রয়োজন নাই ; প্রাণী সমূহে তাঁহার কোনও প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই। (অর্থাৎ কোনও প্রাণীর নিকট প্রয়োজনের জন্য আশ্রয় চাহিবার নাই ; তাঁহার ভগবানই ভরসা, তাঁহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না ; ভগবানই তাঁহার যোগক্ষেম বহন করেন। তিনি দেবতা বা কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করেন না)।

নির্যোগক্ষেমাদি গুণাতীতত্বের লক্ষণ সমূহ ইহার ভিতর দৃষ্ট হয়। গুণাতীতের পক্ষে বিধি নিষেধ কিছুই নাই (নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধি কো নিষেধ) তাহা হইলেও দেখা যায় শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসকল তাঁহার দ্বারা কৃত হয় না, স্বভাবই তাঁহাদের এরূপ হয়। মুক্ত পুরুষদের কাম্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। যদি কখনও তাঁহারা কর্ম্ম করেন, তাহা করেন নিষ্কাম ভাবে লোক শিক্ষার্থ। সাধারণ "দেওয়া নেওয়ার" কাজে ইহারা থাকেন না কিন্তু খুব বড় কাজ ইহাঁদের ঘাড়ে লইতে হয়, তাহা "সর্ব্বভূতঃহিতে-রত থাকা (১২।৪)। এক ভাবে, তাঁহারাও যজ্ঞ করেন, কঠিন যজ্ঞ, কামনার হবন, আত্মার পরমাত্মাতে হবন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শঙ্কর। পরমাত্মায় প্রীতিশালীদের কর্ম্ম না করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রত্যবায় হয় না। অর্থ ব্যপাশ্রয়=কোনও ফলের জন্য কোনও প্রাণী বিশেষের সাহায্য লইয়া কোন প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার নাই, যাহাতে কি তাঁহাকে তদর্থক কোন ক্রিয়ার আরম্ভের প্রয়োজন হইতে পারে।

রামানুজ। অতএব তাঁহার আত্ম-সাক্ষাৎ লাভের জন্য তত্ত্ব সম্বন্ধী সাধন করায়, না কোনও প্রয়োজন হয়, আর সাধন না করার জন্য না কোনও হানি হয়; কারণ তাঁহার আত্ম-সাক্ষাৎ সাধনের অধীন নয়। যে, অনাত্ম জড় পদার্থ হইতে বিমুক্ত থাকে, সেই পুরুষের, প্রকৃতির পরিণাম বিশেষ আকাশাদি সমস্ত ভূত ও তাহাদের কার্য্যের সঙ্গে প্রয়োজন বা সাধন রূপী কোন সম্বন্ধ থাকে না; অর্থাৎ তাহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার কোনও সাধনাই থাকে না কারণ তিনি সদাই মুক্ত।

শ্রীধর। ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা মুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানীদিগের পক্ষে কিছু মাত্র সাহায্যের আবশ্যকতা থাকে না। ব্যপাশ্রয়=আশ্রয়ণীয়। অর্থ=মোক্ষ। পুণ্য কর্ম্মে দেবতারা বিঘ্ন দেন, কিন্তু ইহার কর্ম্মই নাই, দেবতাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; দেবতাগণ ব্রহ্ম ভাবের প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হন না।

সন্তদাস। নিষ্কাম সাধক, সিদ্ধ যোগী, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষদের পক্ষেও কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। উপাসনাও একপ্রকার কর্ম্ম এবং এই প্রকার কর্ম্মই সন্ন্যাস আশ্রমের জন্য বিহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক। ১৭ হইতে ১৯ শ্লোক গুলির টীকাকারগণ অনেক বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন ; এই তিন শ্লোক মিলিয়া হেতু অনুমান যুক্ত একই বাক্য। সন্ন্যাস মার্গীদের যে যে যুক্তি দেখাইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, "জ্ঞানী কর্ম্ম করিবেই বা কেন," তাহার উত্তর এই যে, যখন কর্ম্ম করা ও না করা উভয়ই তোমার পক্ষে সমান, তখন কর্ম্ম না করিবার দিকেই তোমার এত ঝোঁক কেন? স্বার্থ বুদ্ধি না রাখিয়া কর্ম্ম করিতে থাক।"

মধুসূদন। মোক্ষ পরিপন্থী বিঘ্ন নিবারণের জন্যও তাহাকে দেবগণের আরাধনা করিতে হয় না। বশিষ্ঠ দেব শুভেচ্ছা ইত্যাদি ৭টি ভূমিকা, অর্থাৎ অবস্থাভেদে এতাদৃশ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। মধুসূদন এই গুলির বর্ণনা দিয়াছেন। ইহারা শুভেচ্ছা, বিচরণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি অসংশক্তি, পদার্থ ভাবনা, তুর্য্যগা,...শ্রুতি বাক্য অনুসারে দেবগণও তাঁহার বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। সপ্তজ্ঞান ভূমিকার চতুর্থ ভূমিকা হইতে সাধকের স্ব স্বরূপে অবস্থান হইয়া থাকে। সে অবস্থায় সদা আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়, সুতরাং আর অন্যান্য সাধনা ক্রিয়া করিবার আবশ্যক থাকে না।

Aravinda—The liberated man has passed beyond the lower distinctions of sin and virtues, and lives in a glorified purity beyond them.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

This however is not true of the ordinary life of man, where such a doctrine would have the most pernicious consequences.

Radhakrishnan—Quotes from যোগবাশিষ্ঠ। The Knower has nothing to gain either by performing or abstaining from action. Therefore he performs action as it arises.

Gita Premi—also quotes যোগবাশিষ্ঠ ৬।১৯৯।৪

ভক্তিপ্রদীপ—কৃতেন অর্থঃ = virtue to gain through the works done by him. সর্ব্বভূতেষু = in all this world. অর্থ-ব্যপাশ্রয় = as object to be sought.

অরবিন্দ। এই অধ্যায়ে ভগবান যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে বুঝাইয়া এই অধ্যায়েই ১৭ ও ১৮ শ্লোকে কর্ম্ম অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মানবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিলেন।...কিন্তু পরের কয়েকটি শ্লোকে এই দুইটি বিরোধী আদর্শের সমন্বয়ের পথ করা হইয়াছে।...উচ্চতর সত্যলাভ করিতে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না,...পূর্ব্বে ও পরে নিস্কাম কর্ম্ম সাধনই গূঢ় রহস্য।

Maddhwa (Rau). Exemption is granted only to the released.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গীতা সার্ব্বদেশিক, সার্ব্বকালিক। যেখানে মনে হইবে যে গীতা সেরূপ নহে, একটু ভাবিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলেই ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে, ভিতরের সার্ব্বদেশিক, সর্ব্ব-কালিক অর্থ পরিদৃষ্ট হইবে। যজ্ঞ করিলেই যে বৃষ্টি হইবে তাহা নহে, যেখানে যজ্ঞ করা হয় না সেখানে বৃষ্টি হয় না, তাহাও নহে। যজ্ঞের অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। যজ্ঞ সম্বন্ধে, যজ্ঞ কি, নৈষ্ঠিক ও রূপক, সকল রকম যজ্ঞের উপাদান কি কি, ইত্যাদির বিস্তৃত বিবৃতি আমাদের "যজ্ঞ" প্রবন্ধে দিয়াছি। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা, যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ ইত্যাদি শ্লোকগুলির সার্ব্ব-দেশিক যে ব্যাখ্যা আমাদের মনে আসিয়াছে, নিম্নে তাহা দেওয়া হইল। সুধীগণ মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মানুষ জন্মিয়াছে যুথ-বদ্ধ, সমাজ বদ্ধ হইবার স্বভাব লইয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতায় তাহা নিষ্পাদন করিবার ইচ্ছা লইয়া। সে জন্মিয়াছে এই বোধ লইয়া যে, এই ভাবে থাকিলে সে নিরাপদে ও সুখে থাকিতে পারিবে। মানুষ যদি সহযোগিতায় না থাকিত, তাহা হইলে পরস্পরকে হত্যা করিয়া বা বন্য পশুর দ্বারা নিহত হইয়া কবে বিলীন হইয়া যাইত। এই সহযোগিতাই যজ্ঞ, এই সহযোগিতা করাই তাহার সহজাত ধর্ম্ম, এই সহযোগিতাই বার্ণশ্রম ধর্ম্ম প্রতি-পালনে সুন্দর ভাবে কৃত হয়। প্রজাপতি বা প্রকৃতি কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম পালন করিতে সে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাই বলা হইয়াছে :—সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃসৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্ ;॥ সহযোগিতা হইতে সে সকল রকম সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইবে। (৩।১৬) সহযোগিতাই যজ্ঞ, তাহা আনুষ্ঠানিক যজ্ঞে পরিস্কার রূপে পরিদৃশ্যমান, কারণ তাহা বহু লোকের সহযোগিতা ভিন্ন নিষ্পাদিত হয় না।

সমাজের, প্রতি মানুষ প্রতি মানুষের দেবতা। জীব শিব, এই জ্ঞানে তাহাদের প্রসন্নতা লাভ করাই দেব-প্রসাদ। আমাদের জীবন একক ভাবে চলিতে পারে না; তন্তুবায় কাপড় বুনিয়া দিলে, তবে কাপড় পরিতে পাই, চাষা চাষ করে, তবে খাইতে পাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ধোপা চামার, পরস্পরের কাছে পরস্পরের মূল্য আছে, সেই ভাবে পরস্পরের কাছে তাহারা ঈশ্বর। তাই, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। তাই গীতায় বলা হইয়াছে "দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ"। (৩।১১)

যে এই সব দেবতাদের প্রাপ্য দেয় না, প্রাপ্ত-সেবার প্রতি-সেবা, প্রাপ্ত উপকারের প্রত্যুপকার, তুষ্টি বিধান পূর্ব্বক করে না, সে চোর, "ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ-ভাবিতাঃ, তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ, (৩।১২)। ইহাদের প্রাপ্য দিয়া এবং অতিথি, ক্ষুধার্ত্ত, দরিদ্র, গাভী, কুক্কুর ও যে সব প্রাণী তোমার সেবা করে, তোমার মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদের; তোমার যাহা সাধ্য থাকে তাহা দিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা "অবশিষ্ট" থাকিবে, মাত্র তাহাই তোমার ভাগে পড়িল জানিয়া লও, ও সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার মনে গ্লানিশূন্যতা আসিবে, সত্ত্বশুদ্ধি আসিবে। "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"। ইহাই যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ হওয়া। প্রাপ্য না দিয়া খাওয়া, পাপ খাওয়া হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে যে আত্মপ্রসাদ আসে, তাহাই যজ্ঞশিষ্ট, ইহাই মনকে পবিত্র করে। তাই গীতা বলিয়াছে "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্ব কিল্বিষৈঃ, ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ" (৩।১৩)

পারস্পরিক সহযোগিতা রূপ যজ্ঞ হইতে সকল দিকে সুব্যবস্থা সৃষ্ট হয়, ইহাই যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ। সকল দিকে সুব্যবস্থার বা কৃতকৃত্যতার প্রসার,অমৃত-গর্ভী মেঘের আকাশ ব্যাপ্তির মত। সুব্যবস্থায় শস্য রূপী ঋদ্ধি উৎপাদিত হয়। এবং তাহা হইতে প্রজাবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং কর্ম্মার সংখ্যা বাড়ীতে থাকে। ইহাই অন্নাদ্ ভবতি ভূতানি, পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ (৩।১৪)। কর্ম্মী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, যজ্ঞের অর্থাৎ সহযোগিতার (বা বর্ণ ধর্ম্ম পালকের) বিস্তার হইতে থাকে। বর্ণবিভাগ সৃষ্টিই হইয়াছে, শৃঙ্খলার সহিত সমাজে যাহাতে সহযোগিতা চলিতে পারে। এই সহযোগিতা হইতে চক্রবৃদ্ধির নিয়মে আরও পর্জ্জন্য রূপী সুব্যবস্থা, তাহা হইতে আরও অন্নরূপী ঋদ্ধি এবং তাহা হইতে আরও কর্ম্মী লোকের উদ্ভব হইতে থাকে; এই ভাবে এই চক্রে, ঘটনাবলী হইতে থাকায়, সমাজে উত্তরোত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই "চক্র" বা সমাজচক্র, এবং সৃষ্টি চক্রের ইহা একটি বিশেষ চাকা।

সমাজে থাকার অর্থই এই যে, প্রত্যেককে সমাজের কর্ম্মের ডাকে সাড়া দিতে হইবে এবং নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে উপযোগী নানা প্রকারের সহযোগিতার সৃষ্টি করিবে; তাই বলা হয়, necessity is the mother of invention, তাই বলা হয়, যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ।

কর্ম্ম করা যায় শক্তি বলে, তাহা যান্ত্রিক শক্তিই হউক, বা জন–শক্তিই হউক বা শারীরিক, মানসিক, জৈবিক, অজৈবিক, প্রাকৃতিক শক্তিই হউক বা তপস্যা বা যোগশক্তিই হউক বা লোকের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তিই হউক। এই শক্তি, এবং শুধু এই শক্তি কেন, সকল শক্তি যাহা আমরা নিজেদের ভিতর এবং সকল দিকে দেখিতে পাই, উহার বিকাশ তাহা কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া দিবেন, এই জগতের অবিনশ্বর সমষ্টি শক্তির, অণু পরমাণু ও ব্যোমের ভিতর নানা খেলা। সমষ্টির অবিনশ্বর ভাবের জন্য সঙ্গত ভাবে ইহাকে ব্রহ্ম শক্তি বলা যাইতে পারে, যাহা এখানে 'ব্রহ্ম'নামে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে, কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি। ব্রহ্মশক্তি, প্রকৃতি, সগুণ ব্রহ্ম, ইহারা সব সম্বন্ধিত, হয়তো বলা যাইতে পারে এক অন্যের বিভাব। আর এই "ব্রহ্ম" শক্তির,অক্ষধ ব্রহ্মই যেন নিবাস স্থল। ব্রহ্ম যখন ইচ্ছা করেন তখন ইহার স্ফুরণ হয়। এ স্ফুরণ যুগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগান্তর চলিতে থাকিলেও, অক্ষর ব্রহ্ম, অক্ষর ব্রহ্মই থাকেন। পূর্ণমদঃই থাকেন। তাই বলা হইয়াছে ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।

দ্বিতীয় চরণের ব্রহ্ম (তস্মাৎ সর্ব্ব গতং ব্রহ্ম) প্রথম চরণের ব্রহ্ম হইতে পারেন বা অক্ষর ব্রহ্মও হইতে পারেন। যেখানে সহযোগিতা, সেখানে সেই সর্ব্বগত ব্রহ্ম শক্তি কাজ করিতেছে, তাহা না হইলে কর্ম্মীরা কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও শক্তি পাইত না। এই সর্ব্বগত ব্রহ্ম অক্ষর ব্রহ্মও হইতে পারেন, কারণ ব্রহ্ম-শক্তির ব্রহ্মই নিবাস স্থল, যেখানে শক্তি সেখানে শক্তিমানও থাকেন। তবে আমাদের মনে হয় এ ব্রহ্ম (তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম) অক্ষর ব্রহ্ম নহে। ইহা ব্রহ্মশক্তি ; তাহা না হইলে, বিশেষণ "অক্ষর" ইহাতে যুক্ত থাকিত।

পারস্পরিক এই সহযোগিতা হইতে (বা যে ধর্ম্ম ইহার উপর আপনিই জন্ম লয়, সেই বর্ণ-ধর্ম্ম—প্রতিপালন হইতে) প্রচুর পরিমাণে চক্রবৃদ্ধির নিয়মে ঋদ্ধি সৃষ্ট হইতে থাকে ইহাই ঋদ্ধি ও সিদ্ধির চক্র বা সমাজ উন্নতির চক্র। পরস্পরের সাহায্য পাইতে হইলে, বা মণ্ডলীতে থাকিতে হইলে, এই চক্রানুযায়ী ব্যাপার সমূহ যাহাতে ঘটিতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেককে তাহার নিয়ন্ত্রিত অংশ, নিষ্কাম ভাবেই হউক বা সকাম ভাবেই হউক করিয়া যাইতে হইবে। যে, আরাম করিয়া সব কিছু ভোগ করিব, কাহারও প্রাপ্য দেব না, যে স্বার্থপর ভাবে একক থাকিতে চায়, তাহার জীবন নিষ্ফল হয় ; তাহা ছাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন সহযোগিতা সে কাহারও নিকট হইতে পায় না। তাই গীতা বলিয়াছে, "এবম্ প্রবর্ত্তিতম চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ, অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি (৩।১৬)

মাত্র তাহাকেই সমাজ, সমাজের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করা হইতে অব্যাহতি দেয় যে ভগবানের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে। সমাজ জানে যে, সমাজে এরূপ লোকেরও প্রয়োজন, তাই সমাজ ইহাদের মাথায় করিয়া রাখে, যদি বোঝে ইহারা মেকী নহেন। মহাত্মা ইহারা · কি করিয়া কোন্ কাজ করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে, তাহা ইহাদেব ভিতর অনেকেই স্নেহ পরবশ হইয়া নিজেরা করিয়া দেখাইয়া দেন্ ইহাকেই বলে"আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়।" ইহাঁরাই, শ্রীঅবিন্দের উক্তিতে "মুক্ত পুরুষ, কঠোর জীবনের আদর্শ স্বরূপ, আত্মসত্তায় স্বাধীন, কর্ম্ম বা ভোগের সহিত সম্পর্ক চাহেন না, শুধু পরমাত্মার শান্তির মধ্যেই ইহাঁরা কাজ করেন।"

সহযোগিতাই যজ্ঞ। উৎসর্গমূলক, ত্যাগমূলক বলিয়া ইহা চিত্ত শুদ্ধিকর। সকল রকম মঙ্গল ইহা আনিয়া দেয় বলিয়া, ইহাব এত মান্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে যে সব যজ্ঞের কথা আসিয়াছে, তাহারা রূপক যজ্ঞ। সেখানে যজ্ঞের যে অর্থ আমরা, সেই অধ্যায়ের ভূমিকায় দিয়াছি, সেই অর্থ সর্ব্বদা প্রযোজ্য, এবং তাহার ভিতর আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের উপরের ব্যখ্যাও পড়ে। সংক্ষেপে, সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা এই—কোন বিশেষ কিছুতে, মূল্যবান কিছু যদিউৎ : করা হয় আরও মূল্যবান কিছু পাইতে, তাহা হইলে উহাও আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের মত হওয়ায়, যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। উৎসর্গই সকল যজ্ঞের পাদপীঠ।

১৯। এই সকল যখন এইরূপ, তখন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্মং সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯

পদচ্ছেদ। তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্য্যম্ কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তঃ হি আচরন্ কর্ম্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ।

অন্বয়। তস্মাদ্ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর, হি অসক্তঃ পুরুষঃ কর্ম্ম আচরন্ পরম আপ্নোতি।

কঠিন শব্দ। অসক্ত=অনাসক্ত, ফল কামনা রহিত ব্যক্তি বা নির্লিপ্ত ব্যক্তি। কার্য্যং কর্ম্ম=কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তমেবম্ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন, ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে বেদানুবচন দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা দানের দ্বারা এবং অনশন পূর্ব্বক তপস্যার দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা যাহা আত্ম-জ্ঞানের জন্য বিহিত হইয়াছে সেই নিত্য নৈমিত্তিক রূপ কর্ম্ম (মধুসূদন)। হি =যেহেতু। পরম=যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; মোক্ষ; পরম পদ; পরমাত্মা, পরব্রহ্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। সেই জন্য অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর যেহেতু মানুষ নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলে পরম পদ অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

ভগবান যেন বলিলেন, "অর্জ্জুন তুমি, এখনও গুণাতীত হও নাই। সপ্তদশ শ্লোকে বর্ণিত আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত হও নাই। নিজ ভরণ পোষণের জন্য ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া থাকিতে পারিবে না, তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। আসক্তি হীন হইয়া, নির্লিপ্ত থাকিয়া, কোন স্বার্থ না রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক, উহার দ্বারাই তুমি পরম পদ প্রাপ্ত হইবে (২।৫১)। নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করাতে পুনর্জন্ম আসে না।

অনাসক্ত কর্ম্মেও মুক্তি আনে, জ্ঞানেই যে আনে তাহা নহে।

পরমহংসদেব বল্‌তেন, চাকরাণী যেমন অনাসক্ত মনে মনিবের ছেলেদের খাওয়ায় দাওয়ায়, কিন্তু মনে জানে তারা তাহার কেউ নয়, তুমিও ইত্যাদি।

শঙ্কর। অনাসক্ত ভাবে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে থাকিলে পুরুষ, অন্তঃকরণ শুদ্ধিতে, মোক্ষ পদ পায়।

(জ্ঞানমার্গীদের মতে কর্ম্ম জ্ঞানীদের জন্য নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে অতন্দ্রিত ভাবে, কর্ম্মী ছিলেন। বুঝিতে হইবে কি, শ্রী কৃষ্ণ অজ্ঞানী ছিলেন? সন্ন্যাসমার্গীরা এই শ্লোক গুলির দ্বারা সন্ন্যাসবাদ সমর্থন করেন)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। যেহেতু এইরূপ, জ্ঞানীর পক্ষেই কর্ম্মের অনুপযোগিতা, অন্যের নহে, সেইজন্য তুমি কর্ম্ম করিতে থাক।

ভক্তিপ্রদীপ। অসক্ত = being indifferent with results there of.

রামানুজ। যতক্ষণ আত্মসাক্ষাৎকার না হয় ইত্যাদি।

মধুসূদন। ফলাভিসন্ধি রহিত ব্যক্তি, কর্ম্মের অনুষ্ঠন করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া সত্ত্ব শুদ্ধি ও জ্ঞানপ্রাপ্তি-রূপ দ্বার সহকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সৎপুরুষ, অন্য কেহ যথার্থ পুরুষ নহে।

আশুদাস। কেহ এই রকম অর্থ করিয়াছেন—সেই জ্ঞানীপুরুষ যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহার পক্ষেও জগৎচক্রের প্রবর্ত্তনের জন্য যখন কর্ম্ম করা আবশ্যক, তখন তুমিও জগৎচক্র প্রবর্ত্তনের জন্য সদা অনাসক্ত থাকিয়া ইত্যাদি।

মতিলাল। ব্রহ্মবিদেরও যে যথারীতি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন...গীতাকে ভারতের মোক্ষবাদী সন্ন্যাসী, প্রমান রূপে স্বীকার করিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছেন।

অরবিন্দ। কর্ম্ম তিন প্রকার—যজ্ঞ হীন যে কর্ম্ম, শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য করা যায়, ইহা সম্পূর্ণ স্বার্থ প্রানোদিত এবং জীবনের মূল নীতির সহিৎ ইহার সামঞ্জস্য না থাকায় ইহা ব্যর্থ ; মোঘং পার্থ স জীবতি; (২) সকাম হইয়াও যে কর্ম্ম যজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত করা যায়। এই কর্ম্মে যে ভোগ, সুখলাভ করা, তাহা হয় যজ্ঞের ফল স্বরূপ, অতএব অতখানি শুদ্ধ ও পবিত্র। (৩) নিষ্কাম ভাবে কোন ও রূপ আসক্তি না রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায়। শেষোক্ত প্রকারের কর্ম্মের দ্বারাই পরম গতি লাভ করা যায়; ইহাই পরমাপ্নোতি পুরুষ।

সচ্চিদানন্দ। পরম = নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি।

তিলক। তস্মাদ্ পদের প্রয়োগ করিয়া এই উপদেশই অর্জ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে যে, স্বার্থ বুদ্ধি না রাখিয়া কর্ম্ম করিতে থাক...সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ভগবান স্বয়ং, নিজের কোনও কর্ত্তব্য না থাকিলেও কর্ম্মই করেন।....সন্ন্যাসমার্গীরা ভগবানের দৃষ্টান্তকে মানেন না। তাহারা তিন শ্লোককে ভাঙ্গিয়া প্রথম দুই শ্লোকের "জ্ঞানী পুরুষের নিজের কোনই কর্ত্তব্য থাকে না" ইহাকে গীতার চরম সিদ্ধান্ত মানিয়া, এই ভিত্তিতে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ভগবান জ্ঞানী পুরুষকে বলিতেছেন যে, কর্ম্ম ছাড়িয়া দেও। কিন্তু তাহা হইলে ১৯ শ্লোকের কোন উপপত্তি থাকে না। এই প্যাঁচ হইতে বাঁচিতে টীকাকারগণ বলিয়াছেন যে অর্জ্জুন অজ্ঞানী ছিলেন বলিয়াই তো অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এতটা মাথা ঘামাইবার পরেও "তস্মাদ" নিরর্থকই থাকিয়া যায়। সন্ন্যাস মার্গীদের এ ব্যাখ্যা অধ্যায়েরই পূর্ব্বাপর সন্দর্ভেরও বিরুদ্ধ হয়, তাহা ছাড়া, এ অধ্যায়ে, "কর্ম্ম ত্যাগ করা ভাল" এ অসম্বন্ধ কথা কেহ বলিবে না।...যোগবাশিষ্ঠে আছে, রামের প্রশ্নে "মুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন কর্ম্ম করিবে" বশিষ্ঠ বলিলেন "জ্ঞানী ব্যক্তির কোনও লাভের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করা বা কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় না, অতএব তিনি যখন যাহা পাইবেন, তখন তাহা করিতে থাকিবেন"। ঐ গ্রন্থেরই শেষে, গীতার মত শ্লোক রহিয়াছে, "মমনাস্তি কৃতনার্থো না কৃতে নেহ কশ্চন, যথা প্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্ম্মণি ক আগ্রহঃ ?'' কোন বিষয়ে কর্ম্ম করা, না করা আমার পক্ষে একই ; কর্ম্ম না করিবার আগ্রহই বা কেন ? যাহা শাস্ত্রের রীতি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই করিতে থাক। গণেশ গীতাতেও এই রকম শ্লোক (২।১২) আছে। গীতার এই সকল যুক্তি, মহাযান পন্থার বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণও লইয়াছেন।

আশুদাস। কর্ম্মযোগ হইতে যে মোক্ষলাভ হয়, একথা সন্ন্যাসবাদী আচার্য্যগণ গ্রাহ্য করেন না। ভগবানের উপরিউক্ত এমন স্পষ্ট উপদেশ সত্ত্বেও নহে।

ভূপেন্দ্রনাথ। কবীর বলিয়াছেন, "সহকামী সুমিরণ করে পাওয়ে উচা ধাম, নিহকামী সুমিরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম ; নিষ্কাম পুরুষ অবিচল রাম, অর্থাৎ চিরস্থির চিরসুন্দর জন্মমরণ রহিত অব্যয় পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া দুঃখের আস্পদ এই সংসার অতিক্রম করেন।...

যাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগে অধিকারী, তাঁহাদের যে কর্ম্ম ত্যাগ করিতেই হইবে তাহা নহে, অনেক জ্ঞানীরাও দয়া পরবশ হইয়া, লোক সংগ্রহের জন্য, আদর্শ স্থাপনের জন্য, লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গলের জন্য, কর্ম্ম করিতে থাকেন ; তাঁহারা তাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন প্রাপ্ত হন না, সিদ্ধিতে অবস্থিত থাকেন।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০

পদচ্ছেদ। কর্ম্মণা এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ, লোক সংগ্রহম্ এব অপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি।

অন্বয়। জনকাদয়ঃ কর্ম্মণ এব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ, লোক-সংগ্রহম্ এব অপি সংশশ্যন্ কর্ত্তুম্ অর্হসি।

কঠিন শব্দ। কর্ম্মণা এব হি = পূর্ব্বের শ্লোকগুলিতে যে রূপ কর্ম্ম করা উচিত বলা হইয়াছে, সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারাই ; কর্ম্মেরই সহিত (মধুসূদন)। সংসিদ্ধিম্ = পারমার্থিক কৃত-কৃত্যতা লাভ ; যাহা চাওয়া যায় তাহা ; শাস্তি ; পরম্‌কে (৩।১৯) ; শ্রবণাদি মধ্যে জ্ঞান নিষ্ঠা (মধুসূদন)। আস্থিতাঃ = প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লোক-সংগ্রহ = লোক-শিক্ষা ; লোক সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা এবং উন্মার্গ হইতে নিবৃত্ত করা (মধুসূদন)। অর্হসি = উচিত। এই শ্লোকে এবং পরের কয়েকটি শ্লোকে, জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়ের ইঙ্গিত আসিতেছে না কি ?

অনুবাদ। জনকাদি (ঋষিগণ), (নিষ্কাম) কর্ম্ম দ্বারাই অভীষ্ট ফল (লোক সংগ্রহ ও নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যে "পরম্‌কে" পাওয়া যায় তাহাও, নিষ্কাম কর্ম্মের কৃতকার্য্যতায় মনে যে শস্তি ফুটিয়া উঠে, তাহাও) লাভ করিয়াছিলেন। লোক-সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক-সংগ্রহ (অর্থাৎ নিজের কার্য্যের দ্বারা মানুষের সম্মুখে সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে সৎ পথে আনিয়া একত্র করা, অর্থাৎ লোক শিক্ষা) ইহা পারিভাষিক শব্দ। লোক-সংগ্রহ কর্ম্ম নিজ স্বার্থের জন্য না হওয়ায় ইহা কর্ম্ম বন্ধন উৎপন্ন করে না। জনকাদি অর্থাৎ জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি ও অন্যান্য অনেকে। জনক, কর্ম্মযোগীর মত নিষ্কাম ভাবে রাজ্য চালাইতেন ও যাগ যজ্ঞাদি করিতেন, লোকদিগকে যাগ যজ্ঞে প্রবৃত্ত করিতেন। ইঁহার দেহ সর্ব্বদা কামনাহীন থাকায়, এবং দেহ-ভাবনার পরিবর্ত্তে আত্মভাবনা যুক্ত থাকিতেন বলিয়া ইঁহাকে "বিদেহী" বলা হইত। স্থানাভাবে এখানে এই মহাত্মার কিছুই বলা হইল না। ইনি ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মজ্ঞানী ছিলেন; যজ্ঞাদি করিয়া যাইবার ইঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না; তথাপি লোক-সংগ্রহের জন্য, সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য ইনি যজ্ঞাদি নিয়মিত করিয়া যাইতেন। জ্ঞানী হইলেই কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। "সর্ব্বদা কর্ম্ম কর" ইহার ভিতর লোক-সংগ্রহও আসে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না, ইহা গীতার মান্য নহে। জ্ঞানী ও মুক্ত পুরুষেরা যদি লোক-সংগ্রহে আদর্শ স্থাপন করিতে স্বীকার না করেন, জগৎ কোথা হইতে আদর্শ পাইবে? ইহাই ৩।২০ শ্লোকে ভগবান বলিলেন।

ভাষ্যপ্রদীপ। সংসিদ্ধিম=the highest end লোক-সংগ্রহ the good of the people of the world.

শঙ্কর। শঙ্কর এই শ্লোকে এই রূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন—যদি সেই জনকাদি যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ধরা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রারব্ধ-কর্ম্মা হওয়ায়, লোকসংগ্রহেরই জন্য কর্ম্ম কবিতে করিতেই, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ বিনাই, সিদ্ধি পাইয়াছিলেন। আর যদি তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান পান নাই ধরা হয়, তাহা হইলে অন্তঃকরণের শুদ্ধি-সাধন রূপ কর্ম্ম দ্বারা পরম সিদ্ধি পাইয়াছিলেন। আত্মজ্ঞানী পুরুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে তাহা নহে। জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় হয় না।

রামানুজ। যাহাদের সংসারে আদর্শ মানা যায়, এইরূপ জ্ঞানযোগীদের জন্যও কর্ম্মযোগ লোকসংগ্রহ রূপে রহিয়াছে। জ্ঞানযোগের অধিকারীদিগের আত্ম সাক্ষাৎকারের জন্য কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। জনকাদি কর্ম্মযোগের দ্বারা পরম সিদ্ধিতে স্থিত হইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন।

শ্রীধর। সংসিদ্ধিং আস্থিতাং=সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (কর্ম্ম দ্বারাই শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া)। লোক সংগ্রহ= দৃষ্টান্ত দ্বারা লোক সংরক্ষণ।

মধুসূদন। সংসিদ্ধি=শ্রবণাদি মধ্যে জ্ঞান নিষ্ঠা।...ব্রাহ্মণগণের ইহাই ধর্ম্ম যে তাঁহারা বিষ্ণুর চিহ্ন ধারণ অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। অন্য তিন বর্ণে সন্ন্যাস লওয়া মানা ছিল। ভগবান যেন বলিলেন, তুমি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের দ্বারা ক্ষত্রিয়। কাজেই, তুমি বিদ্বান হইলেও, অর্থাৎ তোমার মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইলেও, জনকাদির ন্যায় তোমার পক্ষেও সন্ন্যাস বিধেয় নহে। জনকাদির ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মবশে লোক-সংগ্রহের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার কর্ম্ম করা উচিত।...(যাহাদের সন্ন্যাস নাই, তাহাদের কেবল কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে, বোধ হয় এখানে ইহাই অভিপ্রায়)

রামদয়াল। যদি বল জনকাদি জ্ঞানী হইয়া কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ তিনি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস নাই। তিনি রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; ইহাঁদের জন্য লোকসংগ্রহ কর্ম্ম উচিত কর্ম্ম বলিয়া গণিত হয়। (জ্ঞানী হউন বা অজ্ঞানী হউন, কর্ম্ম ইহারা করিয়াছেন, এবং সংসিদ্ধি পান নাই তাহা হয় নাই।

তিলক। প্রথম পংক্তিতে কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় তাহার উদাহরণ দিলেন। দ্বিতীয় চরণে দেখান হইল যে নিজ কর্ম্মের দ্বারা লোক-সংগ্রহ করা জ্ঞানী ব্যক্তির এক অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রয়োজন। "এবাপি" পদের ইহাই তাৎপর্য্য। লোক শুধু মনুষ্য লোক নহে, সমস্ত জগৎকে সৎমার্গে আনিয়া উহাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত-সংগ্রহ করা, অর্থাৎ ধারণ পোষণ, পালন বা রক্ষা করা, ইত্যাদি।

দামোদর। ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। জনকাদি কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানেশ্বরী। যাহার কৃতার্থতা পাওয়া হইয়া গিয়াছে, আর নিষ্কামতা প্রাপ্তিও হইয়া গিয়াছে, তাহারও মানুষের জন্য কর্ত্তব্য রহিয়া গিয়াছে। জনকাদি মহাপুরুষেরা সম্পূর্ণ কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়াও মোক্ষপদে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংসদেব। রামপ্রসাদের গান উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন "জনক রাজা মহা তেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি? সে, এদিক্ ওদিক্ দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।

Madhwa (Rau), Only with the performance of duties also, i. e. in addition to knowledge. (জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়)

আশুদাস। বর্ত্তমানকালে ভারতের জ্ঞানিগণ ভগবানের এই উপদেশটি ভুলিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্যই বুঝি এখন আমাদের এই দুর্দ্দশা।

ভূপেন্দ্রনাথ। জ্ঞানীদেরও ক্রিয়া করিতে হয়, কিন্তু নিজের জন্য নহে, পাছে অজ্ঞ দেহাভিমানী পুরুষেরা তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সব ক্রিয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া জ্ঞানী সাজিয়া বসে... তাহা ছাড়া তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ বা ক্রিয়া করা এবং তদ্দ্বারা কাম ক্রোধাদি রিপু সকলকে সবশে আনাই তোমার স্বধর্ম্ম। জনক যে বিদেহ-মুক্তি লাভ করিয়া বিদেহরাজ হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও শুদ্ধ বুদ্ধরূপা সীতাকে বা শুভ্র জ্যোতিকে লাভ করিতে হইয়াছিল।...ক্ষেত্রে হল্ চালনা করিয়া সীতাকে পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ দেহরূপ ভূমিতে প্রাণায়ামাদি সাধন করিয়া তাঁহার দেহাতীত "বিদেহ" অবস্থা লাভ হইয়াছিল। তাঁহারা ক্রিয়া করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।...কর্ম্ম করিতে হইবে, লোকসকল যাহাতে সংগৃহীত হয়।...লোক শিক্ষা দিতে গেলে নিজেকে তৈয়ারী করিতে হইবে।...লোকসংগ্রহের একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগূঢ় অর্থও আছে। ভূ-লোকাদি সপ্তলোককে এক করিয়া তুলিতে হইবে—মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত এক করিয়া ফেলিতে হইবে। এক এক লোক, তৎপর লোকে লয় করিতে করিতে একেবারে সহস্রারে আসিয়া পূর্ণাহুতি দিতে হইবে। এই শেষ আহুতি যাঁহার দেওয়া হইল, তিনিই তো বিদেহরাজ। ব্রহ্মবোধিনী স্বচ্ছ বুদ্ধিই সীতাই তো তাঁহার কন্যা হন।

মহানামব্রত। (সাধারণ) নরনারী কর্ম্ম করে নিজের হিতের জন্য, কিম্বা আসক্ত হইয়া পুত্র কন্যাদি মুষ্টিমেয় লোকের হিতের জন্য ; কিন্তু জ্ঞানী কর্ম্ম করিবে অনাসক্ত ভাবে, সব ভূত-হিতে রত হইয়া।...জ্ঞানীর কর্ম্ম, সকল খণ্ডকে অখণ্ডতার ভূমিতে লইয়া গিয়া পূর্ণতায় একীভূত করে, ইহাই লোক সংগ্রহ।... খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড দর্শনই প্রকৃত জ্ঞান।...নিজে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরকে বড় করা, ইহাই লোক সংগ্রহ।

মতিলাল। জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও লোকদের জীবন রক্ষার জন্য কর্ম্ম করা উচিত।...গীতাকে মোক্ষবাদী সন্ন্যাসী প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া তাই বিপন্ন হইয়াছেন।

(২১) লোকসংগ্রহ কি ভাবে হয়, তাহার উত্তর—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১

পদচ্ছেদ। যৎ যৎ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তৎ তৎ এব ইতরঃ জনঃ, সঃ যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকঃ তৎঅনুবর্ত্ততে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্বয়। শ্রেষ্ঠ যৎ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব ; সঃ যৎপ্রমাণং কুরুতে, লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।

কঠিন শব্দ। শ্রেষ্ঠ=প্রধানভূত রাজা প্রভৃতি মহাজনগণ (মধুসূদন)।

ইতর জন=সাধারণ লোক। প্রমাণম্ কুরুতে=আদর্শ বা প্রামাণিক বলিয়া ধার্য্য করেন। লোকঃ=সকল লোক। অনুবর্ত্ততে=অনুসরণ করে।

অনুবাদ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোক তাহাই করে। তিনি (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি), যাহা অর্থাৎ যে কর্ম্ম আদর্শ বলিয়া ধার্য্য করেন, সাধারণ লোক তাহা অনুসরণ করে।

কর্ম্মের মাপ কাঠি—মহাজনেরাই ঠিক করিয়া দেন। একটি আদর্শে যাহা করে, শত বক্তৃতাতেও তাহা করে না। এই শ্লোক হইতে ২৯ শ্লোক পর্য্যন্ত লোক-সংগ্রহের কথা। (মহাভা-৬-১ ২০ গীতাপ্রেমী)

শঙ্কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লৌকিক বা বৈদিক প্রথাকে প্রামাণিক মানে, অন্য সকলে ইত্যাদি।

রামানুজ। প্রমাণ=শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে যে অঙ্গ যুক্ত করিয়া কর্ম্ম করেন, অজ্ঞানীরাও সেই ভাবে কর্ম্ম করে।

শ্রীধর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্ম্ম শাস্ত্র অথবা কর্ম্ম নিবৃত্তির শাস্ত্র যাহাই প্রমাণ মনে করেন অন্যলোক তাহাই অনুসরণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিলক। লোক কল্যাণকারী পুরুষই গীতার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-যোগী। শ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ আত্ম-জ্ঞানী সন্ন্যাসী নহে, লোক কল্যাণকারী পুরুষ। (তৈ. উ, ১।১২।৪, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪১, ২৪)

ভূপেন্দ্রনাথ। মন ইন্দ্রিয়দিগের রাজা, মন যাহা ভাবে বা চিন্তা করে সকল ইন্দ্রিয় সেই দিকে ছুটিয়া যায়। মন যদি ভগবানের দিকে ছুটিয়া যায়, ইন্দ্রিয়েরাও তখন ভগবানের কার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। ইতর জন = common people. প্রমাণ = standard

Longfellow—

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime.

G. S. Hillard—The value and interest of history are derived chiefly from the lives and services of the eminent men, whom it commemorates. Indeed, without these, there would be no such thing as history, and the progress of a nation would be little worth recording as the march of trading caravan across a desert.

মধুসূদন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণের সদৃশ আচরণ করাই লোকের স্বভাব...আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২২) ভগবান বলিলেন, লোক সংগ্রহ, কর্ত্তব্য কি না ও কি ভাবে করিতে হয় তাহা জানিবার জন্য আমাকে দেখ।

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২

পদচ্ছেদ। ন মে পার্থ অস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন, ন অনবাপ্তম্ অবাপ্তবম্ বর্ত্তে এব চ কর্ম্মণি।

অন্বয়। পার্থ, ত্রিষু লোকেষু মে কিঞ্চন কর্ত্তব্যম্ ন অস্তি, অনবাপ্তম অবাপ্তব্যম ন, অহং কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ।

কঠিন শব্দ। কিঞ্চন=কিঞ্চিত মাত্রও। অনবাপ্তম=অপ্রাপ্ত কোন কিছু। অবাপ্তব্যম্=প্রাপ্তব্য কোন কিছু। কর্ম্মণি বর্ত্তে এব=কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিই।

অনুবাদ। পার্থ, তিন লোকে আমার কিছু মাত্রও করণীয় নাই; অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নাই। (তথাপি) আমি কর্ম্মে ব্যপৃত থাকিই। (অর্থাৎ কাজ করি শুধু লোক সংগ্রহের জন্য, লোকের সম্মুখে সদ্দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য)।

২৩ ও ২৪ শ্লোকে কেন ভগবান কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকেন, তাহা বলিবেন।

শঙ্কর। আমার কোন অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্ত করিবার নাই, ইত্যাদি।

শ্রীধর। ঐ রূপ।

অরবিন্দ। এখানে এব শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম করিয়াই থাকেন, এবং সন্ন্যাসীরা যে মনে করেন তাহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, তিনি সেরূপ করেন না।

তিলক। ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। জ্ঞান প্রাপ্তির পর কোন কার্য্য না থাকিলেও জ্ঞানীর নিষ্কাম বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকা উচিত। সাংখ্য মার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া বসেন,—চাই এই কর্ম্মত্যাগের ফলে জগৎ ডুবিয়া যাউক, অথবা জগতের কিছু ঘটুক, তিনি তাহার কোনও পরোয়া করেন না এবং কর্ম্ম-মার্গের জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য আবশ্যক না হইলেও, লোক-সংগ্রহকে মহত্বপূর্ণ আবশ্যক কার্য্য জানিয়া, তজ্জন্য নিজ ধর্ম্মানুসারে সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন।

রামানুজ। আমার কোন অপ্রাপ্ত বস্তু কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত করিবার নাই।

ভাব প্রকাশ। (মধুসূদনের টীকার)। সবই আমার সৃষ্ট, অতএব প্রাপ্তব্য কিছু নাই।...আমি ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য কর্ম্ম করি।

ভুপেন্দ্রনাথ। যেখানে সমস্ত কর্ম্মের প্রবিলয় ঘটে, তাহার আবার কর্ত্তব্য কি থাকিবে?...তুলসীদাস বলেছেন, "জানত তুমহে তুমহী হোই যাই, যে তোমাকে জানে, সে তখন তুমিই হইয়া যায়। প্রাণই পরমাত্মার ক্রিয়া শক্তি, এই জন্য তাহার প্রাপ্তব্য কিছু না থাকিলেও তাঁহার ক্রিয়া-শক্তির ক্রিয়া বন্ধ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gandhi :—The unceasing movement of the Sun, the moon, the planets and the stars, signifies God in action. Though God is without form and impersonal, He acts as though He has form and body....Krishna's whole life was one unbroken Gita of Karma.

Bible.—As my Father has continued to work to this hour, so I work too. John V. 17.

(২৩) কর্ম্ম না করিলে কি হইবে ভগবান তাহা বলিতেছেন —

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩

পদচ্ছেদ। যদি হি অহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণি অতন্দ্রিতঃ, মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থঃ সর্ব্বশঃ।

অন্বয়। পার্থ, যদি অহং জাতু কর্ম্মণি অতন্দ্রিতঃ ন বর্ত্তেয়ং, মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম হি সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে। (বর্ত্তেয়ঃ, পাঠান্তর)

কঠিন শব্দ। জাতু = কখনও, কদাচিত। অতন্দ্রিত = অনিদ্রিত অর্থাৎ অনলস হইয়া। ন বর্ত্তেয়ং = বর্ত্তমান না থাকি, লাগিয়া না থাকি। সর্ব্বশঃ = সরল রকমে। মম বর্ত্ম হি অনুবর্ত্তন্তে = আমার পথই অনুসরণ করিবে।

অনুবাদ। পার্থ, যদি আমি কখনও কর্ম্মে অনলস ভাবে বর্ত্তমান না থাকি, তাহা হইলে লোকেরা আমার পথই সকল রকমে অনুসরণ করিবে, অর্থাৎ অনলস ভাবে কর্ম্মে লাগিয়া থাকা, তাহা ছাড়িয়া দিবে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যদি মূহুর্ত্তেকের জন্য কাজ না করি লোকেরা, মুহূর্ত্ত নয় একেবারেই কাজ ছাড়িয়া দিবে। লোকে বলিবে ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া কিছু নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম ত্যাগ করিতেন না। তিনিই যখন কর্ম্ম করিতেছেন না, আমিই বা কেন করিব ?

৪।১১ শ্লোকেও "মম বর্ত্মানু বর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ" এই পংক্তি আছে. সেখানে অর্থ আমার কাছে আসিবার আমারই নির্দ্দেশিত পথ সকল ধরিয়া সকলে চলিতে থাকে।

শঙ্কর। এই মনুষ্য সকল, আমি শ্রেষ্ঠ আমার পথই অনুসরণ করে।

শ্রীধর। মানুষেরা আমারই পথ অনুসরণ করিবে।

রামানুজ। শ্রেষ্ঠ জনের অগ্রগন্য শ্রীবসুদেবের ঘরে জন্ম লইয়া যদি তাঁহার কুলোচিত কর্ম্মাদি অতন্দ্রিত ভাবে না করি ইত্যাদি।

ভাবপ্রকাশ (মধুসূদনের টীকার)। আমার কর্ম্ম না করায় কোন পাপ নাই, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্ম না করা পাপ; এ কারণে তাহাদিগকে সেই পাপ হইতে বাঁচাইবার জন্য আমাকেও কর্ম্ম করিতে হইতেছে।

Gandhi :—Krishna's whole life was one unbroken Gita of karma.

উপরিযুক্ত ব্যাপার হইলে কি দোষ হইবে, তাহা বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

পদচ্ছেদ। উৎসীদেয়ুঃ ইমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেৎ অহম্, সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্ উপহন্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ।

অন্বয়। চেৎ অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্ ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃচ, সঙ্করস্য কর্ত্তা স্যাম্ ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্।

কঠিন শব্দ। চেৎ = যদি। কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্ = কর্ম্ম না করি। ইমে লোকাঃ = এই লোক সকল। উৎসীদেয়ুঃ = উৎসন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। সঙ্করস্য = বর্ণ সঙ্করাদি; সকল বিষয়ে বিশৃঙ্খলার। কর্ত্তাস্যাম্ = কারণ হইব। উপহন্যাম্ = হননের অর্থাৎ বিনাশের (কারণ হইব)।

অনুবাদ। যদি আমি কর্ম্ম না করি, এই লোকসকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। আমি বর্ণ সঙ্করের অর্থাৎ শৃঙ্খলা ধ্বংসের কারণ হইব এবং এই প্রজাগণ অর্থাৎ লোকসকল বিনষ্ট হইবে।

শঙ্কর। শব্দ উপলক্ষণ; ইহাতে বর্ণ, আশ্রম জাতি বিধি-ব্যবস্থাদি, সকল বিষয়ের উলট্‌পালট্‌ বিবক্ষিত হইয়াছে। ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানের অভাবে চিত্ত পাপযুক্ত হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে না। সকল একাকার হইয়া যাইবে। লোক-স্থিতির জন্য করণীয় কর্ম্ম কৃত না হইলে এই লোকসকল নষ্ট হইয়া যাইবে।

শ্রীধর। উপহত = পাপ মলিন করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। লোকেদের উপর সর্ব্বদা অনুগ্রহশীল যে আমি, আমি তাহাদের হনন কর্ত্তা হইব; আমি ঈশ্বর, আমার ইহা উচিত হয় না।

রামানুজ। অর্জ্জুন তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তোমা হেন লোক যদি জ্ঞান নিষ্ঠাকে উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে, তোমার পিছনে অল্পজ্ঞ, এমন কি উত্তম মুমুক্ষু পুরুষেরাও নিজ অধিকার না জানা থাকার জন্য কর্ম্মনিষ্ঠাকে গ্রহণ না করিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। সেই জন্য, যে বিদ্বানদিগকে আদর্শ বলিয়া ধরা হয়, তাহাদের কর্ম্মই করা উচিত :

মধুসূদন। আমি ঈশ্বর হইয়া যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে মনু প্রভৃতি যাঁহারা আমার অনুবর্ত্তী, তাঁহাদের আর কর্ম্ম থাকিবে না। এই সমস্ত ব্যবহার বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দুর আবার জাতীর আদর্শ আছে না কি? নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন? কিন্তু এক দিন ছিল,...রামচন্দ্রাদি সেই আদর্শ প্রতিমার নিকট-বর্ত্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ।

(২৫) লোক-সংগ্রহ ক্রিয়ার কর্ম্ম কি ভাবে কৃত হয়? তাহার উত্তর, যে কর্ম্ম করা যাইবে, অনাসক্তির সহিত তাহা যেন করা হয়। অজ্ঞানীর, কর্ম্মে আসক্তি থাকে; জ্ঞানী যে কর্ম্ম করিয়া তাহাদের দেখাইবেন, তাহাতে যেন তাঁহার (সেই জ্ঞানীর) আসক্তি উৎপন্ন হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্ ॥ ২৫

পদচ্ছেদ। সক্তাঃ কর্ম্মণি অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাৎ বিদ্বান তথা অসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্।

অন্বয়। ভারত, কর্ম্মণি সক্তাঃ অবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি, বিদ্বান্ অসক্তঃ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ তথা কুর্য্যাৎ।

কঠিন শব্দ। সক্তা = আসক্ত, অভিনিবিষ্ট। অবিদ্বাংশ = অজ্ঞ পুরুষগণ, অজ্ঞানী। বিদ্বান = জ্ঞানী ব্যক্তি। অসক্ত = অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া। লোক-সংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ = লোকের হিত সাধন করিবার ইচ্ছা। কুর্য্যাৎ = করিবেন।

অনুবাদ। হে ভারত (অর্জ্জুন), কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া অজ্ঞানী পুরুষ যেরূপ ভাবে কাজ করে, জ্ঞানীগণ, অনাসক্ত মনে (অর্থাৎ মনে কিন্তু অনাসক্ত থাকিয়া) লোক-কল্যাণ করিবার ইচ্ছায়, সেইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিবেন। (সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ সেইরূপ নিষ্ঠার সহিত)।

লোকের মধ্যে আদর্শ স্থাপন করিতে হইলে যে যে কর্ম্ম তুমি করণীয় ভাবে স্থাপনা করিতে চাহিবে, শুধু মুখে বলিলে চলিবে না, তোমার সেইসব কর্ম্ম করিয়া দেখাইতে হইবে। কর্ম্ম, সাধারণের মত অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত তোমাকেও করিতে হইবে, তবে পৃথকত্ব এই, তাহারা স্বভাবতঃ সকাম ভাবে কর্ম্ম করিবে, তোমার মনে যেন কোন সকাম ভাব না আসে। তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী, তোমার মনে "ভগবান, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও, আমার খুব পুণ্য হউক ইত্যাদি" এসব কথা যেন না আসে, তোমার মনে কর্ত্তৃত্বাভিমান "আমি পূজা করিতেছি" এভাবও যেন না আসে। তুমি বলিবে তাহাদেরও নিষ্কাম ভাব কেন না শেখাই বা জ্ঞানীদের মত নিষ্ক্রিয় হইবার উপদেশ কেন না দি; তাহার উত্তর পরের শ্লোকে ও ২৯ শ্লোকে দিব।

শ্রীধর। অতএব তত্ত্বজ্ঞানী ব্যাক্তিও লোকশিক্ষার জন্য লোকের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। সক্ত = অভিনিবেশ।

অরবিন্দ। জ্ঞানী যদি কর্ম্মত্যাগী হন, তবে জগতে জ্ঞান প্রচার করিবে কে? কর্ম্মে নিষ্কামতা শিক্ষা দিবে কে? সংসারকীট কর্ম্মীকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবে কে? কর্ম্মী যদি যদি স্বার্থান্বেষী হন তবে জগতের দুঃখ মোচন করিবে কে? তাই, প্রহ্লাদ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রায়ই দেখা যায়, মুনিরা নির্জ্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া তপস্যা করেন, তাঁহারা তো লোকের দিকে দৃষ্টি করেন না; তাঁহারা নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত, সুতরাং স্বার্থপর"।

শঙ্কর। "এই কর্ম্মের এই ফল আমার হইবে," এইরূপ কামনা বা আসক্তি লইয়া অজ্ঞানীরা কাজ করে ইত্যাদি।

রামানুজ। যে, আত্মজ্ঞানী হওয়ায়, কর্ম্মযোগে অনাসক্ত ও জ্ঞানযোগের অধিকারী, লোকরক্ষার জন্য তাহারও নিজ আচরণের দ্বারা, শ্রেষ্ঠ পুরুষের ধর্ম্ম ঠিক করিয়া নিশ্চিত করিয়া দিবার জন্য কর্ম্মযোগ করা চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। কর্ম্মাণি=বর্ণাশ্রম স্বভাব পরিস্থিতি অনুযায়ী, শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ম্ম বাচক। সক্তা=কর্ত্তৃত্বাভিমান হেতু এবং ফলাভিসন্ধির নিমিত্ত কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট।

ভাবপ্রকাশ। (মধুসূদনের টীকাঃ)। আসক্তিই বন্ধনের হেতু। অনাসক্ত ভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্ম দ্বারা বন্ধন হইতে পারে না।

তিলক। লোকদিগকে সদাচরণশীল করিবার জন্য, স্বয়ং সংসারে থাকিয়া, নিষ্কাম কর্ম্মে অর্থাৎ সদাচরণে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লোকদিগকে দেখাইবেন এবং তদনুসারে আচরণ করাইবেন; জ্ঞানী ও অজ্ঞান। উভয়ই যদি সংসারী হয়, তাহাদের ব্যবহারে প্রভেদ কি হইবে ভগবান দেখাইলেন। গীতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া কোন কোন টীকাকার বিপরীত অর্থ করেন, "জ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞনীর সমান কর্ম্ম করিবার ভড়ং রাখা উচিত, যাহাতে অজ্ঞানীলোক বালক থাকিয়াই নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে থাকে"...যাহাদের বিশ্বাস জ্ঞানী ব্যক্তি, কর্ম্ম করিবে না, তাঁহাদের নিকট লোক সংগ্রহ একটা ঢং। কিন্তু গীতা মোটেই তাহা বলে না। জ্ঞানী ব্যক্তি, নিজের আদর্শ দ্বারা উহাদের শোধরাইবার জন্য, বালক প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য নহে, কর্ম্মই করিবে।

Vivekananda. That which the ignorant do with desire for results and gain, let the wise do

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

without. Any attachment and without any desire for results

(২৬) যদি বল লোক সংগ্রহার্থে, যে যে উপদেশ দিতে হইবে, তাহার ভিতর তত্ত্বজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ যথা "আত্মা অকর্ত্তা" বা "জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয় হয়না" এই প্রকারের উপদেশ, বা "নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্ম করা উচিত," এই প্রকারের উপদেশ কেন না দেওয়া হয়, তাহার উত্তর—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

পদচ্ছেদ। ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাম্ কর্ম্ম-সঙ্গিনাম্, যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।

অন্বয়। যুক্তঃ বিদ্বান্ অজ্ঞানাম্ কর্ম্মসঙ্গিনাম্ বুদ্ধিভেদম্ ন জনয়েৎ, সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ যোজয়েৎ। (জোষয়েৎ পাঠান্তর)।

কঠিন শব্দ। যুক্ত=তত্ত্বজ্ঞানে যুক্ত বা অনাসক্তিতে যুক্ত; অবহিত চিত্ত (মধুসূদন); লোকসংগ্রহে নিযুক্ত। বিদ্বান্=জ্ঞানী। কর্ম্মসঙ্গিনাম=কর্ম্ম যাহার সঙ্গী হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানাসক্ত নহে, যাহারা কর্ম্মাসক্ত। বুদ্ধিভেদ=যে বুদ্ধিতে অজ্ঞানী এখন স্থির আছে, সে বুদ্ধি জোর করিয়া ছিন্ন করিয়া দেওয়া; কর্ম্মযোগে থাকিবার বা উপাসনাদি বিহিত কর্ম্মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিবার প্রবণতাকে তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেওয়া। যোজয়েৎ যুক্ত বা প্রবৃত্ত করিবে। জোষয়েৎ=প্রীতি ও সেবনার্থ (জুষ ধাতু হইতে উৎপন্ন), প্রীতি সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। সমাচরন্=সম্যকরূপে করিতে থাকিয়া।

অনুবাদ। লোক-সংগ্রহে নিযুক্ত (বা তত্ত্বজ্ঞানে যুক্ত) জ্ঞানিগণ, কর্ম্মের সঙ্গ যাহারা চাহে ও জ্ঞানে অজ্ঞ যাহারা, তাহাদের, যে বুদ্ধিতে তাহারা আছে সেই বুদ্ধি ছিন্ন করিয়া, অর্থাৎ সে বুদ্ধিতে গোলমাল বাধাইয়া যেন না দেন। নিজে কর্ম্ম সম্যক রূপে করিতে থাকিয়া, কর্ম্মে তাহাদের প্রবৃত্ত বা যুক্ত করিবেন। (পাঠান্তর, প্রীতি সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন)। (২৯ শ্লোক দেখ)

সাধারণ লোকদের নিকট উপনিষদাদির কথা পাড়িয়া, বা তাহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দমিত করিবার জন্য "আত্মা নিষ্ক্রিয়; কর্ম্ম, প্রকৃতি করে, তুমি কেহই নহ," বা "ধনাদি চাওয়া তাহা করিবে না, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবে যাহাতে ক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার", ইত্যাদি কথা বলিয়া তাহাদের মাথা ঘুলাইয়া দিও না। তাহারা বড় বড় কথার ঠিক অর্থ না বুঝিয়া, কদর্থ করিবে, ও ফলে, উভয় ভ্রষ্ট হইবে, অর্থাৎ জ্ঞানও মাথায় ঢুকিবে না, এবং কর্ম্মও করিবে না। যাহা একটু আধটু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছিল, তাহাও ছাড়িয়া দিবে। সাধারণ লোক তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তের অশুদ্ধি, নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে অপনোদিত হয় হটু, করিয়া হয় না। কাজ না করার আদর্শ তাহাদের নিকট স্থাপিত করিও না। নিজে কাজ করিতে থাকিয়া তাহাদেরও ধর্ম্ম কর্ম্ম করা রূপী কাজে নিযুক্ত রাখিবে। তাহাদের সকাম ভাবে ধর্ম্ম করা হইলেও ধর্ম্ম করা হইবে। হঠ্ করা ভাবে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না।

বিত্তানন্দ। কর্ম্মের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা যেন না উৎপাদন করা হয়। তোমার নির্লিপ্ততা যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

শঙ্কর। বুদ্ধিভেদ, যথা "আমার এই কর্ত্তব্য, এইরূপ করিলে এই হইবে," এই প্রকার যাহার নিশ্চিতরূপা বুদ্ধি হইয়াছে, সেই বুদ্ধি বিচলিত করা।

রামানুজ। কর্ম্ম—যোগ বিনা অন্য উপায়েও আত্ম সাক্ষাৎকার হয়, এই রকম বুদ্ধি ভেদ উৎপাদন করিবে না।

শ্রীধর। তাহাদের কর্ম্মাসক্তি হইতে বুদ্ধিকে অন্যত্র চালিত করিবে না, কর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইবে না।

মধুসূদন। যাহারা জ্ঞানে অনধিকারী তাহাদিগের বুদ্ধি বিচলিত করিলে কর্ম্মে তাহাদের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে. অথচ জ্ঞান জন্মিবে না।

তিলক। এ শ্লোকের এ অর্থ নহে যে লোকদিগকে অজ্ঞানী করিয়া রাখিবে।...ভেদ সাধক অথবা উদ্যোগহীন হওয়াই বুদ্ধি ভেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তদাস। কর্ম্মাসক্ত-চিত্ত পুরুষগণের বুদ্ধিতে সংশয় উৎপাদন করিবে না। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিদ্বান্ পুরুষগণ না করিলে, সেই সকল কর্ম্ম করণীয় কি না, তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞ পুরুষদের সংশয় উপজাত হইতে পারে, অতএব কর্ম্ম না করিয়া এইরূপ সংশয়ের হেতুভূত হইবে না। বিদ্বান্ অনাসক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিয়া. অজ্ঞ ব্যক্তিদের কর্ম্মে সংযোজিত করিবে।

আশু দাস। শঙ্কর প্রমুখ আচার্য্যগণ ভগবানের আদেশ উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, কর্ম্ম মাত্রই অবিদ্যামূলক, সুতরাং হেয়।

ব্যোমব্রহ্ম। মূর্খকে যুক্তি দেখাইতে গেলে কুতর্ক ঘটে,... নিজে করিয়া যাও।

ভূপেন্দ্রনাথ। পরাবুদ্ধি অবস্থা যাহারা সেখানে পৌঁছায় নাই তাহারা বুঝিতে পারে না। বুঝাইতে যাইলেও অনর্থের সূত্রপাত হয়। ইহারা তাহাদের দেখাইয়া কর্ম্ম করেন, কিন্তু অজ্ঞের মত আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন না।...চতুর্থ ও পঞ্চম ভূমিতে থাকিয়া এই সব কর্ম্ম করিবে।

Vivekananda. Even if you have knowledge, do not disturb the child-like faith of the Ignorant On the other hand, go down to that level and graduall'y bring them up.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২৭) কর্ম্ম করা সম্বন্ধে পূর্ব্বে কথিত (৩।৫ শ্লোকে) প্রকৃতির অর্থাৎ তাহার বিকারের কথায় ফিরিয়া গিয়া, ভগবান যাহা বলিলেন, তাহা কর্ম্মযোগের একটি গুরুত্ব পূর্ণ কথা, কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জন সম্বন্ধীয়। এ শ্লোক এক পক্ষে ৩।৫ শ্লোকের স্পষ্টীকরণ, ও অন্যপক্ষে ৩।২৫ শ্লোকেরই ইহা পরের কথা। সাধারণ লোক এবং কর্ম্মযোগীকেও (জনকাদি লোকসংগ্রহকারীকেও), কর্ম্ম ইঁহাদের সকলকেই করিতে হইবে, ভিন্নতা এই যে সাধারণ লোক স্বভাবতঃ সকাম মনে কর্ম্ম করিবে, আর কর্ম্মযোগী ও লোক-সংগ্রহকারী, নিষ্কাম ও কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা বিহীন অনাসক্ত মনে করিবে (৩।২৫)। এই দুইজনের ভিতর আরও একটি বিভিন্নতা, যাহা এই শ্লোকে বলা হইতেছে, তাহা এই যে, সাধারণ লোকের "আমি পূজা করিতেছি, আমি যাগযজ্ঞাদি করিতেছি," এই "আমি" ভাব বা কর্তৃত্বাভিমান, কর্ম্মে থাকিবে, কিন্তু কর্ম্মযোগীর বা লোকসংগ্রহকারীর তাহা মোটেই থাকিবে না। সে জানে "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুর্ণৈঃ ; দেহাদির গুণ সকলই কর্ম্ম করে, আত্মা নিষ্ক্রিয়। এই ভাবে এই শ্লোক ৩।৫ ও ৩।২৫ শ্লোক দুটির সহিত সম্বন্ধিত। তাহা ছাড়া, ইহার পূর্ব্বেকার তিনটি শ্লোক (৩।১৯, ২০, ২৫) শুনিয়া অর্জ্জুন হয়তো ভাবিতে ছিলেন যে ঐ শ্লোকগুলিতে যে যে ভাবে কর্ম্ম করা উপদিষ্ট হইয়াছে, কেন মানুষে সে ভাবে কর্ম্ম করে না। এই শ্লোকগুলি তাহার উত্তর। আমাদের দেহ মন ও বুদ্ধিতে সর্ব্বদাই ত্রিগুণ থাকে, খানিকটা পাই পূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মফলে, আর খানিকটা উৎপন্ন হইতে থাকে এ জন্মের ক্রিয়ায়। ইহারাই চেতনিত ভাবে কর্ম্ম করে। আমরা তদাত্মকতায় ভাবি যে আমরা কর্ম্ম করিতেছি। (২।৪৭ ; ৩।৫)

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

পদচ্ছেদ। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ, অহঙ্কার-বিমূঢ়-আত্মা কর্ত্তা অহং ইতি মন্যতে।

অন্বয়। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা অহং কর্তা ইতি মন্যতে।

কঠিন শব্দ। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ = প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ সমূহের দ্বারা অথবা প্রকৃতির বিকারজ ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ; কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতির বিকার সকলের দ্বারা। সর্ব্বশঃ = সর্ব্ব-প্রকারে। ক্রিয়মাণানি = সম্পন্ন হইতেছে। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা = কর্তৃত্বাভিমানে যাহার বুদ্ধি বোকা হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যে বিবেচনা শক্তি হারাইয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিতে আত্মার অব্যাস হয়। আত্মা প্রকৃতপক্ষে কিছুই করে না ; সব কিছু প্রকৃতির গুণের দ্বারা, অর্থাৎ সেই সব গুণ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা রাগ দ্বেষ সহকারে কৃত হয়। আত্মা তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়। করে প্রকৃতির মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি, আত্মা ভাবে সেই করিতেছে।

অনুবাদ। প্রকৃতির গুণ সকলের, বা ঐ গুণ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, কিন্তু অহঙ্কারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমানে যাহার বুদ্ধি বিবেচনা-কার্য্যে অক্ষম হইয়াছে, সে "আমি কর্ত্তা" এই রূপ মনে করিতে থাকে (১৩। ২৯)। আত্মা, বাস্তবে নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ত্রিগুণ, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিই, রাগ দ্বেষ সহকারে কার্য্য করে। আমি কর্ত্তা এই বোধ, এবং সঙ্গে সুখ দুঃখ বোধ করা—এ সব বোধ আত্মার উপর অধ্যাসিত হয়; "কার্য্য-কারণ কর্ত্তৃত্বে...জন্মসু (১৩।২০,২১)। ভাগবত ৩।২৬।২, (গীতাপ্রেমী)। কর্ম্মযোগের কর্ম্মে কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না ; ক্রিয়াকাণ্ডের ক্রিয়ায় তাহা থাকে।

ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে এবং এ অধ্যায়েও বলা হইয়াছে সত্ত্বাদি তিনটি গুণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফলে, দেহ মন ও বুদ্ধিতে নানা পরিমাণে আছে, এবং ঐ সকল পরিমাণ, আহার, সঙ্গ-প্রভাব ইত্যাদি নানা কারণে, পরিবর্ত্তিতও হইতে থাকে। যখন যে গুণ, দেহের যে অংশে প্রচুরতা প্রাপ্ত হয়, দেহের সেই অংশ (ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি) সেই গুণের দ্বারা চালিত হইতে থাকে ; যথা মনে এখন সাত্ত্বিক গুণের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, তাহার ফলে, যে কথা শুনিয়া এখন আমার রাগ হইতেছে না, কাল কোন কারণে যদি ঐ মনে তামসিক গুণের প্রাচুর্য্য হয়, আমি ঐ কথা শুনিয়া অভিচারাদি ক্রিয়ার দ্বারা লোকবিশেষের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইব (চতুর্দ্দশ অধ্যায়)। প্রকৃতির ত্রিগুণ বা প্রকৃতি (অর্থাৎ কর্ম্মফলের ঐশ্বরিক নিয়ম) আমাদের নাকে দড়ি দিয়া কাজ করায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৮।৬১)। ইহার কবল হইতে মুক্ত থাকা একেবারেই অসম্ভব না হইলেও অতীব কঠিন (২।৬০,৬২,৬৩,৬১,৬৭,৬৮, ৩।৩৩,৩৮) আত্মা বা পুরুষ নিষ্ক্রিয় বলা হয়। জড় প্রকৃতি আত্মার সন্নিষিতে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া,সকল রকম কর্ম্ম করিতে থাকে। তদাত্মকত্ব হেতু বোকা বনিয়া আমরা, অর্থাৎ দেহীরা ভাবি যে আমারাই কাজ করিতেছি। কর্ত্তৃত্বাভিমানে "আমি কর্ত্তা" মনে এ ভাব আসিলেই, ভোক্তা অর্থাৎ পাপপুণ্য সুখদুঃখের ভোক্তা'ও, হইতে হয়। (১৬।২১)। 'আমি' মলে' ঘুচিবে জঞ্জাল।

ভগবান এ শ্লোকে কর্ম্মযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া থাকা, তাহার উপদেশ দিলেন ; ২।৭১ শ্লোকে "নির্ম্মম, নিরহঙ্কার" কথায় তাহার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, কেন নিরহঙ্কার হইতে হইবে, এখানে তাহার বিশেষ একটি কারণ দিলেন, পরে আরও কারণ দিবেন। ৩।৫ শ্লোকেও এই কথা বলিয়াছেন। "কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" এই বাক্যে যদি ব্রহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি লওয়া হয় (৩।১৫), যাহা অনেকে লইয়াছেন, তাহা হইলে, ঐ বাক্যও এই শ্লোকের সমর্থক। "স্বাত্মাংশে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি ভাগশঃ, অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তামহমিতি মন্যতে।" বশিষ্ঠ গীতা ৫৩ সর্গ।

এখানে একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই অধ্যায়ে শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকগুলিতে, এবং অন্যান্য স্থানে যাহা দেওয়া আছে, তাহা হইতে, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাই যে প্রকৃতির গুণেরা আমাদের ভিতর দুই ভাবে কাজ করে—(১) জোয়ারের আসার মত অর্থাৎ "আগন্তুক" ভাবে আসার মত এবং (২) স্থায়ী বাসিন্দা ভাবে। বাসিন্দা ভাবের গুণগুলি আসে সহজাত হইয়া, পাকা প্রারব্ধ ভাবে। এই বাসিন্দাদের ধ্বংস করা অতীব কঠিন, কারণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে ইহারা দুর্গ করে, এবং সেইখানে বসিয়া বসিয়া অনবরতঃ নিজেদের অভিপ্রেত পথে আমাদের চালিত করিতে থাকে। এই অধ্যায়ে ২৭,২৮,৩৩,ও৩৪ শ্লোক "আগন্তুক" ভাব সম্বন্ধীয়, বেশীর ভাগে আমাদের free willএ করা কাজে উৎপন্ন ভাবে, (কর্ম্মণ্যে-বাধি-কারস্তের ফলে) এবং ৩৫ হইতে ৪৬, স্থায়ী বাসিন্দা সম্বন্ধীয়। আমাদের এ ভাবের ব্যাখ্যায় আশা করি সুধীজনেরা বিরক্ত হইবেন না। ৩।৫ শ্লোকের অন্য ব্যাখ্যা অনুসরণে বলা যাইতে পারে; প্রতি জন্মের প্রকৃতি বা স্বভাবে কৃত কর্ম্মে উৎপন্ন ত্রিগুণ, আমাদের কাজ করায়।বিষয় তো ইন্দ্রিয়গুলিতে আসিয়াপড়িবেই কিন্তু আমাদের ত্রিগুণ তাহাতে রাগ দ্বেষ উৎপন্ন করায় ও আমাদের ফাঁদে ফেলে, অর্থাৎ আমাদের মনকে গভীর ভাবে উহাতে আবদ্ধ করাইয়া দেয়। তত্ত্ববিদেরা জানেন বিষয় ইন্দ্রিয়ে ঘুরিবেই। কিন্তু যে, রাগ বা দ্বেষ না করে সে প্রভাবান্বিত হইবে না। (২।৬৪)। কিন্তু প্রারব্ধে বর্ত্তমান অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-ফলে, সংস্কার ভাব পাকা হইয়া যে কাম ক্রোধ আসিয়াছে সে ভীষণ শত্রু; ভগবান ইহার কথা একটু পরেই বলিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা তাহারই নাম প্রকৃতি বা প্রধান। সেই প্রকৃতি, গুণ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ রূপ সমস্ত বিকারে, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সম্পূর্ণ কর্ম্ম সকল, সকল প্রকারে করা যায়, কার্য্য ও কারণের সংঘাতরূপে, শরীরে আত্মভাবের প্রতীতির নাম অহঙ্কার। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা দেহেন্দ্রিয়ের ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম ভাবিয়া, অর্থাৎ প্রকৃতির কর্ম্মকে নিজের কর্ম্ম ও সেই সেই কর্ম্মকে "আমি করিতেছি" ইহা মানিয়া বসে। (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথ্বী ও শব্দ স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ ইহাদের নাম কার্য্য ও মন বুদ্ধি, অহঙ্কার ও দশ ইন্দ্রিয়, ইহাদের নাম কারণ)।

শ্রীধর। প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য, অর্থাৎ প্রকৃতি জাত যে ইন্দ্রিয়গণ, তাহাদের দ্বারা ক্রিয়মান যে কর্ম্ম সকল, তাহাদের, অজ্ঞানীর, "আমি করিতেছি; আমি কর্ত্তা" এই মনে করিয়া অহঙ্কার দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাস দ্বারা, তাহাদের আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি মুগ্ধ হইয়া থাকে।

তিলক। প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ সমূহ হইতেই কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই আত্মা হইতে ভিন্ন।

রামানুজ। অহংকার জন্য যে আত্মার যজ্ঞার্থ স্বরূপ জানে না, সে-ই গুণের দ্বারা কৃত কর্ম্ম সমুহের আমি কর্ত্তা এইরূপ ভাবে, ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবপ্রকাশ (মধুসূদনের টীকার)। যতদিন কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধ না হয়, ততদিন এই কর্ত্তৃত্বাভিমান জীবকে কর্ম্ম করাইয়া লইয়া চলে, এবং ক্রমশঃ তাহার অশুদ্ধি কাটাইয়া দেয়।

Vivekananda. Nature is working out her own laws in our bodies and minds. We identify ourselves with nature and say, "I am doing this." This way delusion seizes us.

রামদয়াল। শক্তি, প্রকৃতি বা মায়া, মিথ্যা-জ্ঞানাত্মিকা। এই মিথ্যা প্রকৃতি, সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণময়ী। সর্ব্ব কারণের কারণ ব্রহ্ম, তাঁহার কার্য্য-শক্তি, মায়া বা প্রকৃতি। ইহার দুই শক্তি, আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ শক্তি কারণ ও বিক্ষেপ শক্তি কার্য্য। বিক্ষেপ শক্তি কারণ ও মহৎ—তত্ত্ব কার্য্য। এই ভাবে সকল কার্য্যের উদ্ভব। কার্য্য তাই প্রকৃতির গুণের পরিণাম। অহঙ্কার বিমূঢ় হইয়া জীব—চৈতন্য (যাহা বাস্তবে নিষ্ক্রিয়) তাহা, প্রকৃতির বিকার, যেমন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, তাহাতেই আত্ম কর্ত্তৃত্ব আরোপ করে। ব্রহ্ম—চৈতন্যের বিবর্ত্ত ঈশ্বর, ঈশ্বর-বিবর্ত্ত জীব। তিনি মায়াধীন হইয়াই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া বদ্ধ আছেন। ঈশ্বর মায়াধীশ। আত্ম-বিস্মৃতিই অজ্ঞতা, প্রকৃতি ভোগ করে, মন সংগ্রহ করে, সংকট ঘটে দেহের; মায়াধীন আত্মা মূর্খের মত, দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া বিলাপ করে। মন লোভের বশে বিস্তর আহার সংগ্রহ করিল, ভোগ করিল প্রকৃতি, ফাঁপিল পেট, আই ঢাই করিল বদ্ধ জীব।

অরবিন্দ। গীতা যে সকল স্থানে অহংকে প্রকতির অধীন বলিয়াছে, কেহ কেহ সেই সকলের অর্থ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন যে গীতার মতে বিশ্বজগতে কাহারও কোন রূপ স্বাধীনতা নাই, সবই অলঙ্ঘ্য যন্ত্রবৎ নিয়মের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।..কিন্তু যেমন অন্যত্র, তেমনি এখানেও আমাদিগকে গীতার কথাটিকে সমগ্র ভাবে ধরিতে হইবে, অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ইহার অর্থ করিলে চলিবে না ; কারণ প্রত্যেক সত্য, তাহা নিজে যতই সত্য হউক না কেন, অন্য যে সব সত্য, তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়, এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে পূর্ণ করিয়া তোলে সেইসব হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহা হয় বুদ্ধির পক্ষে একটি ফাঁদের মত—কারণ প্রত্যেকটি হইতেছে একটি সমগ্রের অংশ সেই সমগ্র হইতে কোনটিকে বিচ্ছিন্ন কষিয়া লইলে চলিবে না। অকৃৎস্নবিৎ (সমগ্র জ্ঞান যাহার নাই) এবং কৃতস্নবিৎ, এ দুয়ের প্রভেদ গীতা নিজ্রেই করিয়াছে।...গীতার সমস্ত শিক্ষার পশ্চাতে আত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি মহান্ তত্ত্ব রহিয়াছে :— (১) সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব, বেদান্তের পুরুষত্রয়ের তত্ত্বের দ্বারা সংশোধিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং (২) যুগ্ম প্রকৃতি, ইহার নীচের রূপ হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, এবং উর্দ্ধের রূপ হইতেছে দিব্য প্রকৃতি, প্রকৃত অধ্যাত্ম প্রকৃতি। গীতার শিক্ষার নানা স্থানে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসামঞ্জস্য ও বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, সে সমুদয়ের প্রকৃত সামঞ্জস্য করিবার ইহাই হইতেছে মূল সূত্র।...পশু উদ্ভিদ্ এমন কি ধাতু দ্রব্য প্রত্যেকের মধ্যেই কোন এক প্রকারের স্নায়বিক চৈতন্য (narvous consciousness) রহিয়াছে।...গীতা অন্যত্র বলিয়াছে, আত্মা, প্রভু, ঈশ্বর ; আর প্রকৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ শক্তি, তাহা হইলে কোন্ আত্মা প্রকৃতির দ্বারা বিমূঢ় হয় ? ইহার উত্তর, আমরা এখানে নিম্নতম মানসিক ভাষাই প্রয়োগ করিতেছি, আমরা বলিতেছি আভাস আত্মার কথা, প্রকৃত আত্মা প্রকৃত পুরুষের কথা নহে। প্রকৃত পক্ষে অহংই হইতেছে প্রকৃতির অধীনে, আর ইহা অবশ্যম্ভাবী, কারণ এই অহং নিজেই হইতেছে প্রকৃতির অংশ ; মানসিক চেতনার যে আত্মসম্বিৎ, তাহা যখন নিজেকে এই অহংয়ের সহিত এক করিয়া দেখে, তখন একটা নিম্নতম আত্মা, অহং আত্মার আভাস সৃষ্ট হয়,...আমাদের মধ্যে বাসনাত্মক আত্মা (desire soul) তাহা হইতেছে প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে পুরুষের চৈতন্যের প্রতিচ্ছায়া।...পুরুষ অনুমন্তা যতদিন প্রকৃতিকে তাহার কার্য্যে অনুমতি দিবে, অহং ও বাসনা ও অজ্ঞান, প্রকৃত সত্ত্বাকে নিয়ন্ত্রিত করিবেই। কিন্তু ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে তাহার একমাত্র প্রতিকার হইত অনুমতি প্রত্যাহার করা... কিন্তু এই প্রতিকারের দ্বারা রোগের সহিত রোগীকেও শেষ করিয়া দেওয়া হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। প্রকৃতেঃ গুণৈঃ = by the qualities of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Prakriti or Maya, the Deluding Potency of Godhead.

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মাই সত্য ; মন, বুদ্ধি, অহংকার ত্রিগুণের খেলা, উহারা সত্য নহে। মন আত্মাতে ডুব মারিলেই, এসব খেলা বন্ধ হইয়া যায়। অধ্যাসের দ্বারা জড় মন, বুদ্ধি, চৈতন্য যুক্ত মনে হয়, এবং মনের মনন শক্তি ও অহংকারের কর্ত্তৃত্ব ভাব নিঃসঙ্গ আত্মাতে আরোপিত হয়। অখণ্ড আকাশ যেমন ঘটস্থ হইয়া খণ্ডিত হয়, এবং তাহার ঘটাকাশ এই উপাধি হয়, তদ্রূপ অখণ্ড আত্মসত্বা দেহ-ঘটে খণ্ডিত প্রতীয়মান হয়, এবং অহংকাব উৎপন্ন হইয়া এই দেহাদি ও আত্মা, এইরূপ ভ্রম জন্মায়।

মতিলাল। আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, এইরূপ অভিমান জ্ঞানীর নাই, যে যেতু সকলেই সেই এক অদ্বয় বস্তু ; প্রকৃতির গুণ প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা-লাভ হইতেছে মাত্র।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

পদচ্ছেদ। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণ-কর্ম্ম-বিভাগয়োঃ, গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

অন্বয়। তু মহাবাহো, গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে, ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। তু=কিন্তু। "গুণ" শব্দের সাধারণতঃ তিনটি অর্থ পাওয়া যায়, ঐ তিনটি (১) সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, ত্রিগুণ, (২) চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, (৩) শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ। ঐ তিনটি অর্থই এখানে খাটিয়া যায়; গুণের আর একটি অর্থ "দড়ি" তাহা এখানে খাটিবে না। কর্ম্ম=বৃত্তি। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির উপর ত্রিগুণের বিবৃতি, ও ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধিত বৃত্তি বা কর্ম্মের বিবৃতি, আমরা পূর্ব্বেও কিছু কিছু পাইয়াছি, এবং পরে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত ভাবে পাইব। পরিমাণের অনুপাতে কোন্ গুনের প্রাচুর্য্যে ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া হয় এবং কি অনুপাতে ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব আসে, এ সব কথা আমরা পরের অধ্যায়গুলি পড়িলে বুঝিতে পারিব। কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মের নানাত্ব, ত্রিগুণের বিভাগ অর্থাৎ ত্রিগুণের অনুপাতে বর্ত্তমান পরিমাণের নানাত্বের সহিত সম্বন্ধিত থাকে। 'গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের ইহা একটি অর্থ। "গুণ-কর্ম্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ" এই বাক্যের অবশ্যই একাধিক অর্থ আসে যথা, (১) উপরে বর্ণিত গুণ বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের, এবং আত্মা ইহাদের সহিত সম্পর্কিত নহে, এবং আত্মা, মুগ্ধের মত প্রকৃতির ঐ সব ব্যাপারে যেন তদাত্মকত্ব না পায় এই প্রকৃত তত্ত্ব যাহারা বুঝিয়াছেন, তাহারা; (২) গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি, এবং কর্ম্ম অর্থাৎ তাহার কে কোন্ কাজ করে, কে কি উপভোগ করিতে দৌড়াইয়া যায় (যথা চক্ষু রমণীর রূপ উপভোগ করিতে ধাবমান হয়), এবং এই সব ব্যাপারের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Prakriti or Maya, the Deluding Potency of Godhead.

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মাই সত্য ; মন, বুদ্ধি, অহংকার ত্রিগুণের খেলা, উহারা সত্য নহে। মন আত্মাতে ডুব মারিলেই, এসব খেলা বন্ধ হইয়া যায়। অধ্যাসের দ্বারা জড় মন, বুদ্ধি, চৈতন্য যুক্ত মনে হয়, এবং মনের মনন শক্তি ও অহংকারের কর্ত্তৃত্ব ভাব নিঃসঙ্গ আত্মাতে আরোপিত হয়। অখণ্ড আকাশ যেমন ঘটস্থ হইয়া খণ্ডিত হয়, এবং তাহার ঘটাকাশ এই উপাধি হয়, তদ্রূপ অখণ্ড আত্মসত্বা দেহ-ঘটে খণ্ডিত প্রতীয়মান হয়, এবং অহংকার উৎপন্ন হইয়া এই দেহাদি ও আত্মা, এইরূপ ভ্রম জন্মায়।

মতিলাল। আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, এইরূপ অভিমান জ্ঞানীর নাই, যে যেতু সকলেই সেই এক অদ্বয় বস্তু ; প্রকৃতির গুণ প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা-লাভ হইতেছে মাত্র।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

পদচ্ছেদ। তত্ত্ববিত্তু, মহাবাহো গুণ-কর্ম্ম-বিভাগয়োঃ, গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

অন্বয়। তু মহাবাহো, গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে, ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। তু=কিন্তু। "গুণ" শব্দের সাধারণতঃ তিনটি অর্থ পাওয়া যায়, ঐ তিনটি (১) সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, ত্রিগুণ, (২) চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়, (৩) শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ। ঐ তিনটি অর্থই এখানে খাটিয়া যায়; গুণের আর একটি অর্থ "দড়ি" তাহা এখানে খাটিবে না। কর্ম্ম=বৃত্তি। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির উপর ত্রিগুণের বিবৃতি, ও ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধিত বৃত্তি বা কর্ম্মের বিবৃতি, আমরা পূর্ব্বেও কিছু কিছু পাইয়াছি, এবং পরে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত ভাবে পাইব। পরিমাণের অনুপাতে কোন্ গুনের প্রাচুর্য্যে ব্রাহ্মণত্ব পাওয়া হয় এবং কি অনুপাতে ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব আসে, এ সব কথা আমরা পরের অধ্যায়গুলি পড়িলে বুঝিতে পারিব। কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মের নানাত্ব, ত্রিগুণের বিভাগ অর্থাৎ ত্রিগুণের অনুপাতে বর্ত্তমান পরিমাণের নানাত্বের সহিত সম্বন্ধিত থাকে। 'গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের ইহা একটি অর্থ। "গুণ-কর্ম্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ" এই বাক্যের অবশ্যই একাধিক অর্থ আসে যথা, (১) উপরে বর্ণিত গুণ বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের, এবং আত্মা ইহাদের সহিত সম্পর্কিত নহে, এবং আত্মা, মুগ্ধের মত প্রকৃতির ঐ সব ব্যাপারে যেন তদাত্মকত্ব না পায় এই প্রকৃত তত্ত্ব যাহারা বুঝিয়াছেন, তাহারা; (২) গুণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গুলি, এবং কর্ম্ম অর্থাৎ তাহার কে কোন্ কাজ করে, কে কি উপভোগ করিতে দৌড়াইয়া যায় (যথা চক্ষু রমণীর রূপ উপভোগ করিতে ধাবমান হয়), এবং এই সব ব্যাপারের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই, আত্মা এই সবে যেন তদাত্মকত্ব না পায়, এই তত্ত্বজ্ঞান যাহাদের হইয়াছে তাঁহারা। (৩) ত্রিগুণান্বিত প্রকৃতি হইতে জাত, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিতে, ত্রিগুণের অনুপাত-গত বিভাগ যিনি জানিয়াছেন, তিনি গুণ-বিভাগতত্ত্ববিৎ; আর ঐ সকল বিষয় এবং রূপ রসাদি বিষয়, ইহাদের ভিতর যে সব ব্যাপার বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাদের যে বিভাগ হয়, সেই বিভাগের তত্ত্ব যিনি জানিয়াছেন, তিনি কর্ম্ম—বিভাগ—তত্ত্ববিৎ। এই দুই বিষয়ের যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে আত্মা এ সবের সহিত সম্পর্কিত নহে; আত্মাতে তদাত্মকত্ব যেন না আসে, আত্মাতে কর্তৃত্বাভিমান যেন না আসে, এসব বিষয়ে তাঁহারা সতর্ক থাকেন। তাঁহারা অমুক গুণের জোয়ার আসিতেছে বুঝিতে পারেন, ভাসিয়া যান না, বিষয়ে হাবুডুবু খান না। সেই একই বিষয় একগুণের প্রভাবে আকাঙ্ক্ষিত ও অন্যগুণের প্রভাবে দ্বেষ্য হয়। তাহা হইলে উপায় কি? গুণ তো ধরা ছোঁয়া যায় না যে তাহাদের কোনটাকে বকিব, কোনটাকে সাজা দিব। কিন্তু ঐ রাগ দ্বেষকে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা প্রতিরোধ করিতে পারা যায়। এ কথা একটু পরেই পাইব, এবং পূর্ব্বেও পাইয়াছি (২।৩১-৬৩) (৪) "ত্রিগুণাত্মক মায়ার কার্য্যরূপ পাঁচ মহাভূত, মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয় ও শব্দ স্পর্শাদি পাঁচ বিষয়, এই সকলের সমুদায়ের নাম গুণ-বিভাগ; আর ইহাদের পরস্পরের চেষ্টায় নাম কর্ম্ম বিভাগ, (গীতা প্রেস, গীতা)। "গুণ বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কারের আশ্রয় দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, এইগুলি বুঝা ইতেছে। সেই গুণের যেগুলি ক্রিয়াস্বরূপ, এবং যেগুলি সমকারের আস্পদ সেইগুলি কর্ম্ম ; যাহা বিভক্ত হয়, অর্থাৎ সকল বিকারী জড় পদার্থেরও প্রকাশক হওয়ায় যাহা সেই জড়বর্গ হইতে পৃথক হইয়া যায়, তাহাই বিভাগ ; অর্থাৎ বিভাগ = স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ অসঙ্গ আত্মা ; সেই গুণকর্ম্ম বিভাগের অর্থাৎ ভাস্য (জ্ঞান প্রকাশ্য) এবং ভাসক (প্রকাশক জ্ঞান)-রূপ জড় ও চৈতন্যের বিকার ও নির্ব্বিকারের তত্ত্ব অর্থাৎ যথাযথ স্বরূপ যিনি অবগত হন, তিনি গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ” (মধুসূদন)। ইতি মত্বা ন সজ্জতে অর্থাৎ গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে ইহা বুঝিয়া, গুণকর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ববিৎ নিজেকে (অর্থাৎ তাঁহার আত্মাকে) ঐ ব্যাপারে সঙ্গপ্রাপ্ত বা তাহাতে সম্বন্ধিত হইতে দেন না, অর্থাৎ তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হইতে দেন না। “গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে” এই বাক্যে, “গুণ” শব্দে উপরে দেওয়া, ত্রিগুণ, ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এ তিনটি অর্থ ই, যথাক্রমে বসান যায়, যথা (১) সত্ত্বাদি গুণ নিজেদের ভিতর পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে ; কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজঃগুণ, কখন তমঃগুণ প্রবল হইয়া উঠে (চতুর্দ্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অথবা উপরে যেমন বলা হইয়াছে, কখন কোন গুণ, কখন অন্য কোন গুণ আগুন্তুকের মত, যেন জোয়ারের মত, আসিয়া পড়ে। (২) প্রকৃতির গুণেরা গুণেতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহে আসিয়া, নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী বৃত্তি প্রদান করে, (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। (৩) গুণেরা অর্থাৎ রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রসাদি বিষয়েরা, গুণেতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির কাছে আসিবেই, চাহিবেই যে ইন্দ্রিয়েরা তাহাদের ভিতর বিচরণ করুক, তাহাদের উপভোগ করুক (পরাঞ্চি খানি ইত্যাদি কঠ উ) চক্ষুকে কানা না করিলে তাহাতে বাহিরের সু কু রূপ সমূহ সর্ব্বদা বর্ত্তমান (বর্ত্তন্তে) হইতে থাকিবে ; তাহা হইলে উপায় ? সেই উপায়ের ইঙ্গিত ভগবান বহু পূর্ব্বেই ২।৬৪-৭০ শ্লোকে দিয়াছেন, এখানে ৩।৩৮ শ্লোকে তাহা আবার দিলেন এবং পরেও বহুস্থলে দিবেন ; সেই উপায়, রাগদ্বেষের প্রতিরোধ করা, সংযম আনা। আকর্ষণ বিকর্ষণেই মানুষ চোখে কানে দেখিতে পায় না, আচ্ছন্নভাবে পরের অনুকরণ করে, পরধর্ম্ম গ্রহণ করে; মা গৃধ কস্যসিৎধনম্ (ঈশ উ ৩)। (৪) "করণাত্মক, গুণ সকল, বিষয় রূপ গুণে প্রবৃত্ত হয়, যে হেতু তাহারা বিকারী কিন্তু নির্ব্বিকার আত্মা, বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, (মধুসূদন)"

অনুবাদ। কিন্তু হে মহাবাহু অর্জ্জুন, গুণ বিভাগের ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব (ইহারা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে), এবং প্রকৃতিই সব কিছু করে এবং আত্মাকে তদাত্মকত্ব পাওয়াইবার চেষ্টায় থাকে এই তত্ত্ব, যিনি জ্ঞাত থাকেন, তিনি, গুণ সমূহ গুণ সমূহে প্রবর্ত্তিত থাকিবেই, (ইহার বিস্তৃত অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে) ইহা বুঝিয়া, নিজের আত্মাকে, আত্মার যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই এইরূপ, গুণাঃ গুণেষু ব্যাপারে, সঙ্গ প্রাপ্ত হইতে দেন না ; প্রকৃতির কার্য্যে তদাত্মকত্ব পাওয়া এবং তদুত্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তৃত্বাভিমান পাওয়া, সুখ দুঃখ পাওয়া—তিনি এসব ঘটিতে দেন না।

বলা হয় তো অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" এই বাক্যের অপব্যাখ্যা করিয়া ও তাহার দোহাই পাড়িয়া, অনেক পাপ কাজ করা যায়, এবং অনেকে করেনও, নির্লজ্জের মত এই বলিয়া যে 'প্রকৃতি করায় কর্ম্ম, কি দোষ আমার ?' কেহ বেদান্ত রূপ_চাইয়া বলেন যে তাঁহার আসল আমি সে তো উদাসীন, বাহিরে নকল আমি, সে চরিত্রহীনই হউক, ক্রোধীই হউক, লোভীই হউক, তাহাতে কি ? শোনা যায়, দক্ষিণেশ্বরে এক চরিত্রহীন সাধু কিছুদিন আস্তানা গাড়িয়াছিল ;শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নাকি সে ঐরূপ উত্তর দিয়াছিল ; ঐ উত্তরে, পরমহংসদেবের তীব্র গঞ্জনায় সে পালাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। গীতা সংযমের উপর সর্ব্বত্র বিশেষ ভাবেই জোর দিয়াছে ; এবং আমাদের মনে হয়, কেহ যেন না বলিতে পারে যে ধরা ছোঁয়া যায় না বলিয়া প্রকৃতিকে ঠেকান যায় না, তাহার জন্য এই কথা-গুলির শেষ দিকেই, উপায় নির্দ্ধারণ রূপ, গীতা মূল্যবান ৩.৩৪ শ্লোকটি দিয়াছে। গুণাঃগুণেষু বর্ত্তন্তে বলিলে চলিবে না। রাগ দ্বেষকে ঠেকান যায় ; আর কি ভাবে ঠেকান যায় গীতা তাহা অনেক স্থলেই বলিয়াছে। কেহ হয়তো বলিবেন যে বর্ত্তমান আগুন্তক রাগ দ্বেষ ঠেকান যায়, কিন্তু সহজাত অর্থাৎ সংস্কারে বর্ত্তমান যে কাম ক্রোধ থাকে, তাহাকে ঠেকান সম্ভব নয়। কিন্তু একেবারেই যে সম্ভব নহে, তাহা নহে। অকপট ভাবে "সং"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, তাহা সম্ভব হয় এই অধ্যায়ের শেষের দিকে (৩।৪২-৪৩) ভগবান তাহা বলিয়াছেন। গীতায় সকল প্রশ্ন সুন্দর ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে।

তথাকথিত free will-এর ব্যাখ্যা আমরা এই আগন্তুক ও জোয়ারের মত আসা প্রেরণাকে বলিতে চাই; Free will না হইলেও free will, কারণ ইহা কাল আনি নাই, আজ আনিলাম, এইরূপ ভাবের। "কর্ম্মণ্যে-ব্যধিকারস্তে"র অধিকার তো ইহারই সহিত সম্বন্ধিত। (সুধীজনেরা মুর্খের ব্যাখ্যা সমূহ ক্ষমা করিবেন।)

শঙ্কর। গুণবিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্বজ্ঞ, "ইন্দ্রিয়াদি গুণই, বিষয়-রূপ গুণে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, আত্মা কিছুতে প্রবর্ত্তিত থাকে না," ইহা জানিয়া আসক্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ সব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, বা সেই কর্ম্মসমূহে প্রীতি রাখে না।

রামানুজ। সত্ত্বাদি গুণবিভাগ ও তাহাদের প্রত্যেকের কর্ম্ম বিভাগ বিষয়ে যিনি তত্ত্বজ্ঞ, সেই পুরুষ "সত্ত্বাদি গুণই, নিজ কার্য্য রূপ নানা প্রকারের গুণ ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে," ইহা জানিয়া সেই গুণ কর্ম্মের, "ইহার কর্ত্তা আমি" এই প্রকার আসক্তি রাখে না।

অরবিন্দ। প্রকৃতির গুণ সকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিতেছে, কখনও সত্ত্ব গুণ প্রবল হইয়া রজঃ ও তমঃকে দমন করে, কখনও রজঃ গুণ প্রবল হইয়া ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধর। "আমি গুণাত্মক নহি" অর্থাৎ গুণ সমূহ হইতে আত্মার ভেদ আছে; আমার কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম সকল হইতে আত্মার ভেদ আছে। যে গুণ কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব জানে, সে কর্ম্মে আসক্ত হয় না, অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিনিবেশ করে না; ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয় সমূহে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু আমি নহি।

তিলক। গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই আত্মা হইতে ভিন্ন, এই তত্ত্ব যিনি জানেন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি, গুণ সমূহের নিজেদের ভিতর এই খেলা চলিতেছে, ইহা বুঝিয়া ইত্যাদি। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয় সমূহে বিচরণ করে। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নহে।

রামদয়াল। প্রকৃত তত্ত্ব একটি, তিনি ব্রহ্ম; কিন্তু প্রকৃতির পরিণামজ যে তত্ত্ব তাহা মায়িক, তাহার সংখ্যা অনেক। সাংখ্য মতে মূল প্রকৃতি + মহৎ + অহং + মন + ৫ তন্মাত্র + ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় + ৫ মহাভূত = ২৪ তত্ত্ব। অন্যমতে—৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় + ৫ প্রাণ + ৫ তন্মাত্র + মন + বুদ্ধি + চিত্ত + অহঙ্কার = ২৪ তত্ত্ব। কাহারও মতে ২৪ + ৫ পঞ্চীকৃত ভূত + স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন দেহ + জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা + প্রকৃতি = ৩১। কাহারও মতে বিকৃতি পরিণাম ক্ষয় নাশাদি ষড় ভাব, + অশনা, পিপাসা শোক, মোহ, জরামৃতি এই ষড়ূর্ম্মি + ত্বক, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি এই ষট্‌কোশ + কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয় + বিশ্ব, তৈজস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাজ্ঞ এই জীবত্রয়+সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ+প্রারব্ধ, আগামী, অর্জ্জিত এই তিন+কর্ম্ম. বচন আদান, আগমন বিসর্গ আনন্দ এই ৫+সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান, অবধারণা এই ৪+ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই ৪+দিক্, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা অশ্বিনী, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু, চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, ঈশ্বর, এই সব মিলিয়া ৯১। গুণকর্ম্ম তত্ত্ব বিভাগ কঠিন।...সত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি হইতে মায়িক জ্ঞান। বুদ্ধি রজোগুণ সম্পন্ন হইলে, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, সত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন হইলে যথাত্ম জ্ঞান হয়। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয় বিভাগের আলোচনা আছে। প্রীতি, অসংদেহ, ধৃতি, স্মৃতি সত্ত্ব গুণ হইতে ; কাম ক্রোধ প্রমাদ লোভ মোহ, ভয়, আয়াস, রজঃ গুণ হইতে ; বিষাদ, শোক মান দর্প অনার্য্যতা তমোগুণ হইতে।

সন্তদাস। কিন্তু যে পুরুষ এই তত্ত্ব অবগত আছেন যে গুণ ও তৎকার্য্যভূত কর্ম্ম উভয় হইতেই তিনি ভিন্ন, ইহারা তাঁহার নহে পরমেশ্বরেরই, তিনি কর্ম্ম কালে মনে করেন, যে গুণাত্মক ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ের প্রতি বৃত্তি সম্পন্ন হইতেছে, তিনি নিজে ইহাদের পরিচালক অথবা কর্ত্তা নহেন। ইহা মনে করিয়া তিনি কর্ম্মে আসক্ত চিত্ত হন না।

গোয়েন্‌কা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের কার্য্য-রূপ যে ২৩ তত্ত্ব; সেই ২৩ তত্ত্বের সমুদায়ই গুণবিভাগ। উপরিউক্ত গুণবিভাগে যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সমূহ করা হয়···সেই ক্রিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমূহ কর্ম্মবিভাগ।...গুণবিভাগ ও কর্ম্ম-বিভাগ, সব প্রকৃতিরই বিভাগ।

জ্ঞানেশ্বরী। ইহাঁরা দেহভাব ছাড়িয়া গুণ ও কর্ম্মের উপর যান।

Telang. But he who knows the truth about the difference from qualities and difference from actions, forms no attachments, believing that quaiities (senses) act with qualities (objects).

বিশ্বনাথ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—গুণ বিভাগ। সত্ত্বাদির কার্য্য ভেদ দেবতা ; ইন্দ্রিয় ও বিষয়—কর্ম্মবিভাগ।

বলদেব। আমি গুণ ও কর্ম্মের অধীন নহি এই তত্ত্ব যিনি জানেন, ইত্যাদি।

নীলকণ্ঠ। বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং বিষয় রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিভক্তাবস্থ হইয়া, স্থিতিতে নিবিষ্ট হয় না, তর্থাৎ আমিই এই, এইরূপ মনে করেন না।

ভূপেন্দ্রনাথ। আমি যদি নিজে স্থির থাকি তবে অন্যে কে কি করিতেছে বুঝিতে পারি।—এইজন্য কূটস্থে থাকায় যিনি অভ্যস্ত, তিনি আপনাকে "সাক্ষী" স্বরূপ মনে করিতে পারেন। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ এবং ইহাদের পরিণাম মন, বুদ্ধি অহঙ্কার দেহাদি ও তাহাদের পৃথক পৃথক কার্যের সাক্ষী রূপে তিনি সকল কার্য্য দেখেন।···চিত্তের যে চঞ্চলতা তাহাই অবিদ্যা, এই অবিদ্যার নামই বাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানন্দ। সেই জ্ঞানী ইহা বুঝিয়া যে প্রকৃতির তিনগুণ নিজেদের ভিতর কার্য্য করিতেছে, কোন কিছুতেই আবদ্ধ হয় না। ত্রিগুণময়ী মায়ার কার্য্যরূপ মহাভূত (ক্ষিতি আদি) মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয়, এবং কর্ম্মবিভাগ ইহাদের পারস্পরিক কার্য্য করিতে থাকে।

ভক্তিপ্রদীপ। গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ = of the differcnce of the soul from the qualities of matter and action. গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে It is the sense organs which remain engaged in the objects of the senses. ন সজ্জতে = does not get attached to them.

Madhwa (Rau), Who sees the truth of the divisions of qualities and functions, understands that qualities are in qualities and therefore he forms no attachment. In divisions come (a) Will of the Lord, (b) সত্ত্বাদি qualities (c) organs of sense. Qualities of the Jiva are directed by the Lord. Qualities are in qualities-senses rest in or pass on to the objects of sense. form strong attachment to qualities i.e to objects of senses.

কৃষ্ণানন্দ। "অহং' অভিমানের বিষয়রূপ দেহ, ও ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কারের নাম "গুণ"। "মম" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপারের নাম "কর্ম্ম"। এবং যাহা সর্ব্বজ্ঞ, বিকারের প্রকাশক হইয়াও তাহা হইতে পৃথক, তাহার নাম 'বিভাগ;" তিনিই স্বপ্রকাশক জ্ঞানরূপ নিঃসঙ্গ আত্মা।

(২৯) প্রকৃতির ত্রিগুণে মোহপ্রাপ্ত হইয়া আছে ও কর্ম্মেতে ডুবিয়া আছে, এরূপ মন্দমতি অপূর্ণ-দৃষ্টিশালীদের বুদ্ধি জ্ঞানীরা যেন বিচালিত না করেন' অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্মে উৎসাহ যেন না কমাইয়া দেন। প্রকৃতির ত্রিগুণজাত স্বভাবে সকাম ভাবে কাজ তাহারা করিবেই।

প্রকৃতের্গুণ সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

পদচ্ছেদ। প্রকৃতেঃ গুণ সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণ-কর্ম্মসু, তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ কৃৎস্নবিৎ ন বিচালয়েৎ।

অন্বয়। প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে, কৃৎস্নবিৎ তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ ন বিচালয়েৎ।

কঠিন শব্দ। প্রকৃতেঃ গুণ সংমূঢ়াঃ=পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির পূর্ব্বোক্ত গুণাদিতে মোহ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ; "মায়া রূপা প্রকৃতির কার্য্যভূত দেহাদি-বিকার রূপ স্বীয় ধর্ম্ম-সকলের প্রভাবে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ নিজ স্বরূপ দেহাদিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া," (মধুসূদন)। গুণকর্ম্মস্থ=দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ গুণ-সকলের কর্ম্মে। কৃৎস্নবিৎ=সকল কিছু যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝেন ; জ্ঞানী ; "পরিপূর্ণ আত্ম তত্ত্ব যাঁহারা জ্ঞাত (মধুসূদন)। অকৃৎস্নবিৎ = অল্পজ্ঞ ; অনাত্মাভিমানী (মধুসূদন)। মন্দান্ = মন্দ অর্থাৎ ক্ষীণ বুদ্ধি যাহাদের ; "চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বলিয়া জ্ঞানের অধিকার যাহারা পায় নাই" (মধুসূদন)। ন বিচালয়েৎ = বিচালিত করিবেন না, যাহা তাহাদের পক্ষে ঠিক পথ নয় সেই পথে চালিত করিবেন না ; বুদ্ধি ভেদ জন্মাইবেন না।

অনুবাদ। পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রকৃতির গুণাদির দ্বারা যাহারা মোহগ্রস্ত, তাহারা, দেহেন্দ্রিয়াদি, রূপ, রসাদির সহিত সম্বন্ধিত কর্ম্মে, (যাহা কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মে হয় তাহাতে) আসক্ত থাকে। যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সব বুঝেন, তাঁহারা সেই সকল ক্ষীণ বুদ্ধি অল্পজ্ঞ লোকদিগকে বিচালিত করিবেন না, অর্থাৎ তাহাদের, তাহাদের অনুপযোগী পথে চালিত করিবেন না,। (কে কোন্ বিষয়ে কতটা অধিকারী, তাহা মনে যেন রাখেন)।

তুমি জ্ঞানী, অজ্ঞানীদিগকে তোমার প্রাপ্ত উচ্চ পথে চালাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার উপদেশ তাহাদের মাথায় প্রবেশ করিবে না। তাহারা এ পথ ও পথ, দুই পথই ভ্রষ্ট হইবে। তাহারা প্রকৃতি হইতে, কর্ম্মফল নিয়মে, যে সংস্কার মন বুদ্ধিতে পাইয়াছে, তাহাতে তাহারা কর্ত্তৃত্বাভিমান যুক্ত হইয়া সকাম ভাবে কাজ করিবার দিকে মন লাগাইবে। তুমি যদি বড় বড় উপদেশ দাও, তাহারা যেটুকু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাও ছাড়িয়া দিবে। যে, জ্ঞানযোগের অধিকারী নহে, তাহাকে হঠ করিয়া জ্ঞানী করিবার চেষ্টা করিও না; তাহার এ কুল ওকুল দুকুল নষ্ট হইবে।

রামানুজ। তাহারা, জ্ঞানী পুরুষদের কর্ম্ম হইতে বিরত দেখিলে তাহাদেরও মন কর্ম্মযোগ হইতে সরিয়া যাইবে।

Gandhi—These slokas should not be taken to mean an enlightened man hides or makes compromises. On the contrary, he comes down to the level of the unenlightensd man and prepares him for a realisation of the truth.

শঙ্কর। প্রকৃতির গুণে মোহিত পুরুষেরা "আমি অমুক ফলের জন্য অমুক কর্ম্ম করিতেছি" এই প্রকার গুণ সমূহের কর্ম্মাদিতে আসক্ত থাকে। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা এইরূপ কর্ম্মফলাসক্ত মন্দ বুদ্ধি পুরুষদিগকে যেন বিচালিত না করেন।

শ্রীধর। প্রাকৃত গুণ দ্বারা, অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণদ্বারা সংমূঢ় হইয়া গুণ সমূহে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্ম সমূহে যাহারা আসক্ত হয় তাহারা "আমরা কর্ত্তা" এই বুদ্ধি যুক্ত অল্পজ্ঞ ও মন্দ মতি। তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না।

Radhakrishnan—The Gita does not support the সাংখ্য view of the withdrawl of পুরুষ from প্রকৃতি by complete inaction. Discernment does

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

not imply inaction but it involves action done in a way that does not hinder the attainment of release.

মধুসূদন। প্রকৃতির গুণে মোহ প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে ; আত্মজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি কর্ম্ম প্রয়াস হইতে তাহাদের যেন বিচলিত না করেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। যে আরামে পড়িয়া থাকে, গল্প করে, ঘুমায়, সেই সকল মূঢ়গণের অজ্ঞানান্ধকার ভগবানও দূর করিতে পারেন না। সুতরাং জ্ঞানিগণ সেই সকল মূঢ় ও অলস দিগকে জ্ঞানের রহস্য সাধনার কথা বলিবেন না ; বলিলে সমাজ ও ধর্ম্ম, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে।.. ...যাহারা নিজে কিছু বুঝে নাই, তাহারাই যখন অন্যকে বুঝাইতে চায়, তখন তাহারা শাস্ত্রাদিতে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধি সুবিধা মত অর্থ করে।

ভক্তিপ্রদীপ। গুণ কর্ম্মস্থ = to the senses and the objects there of. বিচালয়েৎ = should not disturb the ideas of. মন্দান্ = unfortunate.

মতিলাল। মানুষকে যদি বলা হয়, তুমিই ব্রহ্ম, তাহাতে তাহার বুদ্ধি ভেদ হয় মাত্র।

(৩০) এ অধ্যায় কর্ম্মযোগের। এইবার কর্ম্মযোগের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান "ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ" তাহার কথা পাড়িলেন। তোমাকে যখন কাজ করিতেই হইবে, প্রকৃতির (৩।৫) ধর পাকড় হইতে, ও তাহার যন্ত্র হইতে (১৮।১৯ ও ৬২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে বাঁচাইবার, ও কর্ত্তৃত্বাভিমান (৩।২৭) মনে না আসিতে দিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়. আর, ইহা এরূপ সঙ্কল্প, যে এ সঙ্কল্প মনে লইয়া কর্ম্ম করিলে, মানুষ কর্ম্ম বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হয়। তাহা ছাড়া, শুধু কর্ম্মযোগী হইলে চলিবে না, গুণাতীতও হইতে হইবে। আর তাহার জন্য, "সকল কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম" তুমি নিমিত্ত মাত্র, দাসবৎ হইয়া কর্ম্ম করিতেছ ইহা ভাবিতে হইবে (১৪।৬; ৩।২০, ১৩ ১০, ১২।১০)। "আগন্তুক" ও "স্থায়ী বাসিন্দা" প্রকৃতি, কোনটা না কোনটা সর্ব্বক্ষণ তোমাকে কাজ করাইবেই ; কোন্‌টা কি, তুমি বুঝিতে ও প্রতিরোধ করিতে যাহা প্রয়োজন, তাহা হয়তো করিতে পারিবে না। সেইজন্য, যে কাজেই তুমি পড় না কেন, আমাকে স্মরণ করিয়া, সব আমাকে সমর্পণ করিয়া কাজে নামিবে। তুমি ভুল পথে যাইবে না। ভগবান কি সুন্দর রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করিলেন।" প্রশ্ন উঠিতে পারে, কর্ম্ম বন্ধন বা পাপ যখন হইবে না, তখন "ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিলাম" বলিতে বলিতে পাপ কেন না করিতে থাকি ? কিন্তু না ,ভগবানে পাপ-কর্ম্ম সমর্পণ করিতে কেহ সাহসী হইবে না ; আর দ্বিতীয়তঃ, "সমর্পণ করিলাম" বলিলেই সমর্পণ হয় না। যাহা সমর্পণ করিতেছি, তাহার সহিত অতি ক্ষীণ, এমন কি দেখা যায় না, এ রকম যোগসূত্রও যদি রাখি, যদি মনে নিরাশী, নির্ম্মম না হই, তাহা হইলে তাহা সমর্পণ হয় না। উচ্ছিষ্ট দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া ভগবান বা গীতাকার অন্যান্য অনেক স্থলে যেমন করিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেন, এখানেও সেইরূপ করিলেন, কর্ম্মযোগের ভিতর ভক্তির, শরণাগতির মন্দাকিনী ধারা বহাইয়া দিলেন।

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বর ॥ ৩০

পদচ্ছেদ। ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য অধ্যাত্ম-চেতসা, নিরাশীঃ নির্ম্মমং ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত-জ্বরঃ।

অন্বয়। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য অধ্যাত্ম চেতসা নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ ভূত্বা বিগত জ্বরঃ যুধ্যস্ব।

কঠিন শব্দ। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি = লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকারের কর্ম্ম। অধ্যাত্ম চেতসা = মনকে আত্মাতে অর্থাৎ উচ্চ স্থিতিতে, বা বুদ্ধির উপর যে স্থিতি সেই স্থিতিতে, স্থাপিত করিয়া; অধি অর্থে সম্পর্কিত, বা অধিকার বা অধিষ্ঠাতা (উপরি ওয়ালা, যথা অধিরাজ); আত্মা অর্থে বুদ্ধি লইলে, অধ্যাত্ম চেতসার অর্থ হইবে, বুদ্ধি যাহার অধিকারে বা বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যিনি, চিত্ত তাঁহাতে সংযুক্ত করিয়া (যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ এবং বুদ্ধেঃ পরমবুদ্ধ্বা, ইত্যাদি (৩।৪২, ৪৩); আত্মা অর্থে আত্মা লইলে, অধ্যাত্ম চেতসার অর্থ হইবে, আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞানে। দুইয়ের অর্থ প্রায় একই হয়, অর্থাৎ বুদ্ধির উপরে যে স্থিতি, মনকে তাহাতে রাখিয়া, স্বার্থ যুক্ত জাগতিক স্থিতিতে না রাখিয়া। "ভৃত্য যেমন রাজার অধীন হইয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করে সেই রূপ অন্তর্য্যামীর অধীন হইয়া—সেই ঈশ্বরের নিমিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম করিতেছি এই প্রকার বুদ্ধিতে” (মধুসূদন ও মতিলাল)। সন্ন্যস্য = সমর্পণ করিয়া। নিরাশী = নিষ্কাম হইয়া। নির্মম = “ইহা আমার, উহা আমার” এই প্রকার আসক্তি ভাব না রাখিয়া; “দেহ, পুত্র, ভ্রাতা, প্রভৃতি আত্মীয়ের উপর মমতাহীন হইয়া” (মধুসূদন); মায়া দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া। “এই কর্ম্ম আমার ফল সাধন জন্য নহে” এই ভাব (শ্রীধর)। যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ = যুদ্ধ অর্থাৎ ধর্ম্ম–সঙ্কটে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য, শোক, মোহ ও পাপ ভয়ে ক্লিন্ন না হইয়া, বিনা অনুশোচনায়, গ্লানিশূন্য ভাবে করিতে থাক।

আধ্যাত্মচেতসার মত সুন্দর কথা ‘ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন” ইহাই গীতার অন্যতম সার কথা।

অনুবাদ। সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, বুদ্ধির উপরে যে স্থিতি তাহাতে বা বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যিনি, সেই অন্তর্য্যামীতে চিত্ত স্থাপিত করিয়া, কামনা ও মায়া দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দ্বেষ-শূন্য গ্লানি-শূন্য মনে করিতে থাক। (১৮:৫৯, ৬০, ৬৬)

এ “ময়ি” কে? অর্জ্জুনের সারথি, আমাদেরও মনোরথের সারথি, শ্রী কৃষ্ণ। তিনি বস্তুতঃ কে, কি করেন, আমরা পরের অধ্যায়ে পাইব।

এই শ্লোকের কথাগুলি অতি সুন্দর, অমূল্য ও সার্ব্বলৌকিক, ইহাতে কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তির সমাবেশ সুন্দর ভাবে আনা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান এক নূতন ভাবে কর্ম্ম করিবার পন্থা বলিয়া দিলেন (২।৫৯, ৬১) সাংখ্যে বা অধ্যাত্মজ্ঞানে, বা সাত্বত নারায়ণীয় ধর্ম্মে যুদ্ধ বারণ নহে, তবে এই ভাবে, দ্বেষশূন্য ভাবে, যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই গীতার "জ্ঞান" (৪।৩৫)

শঙ্কর। আমি সর্ব্বাত্ম রূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর বাসুদেব, আমাকে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ "আমি সব কর্ম্ম ঈশ্বরের জন্য সেবকের মত করিতেছি," এই বুদ্ধিতে উহা আমাকে অর্পণ করিয়া, আশা, মমতা ও শোক রহিত হইয়া অর্থাৎ চিন্তা সন্তাপ রহিত হইয়া যুদ্ধ কর।

মধুসূদন। বিগত জ্বর অর্থাৎ ঐহিক, পারত্রিক দুর্গাম ও নরক পতনাদির জন্য যে শোক সেই শোক বিহীন হইয়া তুমি, মুমুক্ষু, যুদ্ধ অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর।...সর্ব্ব কর্ম্মের ভগবদর্পণ এবং নিষ্কামত্ব তো আছেই, অধিকন্তু এই যুদ্ধ স্থলে তোমায় নির্মম ও শোক বিহীন হইতে হইবে।

শ্রীধর। অধ্যাত্ম-চিত্ত হইয়া অর্থাৎ অন্তর্যামীর অধীন হইয়া আমি কর্ম্ম করি...শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর (প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

মতিলাল। অধ্যাত্মচেতসা = সর্ব্বদা অন্তর্যামীকে লক্ষ্যে রাখিয়া।

রামানুজ। অধ্যাত্ম-চিত্ত = আত্ম বিষয়ে চেতনা অর্থাৎ জ্ঞান।...সকলকার স্বামী পরমপুরুষ ভগবান, নিজেই জীবাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ কর্ত্তা দ্বারা, ইন্দ্রিয়াদি করণের দ্বারা, নিজেরই আরাধনার জন্য, নিজে নিজেই নিজের কর্ম্ম করান, ইহা বুঝিয়া, কর্ম্মে মমতা রহিত হইয়া সন্তাপ ত্যাগ করিয়া, "এই কর্ম্ম দ্বারা আরাধিত পরম পুরুষই সকল বন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত করিবেন" ইহা স্মরণে রাখিয়া সুখেব সঙ্গে, কেবল কর্ম্মযোগই আচরণ করিতে থাক।

গিরীন্দ্রশেখর। আধ্যাত্ম=প্রবৃত্তি জাত স্বভাব। ৮।৩ শ্লোকের অধ্যাত্ম=স্ব-ভাব অর্থাৎ স্বভাব, অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মা যাহা স্বভাবে.থাকে।

বলদেব ও বিশ্বনাথ। মৎ প্রবর্ত্তিত আত্ম স্বরূপের পরিজ্ঞান পূর্ব্বক, সংসারের সকল কর্ম্মই মৎকৃত এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর ইত্যাদি।...যিনি আত্মাতে বিরাজিত থাকিলেও আত্মা তাঁহাকে জানিতে পারে না...তিনিই ময়ি শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন।

Radhakrishnan :—"Thy will be done" is to be our attitude in all work.

অরবিন্দ। বিগতজ্জর হইয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ কর্ম্ম কর। জগতে আমার ইচ্ছা সম্পাদন কর।......এই সব শ্লোকগুলিতে চেতনার দুইটি স্তরে, কর্ম্মের দুইটি প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট প্রভেদ করা হইয়াছে। এক স্তরে আত্মা তাঁহার অহং ভাবাপন্ন প্রকৃতিতে বদ্ধ, স্বাধীন ইচ্ছাহীন ও প্রকৃতি চালিত, অন্য স্তরে মুক্ত।

আশুদাস। অধ্যাত্ম চেতনা=আত্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের অভি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখে যে চেতন তাহা দ্বারা।......পরমহংসদেব বলিতেন, অহং যদি যাবে না, তবে থাক শালা "দাস আমি হয়ে"।

রামদয়াল। চিত্তকে আত্মাতে অবস্থিত করিতে পারিলে অধ্যাত্ম চেতঃ হয়। চিত্তকে বিষয়ের পথে প্রবাহিত করাইলে অকল্যাণের মতে চলে। চিত্তকে ভগবানে স্থাপিত করিলে কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত হয়।...আত্মাতে বহু ইচ্ছা শক্তি আছে, তিনি ইচ্ছা করেন আমি বহু হইব, কেন ইচ্ছা করেন এ কথা উঠে না। আত্মা বা ব্রহ্ম পরতন্ত্র নহে। ব্রহ্ম যখন সঙ্কল্প করেন, মায়াকে স্বীকার করেন, তখন, সগুণ ব্রহ্ম হন। মায়া একক্ষণও বিকার শূন্য ভাবে থাকিতে পারে না।...কর্ম্ম ভগবান করেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র; ভগবান প্রভু, মানুষ দাস। "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি"।...ভক্তের কর্ম্মার্পণ বলা হইল, এইবার জ্ঞানীর কর্ম্মার্পণ। জ্ঞানী জানেন, সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম তখন কর্ম্মও ব্রহ্ম। জ্ঞানীর নিজের কোনও কর্ম্ম নাই।...চিত্তই কর্ম্ম, ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণই কর্ম্ম সমর্পণ।...সাধকের অবস্থা তিন প্রকার (১) তোমার আমি অর্থাৎ দাস বা দাসী অভিমান; পরিচ্ছিন্ন চিত্ত শক্তিকে অপরিচ্ছিন্ন মহাশক্তিতে মিশাইয়া দেওয়া; ভর্গঃ ধীমহি। (২) আমার তুমি; সমাধি যখন আয়ত্বাধীন হয়, যখন ভগবানের উপর জোর করিবার অধিকার আসিয়াছে, শ্রীমতীর জোরের মত; ভেদটা কম হইয়াছে। (৩) তুমি-আমি, ইহা শেষ অবস্থা; ভেদ নাই; নির্ব্বাপিত; সোঽহং। শ্রীমহাবীর বলিয়াছেন দেহ দৃষ্টিতে আমি দাস,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব দৃষ্টিতে তোমার অংশ, জ্ঞান দৃষ্টিতে তুমি-আমি। ঐ অবস্থায় যাহা কর্ম্ম তাহাই ব্রহ্ম হয় বলিয়া, বলা হয় কর্ম্ম ব্রহ্মার্পিত; অন্য দুই অবস্থায় কর্ম্ম ঈশ্বরার্পিত।...মুখে কৃষ্ণার্পণ বলা হইতেছে, অথচ ভোজনকালে ব্যঞ্জনে যদি একটু লবণাধিক্য হয়, তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া যাইতেছ, ইহা আবার কিরূপ কৃষ্ণার্পণ?......নামরূপহীন ব্রহ্ম হইতে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান, তাহা হইতে মনোরূপ, সেই মন আপনাতে সূক্ষ্ম ভূতের কল্পনা করে, পরে স্বপ্ন শরীরের ন্যায় বাসনাময় শরীর কল্পনা করে, অনন্তর সেই সমষ্টিভূত সূক্ষ্ম শরীর তৈজস পুরুষ হয়। এই ব্রহ্মা, ব্রহ্মা মনস্তত্ব, সঙ্কল্পময়। তাহার দ্বারা ক্রমে গিরি-জলধিময় জগৎ পরিকল্পিত হয়। মনস্তত্ত্বের উৎপত্তির সময়ে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; কর্ত্তব্যানুসন্ধান রূপে মনের যে প্রথম বিকাশ তাহাই কর্ম্মের বীজ। কারণ তাহায়ই পরক্ষণে ক্রিয়া নিষ্পত্তি রূপ ফল হইয়া থাকে। কর্ম্মকে ব্রহ্মে অর্পণ।......জাগ্রত হইবার প্রাক্‌কালে "আছ" এই ভাবের উদয় প্রথম হয়: ইহা মহৎ তত্ত্ব বা বুদ্ধি। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহং তত্ত্ব। মনের কর্ম্ম প্রবাহ বন্ধ করিতে হইলে বুদ্ধির শরণাপন্ন হইতে হয়। জড়ের কোন অস্তিত্ব থাকে না যদি ইহার অনুভব-কর্ত্তা না থাকে। এই অনুভব-কর্ত্তাই আত্মা। ইনি জ্ঞান স্বরূপ। শক্তির স্পন্দনই কর্ম্ম। প্রকৃতিতে ব্রহ্মের যে সত্ত্বা তাহা ঈশ্বর। ইনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আছেন। বুদ্ধি, মন, ইত্যাদিতে যে চৈতন্য, তাহা প্রকৃতির বশে; ইহাই জীব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Luther. Put thou thy trust in God,
In duties' path go on,
Fix on His word thy steadfast eye,
No small thy work be done.

Annie Besant—অধ্যাত্ম চেতনা = with the thought resting on Supreme Self......Cured of mental fever

Gandhi—"Cast all your care upon Him ; for He careth for you." (Peter).

ভূপেন্দ্রনাথ। আমি নিজের জন্য এ কর্ম্ম করিতেছি না, অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভৃত্যবৎ তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি, এই ভাবটি মনে রাখিলে কর্ম্মের তাপ তোমার গায়ে লাগিবে না, অথচ নিজের কর্ম্ম নহে বলিয়া কর্ম্মে নিরুৎসাহ আসিবে না, কারণ আমার যিনি প্রিয়তম বা আত্মা তাঁহার কাজ করিতেছি।......অধ্যাত্ম চিত্ত = যে চিত্ত আত্মাতে স্থাপিত।...বহু বিষয়ে চিত্তের পর্য্যটন বন্ধ হইলে চিত্ত আত্মমুখী হয়। তখনই চিত্তে একাগ্রতা আসে। এই একাগ্রতা বাড়িতে বাড়িতে বিষয় বিস্মৃতি আসে, তখন উহা চিত্তের নিরুদ্ধ ভাব ; এই নিরুদ্ধ ভাব স্থায়ী হইলেই সমাধি বা প্রকৃত ক্রিয়ার পরাবস্থার উদয় হয়। এই অবস্থায় চিত্ত আত্ম সংস্থ হইয়া থাকে এই আত্ম-সংস্থ হইবার জন্য যাহার চিত্ত তৎপর, তাহার চিত্তই অধ্যাত্ম-চিত্ত। কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ ইহাতেই হয়। দধি মন্থনের মত ভগবদ্ ভজনায় বরণীয় ভর্গের প্রকাশ দেখা যাইবে। এইসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ-রূপিণী জগন্মাতারই শক্তি ।...বিগতজ্বর = প্রমাদ বা অনিচ্ছা বশতঃ "আর পারি না, এখন থাকুক পরে দেখা যাইবে", এই বলিয়া একটু ঘুমান বা গল্প গুজব করা, এসব ছাড়িয়া দিয়া অপ্রমাদী হইয়া ক্রিয়া করিয়া চল ।

ভক্তিপ্রদীপ । বিগত জ্বর = free from all anxieties. অধ্যাত্ম চেতসা = with your mind directed towards the soul, i-e the knowldege of the true Self. সংনস্য = dedicating. নিরাশীঃ ভূত্বা = without being enjoyer of the fruits of action.

(৩১) এই রূপ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কি ফল হয় বলিতেছেন—

৩১ । যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১

পদচ্ছেদ । যে মে মতম্ ইদম্ নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ।

অন্বয় । যে মানবাঃশ্রদ্দাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ মে ইদম্ মতম্ নিত্যম্ অনুতিষ্ঠন্তি তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে ।

কঠিন শব্দ । অনুতিষ্ঠন্তি = অনুষ্ঠান;অনুসরন করে । শ্রদ্ধা = নিষ্ঠা ; মান্যের সহিত বিশ্বাস । 'শ্রদ্ধা' কথা গীতার কয়েক স্থানে আছে, যথা ৩।৩১; ৪।৩৯; ৬।৩৭,৪৭ । মত = অনুশাসন, অভিমত ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। যে মনুষ্যেরা শ্রদ্ধার সহিত অসূয়া-শূন্য হইয়া, অর্থাৎ দোষ দেখা-ভাব না রাখিয়া আমার এইমত সর্ব্বদা অনুসরণ করে, তাহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

শুধু জ্ঞানে কর্ম্মবন্ধন হয়না তাহা নহে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিলেও, আমাতে কর্ম্ম নিবেদন করিয়া মর্ম্ম বরিলেও, কর্ম্মবন্ধন হয়না।

শ্রীধর। অনসূয়ন্ত=“ভগবান আমাকে দুঃখ জনক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন.” এরূপ দোষ-দৃষ্টি না করা।

মধুসূদন। জ্ঞানীরা তো মুক্ত হইতে পারেনই, যাঁহারা সম্যক জ্ঞানলাভ করেন নাই, তাঁহারাও আমার নির্দ্দিষ্ট ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে মুক্ত হইতে পারেন। (মধুসূদনের টীকার ভাবপ্রকাশ)। শ্রদ্ধা=যে বিষয়, শাস্ত্র এবং আচার্য্য উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অনুভূত না হইলেও, “ইহা এই রূপেই” এই প্রকার বিশ্বাস।

রামানুজ। “তে হপি” কথার অভিপ্রায় যে, যে আমার মতে শ্রদ্ধা রাখে, নিন্দা না করে, সে যদ্যপি ইহার অনুসার না চলে থাকে, তথাপি শ্রদ্ধা ও অনসূয়ার দ্বারা পাপক্ষালন হয় ও তাহার পর অনুষ্ঠানে মুক্ত হইয়া যায়।

ভূপেন্দ্রনাথ। সাধক কয়েক প্রকারের হয়। প্রথম শ্রেণী যাহারা গুরু উপদেশ মত, পরম শ্রদ্ধালু ভাবে, তীব্র বেগের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, যথেষ্ট শ্রদ্ধালু, কিন্তু তেমন তীব্র ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়, সাধনায় তেমন তৎপর নহে। চতুর্থ, সাধনার প্রতি তেমন বিশ্বাস নাই। এই চতুর্থ শ্রেণীর যে মহৎ অনিষ্ট হয়, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান বলিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর সাধকের, গুরু কৃপায় কোন না কোন সময়ে জ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর, দুই তিন জন্মেই কৃতার্থ হন। প্রথম শ্রেণী, সেই জন্মেই জীবন্মুক্তি লাভ করেন।

শঙ্কর। যাহরা শ্রদ্ধাযুক্ত ভাবে, গুরুস্বরূপ আমি বাসুদেবের অসূয়া করে না, আমার মতে চলে, তাহারা পূণ্য পাপ সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

(৩২) আমার মত না গ্রহণ করিলে, কি হয় বলিতেছেন—

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তোনানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব্ব জ্ঞান বিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২

পদচ্ছেদ। যে তু এতৎ অভ্যসূয়ন্তঃ ন অনুতিষ্ঠন্তি মে মতম্, সর্ব্ব-জ্ঞান-বিমূঢ়ান্ তান্ বিদ্ধি নষ্টান্ অচেতসঃ।

অন্বয়। যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ মে মতম্ ন অনুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসঃ সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ। অভ্যসূয়ন্তঃ = অসূয়া বশে, দোষ-অন্বেষণ-দৃষ্টিযুক্ত। মে = আমার। অচেতসঃ = বুদ্ধিশূন্য মনস্ক্রিয়া রহিত ; দুষ্টবুদ্ধি (মধুসূদন)। সর্ব্বজ্ঞান বিমূঢ় = সর্ব্বজ্ঞান হীনতায় আবিষ্ট ; কর্ম্মবিষয়ে, সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ে, প্রমাণের দিক্ দিয়া, প্রমেয়ের দিক দিয়া, প্রয়োজনের দিক দিয়া, মূঢ় অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারে অযোগ্য (মধুসূদন)। নষ্ট = সর্ব্ব প্রকার পুরুষার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ভ্রষ্ট ; জীবনে থাকিবার মত তাহাদের কিছুই থাকিবে না।

অনুবাদ। কিন্তু যাহারা দোষান্বেষণ-দৃষ্টিযুক্ত হইয়া আমার এই মতে অনুসরণ না করে, সেই সকল "বুদ্ধিশূন্য" মস্তিষ্ক-রহিত সর্ব্বজ্ঞানহীনতা-আবিষ্ট লোকদিগকে বিনষ্ট, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে জানিবে।

শ্রীধর। সর্ব্বজ্ঞান = সর্ব্বকর্ম্মে ও ব্রহ্ম বিষয়ে।

রামানুজ। বস্তুকে যথার্থরূপে জানাই চেতনার কার্য্য, তাহা যাহাতে নাই, সে অচেতসঃ অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞানশালী।

শঙ্কর। অনুবাদের মত।

(৩৩) ভগবানের মত অনেকে অনুসরণ করে না, তাহার কারণ "প্রকৃতির" অর্থাৎ ঐশ্বরিক নিয়মে, কর্ম্মফলে, আমাদের সংস্কার বা প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। সংস্কার অত্যন্তই বলশালী। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে শুধু "দম" বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কাজ করে না, যথা সহজাত রজোগুণ খুব বেশী থাকিলে। এসব কথা পরে আসিবে।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩

পদচ্ছেদ। সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ জ্ঞানবান্ অপি, প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।

অন্বয়। ভূতানি প্রকৃতম্ যন্তিঃ জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে, নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি।

কঠিন শব্দ। ভূতানি = প্রাণী সকল। প্রকৃতিম্ যান্তি = নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ প্রকৃতির অনুসরন করে। সদৃশ=অনুরূপ। নিগ্রহ=বল পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় শাসন বা চাপিয়া দেওয়া। চেষ্টতে=কার্য্য করেন। জ্ঞানবান=বুদ্ধিমান, এ জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে। (মহাভারত ৩।৩২।৩, গীতাপ্রেমী)

অনুবাদ। জ্ঞানীরাও স্বীয় প্রকৃতি বা (পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্ম ফলে উৎপন্ন) স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করেন। প্রানী-সকল (প্রারব্ধ প্রাপ্ত) প্রকৃতির বা স্বভাবের অনুসরন করে। বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিরোধ বা চাপিয়া দেওয়ার চেষ্টা কি করিতে পারে? অর্থাৎ কিছুই করিতে পারে না (১৮;৬০) স্বভাব বা সংস্কার, প্রকৃতির যে গুণাদি দ্বারা গঠিত হইয়াছে,তাহারা কার্য্য করিবেই। অর্থাৎ তাহারা রাগ দ্বেষ উৎপন্ন করাইতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিবে। সেই রাগ দ্বেষের বশে যাইবে না। (মহাভারত ৩।৬২।৩ গীতা প্রেমী)।

(এইরূপ শ্লোকে, প্রকৃতির অর্থ সংস্কার, ত্রিগুণে যে সংস্কার গঠিত থাকে।)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কর্ম্মফলে প্রাপ্ত প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে, জোর করিয়া জয় করা অতীব কঠিন, বিশেষ যদি রজো-গুণ অতীব প্রবল থাকে। জ্ঞানীরাই অর্থাৎ প্রকৃতির গুণ-কর্ম্ম-বিভাগের তত্ত্ববিৎ যাঁহারা তাঁহারাই পারেন না, তো সাধারণের কথা কি? 'প্রকৃতির' (অর্থাৎ ভগবানের নিয়মে, আমাদের কর্ম্মফলে প্রাপ্ত) সহজাত সংস্কার অনুযায়ী আমরা চলিতে বাধ্য হই। (২।৫৯, ৬০; ৩।৫)। প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মফলে সহজাত ধর্ম্ম যদি ভাল না হয়, যথা কসাইয়ের ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম বলিয়া তাহাও কি আমরা ঘৃণা না রাখিয়া পালন করিতে বাধ্য ?

ভগবান ইহার উত্তর ৩৫' শ্লোকে বলিলেন। আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে কিভাবে তাহা পালন করা উচিত তাহা বলিবেন। "নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি" অর্থাৎ আমার, বা শাস্ত্রের অনুশাসন কি করিবে ? ২।৬৪ শ্লোকের 'নিগৃহীত করা' ও এখানকার নিগ্রহ প্রায় এক কথা—সেখানে টানিয়া রাখা, সংযমিত করা এখানে শুধু সংযমিত নহে জোরের সহিৎ চাপিয়া দেওয়া। কিন্তু এশ্লোক ২।৬৪ শ্লেকের অনেকটা বিরূদ্ধে যায় নাকি ? সেখানে ভাবটা ইন্দ্রিয় নিগৃহীত করিলে ফল পাওয়া যায়; এখানে বলা হইল, ফল পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় নিগৃহীত বা নিগ্রহ করায় যদি কোন ফল না হয়, তাহা হইলে তাহা করি কেন ? না, প্রকৃতি শব্দের একটি বিশেষ অর্থ আছে; ২।৬৪ শ্লোকে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আমাদের দুই রকমের প্রকৃতি হয় (১) আমাতে যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বিভিন্ন অনুপাতে আছে, যে অনুপাত, খাদ্য, কর্ম্ম, সঙ্গ, ইত্যাদিতে অনবরতঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে সেই প্রকৃতি, ও (২) প্রারব্ধে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে প্রাপ্ত প্রকৃতি যাহা সহজাত ভাবে আসে ও থাকে। ইহারই রজোগুণ, আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও পাপজনক ক্রিয়া সমূহ করায়। উদাহরণ, ক্রোধ হয়, দুই রকমের,(১) তাৎকালিক রজোগুণ প্রাচুর্য্যে, (২) কর্ম্মফলে প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রোধের যে পুঁটুলি আমার সঙ্গে আসিয়াছে, সেই পুঁটুলির প্রভাবে; যথা অনেক লোকে নানা কারণে হঠাৎ রাগের প্রকাশ হয় আর অনেক লোক কোপন স্বভাবের হয়। এসব পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। একটু পরেই আমরা জানিব যে দ্বিতীয় প্রকারের ক্রোধ, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধিতে যেন দুর্গের ভিতর অবস্থিত ভাবে থাকে কিছুতেই তাড়ান যায় না। প্রথম প্রকারের ক্রোধ, ইন্দ্রিয় সংযম, বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা ও রাগদ্বেষ পরিহারে যায় (৩।৩৪) ; বহু অধ্যায়ে ইহা কথিত হইয়াছে। (আমাদের ব্যাখ্যা ২।৬৪ ও এই শ্লোকে সমন্বয় করিয়া দিল ; ভুল ভ্রান্তি ক্ষন্তব্য।

প্রারব্ধে প্রাপ্ত ক্রোধাদির আক্রমনে জয়লাভ করা অতীব দুঃসাধ্য ; ইহা নিজেকে প্রকাশ করিবেই। তাহা বলা হইয়াছে।

"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিং করিষ্যতি"। তবে যে জয় করা একেবারে সম্ভব নহে, তাহা নহে; তাহা সম্ভব হয় অকপট ভাবে ভগবানের শরণাগত হইলে (৩।৪১)শরণাগতিই উপায় যখন আর পুরুষকার চলে না; ইহা অমরা বহুবার বলিয়াছি।

বিদ্যানন্দ। বলপূর্ব্বক কেহ মন নিরুদ্ধ করিতে পারে না ; উহা আপনার কাজ করিতে থাকিবেই।

তিলক। নিগ্রহ ঃ—মনুষ্য যতই কেন জ্ঞানী হউক না কেন, ক্ষুধা লাগিলেই ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হইবে। এই জন্য জবরদস্তি করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃথা হঠ করা কর্ত্তব্য নহে। যথাযুক্ত সংযমের দ্বারা উহাদিগকে বশে আনিতে হইবে।

Gandhi. The sloka does not rule out restrain but explains that nature prevails. c.f. Bacon: "Nature is often hidden, some times over come, seldom extingaished. Force maketh nature more violent in return...Man's nature is determined by pre-natal conditions (including past actions and heredity) and post-natal conditions including physical and cultural environments. Part of this make-up is inevitable and cannot be suppressed but quite a large part can be controlled. Man has to strive by self-examination to find out the inevitable part and the mendable part or to use, Epictatus language "the things in his power" and the "things not in his power."

Krishna Prem. What shall restraint avail, since actions flow inevitably from the working of Nature? But these deceiving half truths must be conquered.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Radhakrishnan. প্রকৃতি is the mental equipment with which one is born as the result of the past acts. This must run its course. শঙ্কর thinks that even God cannot prevent its operations.... He ordains that the past deeds produce their natural effects....Self is only an impartial witness. ...It does not follow that we should indulge to every impulse. It is a call to find out our true being and give expressions to it. Violated nature will take its revenge.

Vivekananda. Even those who know the path, get impelled by their own nature. What is the use of external restraint?

রামদয়াল। লোকে আপন আপন প্রকৃতি অতিক্রম করিবার কৌশল জানে না, তাই নিজের চেষ্টায় অতিক্রম করিতে পারে না। আমার নিষেধ বা শাস্ত্রের শাসন বা নরকাদির ভয় থাকিলে হইবে কি? আমার দুই প্রকৃতি; জীব স্বয়ং আমার প্রকৃতি, ইহা পরমা প্রকৃতি; আবার জীবের মধ্যেই যে প্রকৃতি, তাহাও আমার প্রকৃতি, ইহা অপরাপ্রকৃতি, এই দুই প্রকৃতিই আমার শক্তি। আমি ভিন্ন আমার প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিতে কি আর কাহারও সাধ্য আছে?...জীবের সমস্ত কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন আমাতে অর্পিত হয়...তখন আমার সাহায্যে প্রকৃতি-নিগ্রহ সে করিতে পারে।

গোয়েন্‌কা। যে প্রকারে নদীর জপ স্বাভাবিক ভাবে সমুদ্রের দিকে যায়, হঠ পূর্ব্বক বন্ধ করা যায় না, ইত্যাদি।

রামানুজ। আত্মা ও প্রকৃতির ভিন্নতা যাঁহারা জানেন এরূপ জ্ঞানীরাও নিজ প্রকৃতির অর্থাৎ পুরাতন বাসনার অনুরূপ প্রাকৃত বিষয়েই প্রবৃত্ত থাকেন।...বাসনার অনুগমনকারী সেই প্রাণীদের, শাস্ত্রজনিত নিগ্রহ কি করিবে?

শ্রীধর। সকল প্রাণীই প্রকৃতির অনুগমন করে। প্রকৃতির প্রবলা শক্তিই ইহার কারণ।

মধুসূদন। প্রকৃতি বলিতে পূর্ব্বজন্ম কৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সংস্কার যাহা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যাপ্ত হয়।...জ্ঞানী লোক ব্যবহার কালে পশু আদি হইতে অবিশেষ হইয়া থাকে।

অরবিন্দ। প্রকৃতিতে যাহা মূলগত, যাহা ইহার নিজস্ব ও অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া, তাহাকে চাপিয়া দিবার, নিগ্রহ করিবার বৃথা চেষ্টা আর প্রকৃতিতে যাহা মূল্যবান নহে পরন্তু আগন্তুক, প্রকৃতির পথচ্যুতি যাহা মূলগত নহে, পরন্তু আগন্তুক, ও সবকে সংযত করিতে হইবে।...চাপিয়া দেওয়ার নিগ্রহ, আর সন্ন্যাস করিবার যথা ফল পরিচালনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাই সংযম।

ভুপেন্দ্রনাথ। জোর কয়িয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেও কিছু হয় না, মন যাহা করিবার তাহা করে।...চৈতন্যময়ী প্রকৃতিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবতী বা স্থির প্রাণ ; নৃত্যশীলা হইলে গুণময়ী হইয়া বহির্মুখী হন, তখন কিছুতেই আটকান অসম্ভব।....প্রকৃতিকে তো বাধা দেওয়া চলিবে না, উপদেশ দেওয়া বৃথা। আত্মমুখী করিবার একমাত্র উপায় অভ্যাস।

মতিলাল। এই শ্লোকে ভগবান আধ্যাত্মযোগ বা আত্ম সমর্পণ যোগের অন্তরায় প্রদর্শন করিতেছেন।

Madhwa (Rau), Prakriti is here used in the senese of inherited tendency, to resist these, restriant of mind is in itself no sufficient force.

শঙ্কর। সকল প্রাণীই নিজ প্রকৃতি বা স্বভাবের দিকেই যায় ; এ বিষয়ে আমার বা অন্যের শাসন কি করিবে ?

(৩৪) যদি সকলেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, বা গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তের দোহাই পাড়ে, তাহা হইলে পুরুষকার বা শাস্ত্রানুশাসন সব নিরর্থক হইয়া যায়। প্রকৃতি, (আগন্তুক প্রকৃতি) অতিক্রম করা কি একেবারেই দুঃসাধ্য ? ভগবান উত্তরে বলিলেন—

৩৪। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪

পদচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ, তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেৎ তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ।

অন্বয়। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ, তয়োঃ বশম্ ন আগচ্ছেৎ হি তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন শব্দ। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে=ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের শব্দ-রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ে। ব্যবস্থিতৌ=ব্যবস্থিত বা স্থিরীকৃত বা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অস্য=জ্ঞানবান ব্যক্তির (৩।৩৩)। পরিপন্থী=শত্রু; পথের প্রতিকুল। (আমাদের ব্যাখ্যায় ২।৬৫ ও ৩।৩৩এর বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এই শ্লোক ২।৬৪ শ্লেকের সহিত সম্বন্ধিত।

অনুবাদ। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি, এবং তাহাদের সহিত সম্বন্ধিত ব্যাপার সমূহে. অনুরাগ বা বিদ্বেষ ব্যবস্থিত রহিয়াছে (অর্থাৎ সেই সেই ব্যাপারে, অবশ্যম্ভাবী ভাবে, হয় অনুরাগ হইবে বা বিদ্বেষ হইবে)। এই দুইটির বশে আসিবে না, কারণ তাহারা জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের চিরশত্রু। (২।৬৪-৬৬) (মহাভারত, ৩।৩২।৩ গীতাপ্রেমী)

ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই একই বিষয়কে, "জোয়ারের মত আগন্তুক" কোন গুণ, আকাঙ্ক্ষিত, আবার আগন্তুক কোন গুণ তাহাকে দ্বেষ্য করে। গুণ, ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। তবে সকল অনার্থের মূল, এই যে অনুরাগ ও দ্বেষ, ইহাদের বশে না পড়া অসম্ভব নহে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা আগন্তুক গুণের জোয়ারে নিজেকে স্থির রাখা অসম্ভব নহে, ভগবান ইহা পরে বলিবেন (৬।৩৫)। আগন্তুক গুণোৎপন্ন অনুরাগ ও বিদ্বেষ সব সময়েএক ভাবে থাকে না। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজাত স্থায়ী বাসিন্দা রজঃ গুণ বা তমঃ গুণ, সে ভীষণ। ইহার কথা একটু পরেই আসিবে।

বিষয় দ্বারা পৃষ্ট হইলে, হয় তাহাতে অনুরাগ বা তাহাতে বিদ্বেষ হইবে; ইহা স্বাভাবিক; যথা কর্ণ ও ধ্বনি; কোন শব্দে কাহারও কর্ণ অনুরাগ, আবার কোন শব্দে দ্বেষ বোধ করে অর্থাৎ শুনিতে চাহে না। এই অনুরাগ বা দ্বেষের বসে আসিবে না। কাহারও কোন ব্যবহার আমার মনোমত না হইলে, তাহাকে মারিতে যাইব তাহা যেন না হয়। কোন বস্তু আমার সুন্দর মনে হইলে তাহাতে জড়াইয়া পড়িব তাহা যেন না হয় (২।৬২, ৬৩)। রাগের মাথায় কাহাকেও মারিবার কাজকে গুণাঃ গুনেষু বর্ত্তন্তে বলা, নিজেকে ঠকান ও অন্য সকলকে ঠকান হয়। দ্বেষ যদি সামলাইতে না পারা যায়, বাহিরে তাহা প্রকাশ করা অতি দোষের। বিষয়ে বিচরণ যদি রাগ দ্বেষ বিমুক্ত হইয়া করা হয়, চিত্তপ্রসাদ-প্রাপ্তিতে কোন বাধা আসে না (২।৬৪)। যাহারা জ্ঞানবান্ (৩।৩৩), অথবা যাহারা প্রকৃতির গুণকর্ম্মে জড়িত না হইতে চাহে (৩।২৮) তাহারা যেন এই দুটির বশে না আসে, কারণ ইহারাই, অর্থাৎ এই রাগদ্বেষই বাস্তবিক পক্ষে শত্রু। পুরুষকারের দ্বারা রাগদ্বেষ বিজিত করিবে। প্রকৃতির স্বামী পুরুষ; প্রকৃতিকে বশ করিতে পুরুষকারকে ধর। তুমি হয়তো বলিবে, বিষয় তোমার শত্রু, বিষয়কে সরাইয়া ফেলা উচিত। কিন্তু তাহা নহে, ইন্দ্রিয়েরা বিষয় সমূহ গ্রহণ করে, হয় অনুরাগ বা বিদ্বেষের সঙ্গে। হয় ইন্দ্রিগণকে নিগৃহীত রাখা যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (২।৬৭-৭১) বা অনুরাগ বা বিদ্বেষের বশে আসিবে না। যথা, বরফে অনুরাগ বা বিদ্বেষের কিছু নাই। শীতকালে বরফের প্রতি তোমার বিদ্বেষ আসিবে কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঐ বরফে তোমার অনুরাগ হইবে। হয় ত্বক্ এমন কর যে বরফের স্পর্শে সে উদাসীন থাকিবে বা অনুরাগ বিদ্বেষের উপরে উঠ, তিতিক্ষা প্রদর্শন কর। ইহা সেই ২।১৫ শ্লোকের কথা (মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয়)। প্রকৃতি অর্থাৎ শরীরে অবস্থিত ত্রিগুণ তোমাকে বিষয়ে লিপ্ত করিতে চাহিবে। যদি সাবধানে না থাকেন, জ্ঞানীরাও নিজ নিজ প্রকৃতির নিকট মোহবিষ্ট ভাবে পরাভূত হন (২।৪০); সাবধান হইবার একমাত্র উপায়, কাম ক্রোধাদির বশে কিছু করিয়া না ফেলা অর্থাৎ সেই রাগ দ্বেষ বা কাম ক্রোধকে কাছে আসিতে না দেওয়া। ইহাতে প্রারব্ধ লব্ধ যাহা নহে, অর্থাৎ আগন্তুক বা যাহা গুণ গুলির উৎ-পন্ন হইতে থাকা বদ্ বিকার, তদ্রূপ ক্রোধাদি পরাভূত হইবে। ইহা সেই সব লোভ বা ক্রোধ সম্বন্ধীয় উপদেশ যাহা শরীরে, সেই সময়ে অবস্থিত ত্রিগুণে উৎপন্ন হইয়া পড়ে, প্রারব্ধ প্রাপ্ত লোভ বা ক্রোধ নহে। সেই প্রারব্ধে প্রাপ্ত লোভ বা ক্রোধ, ইন্দ্রিয়ে মনে ও বুদ্ধিতে সহজাত ভাবে থাকে। ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত লোভ মনের দ্বারা ও মনের লোভ বুদ্ধির দ্বারা চেষ্টা করিলে বিনাশ করা যায় না, তাহা নহে। পুরুষকারের দ্বারা প্রকৃতিকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু বুদ্ধিতে সহজাত-ভাবে উৎপন্ন ও লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত লোভ ও ক্রোধ, তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় করা অতীব দুঃসাধ্য। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং আবার বলা হইবে। ভগবান পরে ইহার জন্য আত্মার "আত্মনা" অর্থাৎ আত্মার কথা আনিবেন যাহার অর্থ পুরুষকার এবং পরমাত্মার কৃপা দুই হয়, অর্থাৎ পুরুষকার প্রথমে লাগাইবে, তাহাতে যদি না হয় তখন ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে; পুরুষকার কিন্তু প্রথমে লাগানো দরকার (২।১৫; ২।৬৪; ৩।৭); মনে হয় ইহার অর্থ অকপট চেষ্টার দ্বারা কৃপা পাইবার যোগ্যতা প্রথমে অর্জ্জন করিতে হইবে তাহার পরে শরণাগতি।

ক্ষুধা পাইবেই; মল মূত্র নিঃসারণ করিতে হইবেই; নিশ্বাস লইতে হইবেই, চক্ষু খুলিয়া রাখিলেই সে দেখিবেই। প্রকৃতি কাজ করিবেই। করুক; তুমি রাগ দ্বেষে আসিও না। "আমি, আমার" ইহার উপর উঠ; এ উঠা অসম্ভব নহে; পুরুষকার চালাও; তাহাতেও না পার ভগবানের শরণাপন্ন হয়, (যাহা ভগবান পরে বলিবেন)। গুণাঃগুণেষু বর্ত্তন্তে বলিয়া ভণ্ডামি করিও না। আমাদের ভিতর higher mind বলিয়াও কিছু আছে (২।৪৭ দেখ)।

শ্রীধর। যদি পুরুষের প্রবৃত্তি প্রকৃতিরই অধীন হইয়া থাকে, তবে বিধি নিষেধে শাস্ত্র নিস্ফলত্ব প্রাপ্ত হয়—তাহার উত্তর এই শ্লোক।

Radhakrishnan—Man should act according to বুদ্ধি or understanding. If we are victims of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

our impulses, our iife wiil be aimless and devoid of intelligence as that of animals.

শঙ্কর। ইষ্টে রাগ ও অনিষ্টে দ্বেষ এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে রাগ আর দ্বেষ দুই অবশ্য থাকে। তাই পুরুষ-প্রযত্ন ও শাস্ত্রের আবশ্যকতা এইভাবে বলিলেন যে শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত মনুষ্য, প্রথম হইতেই অনুরাগ ও বিদ্বেষের বশে যেন না পড়ে। মনুষ্যের প্রকৃতি মানুষকে সেই প্রকৃতির কার্য্যে, রাগ ও দ্বেষ করাইয়া যুক্ত করায়।

রামানুজ। জ্ঞানযোগের আরম্ভ করিয়া, সেই রাগ দ্বেষের বশে পড়িয়া মানুষ যেন নষ্ট না হয়। রাগ দ্বেষ দুর্জয় শত্রু, আত্ম জ্ঞান বিষয়ক অভ্যাস তাড়াইয়া দেয়।

তিলক। সৃষ্টির ব্যাপারে আমাকে এমন সকল বিষয় করিতে হয়, যাহা আমার নিজের পছন্দসই নহে (১৮।৫৯), এবং যদি না করি তবে নির্ব্বাহ হয় না। এইরূপ সময়ে, জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম সকলকে অনিচ্ছা সত্বেও কেবল কর্ত্তব্য জানিয়া করিয়া যান।

রামদয়াল। সচরাচর সংসারে তিন প্রকারের মনুষ্য দেখা যায়, পুরুষকার প্রয়োগের তারতম্য অনুসারে। (১) যাহারা একেবারেই পুরুষার্থ প্রয়োগ করে না, যাহারা অলস, যাহাদের প্রকৃতি জড়ত্বে বা তমোভাবে পূর্ণ, তাহারা পূর্ণ মাত্রায় প্রকৃতির বশে আসিয়া গিয়াছে ; ইহারা পশ্বাদির সমান। (২) যাহারা বিপদকালে আমার স্মরণ করে...শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা প্রকৃতি জয় করিতে চেষ্টা করে, পুনঃ পুনঃ রাগ দ্বেষে ক্লেশ পায়, পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনঃ চেষ্টা করে যাহাতে আর ভবিষ্যতে এরূপ না হয়....ইহারা রাম নামও করে, বিষয় ভোগও করে···প্রকৃতি ইহাদিগকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। (৩) যাহারা...ঠেকিয়া ঠেকিয়া সাবধান থাকিতে অভ্যাস করিয়াছে, ইহারা বিচার দ্বারা বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া রাখে,...সর্ব্বদা ভগবৎ আনন্দে থাকে বলিয়া প্রকৃতি ইহা দিগকে বশ করিতে পারে না।...জীবের মধ্যে প্রকৃতিও আছে, আমিও আছি। জীব যখন প্রকৃতির হস্তে পড়ে তখন সে পরতন্ত্র। জীবের মধ্যে আমি আছি বলিয়া জীব স্বাধীন। আমি, প্রকৃতিকে শাসন জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করি তাহাই শাস্ত্র অর্থ শাসন বাক্য। যে যত আমার বাক্য মানিয়া প্রকৃতিকে জয় করিতে পারে, সে তত স্বাধীন হয়।...দেবাসুর সংগ্রাম। শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি দেবতা।

মধুসূদন। পূর্ব্বে যে আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বা পুরুষকারের শক্তি নাই সেই আশঙ্কা দূর করা হইল। সকল কর্ম্মকে সাত্ত্বিক করিয়া তুলিতে হইবে। সত্ত্বপ্রকৃতির দ্বারা রজঃ ও তমঃ প্রকৃতিকে দমন করিলে তবে শ্রেয়পথে বিচরণ করা যায়।...ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে যে বিষয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যে বিষয়, তাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও যদি অনুকূল হয় তবে তাহার উপর আসক্তি, এবং তাহা শাস্ত্র বিহিত হইলেও যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলে তাহার উপর দ্বেষ, এই প্রকারে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রত্যেক বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচ্চিদানন্দ। পরিপন্থিনৌ অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির মার্গে।

ভূপেন্দ্রনাথ। ভগবান যেন বলিতেছেন, "দেখ তুমি ভাল হইবে মনে করিয়াছ বলিয়াই প্রকৃতি যে সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভাল হইয়া যাইবে, এ ধারণা ভ্রমাত্মক।...প্রকৃতির কার্য্য প্রকৃতি করুক, তোমার কার্য্য তুমি কর।...ধর একটি সুন্দরী দেখিয়া তুমি আকৃষ্ট হইতেছ, রূপ মনকে প্রলুব্ধ করিল, কিন্তু ভগবান বলিলেন, প্রকৃতির কার্য্য যাহাই হউক না কেন, তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ। এই ভাবে পুরুষার্থ অবলম্বনে মনকে তাহার পুনঃ পুনঃ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। নিবৃত্ত করিবার নানা উপায় আছে, অন্য প্রসঙ্গ, সংকথা, জোরে ৪৫টি প্রাণায়াম। পুরুষার্থ, অহঙ্কার মাত্র নহে; পুরুষ যেমন নির্গুণ, নির্লিপ্ত, যে যে সাধক সেই রূপ হইবার চেষ্টা করেন তাঁহার সেই প্রয়াসকেই পুরুষার্থ বলে।...ভগবদারাধনায় মুমুক্ষুত্ব আপনা হইতেই জাগিযা উঠে। ইহা প্রবল ভাবে জাগিলে, জীবের স্বাভাবিক রাগ দ্বেষে প্রাবল্য হ্রাস হইয়া যাইবে; আর ভগবৎ স্মরণে যে আনন্দ জন্মিবে, তাহাতে নূতন সংস্কার উৎপন্ন হইবে।...আর তাহাতে প্রকৃতির উপর জয় লাভ করা সম্ভব হইবে। প্রকৃতির স্বামীকে ভজনা করিয়া তাহার সহিত একাগ্রতা লাভ করিয়া প্রকৃতির অতীত হওয়া যায়।

বিদ্যানন্দ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের ভিতর রাগ দ্বেষ লাগিয়াই আছে; খাবার দেখিলেই লোভ হইবে, তাহা হইতে দিও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩৫) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার যখন এইরূপ, কাযও করিতে হইবে, আবার কায চালাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন, সেই রাগদ্বেষও থাকিবে না; তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির, যুদ্ধের ন্যায় হিংসাত্মক ক্রুদ্ধ কর্ম্ম করা অপেক্ষা, হয় কাজ না করা, বা নিরীহ কৃষিকর্ম্মাদি করাই তো ভাল। আর, সহজাত ধর্ম্ম যদি নিকৃষ্ট ঘৃণ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে দ্বেষের সহিত তাহা করা অপেক্ষা, তাহা না করাই তো ভাল। অর্জ্জুনের মনোগত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান যাহা বলিলেন তাহা কর্ম্ম যোগের একটি মূল্যবান কথা। সকল সময়ে, বিশেষ করিয়া ধর্ম্ম-সঙ্কটে, রাগ দ্বেষ ত্যাগপূর্ব্বক "নিজ স্বধর্ম্ম" কিরূপ ভাবে, এবং কেন সেরূপ ভাবে আচরিত হওয়া উচিত, ভগবান তাহারই নির্দ্দেশ দিলেন। সহজাত ধর্ম্ম পালন করিতেই হইবে, সমাজ স্থিতির জন্য এবং উহা সহজ-পাল্য বলিয়াও। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ প্রকরণে, এই বিশেষ কথাই সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকেরই মত ১৮।৪৭ শ্লোক। ভগবান বলিলেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

পদচ্ছেদ। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মঃ বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ সু-অনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।

অন্বয়। সু অনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠিন্ শব্দ। বিগুণঃ = গুণ বিহীন; গুণশূন্যতা, তাহার সমস্ত অঙ্গের উপসংহার অর্থাৎ সমন্বয় বা সংগ্রহ না করিয়াও (মধুসূদন)। শ্রেয় = প্রসস্ততর। পরধর্ম্মাৎ = তাহার প্রতি, যাহা শাস্ত্রে বিহিত নয় এরূপ ধর্ম্ম; যে ধর্ম্ম সহজাত নহে এরূপ ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম = সহজাত ধর্ম্ম; শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম; পূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) "শিষ্ট বাক্য যাহার যাহার লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক প্রমাণ, এতাদৃশ যে পুরুষার্থ;" নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নিধন = মৃত্যু; সমস্ত জীবন ক্ষয় করা; "নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া নিধন প্রাপ্ত হওয়া-ও ইহ জগতে কীর্ত্তির কারণ, এবং পরলোকেও তাহা স্বর্গাদির জনক হয়"।

অনুবাদ। উত্তম রূপে ও সকল অঙ্গের যহিত অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে, গুণে তেমন চমৎকার নহে এরূপ নিজ সহজাত ধর্ম্ম প্রস্তরতর; সহজাত ধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, (অথবা সমস্ত জীবন বৃথা ক্ষয় করা তাহাও ভাল) (কারণ) পরধর্ম্ম ভয় সঙ্কুল। (গীতা ১৮ ৪৭; মহাভারত ৩।২০৪।১৮)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফলে তোমার সংস্কার গঠিত হইয়াছে। কর্ম্মফলে তোমার ব্রাহ্মণ সংস্কার গঠিত হইলে কর্ম্মফলই তোমাকে ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম দিবে. যাহাতে তুমি সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতে সুবিধা পাও; ও রাগ দ্বেষ ত্যাগ পূর্ব্বক যদি তোমার স্বধর্ম্ম পালন করিতে থাক তাহা হইলে উন্নতি তো হইবেই, পরিশেষে সিদ্ধি অর্থাৎ অনাময় পদও প্রাপ্ত হইবে, (১৮।৪৫।৪৬) সে কর্ম্ম যতই নীচ বা ক্রুর কর্ম্মই হউক না কেন। সহজাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম পালন করা তোমার পক্ষে সহজ, অন্য ধর্ম্ম পালন করা সে রকম নয়। স্বধর্ম্ম, যদি এ রকম হয় যে তাহা পালনে মৃত্যু হইতে পারে, যথা যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, কিন্তু যুদ্ধ এমন জিনিষ যে তাহাতে বাঁচা মরার কোন ঠিক নাই, তথাপি সুঅনুষ্ঠিত পর-ধর্ম্ম অপেক্ষা এবং এমন ভাবে পালন করা না হইতে পারিলেও, এবং তত চমৎকার না হইলেও তথাপি স্বধর্ম্ম পালন করা ভাল। পরধর্ম্ম পালনে কৃতকৃত্যতা ও শান্তি আসে না, তোমার দু-কুল নষ্ট অবস্থা হইবে। এবং শুধু ইহাই নহে, পরধর্ম্মে থাকা কালে অকৃতকৃত্যতায় ও অশান্তিতে, তোমার নিজের ভিতর সংঘর্ষ উত্থিত হইতে থাকিবে; পরধর্ম্ম তাই ভয় সঙ্কুল; প্রকৃতি যেন তোমার চূর্ণ করিয়া দিতে চাহিবে। তাহা ছাড়া, ভয়াবহ অর্থাৎ নরকবাসের, পূর্ণ ভয়ও ইহাতে থাকে। (১৮।৪৫।৪৮) মনকে শুধু শমে (২।৭০) রাখিলেই চলিবে না, সহজাত ধর্ম্ম যদি পছন্দসই জিনিষ নাও হয়, তাহার প্রতি উদাসীন না থাকিয়া, তাহা পালন করিতে হইবে।

স্বধর্ম্ম যতই নিগুর্ণ হউক না কেন, মানুষকে তাহাতেই থাকিয়া, নির্লিপ্ত ভাবে তাহার সাধন করিয়া নিজেকে বিকাশ করিতে হইবে। এ মনোভাব যেন না থাকে যে, স্বধর্ম্ম বড় যদি হয়, গুণপূর্ণ যদি হয় তবেই গ্রহণ করিব নতুবা নহে। তাহা ছাড়া অনেক সময় স্বধর্ম্ম নিগুর্ণ মনে হয়, যেমন অর্জ্জুনের হইয়াছিল। "আগুন্তুক" প্রকৃতির জোয়ারে যেন আমরা ভাসিয়া না যাই।

ইহা, সাধারণতঃ, যাহাকে ধর্ম্ম বলা হয়, যথা হিন্দু ধর্ম্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুসলমান ধর্ম্ম. সেরূপ ভাবের সহিত যেন মিশ্রিত করা না হয়। ইহা সহজাত ধর্ম্ম। ইহা পালনের জন্য প্রকৃতি তোমাকে ঠিক স্থানে পাঠাইয়াছে; যেমন পিতা মাতাকে খুঁজিতে হয় না, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়, সেইরূপ স্ব-ধর্ম্মকে খুঁজিতে হয় না। তাই বলা হয়, যে স্বধর্ম্ম পালন না করে, সে আত্মঘাতী হয়, তাহার ভিতরের সারত্ব সে নষ্ট করে। ঈশোপনিষদের "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যসিৎ ধনং (আমরা, আমাদের মোটা বুদ্ধিতে ইহার অর্থ করিয়াছি "পরের ধর্ম্মে যেন লালসা না হয়।)

শ্লোকের এই অর্থও দু একজন দিয়াছেন, তাহা স্বধর্ম্ম = আত্মার ধর্ম্ম—পরধর্ম্ম = দেহান্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম। "নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই অর্থেও "স্বধর্ম্ম" লওয়া যাইতে পারে এবং "পরধর্ম্ম" = যাহার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই এরূপ কাজ। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে, আমরা "স্বধর্ম্ম" ইহার অর্থ সহজাত ধর্ম্ম লইলাম। এই স্বধর্ম্ম কথা ১৮।৪৭ শ্লোকেও আসিয়াছে; আত্ম-ধর্ম্ম এ অর্থ ১৮।৪২-৪৪, এবং ৪৫ ও ৪৬, এই সব শ্লোকের সহিত মোটেই খাপ খায় না; "সহজাত-ধর্ম্ম" অর্থই খাপ খায়।

শঙ্কর। অন্যের ধর্ম্ম ভয়াবহ, অর্থাৎ নরকাদি রূপ ভয় প্রদান করে।

রামানুজ। প্রকৃতি সংসর্গ যুক্ত জীবের জন্য কর্ম্ম যোগ সুখ-সাধ্য হওয়ায় স্বধর্ম্ম, এবং নির্গুণ হইলেও প্রমাদ রহিত; সেইজন্য, মাত্র কিছু কাল যাহা সাধিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানযোগ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। উহা গুণ যুক্ত হইলেও, প্রকৃতিস্থ পুরুষের পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুঃসাধ্য হওয়ায় পরধর্ম্ম প্রমাদ যুক্ত। স্বধর্ম্মে যদি মৃত্যুও হয়, ইহা বিঘ্নে নষ্ট হয় না বলিয়া, পরজন্মে যেখানে খণ্ডিত হইয়াছে সেইখান হইতে আরম্ভ করা যায়।

শ্রীধর। পশু প্রকৃতির স্বাভাবিক যে প্রবৃত্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়া, স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য।...স্বধর্ম্মে, যুদ্ধাদিতে, প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিধন, স্বর্গাদি প্রাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ ; পরধর্ম্ম নিজের পক্ষে ভয়াবহ, যে হেতু উহা নিষিদ্ধ ও নরক প্রাপক।

মধুসূদন। (ভাবপ্রকাশ) পরধর্ম্ম ইহলোকে অকীর্ত্তিকর এবং পরলোকেও নরকাদি যুক্ত বলিয়া ভয়াবহ।...আমি নিম্নস্তরে থাকিয়া যদি উচ্চস্তরের কর্ম্ম অধিকতর শ্রেয় পদ বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে উহার দ্বারা আমার কল্যাণ সাধিত হইবে না, পরন্তু আমার উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

তিলক। স্বধর্ম্ম অর্থে চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্ম, মোক্ষ ধর্ম্ম নহে।... সকল লোকের কল্যাণের জন্যই ও গুণকর্ম্ম বিভাগের দ্বারা চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।...চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন ভিন্ন, এবং তাহা এখানে উপস্থিত হইতেছে না।...আবশ্যক হইলে নিজ ব্যবসায়ে প্রাণ দিতে হইবে। যে কোন ব্যবসায় বা লাভের কর্ম্ম হউক না কেন, তাহাতে কোন-না-কোন দোষ সহজেই বাহির করা যায় (১৮।৪২ কিন্তু এই একটুখানি খুঁতের জন্য নিজের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যই ছাড়িয়া দেওয়া কোনও ধর্ম্ম নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gandhi—Before God, the work of man will be judged by the spirit in which it is done, not by the nature of the work......A man who allows himself to be lured by the distant scene and rums to the ends of the earth for service, is not only foiled in his ambition, but fails also in his duty towards his neighbours.

Epictetus—Remember, yon are an actor in a drama of such a kind as the Author pleases to make it.

Radhakrishnan—Each one must try to uuderstand his psychological make-up, and function in accordance with it,......However distasteful onc's dury may be, one must be faithful to it even unto death.

Annie Besant. Better death in the discharge of one's own duty.

বঙ্কিমচন্দ্র। ভগবৎ উক্তি ভাবে যাহা যখন প্রচারিত হয়, উহা তখনকায় ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের ও লোকের শিক্ষার ও সংস্কারের অবস্থার অনুগত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা ও লোকের শিক্ষা ও সংস্কার সকল, কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন ভগবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়।...ধর্ম্ম ও জ্ঞান চর্চ্চা করা, দেশ রক্ষা করা, কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি ইত্যাদি, এই সকল কর্ম্মে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, তাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাঁহার duty, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম।

T. Edwards. whatever place is allotted to us by Providence, that for us is the post of honour and duty.

George Eliot—Can man or woman choose duties ? No more they can choose their birth-place or their father and mother.

Vivekananda—Wait aud grow and you attain everything ; otherwise there will be great spiritual danger. Here is the fundamental secret of teaching of religion. The true nature will be able to find out for you, what your own nature is.

Modi—স্বধর্ম্ম means ধর্ম্ম or duties, for which one temperamentally fit, and in the Gita, the caste system is so arranged and is of snch a state of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

development that the caste and temperament act in harmony.

অরবিন্দ। ৩।৩৩ শ্লোকের উপর ভিত্তি করিয়া গীতা উপরিউক্ত বিধান দিয়াছে (শ্রেয়ান্ ইত্যাদি)। এই স্বধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা গীতার শেষের দিকে পাইব। নিশ্চয়ই ইহার অর্থ এই নয় যে আমরা যাহাকে আমাদের প্রকৃতি বলি, তাহা আমাদিগকে যে কোন প্রেরণা দিবে, সেটি অশুভ হইলেও আমাদিগকে সেটি অনুসরণ করিতে হইবে।... প্রকৃতিতে যাহা মূলগত, যাহা ইহার নিজস্ব ও অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়া, তাহাদিগকে চাপিয়া দিবার, নিগ্রহ করিবার, চেষ্টা বৃথা, আর প্রকৃতিতে যাহা মূলগত নহে, পরন্তু আগন্তুক, প্রকৃতির পথচ্যুতি, এ সবকে সংহত করিতে হইবে।...চাপিয়া দেওয়া নিগ্রহ, আর যথাযথ ব্যবহার, যথাযথ পরিচালনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করাই সংযম। প্রথমটি, শেষ পর্য্যন্ত সত্ত্বার স্বাভাবিক শক্তি গুলিকে অবসন্ন করিয়া দেয়; দ্বিতীয়টি, উর্দ্ধতম আত্মার দ্বারা নিম্নতন আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করা। ..পরমানুর মধ্যে একটা ইচ্ছা শক্তি রহিয়াছে, কিন্তু তাহা যন্ত্রবৎ, এখানে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে বোধ ও সঙ্কল্পের তত্ত্ব, তাহা বস্তুতঃ সাংখ্য যাহা বলিয়াছে তাহা, অর্থাৎ জড়।...তমোগুণ।...ইহার পরে উদ্ভিদ্, সেখানে রজোগুণ সম্মুখে আসিতে পারিয়াছে, তাহার সহিত আসিয়াছে জীবনী শক্তি ও সুখ দুঃখ স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার সামর্থ্য...ইহার উপরের স্তরে পশু, রজোগুণ তমোগুণাপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী, লইয়া আসিয়াছে তাহার জীবনে, কাম ক্রোধ সুখ দুঃখের বিকশিত শক্তি ও স্থূল অহং ভাব সচেতন স্মৃতি, সহজ বোধের আশ্চর্য্য শক্তি। এখনও বুদ্ধি, চৈতন্যে পূর্ণ আলোক লাভ করে নাই, অতএব পশুকে তাহার কার্য্যের জন্য দায়ী করা যায় না। ...কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা স্বাধীন আত্মা আছে, দায়িত্ব জ্ঞান আছে...তাহার আছে একটা সচেতন বুদ্ধি, এবং সেই বুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া, তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে; যদি সে তাহা না করে, তাহা হইলে তাহার স্বধর্ম্ম যথাযথ অনুষ্ঠিত করা হয় না, স্বধর্ম্ম-সুঅনুষ্ঠিত হয় না; পশুর মত কর্ম্ম করা হয়।...কিন্তু প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক ভাব-প্রাধান্যই কি মুক্তির অবস্থা? গীতা এক উচ্চতর চৈতন্যের দিক্ হইতে তাহা অস্বীকার করিয়াছে। সাত্ত্বিক অবস্থাতে চেতন বুদ্ধি, তাহাও প্রকৃতির যন্ত্র।...অহং সকল সময়ই নিজের "কর্ম্মের" সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে।...জগতের এই দিক্‌টা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াই বৌদ্ধগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে সমস্তই "কর্ম্ম", আত্মা বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই, আত্মা হইতেছে মানসিক অহংএর একটা ভ্রম মাত্র।...সাংখ্য বলে, নিষ্ক্রিয় সাক্ষী পুরুষের আনন্দের নিমিত্ত প্রকৃতি আমাদের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে...কর্ম্ম করিতেছে। যদিও সাংখ্যের এ উক্তি সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক, তথাপি আমাদের ব্যক্তি-গত ইচ্ছার স্বাধীনতা আপেক্ষিক, আমাদের কর্ম্মে এবং কর্ম্মের উৎস সম্বন্ধে যখন আমাদের চক্ষু খুলিয়া যায়, তখন আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতে বাধ্য হই "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে"। (শ্রীঅরবিন্দ অতি সুন্দর দার্শনিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত সম্বন্ধে এবং গুণাতীতত্ব সম্বন্ধে এক বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, চুম্বকে তাহা বলা অসম্ভব)। দু চার আরও কথা, যথা সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেছে দুইটি বিভিন্ন বস্তু; গীতার মতে তাহারা হইতেছে একই স্বপ্রতিষ্ঠিত সত্তার দুইটি দিক্, দুইটি শক্তি; পুরুষ কেবল অনুমতি দাতা নহেন, পরন্তু তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, প্রকৃতির ভিতর দিয়া তিনি জগৎ লীলা উপভোগ করিতেছেন।...যে পুরুষ সাক্ষাৎ ভাবে প্রকৃতির কার্য্য, তাহার পরিবর্ত্তন লীলা, তাহার ক্রমান্বয়ে বিকাশকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, তাহাই "ক্ষর পুরুষ"। ইহার উর্দ্ধে রহিয়াছে, পুরুষের আর এক স্থিতি (Status), তাহা শুধুই একটা স্থিতি, একেবারেই ক্রিয়া নহে, সেইটি হইতেছে নীরব অক্ষর সর্ব্বব্যাপী, স্ব-প্রতিষ্ঠ নিশ্চল আত্মা, সর্ব্বগতম্ অচলম্, তাহা বিবর্ত্তন নহে, পরন্তু অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা, তাহাই অক্ষর পুরুষ।....ক্ষর স্বগুণ personal, অক্ষর নির্গুণ impersonal পরম পুরুষ হইতেছেন ঈশ্বর ভগবান, সর্ব্বজীবের প্রভু, সর্ব্বভূত মহেশ্বর। ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াকে অতিক্রম করা দুরত্যয়া,...তথাপি গুণত্রয়ের অতীত হইয়া মানুষ ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে। ...গীতা কর্ম্মত্যাগের উপর যাহা জোর দিয়াছে সে ত্যাগ ভিতরে, ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ।...ব্যষ্টিগত জীব দিব্য ভাবাপন্ন ও প্রকৃতিকে ভগবৎ ইচ্ছার যন্ত্র করিয়া দেয়, নিমিত্ত মাত্রম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে কর্ম্মের মধ্যে থাকে ত্রিগুণাতীত, গুণত্রয়ের উর্দ্ধে। অবশ্য তখনও সে ব্রহ্মের ন্যায়ই গুণসকলের ভোক্তা থাকে, কিন্তু সে আর তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে না, নির্গুণম্ গুণ ভোক্তৃ চ।...(অরবিন্দ আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে লিখিলেও কয়েক পাতা হইয়া যায়)।

বলদেব। দ্রোণাদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ব্যবহার সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়াছে।

নবীন সেন। একমাত্র মহাযজ্ঞ স্বধর্ম্ম পালন; যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।

রামদয়াল। সকল প্রকৃতির লোকের জন্য শাস্ত্র কিছু একরূপ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। বর্ণ ও আশ্রম মতে সকলেই স্বধর্ম্ম-পালন করিবে। মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম চুরি না করা, মিথ্যা কথা না কওয়া ইত্যাদি। তাই অসাধারণ ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে যদি রাগ দ্বেষের কর্ম্ম থাকে, যেমন ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদিতে, তথাপি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম মত চলাই উচিত। পরধর্ম্ম গ্রহণে সমাজে বিশৃঙ্খলা,অকীর্ত্তি ও পাপার্জ্জন, ও পরলোকে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হওয়া।...যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণীগণের অভ্যুদয় ক্লেশ নিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে (শান্তি ১০৯ অধ্যায়)। জ্ঞান বস্তুটি এক এবং ভক্তি পদার্থটিও এক; কিন্তু ধর্ম্ম বহু প্রকারের। সকল মহর্ষির মতে ইন্দ্রিয়সংযমই সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম (শান্তি ২৯০ অধ্যায়)। ধর্ম্ম চারি প্রকার (১) বেদ নির্দ্দিষ্ট (২) স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট (৩) সাধু আচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪) আত্ম বিচার সিদ্ধ (শান্তি ১৩২ অধ্যায়)...যেমন অগ্নির ধর্ম্ম (প্রকৃতি) উত্তাপ।...আপন আপন প্রকৃতির যে ধর্ম্ম তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মানুষের স্বধর্ম্ম। প্রাচীন সংস্কার বশতঃ মানুষ এক একটি মুখ্য অভ্যাস লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহার যে অভ্যাস বা সংস্কারে জন্ম, সে সেই ভাব লইয়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বাভাবিক। যে, যে সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্ত্রীয় কর্ম্ম দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে হইবে। অনেকে স্ব-ধর্ম্মের অর্থ আত্ম-ধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের অর্থ ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম করেন। আত্মা এক সন্দেহ নাই, কিন্তু এক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিকে অভিমান করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করেন। এইজন্য বিভিন্ন উপাধি বিশিষ্ট আত্মা সমূহে স্ব স্ব ধর্ম্ম বিভিন্ন।...স্বধর্ম্ম অর্থে স্বভাব ধর্ম্ম না বলিয়া প্রকৃতি বলা ভাল, কারণ শাস্ত্রে, স্বভাবের বিশেষ অর্থ আছে।...প্রতি বর্ণ, প্রতি আশ্রমের শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্মই উহার স্বধর্ম্ম।

জ্ঞানেশ্বরী। এই রকম স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদি জীবন নাশ হয়, তাহা হইলেও দুই লোকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গিরীন্দ্রশেখর। স্বধর্ম্ম = সমাজ ধর্ম্ম, স্বভাব নিয়ত কর্ম্ম, কিন্তু খুন করা স্বভাব নিয়ত কর্ম্ম হইলেও সমাজ ধর্ম্ম নহে।

ভূপেন্দ্রনাথ। মন প্রাণে স্থিরাবস্থাই অমৃতলাভের পথ। এই অবস্থা যে কার্য্যের দ্বারা মিলিতে পারে, সেই কার্য্যের অনুসরণই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বধর্ম্মপালন।...এই শরীরটী "ক্ষেত্র" তাহা ধর্ম্ম প্রাপক বলিয়া "ধর্ম্মক্ষেত্র"। ভূতের প্রতি দয়াও ধর্ম্ম, তাহা প্রথম অধ্যায় প্রথম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের মন্ত্র নামের (মননাৎ ত্রায়তে) সার্থকতা দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের যথার্থ অর্থই শ্বাস, তাহাকে চৈতন্য যুক্ত করিবার উপায় প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম দ্বারা এবং যোনি মুদ্রার সাহায্যে এই জগৎ প্রসবিতার বরণীয় শক্তি বা তেজের প্রকাশ অনুভব হয়।...পরধর্ম্ম, অর্থাৎ ভোগাদি যাহার ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম, তাহার যতই প্রশংসা করা যাউক, এবং মনের তাহা যতই বাঞ্ছিত হউক তাহা জীবকে পরিত্রাণ দিতে সমর্থ নহে।...শান্তিপর্ব্বে এক স্থানে আছে মহর্ষিগণ স্ব স্ব বিজ্ঞান বলে নানা প্রকার ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে তাঁহাদের সকলের মতে ইন্দ্রিয় সংযমই সর্ব্ব প্রধান। বাহ্য অনুষ্ঠানে যাহা হইতে বাহ্যিক অভ্যুদয় লাভ হয়, তাহা জীবনে কখনই শান্তিদান করিতে পারে না, সুতরাং তাহা স্বধর্ম্ম হইতে পারে না।...

Madhawa (Rau)—To follow another's duty is on one's part, a transgression and violation of sacred law.

সন্তদাস। প্রকৃতির অনুকূল যে ধর্ম্ম, তাহাই স্বধর্ম্ম।

মহানামব্রত। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা আছে ; যার যে কাজ তাহা না করিলে বিশৃঙ্খলা অপরিহার্য্য-রূপে দেখা দেয়। ব্যক্তির এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের নামই স্বধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩৬) এই সব শুনিয়া অর্জ্জুন বলিয়া ফেলিলেন, "স্বধর্ম্ম পালন করিতে তো ইচ্ছা করে, কিন্তু কাহা কর্ত্তৃক আমি সঙ্কল্প-চ্যুত হই ? কে আমাকে বল পূর্ব্বক পাপে লিপ্ত করে ? রাগ দ্বেষ দমনেও, ভিতরে গুপ্ত ভাবে কাম ক্রোধ আমাকে বিচলিত করিতে থাকে।

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তো হয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

পদচ্ছেদ। অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ং পাপম্ চরতি পুরুষঃ ; অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয় বলাৎ ইব নিয়োজিত।

অন্বয়। অর্জ্জুন উবাচ। বার্ষ্ণেয় অথ কেন প্রযুক্তঃ অয়ম্ পুরুষঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপম্ চরতি।

কঠিন শব্দ। বার্ষ্ণেয়=বৃষ্ণি বংশ সম্ভূত, কৃষ্ণ। প্রযুক্ত =পরিচালিত হইয়া। অনিচ্ছন্ অপি=ইচ্ছা না করিয়াও। পাপম্চরতি=পাপকর্ম্ম আচরণ করে ; অনর্থ উৎপাদক বহুবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। (ইহা দ্রষ্টব্য যে ধীমান্ অর্জ্জুন বুঝিয়া ফেলিয়াছেন যে বল পূর্ব্বক যাহা পাপ করাইতে থাকে, তাহা রাগ দ্বেষ পরিহারে চলিয়া যায় এরূপ "আগন্তুক" প্রকৃতি নহে। ইহা "স্থায়ী বাসিন্দা" প্রকৃতি।

অনুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে বৃষ্ণি বংশ সম্ভূত কৃষ্ণ তবে কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ইচ্ছা না করিয়াও যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল পূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া, লোকে পাপাচরণ করে ? (ইহা সর্ব্ব মানবীয় প্রশ্ন)

সত্ত্ব, রজঃ তমঃ প্রকৃতির এই উপাদানগুলির কোন্‌টি, বা কোন্‌টি কোন্‌টি, হইতে কি জন্মায়, ও তাহা আমাদের জোর করিয়া পাপাচরণ করায় ?

শঙ্কর। (As given by **Radhakrishnan**)—what we speak of as the প্রকৃতি or the nature of a person, draws him to its course only through attachment and aversion.

রামদয়াল। আত্মইবেদমগ্র আসীদেক এব সোকাময় ইত্যাদি, অর্থাৎ আত্মাই অগ্রে ছিলেন, তিনি কামনা করিলেন আমার জায়া হউক ইত্যাদি। এইভাবে কামের জন্ম হয়। তদনন্তর, জগৎ সৃষ্টি বা কল্পনা। কল্পনা বলিয়াই জগৎ অসৎ। ইষ্ট সাধন হইক এই সংকল্পই মূল-তত্ত্ব। সঙ্কল্প হইতে কাম বা ইচ্ছা হয়, তাহার পর ক্রিয়া। পুরুষকে কামময় বলা হয় অর্থাৎ পুরুষ কামময় হইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কাম সঙ্কল্পজাত; সৃষ্টির আদি সঙ্কল্প "অহং বহুস্যাম্"। সেই আদি সঙ্কল্প কেন হইয়াছিল ? উত্তর "হইয়াছিল"। যে হেতু কোন কারণ বলিতে গেলে ভগবানকে পরতন্ত্র করা হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি এই সঙ্কল্পের অবয়ব মাত্র। এই সঙ্কল্পই মহামন, যাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় তিনদেহ। জগৎ সমূহের অধিষ্ঠানভূত সর্ব্বব্যাপী যে চৈতন্য আছেন, তিনি আত্মতত্ত্ব। আত্মতত্ত্বের বাসনা বিশিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকৃতিই, চঞ্চল মন। সঙ্কল্প, মন, জীব চিত্ত, বুদ্ধি, বাসনা, সব একবস্তু। সঙ্কল্প উৎপন্ন হইলে স্বাধিষ্ঠান চৈতন্যে তাহার প্রতিবিম্ব ভাসে। চৈতন্য ঐ প্রতিবিম্ব দেখিয়া সুন্দর মনে করে, ইহাই শোভনাধ্যাস। আত্মা ভিন্ন সব কিছু, অর্থাৎ আনাত্মা তাহা অসুন্দর। যাহা সুন্দর নহে তাহাকে সুন্দর মনে করা শোভনাধ্যাস। ইহা অজ্ঞান হইতে জন্মায়। অজ্ঞান হইতে ক্রমে কামের জন্ম হয়, কারণ অজ্ঞান হইতে শোভনাধ্যাস ও বিষয় ধ্যান, ধ্যান হইতে বিষয়-সঙ্গ, সঙ্গ হইতে কাম জন্মায় (২।৬২)। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ, ইহার শরীর পরিগ্রহ, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ। অজ্ঞান পরিগ্রহই স্থূল শরীর গ্রহণ। শরীর পরিগ্রহ হয় কর্ম্ম হইতে। কর্ম্ম রাগ-দ্বেষাদি হইতে, রাগাদি অভিমান আত্মা ও অনাত্মার ভেদ, জ্ঞান-শূন্যতারূপ অজ্ঞান হইতে হয়। আত্মাকে জানাই জ্ঞান, না জানাই অজ্ঞান। আত্মা আপন স্বরূপে থাকিয়াও আপন হইতে যেন অন্যরূপ হইতেছেন, এই অন্যরূপকে সুন্দরবোধ করিতেছেন, ইহা চিরদিনই হইতেছে। এইজন্য বলা যায় অবিদ্যা বা অজ্ঞান অনাদি ...ভোগেচ্ছা জন্মিলে আত্মা বহু রূপে হইয়া আপনাকে আপনি যেন ভোগ করেন। এই জন্য বলা হয় পুরুষ কামময়। কামই স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে। কামে দৃষ্টি পড়িলে স্বরূপ দৃষ্টি ভুল হয়। কামই জীবকে কর্ম্ম করায়, সৎও অসৎ দুইই। যাহা চঞ্চল করায় তাহা তাপ, আবার তাহাই ভর্গ। অবিদ্যা উদ্ভুত কাম চিত্ত বৃত্তি; ইহা যখন অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপর আসে ও ঘনীভূত হয়, চৈতন্যের চিৎ স্বভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিরোধান হয়, পুরুষ কামময় হয়...পুরুষ, চৈতন্য মাত্র এবং স্বভাবে নির্ম্মল। প্রকৃতির শুদ্ধ সত্ত্বাংশ যখন পুরুষের অধীনে থাকে, তখন ঐ পুরুষ ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু মিশ্রিতা মলিনা প্রকৃতি প্রবল হইয়া পুরুষকে বশীভূত করে। পুরুষ তখন, পুরুষের স্বভাব যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা, সেই শক্তির অপব্যবহার করে। শক্তির ব্যবহার এবং অপব্যবহার না করা ইহাই পুরুষের স্বধীনতা। ঈশ্বর-চৈতন্য এ অপব্যবহার করেন না। জীব চৈতন্য সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হইলেও, অপব্যবহার করে; তাই পাপী হয়; কাম বা কামময় পুরুষই পাপের প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর পাপের প্রবর্ত্তক নহেন। ইহা তাঁহার স্বভাবের বিরোধী। প্রকৃতি পাপ করাইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি প্রাচীন সংস্কার মাত্র, আর সংস্কার জড়। কিন্তু চিৎ-জড়ের মিলনে, চৈতন্যও মলিনা প্রকৃতির বশে পড়িয়া জীব হইয়া যায়। জীব, স্বাধীনতার যখন অপব্যবহার করে, তখন পাপ সৃষ্ট হয়। কিন্তু চিরদিনই জীবকে পাপী থাকিতে হইবে তাহা নহে; পাপ করিলেও জীব আপন স্বভাবে দৃষ্টি করিলেই সকল অবস্থায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে।...জ্ঞানের স্বভাব জানা, সেই জানার মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভাব সুপ্ত থাকে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন ছিল আপনাকে আপনি জানা। এই আপনাকে আপনি জানার মধ্যে আপনার এক অংশ দ্রষ্টা ও এক অংশ দৃশ্য। এই দ্রষ্টা অংশ সর্ব্বদা চেতন, আর দৃশ্য অংশের ভিতর জড়ের বীজ থাকে।...সৎ-চিৎ আনন্দ ব্রহ্মের; চিৎ (জ্ঞান),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও আনন্দ অংশটি মায়া। যাহা কিছু দেখ, শোন, অর্থাৎ যাহা কিছু ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধ্যাদি গ্রাহ্য, তহাই মায়া। যাহা নাই তাহাকে আছে বোধ করান, যাহা অসুন্দর তাহাকে সুন্দর দেখান, মায়া শক্তির কাজ। মায়ার দ্বারা আপনাকে আপনা হইতে অন্য কিছু "স্বয়মন্না ইব" ভান হয়। দ্রষ্টার সহিত এই দৃশ্য ভাব জড়িত হয়। মায়া জনিত জ্ঞানকে অজ্ঞানই বলে। এই জ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে কাম জন্মে; ইহার পরে ইচ্ছা শক্তির কার্য্য হয়। মায়ার প্রথম বিকার ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় বিকার ক্রিয়াশক্তি। জনিবার পরে ইচ্ছা, ইচ্ছার পরে ক্রিয়া। মায়া শক্তি যেমনজগৎ গড়িতেছে ও জগৎ প্রকাশ করিতেছে, বিদ্যাশক্তি সেই-রূপ চিৎ ও আনন্দ অনুভব করায়। এই বিদ্যাশক্তি বা চিৎশক্তি ত্রিবিধ। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম আপন সৎ স্বভাব প্রকাশ করেন, তাহার নাম সন্ধিনী। যে শক্তির দ্বারা তিনি আপন চিৎরূপ ব্যক্ত করেন ও অনুভব করেন, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। বাসনা, কামনা সঙ্কল্প, ইচ্ছা, কাম ইহারা এক অর্থ বাচক। মলিন বাসনা হইতে পাপ জন্মে। শুদ্ধ বাসনা হইতে মৈত্রী, করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা, এবং মলিন বাসনা হইতে লোক বাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহ-বাসনা হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ চিত্তে বাস করে, তাই নাম বাসনা। যত দিন না বাসনা ত্যাগ করিতে পারিবে, ততদিন তোমার নিত্য শান্তি কিছুতেই হইবে না। একবারে বাসনা ত্যাগ করিতে না পার, শুভ বাসনা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Madhwa (Rau.) This enquiry is incidental; hence the word, অথ।

শ্রীধর। বিবেক বলে, কাম ক্রোধ নিরোধকারী পুরুষেরও পাপে পুনঃ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়; কে প্রবর্ত্তক ?

রামানুজ কোন্ হেতুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্যেন-যাগাদি করে ? ...যাহা তোমার দ্বারা উপদিষ্ট, তাহা করিতে ইচ্ছা থাকিলেও করিতে পারে না।

রামানুজ। জ্ঞানযোগে যুক্ত পুরুষ স্বয়ং না চাহিলেও, কাহার দ্বারা, যেন বলে বাধ্য হইয়া, বিষয়ানুভব পাপাচরণ করে।

শঙ্কর। রাজা যেমন ভৃত্যকে বলপূর্ব্বক কাজ করায় ইত্যাদি।

মহানামব্রত। অর্জ্জুনের এই জিজ্ঞাস্যটি সর্ব্বমানবীয়।

অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান উত্তর দিলেন—

(৩৭) শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥৩৭

পদচ্ছেদ। কামঃ এষঃ ক্রোধঃ এষঃ রজো-গুণ-সমুদ্ভবঃ, মহাশনঃ মহাপাপ্মা বিদ্ধি এনম্ ইব বৈরিণম্।

অন্বয়। শ্রীভগবান উবাচ। রজোগুণ সমুদ্ভবঃ মহাশনঃ মহাপাপ্মা এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি।

কঠিন শব্দ। ভগবান = ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, লক্ষী, বৈরাগ্য, মোক্ষ, এই ছয় গুণ বিনা প্রতিবন্ধকে ও সম্পূর্ণ ভাবে যাঁহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে ; (বিভিন্ন রকমের নাম পাওয়া যায়)। অথবা উৎপত্তি, প্রলয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা ও ভূতগণের আসা ও যাওয়া বিষয়ে যিনি জানেন। (প্রথম অধ্যায় দেখ)। মহাশনঃ = যাহার অশন বা ভোজন বিরাট, অর্থাৎ যে অতি বুভুক্ষু, অনেক খাইতে পারে তথাপিও পেট ভরে না। মহাপাপ্‌মা = অতি উগ্র, বশ করা অতি কঠিন, অতি পাপী। কাম = কামনা, বিষয় তৃষ্ণা, অনুরাগ। ক্রোধ = দ্বেষ। এনম্‌ = ইহাকে ; (কামকে)। ইহ = সংসারে, বা এই জীবনে।

অনুবাদ। শ্রীভগবান বলিলেন, (প্রকৃতির) রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, বিরাট ভোজনকারী বা অতি বুভুক্ষু এবং অতি উগ্র এই কামনা (কাম) বা বিষয় তৃষ্ণা এবং এই ক্রোধ। (এই কামনা, ইহাই ক্রোধ ; কারণ কামনারই অন্য দিক্‌ ক্রোধ, কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধ হয়, (২।৫২))। এই সংসারে কাম বা কামনাকে শত্রু বলিয়া জানিবে। (মহাভারত ৩।২।৩৫)

কাম ক্রোধ ইহা সেই ৩।৩৪ শ্লোকের রাগদ্বেষ। কামনা প্রতিহত হইলেই দ্বেষে পরিণত হয়, ২।৫২। কামনা দুষ্পূরণীয় কখনও তৃপ্ত হয় না, একটার পর একটা চাহিতে থাকিবে। ষড় রিপুর মূল রিপু বা আদি প্রবৃত্তি, এই কাম বা কামনা বা তৃষ্ণা, রজোগুণী, দুঃখ, প্রবৃত্তি ও বলাত্মক, ও সর্ব্বদা চঞ্চল। কাম ও ক্রোধ, উভয়েরই নাম উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু 'এনম্‌' একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে এই জন্য যে কাম ও ক্রোধ যেন একই, কামই ক্রোধে পরিণত হয় ইহা উপরে বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও কমে না। মনু ২।২৪ বলিয়াছেন—ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণ-বর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে (মনু ২।৯৪)

এখানে বুঝিতে হইবে দুই রকমের রাগ-দ্বেষ, (১) প্রারব্ধ-লব্ধ বা সংস্কার ভাবে বর্ত্তমান, ও (২) যে যে ঘটনা ইহাকে উত্থিত করাইল, সেই ঘটনার সময় শরীরে যে ভাবে ত্রিগুণ ছিল সেই ত্রিগুণ উৎপন্ন কাম ক্রোধ ; ইহাকেই অরবিন্দ "আগন্তুক" বলিয়াছেন। প্রথমটির কথাই ভগবান এইবার আনিবেন। (দ্বিতীয়টির কথা হইয়া গিয়াছে)। (দুইটিরই কথা, পূর্ব্বে, এখানে সেখানে আমরা কয়েকবার বলিয়াছি)।

রামানুজ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধিত থাকা সত্ত্বেও যে জ্ঞানযোগের সাধনা আরম্ভ করিয়া বসিয়াছে, তাহার...এই কাম বা আসক্ত শত্রু।

শঙ্কর। কাম রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, অথবা এইভাবে লইতে পার যে কাম রজোগুণের উৎপাদক, কারণ উৎপন্ন কামই রজোগুণকে প্রকট করিয়া, পুরুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় ...লোকেও বলে, তৃষ্ণাই আমাকে অমুক কার্য্য করাইতেছে। মহাপাপ্‌মা=অতি খায় সেই জন্য অতি পাপী।

Milton—Capricious, wanton, bold and brutal lust, Is meanly selfish ; when resisted, cruel And, like the blast of pestilential winds Faints the sweet bloom of Nature's fairest forms.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Franklin—It is easier to suppress the first desire than to satisfy all that follow.

Brandon:—O fierce desire, the spring of sighs and tears Relieved with want impoverished store Nurst with vain hopes and fed with doubtful firesce whose force withstood, increaseth more and more.

মধুসূদন। ভগবানের উত্তরে যেন এই শ্রুতিবাক্য, কামনা কি ভাবে উদ্ভূত হইল, তাহা জানাইতে, উক্ত হইল "বন্ধ-মোক্ষ-কুশল ব্যক্তিগণও বলিয়া থাকেন, এই পুরুষ (জীব) কামনাময়, অগ্রে ইহা কেবল আত্মাই ছিল, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমোৎপন্ন আশ্রমী পুরুষ একা ছিল ; তাহার পর সে কামনা করিল আমার যেন জায়া হয়, যাহাতে আমি পুত্ররূপে উৎপন্ন হইতে পারি, আমার যেন গবাদি ধন হয় ইত্যাদি। অর্জ্জুন ইহা সেই কাম. অশেষবিধ অনিষ্টের উৎপাদক···ক্রোধও কামনাই। ...দুঃখ, প্রবৃত্তি ও বলাত্মক রজোগুণ হইতে ইহা উদ্ভূত বলিয়া, ইহাও দুঃখ প্রবৃত্তি ও বলাত্মক। (অথবা এ অর্থ হয়, যে হেতু কামনা বিষয়াভিলাষ-স্বরূপ, তাহা স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া রজোগুণের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া পুরুষকে দুঃখ স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডে ইহাকে বশ করা অসম্ভব। মহাশন=পৃথিবীতে যত শস্য. সুবর্ণ, পশু ও রমণী আছে, একটি পুরুষের পক্ষেও যথেষ্ট নহে।...এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারে কাহারও কোন ক্রিয়া বিনা কামনায় কৃত হইতে দেখা যায় না ; জীব যাহা কিছু করে তৎসমুদায়ই কামনার কার্য্য। মধুসূদন, সুরেশ্বরাচার্য্যেরও কিছু শ্লোক দিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ। গ্রহণ ও ত্যাগের ইচ্ছা-সমূহই কাম। প্রাণ বায়ু মাথায় চড়িয়া না রহিলে মন কিছুতেই শান্ত হয় না, কাম; ক্রোধও নিবৃত্ত হয় না। প্রাণায়াম করিতে করিতে ব্রহ্ম-নাড়ী ভেদ হইলেই প্রাণ ও তৎসহ মনের উপরাম লাভ হয়। আত্মা হইতে অন্য কিছু বোধ করাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই কাম সঙ্কল্প আদির মূলাধার। "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্ ইত্যাদি (১৮।৪৬) অর্থাৎ ব্রহ্মের যে মায়া শক্তি, অর্থাৎ প্রাণ হইতে এই ভূতগণের উৎপত্তি, এবং কারণ রূপে যে ব্রহ্ম এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, মানব আত্ম কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণের উপাসনা দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেই ভগবানের মায়াশক্তি সঙ্কুচিত হয়, তখন অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী পরমানন্দরূপিণী শুদ্ধা ভগবতী শক্তির বিকাশ হয়, তাহার ফলে জীব তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়।

মহাভারত। তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরো স্মৃতা অধর্ম্ম বাহুল্য চৈব ঘোর পাপানুবন্ধনী।

ইহার পর পাঁচটি শ্লোক রামকণ্ঠের গীতায় আছে যাহা অন্য গীতায নাই। প'রিশিষ্টে, শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কৃত রাম কণ্ঠের গীতার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃতি লইয়া এগুলি দেওয়া হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩৮) রজোগুণ সম্ভূত এই তৃষ্ণা বা বিষয় বাসনা কিরূপ ?

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি যথাদর্শো মলেন চ
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ । ৩৮

পদচ্ছেদ। ধূমেন আব্রিয়তে বহ্নিঃ যথা আদর্শঃ মলেন চ, যথা উল্বেন আবৃতঃ গর্ভঃ তথা তেন ইদম্ আবৃতম্ ।

অন্বয়। যথা ধূমেন বহ্নিঃ আব্রিয়তে, আদর্শঃ মলেন চ, যথা উল্বেন গর্ভঃ আবৃতঃ, তথা তেন ইদম্ আবৃতম্ ।

কঠিন শব্দ। আদর্শ = দর্পণ। উল্বেন্ = জরায়ু নামক স্থূল চর্ম্ম বেষ্টন দ্বারা। তেন = সেই কামনা বা অভিলাষ দ্বারা। ইদম্ = ইহা, এই "ইহা" = জ্ঞান (৩।৩৯); অর্থাৎ বিবেক বা সেই বুদ্ধি, যাহা জ্ঞানের বসতি স্থান ।

অনুবাদ। যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত হয়, যেমন ময়লা দ্বারা দর্পণ (আবৃত হয়) যেমন জরায়ুর দ্বারা গর্ভ (অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশু) (আবৃত হয়), সেইরূপ কামনা বাসনা দ্বারা জ্ঞানাশ্রয় বুদ্ধি আবৃত হয় ।

এখানে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহাদের, নানা ভাবে, সার্থকতা আছে ; আর একটি বিষয় লক্ষিত হইবে ইহারা ২।৬২,৬৩ শ্লোকের সহিত বেশ সম্বন্ধিত। উদাহরণ গুলি যথাক্রমে বলিয়া দিতেছে, যে রজোগুণ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় এই তিন স্থলকে তাহার কার্য্যের কেন্দ্র করিয়া, যথাক্রমে সূক্ষ্ম, স্থূল ও অতিস্থূল ক্রিয়াসমূহ করিতে থাকে। তাহা কিরূপ তাহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে তিনটি উপমায়। ধূম যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিতে জন্ম লইয়া অগ্নিকেই আবৃত করিতে চেষ্টা করে, সেই রূপ, লোভের বস্তু সমূহ পাইবার জন্য নানাবিধ ফিকির ফন্দি এমন কি জাল জুয়াচুরি, বুদ্ধিতে জন্ম লইয়া বিবেক বুদ্ধিকে আবৃত করিতে চেষ্টা করে। ধূম যেমন অনবরতঃ উদ্ভূত হইতে থাকে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণের এবং বায়বীয় স্বভাবের বলিয়া ধরপাকড়ে উহাকে বাঁধা যায় না, সেইরূপ ফিকির ফন্দি সমূহ একটার পর একটা আসে, কুটিলতা পূর্ণ ও এরূপ সূক্ষ্ম ভাবের যে ধড়পাকড়ে উহাদের প্রতিরোধ করা যায় না। ইহাই, অন্য উপমায় বলা হইয়াছে ২।৬২ শ্লোকের প্রথমাংশে। বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে যে রজোগুণ থাকে, তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া অতীব কঠিন, বিশেষ যদি উহা প্রারব্ধে পাওয়া হইয়া থাকে। তবে সুবাতাসে যেমন বহ্নিকে ধূমশূন্য করা যায়, ভগবানের কৃপায় শরণাগতির দ্বারা বুদ্ধিকেও রজোগুণ মুক্ত করা যায়। দ্বিতীয় উদাহরণে বলা হইয়াছে মনের উপর গুণে, রজোগুণের কথা। লোভের জিনিস পাওয়ায় প্রতিহত হইতে থাকিলে, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে" (২।৬৩)। মল যেমন দর্পণের উপর জমা হইলে, দর্পণের কাজ করা শক্তিকে আবৃত করিয়া দেয়, (ক্রোধও সেইরূপ মানুষের সদসৎ বিচার শক্তিকে আবৃত করিয়া দেয়। ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ (২।৬৩)। দর্পণকে আবার উজ্জ্বল অবস্থা দিতে হইলে যত্নের সহিত মার্জ্জনের দ্বারা, তাহার মল সরাইয়া ফেলিতে হইবে; সেইরূপ মনকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা না করিলে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। মানুষ আর মানুষ থাকে না।

এই যে অবশ জড় অবস্থা প্রাপ্তি, ইহা ইন্দ্রিয়ের অসংযমেও আসে, আর সেই অসংযমকে, ইন্দ্রিয়ে স্থিত রজো গুণ আনায়। সাধারণতঃ, মানুষ প্রথমেই চায় ইন্দ্রিয়সুখ—আহার নিদ্রা মৈথুন, ইহা অতি স্থূল প্রকারের সুখ। ইহার আবেষ্টন, জরায়ুর চামড়ার মত দৃঢ়। উহা গর্ভস্থ শিশুকে অবশ ভাবে তাহার ভিতর রাখে। মুক্তি যদি তথায় একেবারেই না আসে, তো সে মরিয়া যায় (এবং গর্ভিণীও মরিয়া যায়)। অসংযমী পুরুষেরও ঐ দশা হয়। ইন্দ্রিয়ের অসংযম তাহাকে নিজের কবলে অবশ ভাবে রাখে, যে অবশ ভাব ক্রমে মৃত্যুতে, মৃত্যুবৎ সত্তাহীনতায় পরিণত করে। ইন্দ্রিয় দিয়াই বাহিরের বিষয় সমূহ আমাদের মনে প্রবেশ করে ও তাহাতে আমাদের ধ্যান আনে, "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" (২।৬২)। সেই জন্য প্রথম দরকার ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করা। ইহা গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং আরও বহুস্থলে বারবার বলিয়াছে, এবং ঐ বশীভূত করিবার উপায় সমূহও বলিয়াছে। (আমাদের ব্যাখ্যা সমূহ দ্রষ্টব্য)।

রামদয়াল। ধূমে আবৃত বহ্নির উজ্জ্বলতা থাকে না, কিন্তু তাপ থাকে, সেই রূপ মৃদু কামে...তত্ত্ব গ্রহণ সামর্থ্য থাকে। মলাবৃত দর্পণ, বা বিষয় চিন্তায় কলঙ্কিত যে, আত্ম তত্ত্ব তাহাতে স্ফুরণ হয় না। তৃতীয় উদাহরণে, তীব্র কামে, জ্ঞানের কোন প্রকার প্রসার থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দ। প্রথম উদাহরণে জ্ঞানের তেজ মলিন; দ্বিতীয়ে জ্ঞানের প্রতিভার হানি; তৃতীয়ে জ্ঞানকে আদৌ প্রসারিত হইতে দেয় না।

মধুসূদন। শরীর উৎপাদনের পূর্ব্বে অন্তঃকরণের ক্রিয়া হইতে পারে না, সুতরাং এই সময় কাম সূক্ষ্মাকারে শরীরা-রম্ভক ক্রিয়ার সহিত বিদ্যমান থাকে। তৎপর স্থূল শরীর উৎপন্ন হইয়া, অন্তঃকরণের ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, সূক্ষ্ম কাম স্থূল হয়। বিষয়ের চিন্তার অবস্থায় সেই কাম উদ্রিক্ত হইয়া স্থূলতর হইয়া উঠে। তাহার পর যখন বিষয় ভোগের অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন অত্যন্ত উদ্রিক্ত হইয়া স্থূলতম হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থাতে দৃষ্টান্ত—স্বভাবতঃ অপ্রকাশ-রূপ ধূম, কেন না উহা প্রকাশ স্বরূপ অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে; দ্বিতীয়া-বস্থাতে দৃষ্টান্ত দর্পণ, কেন না স্বভাবতঃ মালিন্য নাই, উহার উৎপত্তির পর আগন্তুক মালিন্যে উহা আবৃত হয়; তৃতীয়াবস্থাতে দৃষ্টান্ত গর্ভ বেষ্টন চর্ম্ম, কেন না উহা অতি স্থূল, চারিদিক রোধ করিয়া গর্ভকে আবৃত করে। এই তিন প্রকারের কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। এ স্থলে অগ্নি ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলেও দাহাদি লক্ষণ স্বকার্য্য করিয়া থাকে। আদর্শের কাজ প্রতিবিম্ব গ্রহণ মালিন্য দ্বারা আবৃত হইলে, উহা আর আপনার কাজ করিতে পারে না, এখানে আদর্শের স্বচ্ছ গুণ একেবারে তিরোহিত হয় না, এজন্য স্বচ্ছতা দ্বারা উহা আদর্শ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। গর্ভবেষ্টন চর্ম্মে আবেষ্টিত গর্ভ হস্ত পদাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসারণ রূপ আপনার কার্য্য করিতে পারে না, উহার স্বরূপত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, এই বিশেষ।

শঙ্কর। যথা প্রকাশস্বরূপ অগ্নি সহজাত ধূম দ্বারা ইত্যাদি ইদম্=জ্ঞান।

রামানুজ। কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত জীব আবৃত।

শ্রীধর। সেইরূপ ত্রিবিধ প্রকারে কাম দ্বারা এই বহির্মুখ জগৎ আচ্ছন্ন।

গোয়েন্‌কা। জ্ঞানই মল বিক্ষেপ ও আবরণ এই তিন দোষের রূপে পরিণত হইয়া ইত্যাদি।

বিনোবা। দুইই চঞ্চল।...ময়লার স্থলে মল জরায়ুর স্থলে আবরণ, আবৃত বস্তুকে বাহিরে আসিতে দেয় না।

ব্যোমব্রহ্ম। ভোগেচ্ছা মানুষের বিচারশক্তিকে নানা-প্রকারে মূঢ় করিয়া ফেলে।

ভূপেন্দ্রনাথ। কখনও কখনও আমাদের মনে হয় কাম, ক্রোধ রিপুরা বুঝি আমাদের মন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা ভুল। বাসনার একটু বায়ু বহিলেই কোথা হইতে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত তাহারা জ্বলিয়া উঠে।...জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে কাম তিন প্রকারে আবৃত করে।...জীব স্থূল শরীর ধারণ করিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী তাহার সূক্ষ্ম শরীর রচনা করিয়া লয়। তাহাই আবার জীবের অদৃষ্ট বশতঃ পিতৃ মাতৃ সহযোগে তাহার স্থূল পিণ্ড শরীরটাকে রচনা করে। অবশ্য পূর্ব্ব হইতে জীবের কারণ শরীরতো থাকেই, কারণ মূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিদ্যা নষ্ট না হইলে, অর্থাৎ মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা নষ্ট হয় না। প্রতি জন্মে জীবের সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টির সহিত এই কাম সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্ম শরীরে বর্ত্তমান থাকে এবং তন্মধ্যে যে বাসনা বীজ নিহিত আছে তাহার ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিকাশ হয়।...দেহাবৃত আত্মা, প্রথমতঃ ধূমাবৃত বহ্নির মত থাকে, অর্থাৎ ধূমাবৃত বহ্নিতে বহ্নির প্রকাশ সুস্পষ্ট, কেবল একটু ধূমাবৃত ; ইহাই কারণ শরীর ও তন্মধ্যস্থ আত্মা। তৎপরে সূক্ষ্ম শরীর, তন্মধ্যে জীব বহু বাসনাবৃত, অধিকতর আচ্ছাদিত, মললিপ্ত দর্পণবৎ ; আত্মস্বরূপের স্ফুরণ অত্যন্ত অস্পষ্ট।...পরিশেষে স্থূলতম পিণ্ডেই কামের বিষয় উপভোগের চেষ্টা পূর্ণতা লাভ করে। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ যেমন অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, জ্ঞান শক্তির কোন বিকাশই যেখানে অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ কামোপভোগ চেষ্টায় ও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের নিমিত্ত বুদ্ধি তত স্থূল হইয়া যায় ও এত অধিক বিষয়দর্শী হয় যে আত্মজ্ঞানের বিকাশ সেখানে যেন কিছুই থাকে না।...এই যেমন তিনটি আবরণ, সাধনারও তিনটি অবস্থা আছে। যেখানে জরায়ুর আবরণের মত, আত্মার জ্ঞানজ্যোতি সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত, সেখানে যদি বা বহু বলিবার পর সাধন গ্রহণ করে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে না, সাধন করিতে ইচ্ছাও হয় না, করিলে রসবোধ হয় না।...তার পরে মলাবৃত দর্পণ যেমন মার্জ্জন করিতে হয় স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পাইতে, সেইরূপ সাধনার প্রয়োজন, অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, মনের ময়লা ঘুচাইতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ইহা হইলেই সব হয় না...সাধকের জাগ্রত হইয়া ভূতশুদ্ধি আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হয়, শেষ আবরণ পর্য্যন্ত সব আবরণ উন্মোচন করিতে হয়। শেষ আবরণ কারণ শরীর; উহাতেই অনাদি অজ্ঞান বীজ নিহিত থাকে। ঐ আবরণ সরাইতে বহু দিন, বহু জন্ম লাগিয়া যায়।...কূটস্থের মধ্যে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শুভ্র জ্যোতির্ময় চিদাকাশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।... তখন ব্রহ্মাইবাহম্, এই দৃঢ় নিশ্চয়তা উপস্থিত হয়।

ভক্তিপ্রদীপ। ইদম্ = the true cognition of a Jiva: তিনটি উদাহরণ, তিন প্রকার চেতনার মত, মুকুলিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, আচ্ছাদিত চেতন। চেতনার উপর আবরণ আছে, তবে সেই চেতনের বিকাশ করিতে সেই আবরণ সরাইয়া দেওয়া তত আয়াস সাধ্য নহে। সঙ্কুচিত চেতনের লৌকিক উদাহরণ পশুপক্ষী এবং আচ্ছাদিত চেতনের ইট পাটকেল।,

দামোদর। শরীরের প্রারম্ভকালে অন্তঃকরণের অপূর্ণ অবস্থায় কাম সূক্ষ্মরূপে দেহাশ্রয় করিয়া, শরীরের পরিপুষ্টি ও অন্তঃকরণের পূর্ণতার সহিত ক্রমশঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। বিষয় চিন্তাকালে ভোগোত্তেজনা হেতু সেই কাম ক্রমশঃ স্থূলতর হইতে থাকে, এবং বিষয় ভোগ কালে পুনঃ পুনঃ ভোগোৎসাহে স্থূলতম হইয়া উঠে, অপ্রকাশরূপ সহজাত ধুম প্রকাশ স্বরূপ বহ্নিকে আবরণ করিয়া রাখে, ইহাই উল্লিখিত প্রথমাবস্থার উদাহরণ। দর্পণ আগন্তুক ধূলি প্রভৃতি মলিন পদার্থে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তজ্জন্য তাহার আন্তরিক ধর্ম্মের বিলোপ হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। ইহাই দ্বিতীয়াবস্থার উদাহরণ। অতি স্থূল জরায়ুর দ্বারা গর্ভস্থ শিশু সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ থাকে, ইহাই তৃতীয়াবস্থার দৃষ্টান্ত।...ধূম দ্বারা আবৃত হইলেও বহ্নির দাহাদি লক্ষণ স্বকার্য্য সাধনের ব্যাঘাত হয় না; মলিনতা সমাচ্ছন্ন দর্পণের সচ্ছতা-ধর্ম্মের অভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণ রূপ স্বকার্য্যসাধন ক্ষমতা তিরোহিত হয় কিন্তু তাহার স্বরূপের অন্যথা হয় না। জরায়ুর দ্বারা আবৃত ভ্রূণ হস্ত পদাদি প্রসারণরূপ স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম থাকে এবং আপনার স্বরূপও উপলব্ধি করিতে পারে না।

Maddhwa (Rau). Just as flame is surrounded by smoke, so **this**, the highest class of souls, is some-what beset by desire. Just as a mirror may be covered with dust, so **this**, the middling class is much obscured by desire. And just as the embryo is complctely wrapped up in amnion, so **this**, the lowest class is over-whelmed by desire and lost in it. Or, "this" may be takēn to stand for (i) the Lord, (2) mind, (3) soul. Just as flame is obscured to the eye by the smoke, so the Lord is obscured to the soul's perception by the desire that begets the latter. Just as the mirror, covered with dust, cannot show thẹ image, so mind when distracted

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

by desire cannot allow him to see the Lord. Just as the embryo wrapped up in amnion is incapable of any activity, so the Jiva overwhelmed by desire is incapable of perceiving the Lord.

(৩৯) পূর্ব্ব শ্লোকের "ইদম্" কি, বলিয়া দিতেছেন—

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

পদচ্ছেদ। আবৃতং জ্ঞানম্ এতেন জ্ঞানিনঃ নিত্য-বৈরিণা, কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণ অনলেন চ।

অন্বয়। কৌন্তেয়, জ্ঞানিঃ নিত্য বৈরিণা এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।

কঠিন শব্দ। দুষ্পূরেণ অনলেন = ভোগের দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, অনল সদৃশ (এইরূপ কামের দ্বারা)। অনল = অলং অর্থাৎ ভোজ্য, দাহ্য বস্তুতে, পর্য্যাপ্ত যাহার নাই, অর্থাৎ বহ্নি। জ্ঞান = বুদ্ধি বা বিবেকের বুদ্ধি, বা তত্ত্ব মূলক যে-সব কথা, এই অধ্যায়ে বলা হইল।

অনুবাদ। কৌন্তেয় (অর্জ্জুন), জ্ঞানীর চির শত্রু ও যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, অর্থাৎ যাহার তৃষ্ণা মিটাইতে পারা যায় না, এই রকম, অগ্নিরূপ বিষয় বাসনা দ্বারা (আমাদের) জ্ঞান বুদ্ধি আবৃত থাকে।

রামানুজ। এই জ্ঞান আত্মবিষয়ক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন। অন্তঃকরণ বা বিবেক জনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

নীলকণ্ঠ। জ্ঞান, অন্তঃকরণের মূল।

শঙ্কর। জ্ঞানী জানে যে ইহা অনর্থের মূল, এবং সে জন্য দুঃখিতও থাকে, কিন্তু তৃষ্ণার সময় তাহাকে মিত্রের মত দেখে ও পরিণামে দুঃখ পায়। বস্তুর স্বরূপ বোধ ও উহার অনিষ্টপাতের চিন্তা—এই দুই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে, মনে কামের সঙ্কল্প উদিত হইতে পারে না।

শ্রীধর। অগ্নি সদৃশ, অর্থাৎ দুষ্পূরণীয় এবং শোক সন্তাপের হেতু।...জ্ঞানী সকল সময়ই জানে যে উহা নিত্য বৈরী।

ভুপেন্দ্রনাথ। অন্তরে বাসনারূপ অনল আছেই, একটু বিষয় সংযোগ রূপ বায়ুর যোগ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। অহং অভিমান তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেই উহা ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া উঠে। এই কামাগ্নিতে যতই বিষয় ভোগ রূপ হবিঃর নিক্ষেপ করা হয়, কামাগ্নি ততই প্রজ্বলিত হইতে থাকে। [ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে]। যোগারূঢ় জ্ঞানীর কাম থাকে না, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী নহেন অথচ সেই পথে চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও জ্ঞানী বলে। ইহাঁদেরই কামের জন্য বিষম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। আচার্য্য শঙ্কর কামজয়ের উপায় বলিয়াছেন—বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বোধ ও তাহা হইতে অনিষ্টপাতের চিন্তা এই দুটি জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে কাম-সঙ্কল্পের উদয় হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪০) এই কামের আশ্রয় কোথায়? আশ্রয় জানিলে তাহাকে নাশ করা সহজ হয়। উত্তর—

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০

পদচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ. বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে এতৈঃ বিমোহয়তি এষঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনম্।

অন্বয়। ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে, এষঃ এতৈঃ জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনাম্ বিমোহয়তি।

কঠিন শব্দ। অস্য=উহা অর্থাৎ বাসনা। অধিষ্ঠান= আশ্রয়, বাসস্থান। এষঃ=এই কাম বা বাসনা। এতৈঃ= ইহাদিগের দ্বারা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধির দ্বারা। জ্ঞানম= জ্ঞান বা বুদ্ধি। দেহিনম্=দেহাভিমানী জীবকে। বিমোহয়তি =মোহাভিভূত করে।

অনুবাদ। ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি এই কামের বা বাসনার বাসস্থান বলিয়া কথিত হয়। এই বাসনা, ইহাদিগের সাহায্যে জ্ঞানকে অর্থাৎ জ্ঞানোজ্জ্বলা বুদ্ধিকে বা বিবেক বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া দেহভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে।

বুদ্ধির সহজাত যে বাসনা, তাহা অগ্নি সহজাত ধূমের মত তাহার আশ্রয়-স্থল বুদ্ধিকেই মোহাভিভূত করিতে চেষ্টা করে, হউক না কেন তাহা জ্ঞানোজ্জ্বলা বুদ্ধি বা বিবেক বুদ্ধি। ইহা বুদ্ধিকে যখন কাবু করিতে উদ্যত হয়, তখন মনকে বা ইন্দ্রিয়দিগকে কাবু করিয়া দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ইহারাই প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে তিন স্থানে বাসনার দুর্গ —ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। প্রথম ইন্দ্রিয় দমন, (২।৬৮), তাহার বিষয় পরের শ্লোক দেখা যাউক। (পূর্ব্বেও ইন্দ্রিয় দমনের বিষয় বলা হইয়াছে)।

মধুসূদন। এতৈঃ দেহিনম্ বিমোহয়তি = ঐ কাম নিজ নিজ ক্রিয়া বিশিষ্ট এই ইন্দ্রিয়াদি রূপ আশ্রয়গুলির দ্বারা ইত্যাদি ;

রামানুজ। ঐ কাম নিজ অধিষ্ঠান রূপ বিষয়-পরায়ণ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির দ্বারা আত্মার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রকৃতি সংসর্গ যুক্ত জীবকে বিশেষ প্রকারে মোহিত করে।

শ্রীধর। বিষয় সমূহের দর্শন শ্রবণাদির দ্বারা এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় (চেষ্টার) দ্বারা কামের উদয় হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠান বলে।

ভূপেন্দ্রনাথ। আত্মায় অবস্থিত ব্যক্তির সঙ্কল্পের উদয় হয় না, কিন্তু পাকা সাধক ব্যতীত এ অবস্থায় সর্ব্বদা কেহ থাকিতে পারে না, কাজেই সঙ্কল্প, বিকল্প রহিত হইয়া একটু মন স্থির হইলেও, অনাদি কামনা বীজ প্রভাবে আবার তাহার মন স্থানচ্যুত হইয়া সঙ্কল্পাদি করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহার মন ও বুদ্ধি পঞ্চতত্ত্বের ক্ষেত্র ছাড়িয়া আজ্ঞাচক্রে বা তদূর্দ্ধে যাইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারে, কাম আর তাহার নাগাল পায় না। মন বিষয়মুখী হইলে বিষয়চিন্তা করিয়া যেমন বিষয় গ্রহণ করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন আত্মোন্মুখী হইলে আত্মায় অবস্থিত যে পরমানন্দ তাহা উপভোগ করিতে পারে। মনকে ভগবৎ রসের আস্বাদ দিতে হইবে। রসো বৈ সঃ ; এ রসকে বাহির করাই সাধনা। অধ্যবসায় ও ক্লেশ ভোগ প্রয়োজন। মনকে দমিতে দেওয়া হইবে না। নিজে না পার, সাধু বন্ধুর আশ্রয় লইবে, জোরে প্রাণায়াম ও মুদ্রাদি করিবে।

শঙ্কর। ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি, ইহারা এই কামের আশ্রয় কথিত হয়। কাম আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া জীবাত্মাকে নানা প্রকারে মোহিত করে।

(৪১) যখনএই রূপ, তখন—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপম্‌নং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান নাশনম্ ॥ ৪১

পদচ্ছেদ। তস্মাৎ ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ, পাপম্‌নং প্রজহিহি, এনম্ জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্।

অন্বয়। ভরতর্ষভ তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়ানি নিয়ম্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশনম্ এনম্ পাপ্‌মানম্ প্রজহিহি (বা প্র+জহিহি।)

কঠিন শব্দ। নিয়ম্য = বশবর্ত্তী করিয়া, নিয়মের ভিতরে আনিয়া। জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশনম্ = শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় সেইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানের এবং তাহারই ফলস্বরূপ যে অপরোক্ষ জ্ঞান তাহার বিনাশকারী (মধুসূদন)। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান কথাটি গীতায় কয়েকবার আসিয়াছে (৬।৮; ৭।২; ৯।১, ১৮।৪২)। (৭।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোচনা দেখুন), এবং শুধু উপরের অর্থ নহে, আরও কয়েক রকমের অর্থ ইহাতে আছে। নিম্নে তাহার কিছু দেওয়া হইল। সপ্তম্ অধ্যায়েও কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। পাপ্মানম্=পাপকে। প্রজহিহি=পরিত্যাগ কর। (অথবা, প্র+জহিহি=প্রকৃষ্ট রূপে অর্থাৎ একেবারে মারিয়া ফেল)। (মারিয়া ফেলা অর্থ লাগে, কারণ ৪২ শ্লোকে "জহি শত্রুং রহিয়াছে।

মনের যদি চুরি করিতে ইচ্ছা হয়, সে ইচ্ছা নিষ্ফল হইবে, যদি হাত পা বাঁধিয়া রাখা হয়, তাই প্রথমে কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলির উপর বিজয় লাভ কর।

অনুবাদ। হে ভরত শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, অতএব তুমি প্রথমে, ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া, পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান, দুইকে যাহা ধ্বংস করে এইরূপ এই পাপকে (বাসনাকে) পরিত্যাগ কর (বা প্র+জহিহি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে মারিয়া ফেল) মহাভারত ১২।১৭৭।২৫ গীতা প্রেমী

ইন্দ্রিয়গুলির ভিতর দিয়া রূপ রসাদি মনে প্রবেশ করে, সেই জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রথমে বশীভূত কর, "যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ (২।৬০), ইন্দ্রিয়াণাম্ হি চরতাম্...প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (২।৬৭,৬৮)। তাহা ছাড়া তৃষ্ণা, বাসনা, ইন্দ্রিয় সমূহে অতি স্থূল ভাবে থাকে, সেই স্থূল মূর্ত্তি দ্বারবানকে প্রথম বশে আনা প্রয়োজন। মন ও বুদ্ধিকে "বশে আনা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে আয়াসের প্রয়োজন ; ইহা অন্য ভাবে করিতে হইবে। দু একজন ইন্দ্রিয় অর্থে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি লইয়াছেন। আগন্তুক ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় দমনে মাথা তুলিতে সক্ষম হয় না। প্রকৃতি প্রদত্ত কামনা ও ক্রোধ জয়ের কথা পরের দুই শ্লোকে ভগবান বলিবেন।

এক এক করিয়া এই কাম ক্রোধের দুর্গগুলি জয় কর ; নীচে হইতে আরম্ভ কর। বুদ্ধির কাম মরিতেই চাহে না, রক্ত-বীজের মত বার বার জন্মায়, নূতন নূতন ফন্দি দেয়।

শঙ্কর। শাস্ত্রমুখে, গুরুমুখে যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহার অনুভবই বিজ্ঞান।

গিরীন্দ্রশেখর। প্রত্যক্ষ ও অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান যখন যুক্তি তর্ক-বুদ্ধি বিচার ইত্যাদি দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন তাহা বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান হয়। Science and Philosophy

Radhakrishnan—The wisdom of the Vedanta and the detailed knowledge of the Sankhya.

মধুসূদন। ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হইয়াছে।

রামানুজ। জ্ঞান = আত্মস্বরূপ বিষয়ক, ও বিজ্ঞান = তদ্বিষক বিবেক।

শ্রীধর। জ্ঞান = আত্ম বিষয়ক জ্ঞান ; বিজ্ঞান = শাস্ত্রীয় জ্ঞান।

আরও কয়েকজন এইরূপ অর্থ করিয়াছেন জ্ঞান = শাস্ত্রাচার্য্য-উপদেশ জনিত জ্ঞান ; বিজ্ঞান = নিদিধ্যাসন উৎপন্ন জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান = শাস্ত্রোপদেশ জনিত আত্মবোধ ; বিজ্ঞান = নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা আত্মার অনুভব। জ্ঞান = শাস্ত্রজ্ঞান ; বিজ্ঞান = উপলব্ধি বা অপরোক্ষ জ্ঞান। জ্ঞান = আত্মস্বরূপ বিষয়ক ; বিজ্ঞান = আত্ম বিবেক বিষয়ক। জ্ঞান = অধ্যাত্ম বিষয়ক ; বিজ্ঞান যুক্তি বিষয়ক। জ্ঞান = আত্মবিষয়ক ; বিজ্ঞান = শাস্ত্রের সেই সব তত্ত্বের জ্ঞান যাহার উপর আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

গোয়েন্‌কা। জ্ঞান = ভগবানের নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বের প্রধান মাহাত্ম্য ও রহস্য দ্বারা যুক্ত, যথার্থ জ্ঞান। সগুণ নিরাকার ও দিব্য আকার তত্ত্বে লীলা, রহস্য, গুণ, মহত্ত্ব, ও প্রসাদ যুক্ত, যথার্থ জ্ঞান = বিজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁকে বিশেষ রূপে জানাই বিজ্ঞান। কাঠে আগুন আছে, এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুণে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এই বোধই জ্ঞান ; তার সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা, বাৎসল্য ভাবে, সখ্য ভাবে, মধুর ভাবে, এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দেখেছে। জ্ঞানী দেখেছে। বিজ্ঞানী খেয়েছে, খেয়ে আনন্দ লাভ করেছে ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছে।...বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষ ভাবে সম্ভোগ করেছে। নারদাদি আচার্য্য বিজ্ঞানী।... জ্ঞানী ভয়তরাসে, বিজ্ঞানীর কিছুতে ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার দুইই সাক্ষাৎকার করেছে, ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান ; জ্ঞান অজ্ঞান দুই পার হয়ে হয়, বিজ্ঞান।

জ্ঞান-বিজ্ঞান কথা কয়েক স্থানে আসিয়াছে, ৩।৪১ ; ৬।৮ ৭।২ ; ৯।১০ ; ১৮।৮২। ইহা পরা ও অপরা বিদ্যাও হইতে পারে। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন—কস্মিন্ তু ভগবো সর্ব্বমিদং বিজ্ঞানং ভবতীতি, (মুণ্ডক)। অঙ্গিরা বলিলেন, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। অমর কোষে আছে, মোক্ষে ধী র্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্প শাস্ত্রয়োঃ। এই দুইটি ঈশোপনিষদের বিদ্যা অবিদ্যা হইলেও হইতে পারে।...বিজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যু সঙ্কট পার হওয়া যায়। আর জ্ঞানের দ্বারা অতি মৃত্যু। ৭।২ ব্যাখ্যা দেখুন।

রামানুজ। মোক্ষ সাধন আরম্ভ করিবার সময়, ইন্দ্রিয়াদির ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপ কর্ম্মযোগে সংযত করিয়া ইত্যাদি।

ভাব প্রকাশ। (মধুসূদনের টীকার)। ইন্দ্রিয়ের ভূমিতে থাকিলে কাম জয় না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইহারা সকলেই কামের আশ্রয় ; ইহাদের উপর না উঠিতে পারিলে কামজয় হয় না।

Modi : Ene my is to be killed (জহি) not to be abandoned.

ভূপেন্দ্রনাথ। ইন্দ্রিয়দিগকে প্রথমেতে বিশেষ রূপ সংযম করিয়া এই দুই পাপীকে জয় কর, যে কি যোনি মুদ্রাও করিতে দেয় না। সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ কর। মন দিয়া প্রাণায়াম করা আর কূটস্থে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া থাকা ইন্দ্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয়ের প্রধান উপায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন "জপেৎ শ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ, ধ্যায়েৎ শ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ। আর প্রপন্ন হইয়া ভগবানের শরণাগত হও।

গীতাপ্রেমী। quotes মহাভারত(১২।১৭৭।২৫), O desire I know where lies thy root. Thou hast thy birth in the mental thoughts. I shall not think of thee and then thou shalt cease to exist, together with thy root.

ভক্তিপ্রদীপ। নিয়ম্য=having controlled, প্রজহি =conquer. জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম্=destroyer of true knowledge and loving devotion to me.

মতিলাল। জ্ঞান বিষয়কে সম্মুখে রাখিয়া দেখে, বিজ্ঞান, তাহাতে এক হইয়া তদাকার প্রাপ্ত হয়।

দামোদর। ইন্দ্রিয় বশবর্ত্তী হইলেই মন ও বুদ্ধি বশতাপন্ন হইবে কারণ সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনর্থোৎপাদনের হেতুভূত হইয়া থাকে।... শাস্ত্রাচার্য্য-উপদেশলব্ধ পরোক্ষ আত্মবোধের নাম জ্ঞান, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা বিশেষরূপে তদিদ্বয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

(৪২) অর্জ্জুন যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে না হয় বশীভূত করিলাম, কিন্তু মন ও বুদ্ধি ? বাসনাতো এগুলিতেও থাকে এবং খুব ও আরও খুব আয়াস সাধ্য তাহাদের ধরা ছোঁয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান বলিলেন, ইন্দ্রিয়কে প্রথমে বশীভূত কর, ইন্দ্রিয়েরাই সুখভাবে, রূপ রস প্রবেশ করায়, ও মানুষকে বিপথে চালায় (২।৬০) সাধারণতঃ মানুষ ইন্দ্রিয় সুখটাই প্রথমে চায়, যৌন সুখ, আহার সুখ ইত্যাদি। দেহের সুখ যথা হাত পা টেপান সুখ, ত্বগিন্দ্রিয়ের সুখ। ইহা তো বুঝিতেই পারিতেছ যে, যে উঁচুতে আছে, তাহাকে বশ করিলে, যাহারা তাহার নীচে তাহারাও বশ হইয়া যায়। শরীর হইতে ইন্দ্রির শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য ইন্দ্রিয়ের উপরে যে মন, বুদ্ধির দ্বারাই সে মনকে বশীভূত কর। আর আত্মার দ্বারা অর্থাৎ আত্মবল ও পুরুষকারের দ্বারা বা ভগবানের শরণাগতির দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত কর।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

পদচ্ছেদ। ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, মনসঃ তু পরা বুদ্ধিঃ যঃ বুদ্ধেঃ পরতঃ তু সঃ।

অন্বয়। ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং, মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা, যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ সঃ।

কঠিন শব্দ। আহুঃ=বলিয়া থাকেন। পরাণি, পরঃ, পরতঃ, ও পরম্=শ্রেষ্ঠ বা উপরে থাকে। তু=কিন্তু, আবার। সঃ=তাহা অর্থাৎ সেই তাহা যাহা আত্মা বা আত্মবল (পুরুষকার), বা সেই তাহা যাহা শেষ আশ্রয় অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ। (পণ্ডিতরা) ইন্দ্রিয় সকলকে, তাহারা তুলনায় সূক্ষ্ম বলিয়া, স্থূল বিষয় দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ বলেন ; মনকে ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ (বলেন)। বুদ্ধিকে মন হইতে শ্রেষ্ঠ (বলেন)। কিন্তু যাহা বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা "সেই" (আত্মবল বা পুরুষকার, বা শেষ আশ্রয়, আত্মা বা পরমাত্মার কৃপা) (বা বিবেক অর্থাৎ conscience)।

বুদ্ধি হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির উপরে স্থিত এবং বুদ্ধিকে যাহা চেতনিত করে তাহা আত্মা। এই আত্মা অব্যক্তোঽয়ম্ এবং অচিন্ত্যোঽয়ম্ (২।২৫); উহা "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং" (২।২৯), তাই তাহা কি বলা যায় না বলিয়া, তাহাকে "সঃ" বা "সেই" বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে যে ভাবে তৎ বলা হয়। তাহা ছাড়া, আমাদের মনে হয় পুরুষকার ও পরমাত্মা এইরূপ দুই অর্থ এখানে আছে তাহা "সঃ" বলিলে বলা হয়।

বুদ্ধির সহিত সহজাত এবং কর্ম্মফলে উদ্ভূত রাগ দ্বেষ অর্থাৎ কাম-ক্রোধ বা "কাম" তাহাকে ঠেলিয়া রাখা প্রায় একরকম অসম্ভব ; "প্রকৃতির" সহিত সঙ্ঘর্ষে নামা, পারা যায় শুধু পুরুষের সাহায্যে। সেই "পুরুষ" কি ? তাহা শুধু আত্মবল বা পুরুষকার নহে; তাহা সেই পুরুষ যে প্রকৃতির প্রভু, পুরুষোত্তম; তাহা সেই পুরুষোত্তম, যাহা তামসঃ পরস্তাৎ (৮।৯)। বুদ্ধির সহজাত বুদ্ধিতে স্থিত, প্রারব্ধে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম বাসনা-বীজ সমূহকে বিনষ্ট করিতে, আর কোন কিছুতে হয় না, সেই পুরুষকারের প্রয়োজন, বা তাহা যখন চলিবে না তখন চাই পরং দৃষ্ট্বা" (২।৫৯), পুরুষো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তমের কৃপা। (তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত অসীত মৎ পরঃ, ২।৬১), (মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে, ৭।১৪), (ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংযম্যাধ্যাত্মচেতসা ৩।২০),শরণাগতি চাই। ইন্দ্রিয় সংযমই আসল তপস্যা। ঋষিরাও স্বীকার করেন যে তাঁহারাও অলক্ষিত অবস্থিত কাম হইতে মুক্ত নহেন। (মহাভারত ১২।২১৭।১২ ; ১২ ২৮৫।৩৫ ; কঠ ৩।১০)।

আত্মার দ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ কর।

ভক্তিপ্রদীপ। পরাণি = Superior (to matter). সঃ = Soul।

শঙ্কর। স্থূল দেহাপেক্ষা সূক্ষ্ম অন্তরস্থ ও ব্যাপকাদি গুণ-যুক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন শ্রেষ্ঠ। মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; আর যে, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্য পদার্থের অন্তরতম ব্যাপী, যাহার বিষয় বলা হইয়াছে যাহাকে, ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়-যুক্ত ঐ কাম, অজ্ঞানাবরণ দ্বারা মোহিত করিতে থাকে, যে বুদ্ধির দ্রষ্ঠা, সেই পরমাত্মাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

রামানুজের মতে সঃ অর্থে কাম। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সবও যদি বিষয়-উপরতি প্রাপ্ত হয়, তাহার পরেও যদি, যাহার নাম ইচ্ছা, সেই রজোগুণোৎপন্ন কাম বর্ত্তমান থাকে, তো উহা ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে পুনরায় নিজ নিজ বিষয়ে লাগাইয়া দিয়া আত্মজ্ঞানকে প্রতিরুদ্ধ করে। সেই জন্য বুদ্ধি হইতে বড় অর্থাৎ বিরোধী তাহা কাম। (রামকণ্ঠের ব্যাখ্যা পরে আছে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কঠোপনিষদে আছে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ, মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ, মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ, পুরুষান্ন পরম কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা-গতিঃ (৩।১১)। আর আছে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্, সত্ত্বাদধি মহান আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্। অব্য-ক্তাত্তু পর পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ, যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্ত্বং চ গচ্ছতি। (২।৩।৮)

শ্রীধর। যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যিনি সাক্ষী স্বরূপে সর্ব্বান্তর্য্যামী তিনি আত্মা। (কাম) তাহাকে বিমোহিত করে অর্থাৎ দেহীজীবকে মুগ্ধ করে। দেহী শব্দোক্ত আত্মাই সেই বস্তু, ইহা বিচিন্তনীয়।

বলদেব কঠোপনিষদের শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :— বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে, এই জন্য ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সকলের ব্যবহারের মূল মন, এই জন্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ...সংশয়াত্মক মন হইতে বিষয়াত্মক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি ভোগের উপকরণ; সুতরাং তদপেক্ষা ভোক্তা জীব শ্রেষ্ঠ। সেই জীব আত্মা ; উহা দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণেয় স্বামী। কঠোপনিষদে অন্য শ্লোক-টির ব্যাখ্যায় বলদেব ও বিশ্বনাথ এইরূপ দিয়াছেন :—দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, কারণ ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম তাহার পরিচালক ও তদ্‌বিনাশে বিনাশহীন্। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন পর, কারণ জাগরণ কালে মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও, মন স্বপ্ন দ্রষ্টা রূপে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল থাকে। মনের অপেক্ষাও বুদ্ধি প্রবলা, কারণ মনের অপেক্ষাও তাহার কার্য্যক্ষেত্র সমধিক বিস্তৃত এবং সুষুপ্তি কালে মন ক্রিয়াশূন্য ও নষ্ট প্রায় হইলেও বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবে সংজ্ঞা শূন্য বা বিনষ্ট হয় না। বুদ্ধির অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই জীবাত্মা। ইনি চিৎস্বরূপ, দেহ, মন, বুদ্ধিতে নির্লিপ্ত বলিয়াই ইনি কাম জয়ে সমর্থ।

Radhakrishnan—We attain the highest freedom when our acts are determined by বুদ্ধি suffused by the light from beyond, the Self. "Conscience is God's presence in man (Swedenborg) Man's conscience is the oracle of God (Byron)

The voice of conscience is so delicate that it is easy to stifle it, but it is also so clear that it is impossible to mistake it, (Mod. de. Stael)

Krishnaprem :—He who acts from the dictates of the মনস is freer than he who acts from those of the senses and freer still is he whose মনস is united with the বুদ্ধি and suffnsed by its light, the light of the Glorious Flame beyond.

আমরা "সঃ"কে বিবেক বা Consicenceও লইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি। তবে Conscience শুধু বলিয়া দেয় ইহা কর বা ইহা করিও না; ইহার পাপ প্রতিরোধের বোধ হয় ততটা ক্ষমতা নাই, যতটা আত্মবল ও পরমাত্মার কৃপায় আছে। তাহা ছাড়া Conscience is an acquired thing, শিক্ষা মাষিক; ভগবদ্ কৃপা নহে।

কৃষ্ণানন্দ। মনে উত্তেজনা ও প্রেরণা ভিন্ন ইন্দ্রিয়দের কর্ম্মচেষ্টা হয় না...আত্মার সত্ত্বা ও বিকাশত্ব বিনা, বুদ্ধিরও বিকাশ হয় না।

ভূপেন্দ্রনাথ। ইন্দ্রিয়েরা মনের বাহন হইয়া মনকে বিষয় ভোগ করায়। যোগাদির দ্বারা বুদ্ধিকে আত্মমুখী করিতে হইবে, বিবেক যুক্ত করিতে হইবে। বিবেক যুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করিতে হইবে। মন সংযত হইলে ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইবে। উপনিষদে আছে—ইন্দ্রিয়েভ্য...পরাগতিঃ (৩।১১ কঠ) (রামানুজের উপরে দেওয়ায় ব্যাখ্যায় আছে); অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ যাহা, অন্তরে অনুভূত হয়, সূক্ষ্ম; সূক্ষ্মত্ব হেতু উহারা ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণের বিষয় গ্রহণ করিবার শক্তি, বিষয় সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ। মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকণের আদি কারণ হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি, মহামায়া মা ভগবতী, বা জীবের প্রাণ শক্তির কেন্দ্র। তাহা হইতে পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি প্রকৃতিরও অতীত। সেই পরব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই, তিনি কাষ্ঠা অর্থাৎ শেষ সীমা এবং তিনি শ্রেষ্ঠ গতি অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু রূপ সংসারের পরপার।

মহানামব্রত। ভগবান যেন বলিতেছেন, তোমার ঐ ব্যাধিটি সাময়িক বা আগন্তুক নহে; উহা শরীরের ধাতুগত।...এ ব্যাধির সাধারণ ঔষধাদি চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে, এখানে বিশেষ ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন; এই রজোগুণ যে সব স্থানে আশ্রয় লইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করা; তাহা 'যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ)।

মধুসূদন। যাহা বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা সেই পুরুষ। বহু শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে, রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে; সেই "পর" বস্তুর কথা এখানে আনা হইয়াছে।

শ্রীধর। দেহাদি হইতে আত্মস্বরূপকে পৃথক্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে। আত্মা সাক্ষী স্বরূপ।

Madhwa (Rau) সঃ = পরমাত্মা।

Krishna Prem. Thus understanding him (Atman) as higher than the বুদ্ধি, restraning the lower self by the Atman, slay it.

(৪৩) পূর্ব্বশ্লোকের প্রসারণে। বুদ্ধিতে অবস্থিত কামকে কি ভাবে বিনষ্ট করিতে হইবে এই শেষ শ্লোকে তাহার নির্দ্দেশ দিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্‌ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩

পদচ্ছেদ। এবম্ বুদ্ধেঃ পরম্ বুদ্‌ধ্বা সংস্তভ্য আত্মানম্ আত্মনা জহি শত্রুম্ মহা-বাহো কাম-রূপং দুরাসদম্।

অন্বয়। মহবাহো (অর্জ্জুন) এবম্ বুদ্ধেঃ পরম্ বুদ্‌ধ্বা আত্মনা আত্মানম্ সংস্তভ্য কামরূপম্ দুরাসদম্ শত্রুম্ জহি। অথবা, এবম্ আত্মানম্ বুদ্ধেঃ পরম্ বুদ্‌ধ্বা আত্মনা কামরূপম্ দুরাসদম্ শত্রুম্ সংস্তভ্য জহি।

কঠিন শব্দ। এবম্ = এইরূপে অর্থাৎ আত্মাকে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জানিয়া. বুদ্‌ধ্বা = জানিয়া, আত্মানম্ = মনকে ; বুদ্ধিকে আত্মাকে ; নিজেকে। আত্মনা = বুদ্ধির দ্বারা ; আত্মার দ্বারা ; সংস্তভ্য = ক্ষমতাহীন করিয়া ; বশীভূত করিয়া ; নিশ্চল করিয়া স্থির করিয়া। কামরূপম্ = বাসনা যাহার রূপ বা মূর্ত্তি ; তৃষ্ণাত্মক যাহা তৃষ্ণাই। দূরাসদ = যাহাকে কষ্টে আসাদিত অর্থাৎ হস্তগত করা যায়। জহি = বিনাশ কর।

অনুবাদ। হে মহাবাহু অর্জ্জুন, এইরূপে (অর্থাৎ আত্মাকে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ বা বুদ্ধির স্বামী জানিয়া) আত্মার অর্থাৎ নিজের অর্থাৎ পুরুষকারের দ্বারা বা পুরুষোত্তমের কৃপাবলের দ্বারা, আত্মানম্ অর্থাৎ বুদ্ধিকে (বা নিজেকে) বশীভূত করিয়া, বাসনা যাহার মূর্ত্তি ও যাহাকে কষ্টে হস্তগত করা যায়, সেই দুর্জ্জয় শত্রুকে (অর্থাৎ কামকে) বিনষ্ট কর। (অথবা, এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাকে বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ জানিয়া, কামরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে নিজের পুরুষকারের দ্বারা জব্দ করিয়া বিনাশ কর।

বুদ্ধির দ্বারা মনকে, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া, সেই সঃ বা আত্মা, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ আত্মবল বা পুরুষকারের দ্বারা, বুদ্ধিকে হস্তগত করিয়া. (অথবা আত্মা বা পরমাত্মার কৃপার সাহায্যে বুদ্ধিকে হস্তগত করিয়া), কামকে (তাহার দুর্গত্রয় হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি হইতে চ্যুত করিয়া তাহাকে) বিনষ্ট কর। বুদ্ধিতে স্থিত ও তাহার (বুদ্ধির) সহজাত বাসনা হইতে (আগন্তুক বাসনা নহে, প্রারব্ধপ্রাপ্ত বাসনা হইতে) বুদ্ধিকে মুক্ত করা প্রায় অসম্ভব—(১) পুরুষকার দ্বারা অথবা (২) প্রকৃতির যিনি অধীশ্বর সেই "পুরুষের" কৃপার দ্বারা তাহা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ (১) পুরুষকার দ্বারা বুদ্ধিস্থিত কামনাকে বিনষ্ট কর, (২)বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে জানিয়া তাঁহাকে স্মরণে রাখিয়া তাঁহার শরণাগতিতে থাকিয়া প্রারব্ধপ্রাপ্ত বাসনা সরাইয়া ফেল ; পরম দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে (২।৫৯)।

আমাদের মোটা বুদ্ধিতে মনে হয় এই শ্লোকে পুরুষকার ও শরণাগতির দুইয়েরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। আগে অকপট ভাবে চেষ্টা না করিলে, শরণাগতি পাইবার যোগ্যতা হয়তো অর্জ্জিত হয় না।

এইখানে আমরা ৩।৩৩ শ্লোকে "প্রকৃতির" অর্থ পাইলাম, আর পাইলাম ২।৬৮ ও ৩।৩৩ শ্লোকের সমন্বয়, আর পাইলাম জানিতে কেন রাগ দ্বেষ দমিত করা কঠিন এবং তাহারা কি প্রকারে দমিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষ ও আগন্তুক রাগ দ্বেষ দমিত করা তত কঠিন নহে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে হয়; যে রাগদ্বেষ আগন্তুক নহে, বুদ্ধিতে সূক্ষ্ম ভাবে থাকে, কর্ম্ম-ফল দাত্রী "প্রকৃতি" হইতে প্রাপ্ত (৩।৩৩), তাহাকে দমিত করিতে পুরুষকার এবং তাহা দ্বারা সক্ষম না হইলে, পুরুষোত্তমের কৃপার প্রয়োজন।

মধুসূদন। যেমন বর্ণনা করা হইল তথাভূত পূর্ণ আত্মাকে বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার করিয়া মনকে বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিয়া, তৃষ্ণাত্মক দুর্জয় শত্রুকে বিনষ্ট কর।

শঙ্কর। সংস্তভ্যাত্মানম্ আত্মনা = আত্মা দ্বারাই আত্মাকে সমাধিস্থ করিয়া।

রামানুজ। মনকে বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মযোগে যুক্ত করিয়া এই কামরূপ দুর্বিজয় শত্রুকে মার।

শ্রীধর। আত্মা দ্বারা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা, আত্মা অর্থাৎ মনকে নিশ্চল করিয়া, ইত্যাদি।

তিলক। নিজেই নিজেকে সংযত করিয়া ইত্যাদি।

অরবিন্দ। বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে সচেতন আত্মাতে আত্ম শক্তির প্রয়োগে ধীর ও নিশ্চল কর। আত্মাকে আত্ম শক্তির দ্বারা নিশ্চল করিয়া ইত্যাদি... তোমার কর্ম্ম-প্রবণ প্রকৃতিকে প্রথমে শান্তির সন্ধান করিতে হইবে; নীচের প্রকৃতি হইতে উঠিয়া, ত্রিগুণের উপর যে পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি, তাহাতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্কিমচন্দ্র। ইহা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন জানি না।

সন্তদাস। এইরূপ বুদ্ধির পরে অবস্থিত আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া আত্মাকে ধ্যেয় রূপ বুদ্ধির বিষয় করিয়া, বুদ্ধির দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া ইত্যাদি।

কবীর। দো চক্কীকে বীচ্ মে সাবুৎ রহা ন কোই ; এই দো চক্কী "কাম ও ক্রোধ"। শুধু গমের দানাগুলির ভিতর তারাই সাবুৎ থাকে, যাহারা যাঁতার মাঝে দণ্ড ধরিয়া থাকে; পরমাত্মার চতুর্দ্দিকে, তাঁহার রজোগুণ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সেই মায়া ঘুরিতেছে ও গমগুলি পিষিয়া ফেলিতেছে।

Gandhi : When man realises Him, his mind will be under His control, not swayed by the senses. And when the mind is controlled, what power has Lust ?

Radhakrishnan : Control the restless ego by the light of the eternal spiritual self.

Krishnaprem—Thus if understanding Him (Atman) as higher than the বুদ্ধি, restraining the lower self by the Atman, slay etc.

ভূপেন্দ্রনাথ। এই শরীর প্রণব স্বরূপ, কিছু অংশ প্রকৃতি, কিছু অংশ পুরুষ, রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাবের মত—প্রাণ সকলকে শরীরের এই ক্রিয়া দ্বারা স্থির করে, এই জন্য প্রণব বলা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হংস" মহাপ্রাণ বা মহাশূন্য, ইনিই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণ, এই হংস (স্থির বায়ু) চঞ্চলাবস্থাকে প্রাপ্ত হইলে, তাহার এক নাম হইবে মন, মন স্থির বায়ুতে প্রবেশ করতঃ সন্ধি স্থানে পবন নাম ধারণ করিলেন। পবন, শূন্যকে আশ্রয় করিয়া শব্দ নাম ধারণ করিলেন। শব্দই ওঁকার ধ্বনি। সেই ধ্বন্যাত্মক ওঁকার ধ্বনি যাহাতে স্থিরত্ব পদই নির্ব্বাণ হইতেছে তাহাতে প্রবেশ করতঃ প্রাণ নাম ধারণ করিলেন। প্রাণ ব্রহ্মেতে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্ম নাম ধারণ করিলেন...কামকে জয় করিতে প্রাণকে মহাশূন্যে প্রবেশ করাইতে হইবে।...পরাগতি পরমাত্মাকে জানিতে হইবে।...মনকে নিশ্চয় করিলে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হয়। মন স্থির হইলে তাহার আর কার্য্য থাকে না ..তখন তাহার সব কার্য্য ব্রহ্মার্পণ হইয়া ব্রহ্ম-কর্ম্ম হইয়া যায়। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য বা জ্ঞান;

Madhawa (Rau)—Restrain the mind by reason.

মহানামব্রত। সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা—এই আত্মনা, বুদ্ধে পরং ও বুদ্ধির অতীত নিত্যআত্মা, আর অত্মানম্ অর্থে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি, রজো গুণের আবাস স্থলগুলি।

শ্রীধর। আত্মা নির্ব্বিকার এরূপ জ্ঞানে আত্মার দ্বারা আত্মাকে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা মনকে, নিশ্চল করিয়া কামরূপী শত্রুকে বধ কর

Telang :—Thus knowing that which is higher than understanding, and restraining yourself by yourself, destroy this unmanageable enemy.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট (১)

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটি অধ্যায়ের শেষের কথাগুলি একের পর এক রাখিলে, নিম্নে প্রদত্ত একটি বিশেষ দার্শনিক তত্ত্ব পাই। সকল মানুষই "শোক-সংবিগ্ন মানস"। এই শোক হইতে পরিত্রাণ তখনই আসে যখন মানুষ ব্রাহ্মী স্থিতিতে থাকিতে সমর্থ হয়। "বিহায় কামান্" দ্বারাই ইহা সংঘটিত হয়। এই কামই ঐ স্থিতিতে থাকিবার প্রতিবন্ধক, বিশেষ করিয়া সেই কাম বা তৃষ্ণা, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম-কৃত কর্ম্মফলে প্রকৃতির নিয়মে বুদ্ধিতে সহজাত ভাবে সূক্ষ্মাকারে থাকে; তাহাকে জয় করা অতীব কঠিন। সেই কামকে জয় করিতেই হইবে। কি করিয়া তাহা করিতে হইবে, তাহা এই অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোকে কথিত হইল।

রামকণ্ঠের গীতা ভাষ্য হইতে লওয়া ডাঃ অধিকারীর সংক্ষিপ্ত অনুবাদের সহায়তায়—

এই দ্বিবিধা নিষ্ঠা, জ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্ম্ম নিষ্ঠা, এককালীন একই পুরুষ অবলম্বন করিতে পারেন। (যোগ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও স্বরূপের অপ্রচ্যুতি লক্ষণ প্রণিধান; নৈষ্ঠিক সাংখ্যেরাও কর্ম্ম প্রবৃত্ত অবস্থাতেও সমাধিচ্যুত নহেন। ঠিক এইরূপ জ্ঞান যোগেও কর্ম্মাভাবে না থাকিয়াও, এবং কর্ম্মযোগে যুগপৎ জ্ঞানের অভাব ব্যতিরেকেও দ্বিবিধা নিষ্ঠা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(রামকণ্ঠ এই শ্লোকে সবিস্তারে জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়ের ব্যাখ্যা করিলেন।)

৪। যদি মনে কর জ্ঞান অর্থে আত্মলক্ষণে অবহিতত্ব মাত্র, আর কর্ম্ম বলিতে বুঝায় নানা বিষয়ে হেয়তা উপাদেয়তা রূপ ব্যাপার মাত্র, এবং সেই বিবেচনায় পরস্পর বিরুদ্ধাত্মক, হেতুত্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান কিরূপে উপপন্ন হইবে, তাহার উত্তর, জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিষ্ঠা সম্যক অবগত না হওয়ার ফলেই তোমার এমন বুদ্ধি মোহ উপস্থিত হইয়াছে। জ্ঞান রহিত বিহিত কর্ম্মের পরিহার মাত্রই মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ যদি হয়, তবে সুসুপ্তিতেও দেহাত্মক নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থারূপে সিদ্ধির জনক হইবে।

৫। প্রকৃতিজ গুণগুলির দ্বারা পুরুষের দেহ পরতন্ত্র, তাহার স্বাধীনতা নাই। কার্য্য সাত্ত্বিক হউক বা রাজস তামস হউক প্রকৃতির বশেই কৃত হয়।...সুসুপ্তিতে বিষয় সংবেদনের অভাব থাকে বটে, কিন্তু প্রবোধকালে সুখ দুঃখ মোহ বিষয়ে অনুভূতি স্মৃত হয়, কাজেই মানস কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে সে অবস্থাতেও।

৮। রাগ দ্বেষ পরিহরণে, গীতা প্রবচনে সিদ্ধি সাধ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, কর্ম্মের অনারম্ভে নহে। বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত কর ; কদাচ কর্ম্মত্যাগ করিও না।

৯। যজ্ঞ অর্থে দেবতা পুজন (দেবতা ও পরমাত্মা এক তত্ত্ব, এখানে অভিপ্রেত) কর্ম্মেরও একমাত্র প্রয়োজন বা অর্থ ই তাহাই অন্যথা সংসার বন্ধন (মৃত্যু) ; স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য ইত্যাদি। যজ্ঞরূপী কর্ম্ম আচরণ কর, আসক্তি বা সঙ্কল্প রহিত হইয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। প্রজা = কর্ম্মভূমিজাত পরিজ্ঞান রহিত স্বর্গাদি ভোগার্থী প্রজাপতি= পরমেশ্বরের ইচ্ছা কল্পিত সৃষ্টি লক্ষণ কর্ম্ম বিকারী চেতনা বিশেষ। দেবতা যজনার্থ বিধি নিষেধে প্রজা সৃষ্টি হয়। প্রসবিষ্যধ্বং প্রয়োগ ছান্দশ ১৪, ১৫, যেহেতু যজ্ঞাদি অক্ষরাখ্য পরব্রহ্ম হইতে প্রবৃত্ত, সেই হেতু অনতিক্রমনীয়। (মনুঃ অগ্নৌ প্রাস্তাহুতি ইত্যাদি)। এইরূপে যজ্ঞ সম্পাদন সমুদ্ভব কর্ম্ম-রাশির উদ্ভব হয় বেদাদি শাস্ত্রে। ব্রহ্ম = যজ্ঞ...যজ্ঞ সম্পাদন-কর্ম্ম পরব্রহ্ম অক্ষরই তাহার কারণ। শাস্ত্র ও ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত। শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইলে সর্ব্বগত সমস্ত বস্তু ব্যাপকভাবে ব্যবস্থিত সৎ, নিত্য ব্রহ্ম সর্ব্বদাই যথোক্ত স্বরূপে যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ও যজ্ঞই তাঁহার স্থিতি।

১৬। জগৎ ক্রিয়া স্থিতির জন্য প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম নিষ্ঠার চক্র আবিষ্কৃত।

১৯। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম পরিহার অনুচিত প্রতিপাদন করিয়া, এখন নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুগণের যে বুদ্ধি তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। নিবৃত্তি রূপ রতি বা তৃপ্তি তাহা এই নিজ আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত। তৎ প্রাপ্তির জন্য কৃতকৃত্য পুরুষের করনীয় কিছুই নাই। রাজর্ষি জনকাদি স্বধর্ম্মাশ্রম নিয়ত কর্ম্ম দ্বারা প্রজাপালনাদি করিয়া নিরুত্তর পুরুষার্থ প্রাপ্ত রূপ ফললাভ করিয়াছিলেন। লোক সংগ্রহ = লোক শব্দে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ কাম) মাত্র উপদেশ-ভূত ব্যক্তি, তাহাদের সংগ্রহ = শাস্ত্রার্থ অনুষ্ঠাতার স্বপক্ষ স্বীকার তাহার অবশ্য করণীয়তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্যগ উপলব্ধি করিয়া শিষ্ঠানুগমনের নিমিত্ত তোমার শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম করা উচিত। কর্ম্মত্যাগে সিদ্ধি সম্ভব নহে ; অভিমানে কার্য্য ত্যাগে রাগ দ্বেষাদির আবির্ভাব দুর্নিবার (২৪)কর্ম্ম অকরণে বর্ণ বিভাগের সঙ্করের সৃষ্টি হইবে।

২৫। যে ভাবে অবিদ্বান পুরুষ ক্ষণিক সাধনভূত যজ্ঞাদি ব্যাপারকে চরম লক্ষ্য মনে করিয়া তৎ তৎ যজ্ঞ সম্পাদন করে, সেইরূপেই সামান্যদের যাহা অবধারণ করিতে অক্ষম, (শুধু হৃদয়ে সংযোজিত তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠিত) জ্ঞানী পুরুষ তাহাতেই পুরুষার্থ পরিসমাপ্ত কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র লোকের অববোধের জন্য লোক সংগ্রহের নিমিত্ত ইত্যাদি। লোক যাহাতে কর্ম্ম ত্যাগে ইচ্ছুক না হয়।

২৮। প্রকৃতিই তাহার গুণগুলির দ্বারা সকল কর্ম্ম নিষ্পাদিত করে। গুণই কর্ত্তা, ইত্যাদি। তত্ত্ববিৎ...গুণগুলিতে, বা কর্ম্ম সকলে আসক্ত হন না। গুণা গুণার্থে=সত্ত্বাদিগুণ স্বপ্রয়োজনে দেহাদিতে আছে।

২৯। প্রকৃতির উত্তম রূপ গুণ সম্বন্ধ অনাদি বাসনারূপে দেহারম্ভকত্বে পর্য্যবসিত করে। ...মূর্খ ব্যক্তি গুণফল-কার্য্যে আসক্ত হয়।

৩০। যোগিগণের কর্ম্ম কৈবল্যে পর্য্যবসিত হয়।...মনের দ্বারা পরম গুরুকে সম্পূর্ণ সমর্পণ।...তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়াত্মক উপদেশে থাক।...সমর্পণ বিধিই সন্ন্যাস।

৩৩। শরীরেন্দ্রিয়াদি সকলই ত্রিগুণাত্মক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৪। বিষয় পরাভূত করিতে হইলে রাগদ্বেষ পরিহার করিতে হইবে।

৩৫। স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, পরধর্ম্ম বলে রাজ্যলাভাদি অপেক্ষা।

৩৭। ইচ্ছা দ্বেষাত্মক দোষ, রজোগুণ ইত্যাদি।

ইহার পর চারিটি অতিরিক্ত শ্লোক রামকণ্ঠের গীতায় আছে —ইহা অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হইয়াছে।

এব সূক্ষ্মঃ পরঃ শত্রু র্দেহিনা মিন্দ্রিয়ৈঃ সহ
সুখ তন্ত্র ইবাসীনো মোহয়ন্ পার্থ তিষ্ঠতি।৩৯।
কামক্রোধময়ো ঘোরঃ স্তম্ভহর্ষ সমুদ্ভবঃ
অহংকারোঽভিমানাত্মা দুস্তরঃ পাপ কর্ম্মভিঃ।৪০
হর্ষমস্য নিরর্ত্যৈষ শোকমস্য দদাতি চ
ভয়ং চাস্য করোত্যেষ মোহযংস্তু মুহুর্মুহুঃ।৩১
স এষ কলুষঃ ক্ষুদ্রচ্ছিদ্রপ্রেক্ষী ধনঞ্জয়
রজ প্রবৃত্তো মোহাত্মা মনুষ্যানামুদ্রবঃ।৪২

ভগবান উত্তর দিলেন—ইহা অহঙ্কারে পর্য্যবসিত অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যাহত করে, সকল ইন্দ্রিয়কে পরাভূত করে, সকল দুঃখের জনক হইলেও সুখতন্ত্রে সুখাত্মক বর্গে আসীন। মোহগ্রস্ত করাইয়া দেহাদিতে আত্মপ্রত্যয় আরোপ করিয়া স্থিতি অনুভব করে। কামক্রোধময় প্রকৃতি এমন লোকের স্তম্ভের, গর্ব্বের, হর্ষের ও বিষাদের পরিণামে বৃদ্ধি। সকল দেহীর শত্রু অহংকারাখ্য অভিমানাত্মা কাম ক্রোধ। তাহাতে অনাত্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিপত্তি নিবন্ধন মিথ্যাজ্ঞান যাহার স্বভাব, সেরূপ মনুষ্য আসুর স্বর্গ ভজনা করে। শত্রুর দ্বারা ব্যামোহগ্রস্থ জীব ব্যাধি বা প্রিয়জন বিচ্ছেদ কারণে অনুশোচনা করে। সুতরাং কাম, শোক মোহ উভয়েরই জনক, ভয়ের কারণ হয়, কেন না কাম বশে অভিলষিত বস্তুর অপস্হতি ত্রাস সৃষ্টি করে। সেই পরিচিত শত্রু ক্ষেত্রজ্ঞকে "সুখেতে আছি" প্রত্যয় দ্বার করিয়া উত্তরোত্তর কাম ক্রোধ স্তম্ভামোহাদি দোষে পরিণত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পাপাচরণ করে।

৩৮। মায়া প্রভাবে অহঙ্কার দ্বারা স্বরূপ প্রতাবমর্শ শক্তি নিরুদ্ধ করে।

৫২। বুদ্ধি হইতে পরতঃ, অর্থাৎ পরম সূক্ষ্মত্বে স্থিত, সঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারাখ্য শত্রু। বুদ্ধিকেও পরাস্ত করে।

গীতায় যজ্ঞ শব্দ বহু স্থানে আসিয়াছে, যথা ৩।৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ; ৪।২০, ২৩, ২৫, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ; ৫।২৯ ; ৮।২৪ ; ৯।১৬, ২০ ; ১০।২৫ ; ১৫।১৯ ; ১৭।১, ১২, ১৩, ২০, ২৪, ২৯, ১৮।৩, ৪, ৫, ৯। ইহা ছাড়া যজন্তি, যজন্তে, যজন্ত' শব্দ ও সাত আট স্থলে আছে।

যজ্ঞ

(আমাদের "যজ্ঞ" নামক এই প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবং গীতায়, যজ্ঞের আলোচনায়, ঐ কারণে, এই প্রবন্ধের মাত্র উল্লেখই করা হইয়াছে ; তাহাতে কি আছে,

18

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা মুদ্রিত করা হয় নাই। অনেকের অনুরোধে সেই জন্য ইহা পরিশিষ্ট ভাবে এখানে দেওয়া হইল)।

যজ্ঞের প্রাচীন ইতিহাস বা আদিম্ আকার ও তাহার মর্ম্ম কথা, প্রখ্যাতনামা রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃকএই ভাবে কথিত হইয়াছে।

"যেদিন হইতে আর্য্য জাতির বেদ-পন্থী শাখা সমাজ-বদ্ধ হইয়াছে—সে কোন্ দিন তাহা আজিও কেহ জানে না—সেই দিন হইতে এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই সমাজ ধৃত রহিয়াছে। এই ধর্ম্মের পারিভাষিক নাম যজ্ঞ, এবং যজ্ঞের নামান্তর ত্যাগ।

ত্যাগ নহিলে মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইতে পারে না। মানব জাতির ধর্ম্ম মাত্রই ত্যাগাত্মক।...জগতের সহিত আমার আদান প্রদান অনবরতঃ চলিতেছে।...জগৎ নির্ম্মাণ একটা ত্যাগ এবং ত্যাগের নাম যজ্ঞ।...তৎযজ্ঞং বর্হিসি প্রৌক্ষণ পুরুষং জাতমগ্রতঃ (সেই সকলে, অগ্রজন্মা পুরুষকেই যজ্ঞ রূপে—যজ্ঞীয় পশু রূপে—কল্পনা করিয়া প্রোক্ষিত করা হইয়াছিল।...সেই যজ্ঞ হইতেই চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, ভূমি, আকাশ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই জন্মিয়াছে। অতএব এই বিশ্ব ব্যাপার এক মহাযজ্ঞ।...যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ।...যে যে যে কর্ম্ম, ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল... "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে,...এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বয়ী নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে," ত্যাগ রূপ কর্ম্ম করা, তাহাতে তোমার উপর আর নূতন কর্ম্মের প্রলেপ পড়িবে না। এই কর্ম্মেরই নামান্তর ধর্ম্ম। মানব জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভিত্তি পত্তন এই খানে। সর্ব্বদেশীয় যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই ধর্ম্ম মূল স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাহাই ধর্ম্ম, অন্যথা ধর্ম্ম না।... কিন্তু কেন আমি ত্যাগ করিব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অন্য দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র হাবুডুবু খাইয়াছেন। বেদই মূল সত্যের আবিষ্কার করিয়া উত্তর দিয়াছেন। ঈশোপনিষদেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম কথা ও শেষ কথা পাওয়া যায়—সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাই মূল ধরিয়া পল্লবিত ও বিস্তারিত হইয়াছে; জীব-ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্ম স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত না হইলেই যজ্ঞে পরিণত হয়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ফল নিজের ভোগ্য মনে না করিয়া যজ্ঞেশ্বর নারায়ণে অর্পিত করিলেই যজ্ঞ হয়, কেন না দেবোদ্দেশে কৃত কর্ম্ম যজ্ঞ।...(বিকৃতি, যেমন সর্ব্বত্র, যজ্ঞে ও আসিতে আরম্ভ করিল (সর্ব্বস্ব ত্যাগের অর্থ হইল বলি প্রদান, নরবলি পশু বলি; সোমপানের অর্থ বিকৃত হইল)।....জীব, জগতের নিকট নানাঋণে আবদ্ধ। দেব-ঋণ পিতৃঋণ ইত্যাদি পঞ্চবিধ ঋণ মনুষ্যের হয়। তাহার মোচনের জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা।......কিন্তু সৃষ্টি ব্যাপারই একটা যজ্ঞ। পুরুষ আপনাকে যজ্ঞরূপে কল্পিত করিয়া সৃষ্টি সংঘটন করিয়াছেন। প্রজাপতি স্বয়ং এই মহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞের যজমান, দেবগণ এই যজ্ঞের ঋত্বিক। আবার যিনি যজমান, যাঁহার হিতার্থ এই যজ্ঞ, সেই বিরাট পুরুষ-রূপী প্রজাপতিই এই যজ্ঞের পশু। যজ্ঞই এই যজ্ঞের দেবতা। ত্যাগের উদ্দেশ্যই ত্যাগ। যজ্ঞেন যজ্ঞময়ন্ত দেবাঃ দেবগণ যজ্ঞ দ্বারাই অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকার দ্বারাই, যজ্ঞরূপী দেবতার যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দও এই ভাবে বলিয়াছেন—"Sacrifice is the very condition of life...The sacrifice must be offered to the Lord, the true sacrifice of all the life's energies and activities, with devotion, without desire, for His sake and for the welfare of the people,"আমাদের ভিতরে যে শ্রেষ্ঠ সত্বা রহিয়াছে...তাহাতে উঠিতে পারিলে আমরা প্রকৃত ভাবে নির্ব্যক্তিক হইতে পারি; ...যজ্ঞকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সকল কর্ম্ম করিয়া ইহা হইতে পরে।"

গীতায় যজ্ঞ তৃতীয় চতুর্থ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়ে অরবিন্দ বলেন যে বেদ—বাদের ও বেদান্তবাদের যে বিরোধ, গীতাকার সুন্দরভাবে তাহার সমাধান করিয়াছেন। অনিলবরণ অনূদিত অরবিন্দের গীতায় পূর্ণ দুইটি অধ্যায়ে, যজ্ঞের লক্ষ্য কি, তাহা আলোচিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ সম্বন্ধে আমাদের এক আলোচনা নিম্নে দেওয়া হইল।

যজ্ঞ কি? যজ্ঞের ইতিহাস কি, কি ভাবে ইহা আরম্ভ হয়, তাহার সঙ্কেত আমরা বোধ হয়, সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা এই কথা গুলি হইতে পাইতে পারি। ইহার আরম্ভ মানুষের যূথ-বদ্ধতায় ও অ-দৃষ্ট দেবতার প্রসাদ কামনায়। পশুরা পারে মানুষ পারে না, নিজের সব অভাব নিজে মিটাইতে, তাই মানুষ জন্মিয়াছে যূথ বদ্ধ হইবার, সমাজ-বদ্ধ হইবার স্বভাব লইয়া; সমাজের কাজ বিভাগ করিয়া লইয়া পারস্পরিক সহযোগিতায় তাহা নিষ্পাদন করিবার চেষ্টা লইয়া। পশুরাও সন্তান প্রজনন ও পালন করিবার সময় ঘর বাঁধে। মৌমাছি ইত্যাদি চিরকালই সঙ্ঘ-বদ্ধ ভাবে থাকে। ভগবৎ বিধানে, সৃষ্টির সময় হইতেই মনুষ্য এই সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া থাকিবার স্বভাব পাইয়াছে, এবং তাহার বোধে লাগিয়াছে যে এই ভাবে থাকিলে সে নিরাপদ এবং সুখে থাকিতে পারিবে সহযোগিতায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া এইভাবে থাকা ও কাজ করায়, তাহার নিজেরও মঙ্গল ও অভিলাষাদিও পূর্ণ হইবে। পারস্পরিক সহযোগিতা, যজ্ঞেরই মত পাঁচজনের মত মিলিত ক্রিয়া এবং ইষ্টকামধুক। এবং ভিতর হইতে প্রেরণা আসিয়াছিল বলিয়াই গীতা বলিয়াছে, "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ, অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"। (৩।১০)। সমাজ গঠন ও তাহার স্থিতি বিধানের জন্য কার্য্যের বণ্টন আপনিই হইল; গুণ ও কর্ম্ম তাহা স্থির করিয়া দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই ভগবান বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"। সমাজ গঠন ও রক্ষণ নামক স্বার্থ-উৎসর্গমূলক যজ্ঞের ভিত্তি পড়িল। তাহার পর, বা হয়তো পূর্ব্ব হইতে মানুষের মনে আরও এক উৎসর্গের চেতনা আসিল। "নানাবিধ ঘটনা, নানা বিদেহী দেবতাদিগের দ্বারা কৃত হইতেছে, তাঁহাদের তুষ্টির জন্য অনবরতঃ কিছু উৎসর্গ করিলে, নিশ্চয়ই সেই সব ঘটনা তাঁহারা তাহাদের জন্য শুভ করিয়া দিবেন", ইহা তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল এবং ক্রমে বেশ দাঁড়াইল, যে সকল রকম প্রাকৃতিক ঘটনা, এবং আমাদের সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য লাভ, ক্ষতি, ইহাদের প্রত্যেকের পিছনে অদৃশ্যভাবে এক একজন দেবতা আছেন, যাঁহারা ইহাদের করাইয়া দিতেছেন। এখনও অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস রাখেন; বৃষ্টি না হইলে ইন্দ্রদেবের পূজা, বসন্ত হইলে মা শীতলার পূজা দেওয়া হয়। আদিমকালে ভয়েতেও যেমন দেবতাদের ডাকা হইত, আনন্দেও তাঁহারা স্মরিত হইতেন; সুবৃষ্টি হইলে, প্রচুর শস্য হইলে, প্রচুর শিকার মিলিলে, স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া হইত, এবং তাঁহারা যেন আরও কৃপা করেন তাহার প্রার্থনা করা হইত। ইহাই ক্রমে পরবর্ত্তী কালের যজ্ঞ নামক ক্রিয়ার আকার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ধন্যবাদ প্রদান, গোড়াতে সাদাসিধা ভাবে করা হইত, বিশেষ ঘটাঘটি করা হইত না। একক ভাবে তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহেই, ঘটাঘটি, দশ জনে মিলিত ভাবেও নহে। যজ্ হইতে যজ্ঞ নামের উৎপত্তি, যাহার অর্থ দেবার্চ্চনা করা।

শস্য ও শিকার যাহা পাইত, প্রচুর হইলে তো কথাই নাই, তাহা, যে দেবতার কৃপায় পাইয়াছে তাঁহাকে ধন্যবাদ ও প্রার্থনা রূপে নিবেদন করিয়া তবে লোকেরা ভোজন করিত, কারণ তাহারা বিশ্বাস করিত যে, দেবতাদের তুষ্ট রাখিলে তাঁহারাও তাহাদের তুষ্ট করিবেন, কিন্তু যদি নিবেদন না করিয়া খাওয়া হয় তবে তাহা চুরি করা হয়; আর বিশ্বাস করিত নিবেদিত আহার্য্য বস্তুর তুল্য পাপনাশক কিছুই নাই। ইহাই গীতার ৩।১১,১২,১৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

মানুষ প্রথমে কাঁচা মাংস ও বন্য ফলাদি খাইত। ক্রমে, অগ্নির আবিষ্কারের পরে, অগ্নির ঔজ্জ্বল্য, তেজ, ক্ষমতা ও বহু বহু কাজ যথা, ইহা দ্বারা ভোজনের দ্রব্য সুসিদ্ধ ও সুপাচ্য করা যায়, মৃৎপাত্রকে পোড়াইয়া অদ্রবণীয়, অক্লেদ্য, জল রাখিবার পাত্রে পরিণত করা যায়; ইহা দ্বারা শীত প্রতিহত হয়, ইহা দ্বারা যাহা দুর্গন্ধময় ও রোগ জননকারী তাহাকে ভস্মসাৎ করা যায়, ইহা দ্বারা হিংস্র শ্বাপদাদি হইতে নিজেদের রক্ষা করা যায়—এই সব যখন পরিদৃষ্ট হইল, তখন প্রতিগৃহে ইহা স্থাপিত হইল। ইহা পাবক অর্থাৎ পবিত্র কারী বস্তু ইহা দেবতা-দিগের মুখ অর্থাৎ দেবতাদিগকে কোনও বস্তু উৎসর্গীকৃত করিতে হইলে, দেবতাদিগকে তাঁহাদের ভোজ্য নিবেদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইলে, অগ্নিতে তাহা শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংঘটিত হইয়া যাইবে। এই সিদ্ধান্তে অগ্নি রাখিবার জন্য ঘরে ঘরে নানা রকমের যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত হইল। অগ্নিতে দেবার্চ্চনায়, এইরূপ উৎসর্গ করা, হোম ও যজ্ঞ নাম পাইতে লাগিল, (যথা ঋগ্বেদে পুরুষ সূক্তে, বিরাট পুরুষ নিজেকে যজ্ঞের পশু করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ তপস্যা করিয়াছিলেন (ওঁ তৎ সৎ মন্ত্রে জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য)। যজ্ঞের উৎসর্গ-মূলক অর্থ হইল শ্রদ্ধার সহিত কোন কিছু উৎসর্গ করা, আরও ভাল কিছু, যাহাতে পাওয়া যাইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যের কর্ম্ম-কাণ্ড অংশ, প্রধানতঃ যজ্ঞ সম্বন্ধীয়; সংহিতায় মুখ্যতঃ যজ্ঞে প্রযুক্ত মন্ত্র সমূহের সঙ্কলন, ব্রাহ্মণে যজ্ঞের প্রণালী ও পদ্ধতির বর্ণনা, ও আরণ্যকে যজ্ঞাঙ্গ সমূহের রূপক বর্ণনা ও মনে সেই রূপ চিন্তা করা। শ্রুতিতে ও শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি নানা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত গ্রন্থে যজ্ঞকে গৌরব মণ্ডিত করিয়া স্থান দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা সমূহ রচিত হইল। ক্রিয়ামূলক যজ্ঞ হওয়ায় প্রকৃতিতে অনবরতঃ যজ্ঞ হইতেছে; জীব-সৃষ্টির জন্য জীব হিতার্থে, ভগবানের নিজের যজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করা বা বিপুল আত্ম-ত্যাগ, যাহা পুরুষ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে; আমাদের ভিতর অনবরতঃ যজ্ঞ চলিতেছে, ভগবান অনবরতঃ যজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

· Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন ; কর্ম্মই যজ্ঞ,—জ্ঞানের কথাভাবে এইসব কথিত হইতে লাগিল। প্রক্ষিপ্ত হবিঃ ভস্মসাৎ হইয়া যাওয়াকে, দাবী দাওয়া না রাখা ত্যাগের নির্দ্দেশক বলিয়া প্রদাশত হইল ও দার্শনিক ভাবে বলা হইল যে ত্যাগই যজ্ঞের ভিতরের কথা। মন্ত্রেও পঠিত হইতে লাগিল, "ইদং ন মম", যাহা যজ্ঞে অগ্নিতে দিলাম, তাহার উপর আমার কোন দাবী দাওয়া রহিল না, বা আমি নিজের জন্য কিছু চাহিতেছি না, যজমানের জন্য এ যজ্ঞ করা হইতেছে। ত্যাগমূলক নিষ্কাম যজ্ঞের ভাব আনিবার চেষ্টা হইল। (বিশ্বনাথ বা জগন্নাথকে কোন প্রিয় ফল দান করা ও সেই ফল আর না খাওয়া, তাহার মূলেও থাকে ঐ দাবী দাওয়া পরিত্যাগ)।

যজ্ঞ ও যজ্ঞের সব কিছুর উপরে, কাব্য মিশ্রিত যজ্ঞের "দর্শন" বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমূহ রচিত হইল। ত্যাগের নিজস্ব গৌরব তো ছিলই, যজ্ঞকে গৌরবান্বিত করিতে যজ্ঞের সহিত উহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত করা হইল।

যজ্ঞ যাহা স্বতঃস্ফুর্ত্ত ব্যাপার ছিল, তাহা ঋতু অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনার সমূহের সহিত খাপ খাওয়ান হইল। যজ্ঞে যে অগ্নির প্রয়োজন হইবে তাহার আধানে, যে সময়ে প্রকৃতি যেন নূতন জীবন পায়, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে করিবার নীতি হইল। যাজ্ঞিক জ্যোতিষ ও যাজ্ঞিক জ্যামিতি (যজ্ঞের ইঁট সাজাইবার ব্যাপারে) বিকাশ ও পুষ্টি পাইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে "ঘটাঘটি" বাড়িতে লাগিল। যজ্ঞের অঙ্গ—দেবতা, মন্ত্র, দ্রব্য, প্রক্রিয়া ও পুরোহিত, এই পাঁচটি গণিত হইল ও সেইজন্য, নানা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নানা দেবদেবীর কল্পনা করা হইল, ও তাহাদের তুষ্টির জন্য নানা মন্ত্র, নানা প্রক্রিয়া রচিত ও ব্যবস্থিত হইল, ও যজ্ঞে লাগাইবার জন্য সংখ্যাহীন নানাপ্রকার দ্রব্যের তালিকা ও নানাপ্রকার পুরোহিতের দল সৃষ্ট হইল। এক একটি যজ্ঞ, এক একটি "ক্রিয়া বিশেষ বহুলা" বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইল। মানুষ ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে মজিয়া যাইতে লাগিল। সোম পানের ঘটা পড়িয়া গেল। (২।৪১,৪৫,৫২,৫৩ ; ৯।২)

বলি দেওয়া, যাহা প্রথমে তেমন মুখ্য ক্রিয়া ছিল না, কারণ আদিম কালে ফল মূলাদির সহিত মাত্র সামান্য কিছু যাহা শিকারে প্রাপ্ত এরূপ মাংস অর্পিত হইত, এখন তাহা বৃহৎ ক্রিয়া হইয়া উঠিল। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বলির ব্যবস্থা হইল, যথা বায়ু দেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেত মেষ ইত্যাদি। নির্দয় ভাবে পশুমেধ আরম্ভ হইল। মীমাংসকেরা ব্যবস্থা দিলেন যে, যজ্ঞে হিংসা, হিংসা নয়, এবং হত পশু মোক্ষ পায়। মন্ত্রে বলা হইতে লাগিল, হে পশু আমরা তোমাকে হিংসা করিতেছি না, তোমাকে ছেদন করিতেছি তুমি স্বর্গে চলিয়া যাইবে বলিয়া। ব্যবস্থা হইল যজ্ঞ প্রত্যেকেরই করা উচিত, যজ্ঞে কর্ম্ম-বন্ধন হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। রামচন্দ্র, এমন কি যুধিষ্ঠিরকে দিয়াও অশ্বমেধ যজ্ঞ করান হইল, তাহাদের পাপ ক্ষালন ও পুণ্য বৃদ্ধি করইবার অছিলায়।

বহু বহু সহস্র বৎসর পরে, করুণাঘন মূর্ত্তি গৌতমবুদ্ধ (বুদ্ধদেব) দৃঢ়তার সহিত, এই পশুমেধ নিরোধের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হইয়াছিলেন; তাই ভগবানের অবতার ভাবে তাঁহার বন্দনায় পরে বলা হইল "নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং, সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্, কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর, জয় জগদীশ হরে"। তাই তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনে বলা হয় "এখনও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর"। দ্রব্য উৎসর্গ করা (দ্রব্য যজ্ঞ), বলি দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইতে লাগিল।

যজ্ঞের দ্বারা সব কিছু করা যায়, এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে লাগিল, যথা, যজ্ঞের ধূমে মেঘ সৃষ্ট হয়, সৃষ্ট মেঘ বৃষ্টি আনে, শস্য উৎপাদন করে এবং শস্য প্রজা বৃদ্ধি করে। বলা হইল, যজ্ঞ, সাধারণ কর্ম্মে উৎপন্ন ব্যাপার নহে; সে কর্ম্ম, "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্, তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (৩।১৫)। অতএব যজ্ঞ শুধু চিত্ত শুদ্ধিকর নহে, ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত, এবং ইহা হইতে ঐহিক সকল রকম সুখ তো লাভ হয়ই (৩।১৪,১৫) ব্রহ্মস্পর্শও লাভ হয়। বলা হইল যে, হউক না কেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র নিষ্কাম যজ্ঞেই কর্ম্ম বন্ধন আনে না, ও পরম পদ প্রাপ্ত করায় (৩৷ই; ৪৷২৩), সকাম যজ্ঞেরও যথেষ্ট উপ-যোগিতা আছে। বলা হইল যজ্ঞে কৃতকর্ম্মে সত্যই কর্ম্মবন্ধন আনে না, অন্যেরা যাহাই বলুক না কেন; তাহা ছাড়া প্রতি যাজ্ঞিক ইহলোকে অভীষ্ট বস্তু লাভ করে, এবং পরলোকে তাহার সকল প্রকার সুখ প্রাপ্তি ঘটে। ইহাদেরই উক্তির উদ্ধৃতি গীতায় পাই—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা'যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক-মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্ (৯৷২০)।" সকাম যজ্ঞ নানাকাজের জন্য করা হইতে লাগিল। যাঁহারা সকাম যজ্ঞ, "ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং" করিয়া চালু রাখিলেন, দৃঢ়ভাবে বলিতে থাকিলেন যে ধন ও পুত্র লাভ, পুণ্য-লাভ, স্বর্গভোগ, শত্রুনাশ, সম্রাটত্ব, মারণ, স্তম্ভন, বশীকরণ, ইত্যাদি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল রকম বিষয়, যজ্ঞের দ্বারা পাওয়া যায়; মন্ত্রই দেবতা, যজ্ঞই বিষ্ণু; দেবতাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, বিশুদ্ধ ভাবে মন্ত্রোচ্চারণে তাঁহারা স্ফুরিত হন, ও উচ্চারণকারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন; ভগবানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই, শক্তি বা মন্ত্রশক্তিই ভগবান। ফলে, শ্রদ্ধার সহিত এইসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে লাগিল। অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, সোমযজ্ঞ, রুদ্র যজ্ঞ, বিষ্ণু যজ্ঞ, ইত্যাদি নানাশ্রৌত স্মার্ত্ত যজ্ঞ চালু হইল। বড় বড় যজ্ঞের ভিতর রাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূয় ও অশ্বমেধ, প্রধান। মানুষ যজ্ঞে মাতিয়া উঠিল। ইহাই গীতাতে "যামিমাং......বিধীয়তে (২।৪২—৪৪) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান ইহারই নিন্দা করিয়াছেন, যজ্ঞের নহে। আর নিন্দা করিয়াছেন এই জন্য যে ইহা "সমাধৌ ন বিধীয়তে", মানুষকে গুণাতীত হইতে দেয় না, মনশ্চাঞ্চল্য বাড়াইয়াই দেয় (২।৫৩)। সমস্ত ষষ্ঠ অধ্যায় এই মানশ্চাঞ্চল্য নিবারণ-বিষয়ক। মন চঞ্চল থাকিলে, কোন যোগই হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মীমাংসকদিগের মতে যজ্ঞ যে প্রকারেরই হউক না কেন, অর্থাৎ সকাম যজ্ঞ হইলেও, ইহা কর্ম্ম-বন্ধন উৎপন্ন করে না (যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম-বন্ধনঃ)। বেদবাদীরা কিন্তু এ মত মোটেই গ্রহণ করেন নাই; বলেন, যজ্ঞও সঙ্গংত্যক্ত্বা হওয়া চাই। ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন "ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ, যজ্ঞ-দান তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ। (১৮।৫, ৬)। নিষ্কাম যজ্ঞে অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীত্যর্থে যজ্ঞে, বা জগতে মঙ্গলের জন্য কৃত যজ্ঞের যাজ্ঞিকের পুণ্য ছাড়া আর কোনও লাভ হয় না, তাহা নহে। নিষ্কাম যজ্ঞের গুণই এরূপ যে না চাওয়া হইলেও সে যজমান যাজ্ঞিকের মঙ্গল করে। ঋষি আপস্তম্বের একটি সুন্দর উক্তি আছে যে আম্র বৃক্ষের নিকট চাহিতে হয় না, সে নিজেই ছায়া ও সুগন্ধ প্রদান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকে নিজের কোন স্বার্থের সিদ্ধির জন্যই যজ্ঞের ব্যবস্থা করিত বলিয়া সাধারণতঃ সকাম যজ্ঞই কৃত হইত, নিষ্কাম যজ্ঞের দিকে বড় কেহ ঘেঁসিতে না। কর্ম্মবন্ধনের ভয়েই লোকে সকাম কর্ম্ম করে না, কিন্তু মীমাংসকেরা যখন তাহাদের শুনাইতে লাগিলেন, যে অন্যান্য সকাম কর্ম্মে কর্ম্ম বন্ধন হয় বটে, কিন্তু সকাম যজ্ঞে হয় না, তখন কেনই বা না তাহারা আনন্দের সঙ্গে সকাম যজ্ঞ করিবে। যজ্ঞের আদি ভাব লইলে, যজ্ঞ বস্তুতঃই চিত্ত শুদ্ধিকর। আদিম যজ্ঞে স্বার্থ শূন্য সহযোগিতায় অর্থাৎ ত্যাগের ভাবে, চিত্তে শুদ্ধি আনিয়া দিত। যজ্ঞ চিত্তশুদ্ধিকর, ভগবান ইহা বারবার বলিয়াছেন, তবে যাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন না হয় সেই জন্য ইহা নিষ্কাম ভাবে করিতে বলিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। (৪।২৩ ; ১৮।৫ ; ৩।৯) সবকিছুকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায় ; যজ্ঞও তিন শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে —(১) সাত্ত্বিক অর্থাৎ নিষ্কাম যজ্ঞ এবং যাহা শ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (২) রাজসিক অর্থাৎ যাহা সকাম কিন্তু পরের অনিষ্টকারী নহে এবং (৩) তামসিক যাহাতে অভিচারাদি করা হয়। যজ্ঞই বিষ্ণু (ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তৈঃ সং ১।৪।৮)। হরি যজ্ঞেশ্বর এবং যজ্ঞাবতারও তিনি। তিনিই অধিযজ্ঞ এবং যজ্ঞে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। নির্দ্দেশ ভাবে বলা হইয়াছে যে ওঁ তৎসৎ মন্ত্রের সহিত ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তাহারা একাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১৭।২৩)। এই সব উক্তিতে ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে যে ভগবান যজ্ঞকে বহু মান দিয়াছেন। ভগবান নিজ সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—"ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং (৫।২৯), অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাম্ ভোক্তা (৯।২৪); অহং ক্রতু-রহং যজ্ঞ (৯।১৬); যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি" (১০।২৫)। যজ্ঞের প্রতি অঙ্গ, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ ইত্যাদি সব কিছুকে, অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ (৪।২৪) এইভাবে যে যজ্ঞকে দেখে, তাহার ব্রহ্মে গতি হয়।

যজ্ঞই কর্ম্মযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমে দ্রব্যযজ্ঞে পরে, মানুষের মন সাত্ত্বিক দিকে আসিতে থাকায় নামযজ্ঞ ও জপযজ্ঞ মান্য পাইল। যজ্ঞের অর্থ প্রসারণের সঙ্গে, ক্রমে, রূপক ভাবে, বহু ক্রিয়াই যজ্ঞের গৌরব পাইয়াছে। এই ক্রিয়া, অনুষ্ঠানিক যজ্ঞই হউক, বা সমাজ গঠনে বা সমাজ সংরক্ষণে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতাই হউক, বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনই হউক, বা ব্রহ্ম-ভাবনারূপ ক্রিয়াই হউক, বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই হউক বা উপাসনা হউক, বা জীব-শিব এই ভাবে বা যে কোন ভাবে করা সেবাই হউক, বা আত্মত্যাগ বা পরোপকারই হউক, বা ইন্দ্রিয় বা মন-সংযমই বা পঞ্চপ্রাণ সংযমই হউক, বা প্রাণায়ামই হউক বা জপই হউক, বা স্বাধ্যায় জ্ঞানচর্চ্চাই হউক, বা যোগই হউক, দানই হউক, তপস্যাই হউক, বা নানাপ্রকারের দ্রব্যযজ্ঞই হউক. বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ ক্ষালনের জন্য করা পঞ্চযজ্ঞ, প্রায়শ্চিত্যাদি হউক বা দ্রাব্যিক সৎকাজ যথা বাপী কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্ম্মাণ, হাঁসপাতাল বিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠানই হউক, বা পঞ্চঋণ শোধই হউক, বা পঞ্চপ্রাণে সমতা বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে পঞ্চগ্রাস অন্ন ত্যাগই হউক বা পুত্রোৎপাদনই হউক, বা শরীরস্থ পরিপাকাদি নানাবিধ ক্রিয়াই হউক, বা প্রাকৃতিক নানাক্রিয়াই হউক, (যথা বরফ হইতে জল হওয়া, জল হইতে বাষ্প হওয়া ইত্যাদি) বা সৃষ্টি চক্রের বিভিন্ন চাকার বিভিন্ন কাজই হউক বা কুণ্ডলিনী জাগানই হউক, বা চক্র ভেদই হউক,—এ সব বহু বহু ব্যাপার যজ্ঞ নামের গৌরব পাইয়াছে। গীতায় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ অনেক সকাম ও নিষ্কাম রূপক-যজ্ঞ, দ্রব্য যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। আমাদের জীবনটাই যজ্ঞ। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে নানাভাবে যজ্ঞ হইতেছে। তাই বলা হয় যজ্ঞের দ্বারাই জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। যজ্ঞ শুধু ব্যুৎপত্তি ভাবে দেব-যজন নহে, যজ্ঞই ভগবান। ভগবান নিজেকে, নিজ শক্তিরূপী দেবগণের দ্বারা উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন সৃষ্টির বিকাশ করিতে, অর্থাৎ অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হইতে। উৎসর্গই যজ্ঞ, বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (৮।৩)। যাহা কিছু শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত কৃত হয় তাহাই যজ্ঞ। কোন কিছুতে (যথা অগ্নিতে) কোন মূল্যবান কিছু (যথা হবিঃ) শ্রদ্ধার সহিত যদি উৎসর্গ করা হয়, কোনও আরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল্যবান কিছু পাইতে (যথা অভীষ্ট ফল পাইতে), সেই উৎসর্গ করাকে যজ্ঞ বলিতে পারা যায়। যজ্ঞের এই ব্যাপক সংজ্ঞা যাহা আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি ও আবার দিলাম, তাহা আশা হয় সকল স্থানে প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগৎ চক্রের যজ্ঞ একটি বিশেষ চক্র। যে এই চলমান চক্রের অনুযায়ী চলে না, গীতার মতে সেই পাপী বৃথাই জীবন ধারণ করে (৩।১৬)। যজ্ঞ শুধু তাঁহারই করিবার প্রয়োজন নাই, যিনি নির্যোগক্ষেম, যিনি নিত্য সত্ত্বস্থ আত্মতৃপ্ত ; এবং গুণাতীত অবস্থায় থাকাই যাঁহার যজ্ঞ হইয়াছে (৩।১৭, ১৮)। এ যজ্ঞ অতি কঠিন যজ্ঞ। তাঁহারা যে একেবারেই কাজ করেন না তাহা নহে, একটি মস্ত কাজে তাঁহারা থাকেন, তাহা সর্ব্বভূত হিতে রত থাকা কাজে (৫।২৫ ; ১২।৮)। তাহা দ্বারা ইহাদের ভিতর অনেকেই লোককে সুশিক্ষা দিবার জন্য, এবং কর্ম্মের মাপকাঠি ঠিক করিয়া দিবার জন্য, নিষ্কাম যজ্ঞাদিও করেন, যদিও কোন কর্ম্ম করিবার তাঁহাদের প্রয়োজন নাই (৩।২০, ২১)।

যজ্ঞ ক্রিয়ার বিস্তারিত বর্ণনা, কোন্ দেবতার যজ্ঞ কি ভাবে করিতে হয়, প্রস্তোতা হোতা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা ইত্যাদি, ইহারা কে কি করেন, কোন্ পশু কোন্ দেবতার জন্য বলি প্রদত্ত হয়, কি কি মন্ত্র কি কি ভাবে পঠিত হয়, এই সব, জ্ঞাতব্য কথা হইলেও, আমাদের যে কথার উপর এই প্রবন্ধ, তাহার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখে না ; সেই জন্য এবং অনেকটা স্থান লইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইল। পাঠক শতপথ ব্রাহ্মণ এবং কর্ম্ম কাণ্ডের পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন।

পরিপ্রশ্নমালা

(১—৩)। অর্জ্জুন কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যাহার উপর এই অধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার মনে কি সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যাহাতে তিনি সেই প্রশ্ন করেন? ভগবান কি উত্তর দিলেন? সেই উত্তরে, নিষ্ঠা কয় রকমের হয়, এবং কে কোন্ রকমের নিষ্ঠা পালন করে, এ সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন? এ অধ্যায়ের নাম কর্ম্মযোগ কেন হইল?

(৪—৮)। নৈষ্কর্ম্ম্য কি? সেই স্থিতি কর্ম্ম-ত্যাগে আসে কি না, এ সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন? মা তে সঙ্গঃ অস্ত্ব অকর্ম্মণি, এই বাক্য কি কি যুক্তির দ্বারা ভগবান প্রতিষ্ঠিত করিলেন? ভগবান, নিষ্ঠা হিসাবে ভক্তি মার্গের কথা আনিলেন না, ইহার মীমাংসা কর। কে কপটাচারী? কিসে কপটাচারী না হওয়া যায়?

(৯—১৯)। ভগবান যজ্ঞ সম্বন্ধে কি বলিলেন, এবং সেই কথা ধরিয়া সকল কর্ম্ম কি ভাবে নিষ্পাদন করিতে বলিলেন? "ভগবৎ পূজা" ও "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" এইরূপ ব্যাপক অর্থ দিয়া যজ্ঞের আলোচনা কর। আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য কি, যজ্ঞশিষ্ট ভোজনের মাহাত্ম্য কি, চোর কে, কাহারা পাপ ভোজন করে? যজ্ঞ করায় কি ভাবে অন্ন ও প্রজাবৃদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, যজ্ঞের সহিত ব্রহ্ম ও অক্ষর ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি? যজ্ঞ কি ভাবে জগৎ চক্র চালিত রাখে, এবং ইহাতে যুক্ত না থাকিলে কি হয়? ভগবান এই সব বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা বল। উপরিউক্ত ভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম কাহার জন্য প্রয়োজন নাই এবং কেন, তাহা বল। যজ্ঞের সার্ব্বদেশিক অন্তর্নিহিত কি অর্থ হইতে পারে? এবং তাহা লইয়া উপরের শ্লোকগুলি কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে তাহা দেখাও। কর্ম্ম করিতেই হইবে তবে নিষ্কাম ভাবে; গীতার কর্ম্মত্যাগ মান্য নহে; মা তে সঙ্গঃ অস্তু অকর্ম্মণি ও মা কর্ম্মফল হেতু ভূঃ এই কথাগুলি এ অধ্যায়ে কি ভাবে রহিয়াছে দেখাও।

(২০—২৯,)। কর্ম্মেও সংসিদ্ধি আসে, তাহা ছাড়া যাঁহারা জ্ঞান মার্গে আছেন, তাঁহারাও লোক সংগ্রহে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এসম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন? লোক সংগ্রহ কি? আদর্শ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কি? এ সম্বন্ধে ভগবান নিজেকে উদাহরণ ভাবে লইয়া কি বলিলেন বল। জ্ঞানীরা অজ্ঞানী-দের কি ভাবে উপদেশ দিবে? কর্ত্তৃত্বাভিমান যাহাতে না আসে এ সম্বন্ধে প্রকৃতি, তাহার ত্রিগুণ ও কর্ম্ম করা সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন?" "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে" ইহার ব্যাখ্যা কর। ঐ কথার আড়ালে তো পাপ কর্ম্ম করা চলিতে পারে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য ভগবান কোথাও কি কিছু বলেন নাই? যদি বলিয়া থাকেন, কোন্ শ্লোকে কি বলিয়াছেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩০—৩২)। কর্ম্মবন্ধন পরিহারের আর একটি উপায় ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ। ভগবান এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

(৩৩—৩৫)। জ্ঞানবানেরাও প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, ইহার প্রতিরোধ করা সম্বন্ধে এখানে সাধারণ ভাবে ভগবান কি বলিলেন তাহা বল। আর স্বধর্ম্ম, অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্ম প্রতিপালন সম্বন্ধে ভগবান গুরুত্ব-পূর্ণ যে শ্লোকটি বলিলেন তাহা ব্যাখ্যার সহিত আলোচনা কর। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কথা বলিয়াছিলেন, এখানে বলিলেন নিগ্রহ কি করিবে—ইহার সমন্বয় কর।

(৩৬-৪৩)। অর্জ্জুন বলিলেন—তিনি তো চেষ্টা করেন স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে, কিন্তু আমাদের ভিতর কি আছে যাহা ইহা করিতে দেয় না, ভগবান তাহার কি উত্তর দিলেন ? সেই উত্তরে কাম ও ক্রোধ এই যে দুটি নাম করিলেন তাহাদের সহিত রাগদ্বেষের কি সম্পর্ক আছে তাহা দেখাও। ক্রোধ যে কামই তাহা কিরূপে ? এই কাম বা বাসনা আমাদের ভিতর কোথায় কোথায়, দুর্গে অবস্থিত ভাবে রহিয়াছে তাহা বল। এই কাম ক্রোধকে, আগন্তুক কাম ক্রোধ ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফল স্বরূপ প্রকৃতি প্রদত্ত কাম ক্রোধ এই দুই প্রকার লইলে প্রথমটিকে বশ করিতে ভগবান কোথায় কি বলিয়াছেন তাহা বল। এই ভাবের অর্থ লইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত কি রকম সমন্বয় হয় তাহা দেখাও। বুদ্ধ সহজাত কামের বিনাশ সম্বন্ধে ভগবান কি বলিলেন তাহা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের অর্থ বল—ব্যামিশ্র, নৈষ্কর্ম্ম্য, মুক্তসঙ্গ, নিয়ত, আত্মরতি, কৃতেনার্থ, কশ্চিদ্ ব্যপাশ্রয়, অধ্যাত্মচেতসা, জ্ঞান-বিজ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়ের এই শ্লোকগুলিতে জ্ঞানের কথা আছে—
৪, ৫, ৭, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২৭, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩.

এই শ্লোকগুলি কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধীয় :—
৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪৩.

এই শ্লোকগুলি ভক্তি সম্বন্ধীয় :—
৩০, ৩১, ৪২, ৪৩ ইহার সহিত ১০, ১১, ১২, ১৩ লওয়া যাইতে পারে।

এই শ্লোকগুলি পুরুষকার ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় :—
৮, ১৯, ২১, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪৩.

এই শ্লোকগুলি প্রকৃতি ও প্রারব্ধ সম্বন্ধীয় :—
৫, ২৭, ২৮, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮.

মনে রাখিবার মত শ্লোক :—
৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১৪, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪২, ৪৩.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi